

بسم الله الرحمن الرحيم

الطريق إلى القرآن

এসো কোরআন শিখি

মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ

শিক্ষক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য

মাদরাসাতুল মাদীনাহ

প্রকাশনায়

দারুল কলাম

আশ্রাফাবাদ, লালবাগ, ঢাকা - ১৩১০

ফোন : ৭৩২ ০২২০

প্রকাশক-

দারুল কলম

আশ্রাফাবাদ, লালবাগ

ঢাকা - ১৩১০

(সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত)

মাদানী নেছাব প্রকাশনা - চ

প্রথম প্রকাশ-

রজব, ১৪২৫ হিজরী

আগস্ট, ২০০৪ খৃষ্টাব্দ

প্রচ্ছদঃ বশির মিছবাহ

অঙ্কর বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা

হাসান মিছবাহ

কম্পিউটার কম্পোজ-

দারুল কলম কম্পিউটার

আশ্রাফাবাদ, লালবাগ, ঢাকা-১৩১০

ফোন : ৭৩২ ০২২০

মুদ্রণে : মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস

৪৯, হরনাত্থ ঘোষ রোড, ঢাকা- ১২১১

ফোন : ৮৬২২৩১৩

একমাত্র পরিবেশক

মোহাম্মদী লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা - ১২১১

যেখানে পাবেন

মাওলানা ইয়াহুয়া ছাহেব

ইমাম জামেয়া শারইয়্যা মালিবাগ মসজিদ,

মালিবাগ, ঢাকা

ফোন - ৯৩৩৬২০২

মোহাম্মদী কুতুবখানা

৩৯/১ নর্থ ব্রুক হল রোড বাংলাবাজার, ঢাকা

আহসান পাবলিকেশন্স

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা- ১০০০

১৯১, ওয়ারলেস রেলগেইট, মগবাজার,

ঢাকা- ১২১৭

কোহিনুর লাইব্রেরী

পাঠকবন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার

মীর পাবলিকেশন্স

বাইতুল মুকাররম, ঢাকা

করীম ইন্টার ন্যাশনাল

মনিপুরী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা

ফোন- ৯১৩০৪৫৭

হাদিয়া : ১৬০/০০ টাকা মাত্র

হযরত পাহাড়পুরী হজুরের দু'আ

আমার প্রিয় মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ

মানুষ যখন বৃক্ষ রোপণ করে এবং সেই বৃক্ষে যখন ফল আসে তখন তার বড় আনন্দ হয়; আমার 'বৃক্ষের ফল' দেখে আমিও আজ বড় আনন্দিত। ফলেই তো বৃক্ষের পরিচয়, তবু আমি আমার 'প্রিয় বৃক্ষ' সম্পর্কে এখানে কিছু কথা বলতে চাই।

আজকের মাওলানা আবু তাহের মিছবাহকে তার ছেলেবেলায় প্রথম যখন আমি দূর থেকে দেখি তখন আমার মনে হলো, তার মাঝে ইলমের তলব রয়েছে। তারপর যখন নিকট থেকে দেখার সুযোগ হলো তখন ধারণা বিশ্বাসে পরিণত হলো এবং আমার অন্তরে তার প্রতি এক আশ্চর্য মুহব্বত পয়দা হলো। সাধারণ নিয়মে মুহব্বত হয় ধীরে ধীরে অনুকূল সময় ও পরিবেশের মাধ্যমে, কিন্তু মাওলানার প্রতি আমার মুহব্বত ছিলো প্রথম দিনের প্রথম দেখাতে এবং আমি সবসময় বলি, এ মুহব্বত ছিলো 'আল্লাহর তরফিয়া'। তাকে আমি আপন সন্তানের মত মুহব্বত করি, যদি বলি, তাহলে ইনশাআল্লাহ অসত্য হবে না।

কম তো নয়, ত্রিশ বছর কিংবা আরো বেশী, অথচ মনে হয়, এই সেদিনের কথা। মরহুম মাওলানা মেছবাহুল হক ছাহেব তাকে আমার কাছে নিয়ে এলেন এবং খুব আবেগ ও জয়বার সাথে বললেন, আল্লাহর উপর ভরসা করে 'আপনার হাতে দিয়ে গেলাম, মেহেরবানি করে গ্রহণ করুন, আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করবেন।'

আল্লাহর ইচ্ছায় এ আকাঙ্ক্ষা তো আমার দিলে পয়দা হয়েছিলো সেদিনই যেদিন তাকে দূর থেকে দেখেছি। এভাবেই তার সঙ্গে আমার এবং আমার সঙ্গে তার সম্পর্কের সূচনা, যা তাই সানন্দেই তাকে 'গ্রহণ' করলাম। আল্লাহর রহমতে জান্নাত পর্যন্ত দায়েম-কায়েম থাকবে ইনশাআল্লাহ।

মাওলানার মাঝে বেশ কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য ছিলো, ফলে তখন থেকেই আমি তার উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্পর্কে আশাবাদী ছিলাম; তবে আমার মতে যে জিনিসটি তার জন্য কামিয়াবি ও সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে দিয়েছে তা হলো উস্তাদের শাসন ও তারবিয়াত গ্রহণ করার জয়বা। তিনি আন্তরিকভাবেই আমার শাসন ও তারবিয়াত গ্রহণ করেছেন। এখনো প্রয়োজনে তাকে আমি শাসন করি এবং তিনি তা অম্মান বদনে গ্রহণ করেন। প্রথম দিন তিনি আমার যেমন ছাত্র ছিলেন, এখনো তিনি আমার তেমনই ছাত্র রয়েছেন, যা বর্তমান যামানায় খুব দুর্লভ।

মাওলানাকে আল্লাহ এ বুঝ দান করেছেন যে, উস্তাদের নেগরানিতে চলাই হলো তালিবে ইলমের কামিয়াবির রাস এবং উস্তাদের নেগরানি ছাড়া নিজের মতে চলাই হলো মাহরুমির কারণ। তাই মাওলানা তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ

আমার অনুমতি ও সম্মতি ছাড়া করেন নি, এখনো করেন না।

একবার মাওলানার দিলে শাওক পয়দা হলো হজ্জের সফরনামা লেখার। তিনি অনুমতি চাইলেন। আমি বললাম, আমার ইচ্ছা, এ সফর একান্তভাবে আপনারই থাকুক। মাওলানা অম্লান বদনে তা মেনে নিয়েছেন। তারপর কয়েকবার আল্লাহ তাকে বাইতুল্লাহর সফর নছীব করেছেন। একবার তো আমাদের উভয়কে আল্লাহ তার ঘরের ছায়ায় একত্র করেছেন, কিন্তু তিনি সফরনামা লেখার চিন্তা আর করেন নি।

অনেকবার আমি বাইতুল্লাহর গিলাফ ধরে দু'আ করেছি, আল্লাহ তা'আলা যেন মাওলানার দ্বারা ইলমের বড় বড় খিদমত নেন। হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহমাতুল্লাহি আলাইহিও মাওলানাকে অত্যন্ত মুহব্বত করতেন এবং দিল থেকে দু'আ করতেন। একজন তালিবে ইলমের যিন্দেগীর কামিয়াবির জন্য ইলমি মিহনত ও মোজাহাদার চেয়েও বেশী প্রয়োজন হলো উস্তাদের দু'আ, মুরুব্বির নেক নযর এবং মা-বাবার সন্তুষ্টি। আল্লাহর শোকর, মাওলানা আবু তাহের মেহবাহকে আল্লাহ তা'আলা এ নেয়ামতগুলো বিশেষভাবে দান করেছেন। এর সুফলও আমরা তার যিন্দেগীতে দেখতে পাই।

একটি শিক্ষা মাওলানাকে আমি দেয়ার চেষ্টা করেছি যে, যোগ্যতা দ্বারা কাজ হয় না, আল্লাহ তাওফীক দ্বারা হয়। আল্লাহর তাওফীক ছাড়া বড় বড় যোগ্যতাও নষ্ট হয়ে যায়। আলহামদু লিল্লাহ এ শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেছেন, তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে যোগ্যতার চেয়ে অধিক কাজ করার তাওফীক দান করেছেন। দু'আ করি, আল্লাহ যেন তাকে আরো যোগ্যতা এবং আরো ইখলাছ দান করেন এবং দ্বীনের উঁচা থেকে উঁচা খিদমতের তাওফীক দান করেন। আমীন।

মাওলানার প্রতি আমার দিলের আবেগ ও জায়বা এত প্রবল যে, অনেক কথা বলেও মনে হয় অনেক কথা বলা হয় নি; তাছাড়া সবকথা প্রকাশ করা মুনাসিবও নয়। সুতরাং 'বৃক্ষের' পরিবর্তে এখন তার ফল সম্পর্কে কিছু বলি।

ছাত্র যামানা থেকেই আল্লাহ তা'আলা মাওলানার অন্তরে 'মিফতাহুল কোরআনি ওয়াস সুন্নাহ' হিসাবে আরবীভাষার প্রতি বে-পানাহ মুহব্বত দান করেছেন। সেই সঙ্গে দ্বীন প্রচারের মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করার তাওফীক দান করেছেন। ফলে শুরু থেকেই আরবীভাষা ও মাতৃভাষায় যোগ্যতা অর্জনের সাধনায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন। যখন তিনি আমার কাছে 'রওয়াতুল আদব' পড়তেন তখন থেকে আমিও এ বিষয়ে তাকে উৎসাহ দান করে এসেছি। আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা মাওলানাকে আরবী-বাংলা উভয় ভাষায় অতুলনীয় যোগ্যতা দান করেছেন। তার সম্পাদিত আরবী ও বাংলা পত্রিকা এবং তার রচিত আরবী ও বাংলা গ্রন্থাবলী এর উজ্জ্বল নমুনা।

আমার পরামর্শে ও তত্ত্বাবধানে মাওলানা আবু তাহের মেহবাহ দরসে নেয়ামীর যুগোপযোগী সংস্কারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করেছেন এবং সেই মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্ররূপে তিনি

মাদরাসাতুল মাদীনাহ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আল্লাহর তাওফীক ও মদদের উপর ভরসা করে মাদানী নেছার নামে যে মিহনত তিনি শুরু করেছেন যদিও এখনো তা অত্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং আখেরি মঞ্জিল এখনো বহু দূরে। তবু ইতিমধ্যে তা আইলে ইলমের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। মাওলানার প্রতি আমার এবং তার অন্যান্য আসাতেয়া কেরামের পরিপূর্ণ আস্থা ও দু'আ রয়েছে; সর্বোপরি স্বয়ং হযরত হাফেজী হুজুর (রহ) মাওলানাকে নেছাব তৈরীর কাজ করার আদেশ দিয়েছেন এবং তাওফীক ও কামিয়াবির দু'আ দিয়েছেন। তাই আমার বিশ্বাস, এই নিছাবি মিহনত একদিন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। বরং আমি তো আল্লাহর বে-ইনতিহা রহমতের কাছে আশা করি, মাদানী নিছাব শুধু বাংলাদেশে নয়, পাক-ভারত উপমহাদেশেও মাকবুল হবে ইনশাআল্লাহ।

আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দু'আ করি, আল্লাহ যেন আমার মাওলানা আবু তাহের মিছবাহকে হায়াতে তাইয়েবা দান করেন এবং দুনিয়া থেকে বিদায়ের আগে মাদানী নেছাবের মহান খেদমত পূর্ণ করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

মাদানী নেছাবের যে কয়টি কিতাব এ পর্যন্ত রচিত হয়েছে তন্মধ্যে সর্বপ্রথম হলো الطريق إلى العربية (এসো আরবী শিখি) যা আরবীভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে অতি বরকতপূর্ণ কিতাবরূপে মাকবুল হয়েছে। আর সাম্প্রতিকতম কিতাব হলো الطريق إلى القرآن (এসো কোরআন শিখি) এটি তারজামাতুল কোরআনের পূর্ণাঙ্গ নেছাবের প্রথম অংশ। এ সম্পর্কে মাওলানা তার ভূমিকায় বিস্তারিত বলেছেন।

কিতাবটি উপকারী ও মুফীদ হওয়ার জন্য আমার কাছে তো এতটুকুই যথেষ্ট যে, এটি আমার প্রিয় মাওঃ আবু তাহের মিছবাহের রচিত, তবু পাণ্ডুলিপি কিছু কিছু অংশ আমি দেখেছি, মাশাআল্লাহ ধারণার চেয়ে উত্তম পেয়েছি। তারজামাতুল কোরআনের নেছাব সম্পর্কে মাওলানা যে চিন্তা পেশ করেছেন তা আমি মনে করি আল্লাহর পক্ষ হতে প্রদত্ত বিষয়, আর আল্লাহ তাঁর ফযল যাকে ইচ্ছা করেন দান করেন। দু'আ করি আল্লাহ যেন অবশিষ্ট অংশগুলোও অতিদ্রুত সমাপ্ত করার তাওফীক দান করেন। বলাবাহুল্য যে, এতে করে তারজামাতুল কোরআনের তালীমের ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিনের এক বিরাট শূন্যতা পূর্ণ হবে, ইনশাআল্লাহ।

আমার 'লাখতে জিগর' মাওলানা আবু তাহের মিছবাহকে আল্লাহ হেফাযত করুন, ছিহ্‌হাত ও সালামাত দান করুন এবং তার সম্পর্কে তার মা-বাবার, তার আসাতেয়া কেরামের এবং আল্লাহর বান্দাদের সমস্ত নেক দু'আ আল্লাহ কবুল করুন। আমীন।

আব্দুল হাই পাহাড়পুরী

২৮ / ৬ / ২৫ হিঃ

কিছু কথা

আমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন এই পৃথিবীতে, মানুষ করে এবং মুসলমান করে, আমি তাঁর প্রশংসা করি, যে প্রশংসা রাব্বের কারীমের শান-উপযোগী।

আমাকে যিনি ইলম দান করেছেন, কোরআন থেকে এবং সুন্নাহ থেকে, আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, যে কৃতজ্ঞতা বান্দায়ে ফাকীরের হাল-উপযোগী।

আমাকে যিনি দান করেছেন কলম এবং কলমের কালি, আমাকে যিনি দান করেছেন কলব এবং কলবের 'তাজাল্লি' আমি তার নামে তাসবীহ পড়ি, যে তাসবীহ তাঁর চিরপবিত্রতার উপযোগী।

রহমান-রাহীম আল্লাহ যেন কবুল করেন কমযোর বান্দার কমযোর কলমের 'টুটা-ফাটা' এই হামদ-ছানা এবং এই তাসবীহ- শোকরানা। আমীন।

তা'লীম-তাছনীফ ও শিক্ষা-গবেষণার ক্ষেত্রে এক নগণ্য খাদেম হিসাবে আল্লাহর রহমতে আমার জীবনে সন্তোষ ও সন্তুষ্টি এবং তৃপ্তি ও পরিতৃপ্তির কিছু মুহূর্ত এসেছে। এখন থেকে ছাব্বিশ বছর পূর্বে الطريق إلى العربية (এসো আরবী শিখি)-এর প্রথম প্রকাশের সৌভাগ্য-স্মৃতি এবং অন্যান্য কিতাবের আত্মপ্রকাশের আনন্দ-অনুভূতি এখনো হৃদয়কে আমার রাব্বের কারীমের প্রতি শোকর ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত করে। কিন্তু আজ الطريق إلى القرآن-এর আত্মপ্রকাশের মুহূর্তটি আমার জীবনের অন্যরকম এক মুহূর্ত। হৃদয় ও আত্মার শান্তি ও প্রশান্তির অনন্য এক মুহূর্ত। কেননা الطريق إلى القرآن হলো আমার কলমের প্রথম ফসল, যার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আল্লাহর কালাম আলকোরআনের সঙ্গে। আল্লাহর কালামের কোন হক আদায় করতে পারি নি। ন্যূনতম আদব রক্ষা করাও সম্ভব হয় নি; সেই সঙ্গে ইলমের দৈন্য ও দারিদ্র্য তো ছিলোই, তবু মেহেরবান আল্লাহ মাহরুম করেন নি। বান্দাকে তিনি তাঁর পাক কালামের খিদমতে কলম ব্যবহার করার তাওফীক দান করেছেন। গুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটা তাঁরই মেহেরবানি। শোকর আলহামদুলিল্লাহ। এখানে প্রসঙ্গক্রমে দু'টি কথা আরম্ভ করতে চাই।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, তালিবে ইলমের যিন্দেগীর শ্রেষ্ঠ নেয়ামত হলো আল্লাহর কালাম বুঝতে পারা। আমাদের নেহায়ে তা'লীমের যাবতীয় উদ্যোগ আয়োজন এবং সাধনা ও অনুশীলনের এটাই হলো আসল মাকসুদ। আর আল্লাহর কালাম বোঝার প্রথম স্তর হলো 'তারজামাতুল কোরআন'। এর

মাধ্যমেই আমরা কোরআনুল কারীমের মহাজ্ঞানসমুদ্রের তীরে উপনীত হই। তারপর তাফসীরুল কোরআনের মাধ্যমে সেই মহাসমুদ্রে অবগাহন করি। এক্ষেত্রে আল্লাহ যাকে যত তাওফীক দান করেন সে ঐ মহাসমুদ্রের তত গভীরে ও তলদেশে পৌছতে পারে এবং সেই পরিমাণ 'মণিমুক্তা' সংগ্রহ করতে পারে। এখানে কোন অন্ত নেই, সব অনন্ত; এখানে কোন সীমা নেই, সব অসীম। কেননা সাগর যদি হয় কালি তবে কালি ফুরিয়ে যাবে, আমার রাবের কалам ফুরোবে না

لو كان البحر مدادا لكلمت ربي لفند البحر قبل أن تنفذ كلمت ربي

و لو جئنا بمثله مددا

সুতরাং কোরআন হলো একজন তালিবে ইলমের জীবনব্যাপী সাধনা এবং 'তা-যিন্দেগী' মুজাহাদার বিষয়। আর তারজামাতুল কোরআনই হলো এই মহাসাধনা ও মুজাহাদার জগতে উপনীত হওয়ার 'প্রবেশপথ'। সুতরাং তারজামাতুল কোরআনের গুরুত্ব ও পয়োজনীয়তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

কিন্তু আফসোসের বিষয়, আমাদের নিছাবে তা'লীমে কখনো তারজামাতুল কোরআনকে স্বতন্ত্র বিষয় ও 'ফন' হিসাবে যথাযোগ্য গুরুত্ব প্রদান করা হয় নি এবং এখনো পর্যন্ত তারজামাতুল কোরআনের জন্য পূর্ণাঙ্গ কোন পাঠ্যব্যবস্থা ও পাঠ্যগ্রন্থ প্রণীত হয় নি। ফলে আমাদের ছাত্রজীবনে যেমন দেখেছি, তেমনি শিক্ষকজীবনেও দেখতে পাই, অধিকাংশ তালিবে ইলম তারজামাতুল কোরআনকে যথাযথভাবে আত্মস্থ করতে পারে না। খুব মেধাবী যারা তারা হয়ত কোনভাবে উতরে যায়, তবে অধিকতর সফলতার সম্ভাবনা থেকে তারাও বঞ্চিত হয়। সাধারণ তালিবানে ইলম যারা তাদের কথা তো বলাই বাহুল্য। এটা আমাদের নিছাবে তা'লীমের এমনই এক আশ্চর্য 'অপূর্ণতা' যার গ্রহণযোগ্য কোন ব্যাখ্যা নেই।

এ মন্তব্য এক কল্যাণকামী আপনজনের ব্যথিত হৃদয়ের মন্তব্য। কারণ দরসে নিয়ামীর 'শাজারায়ে তাইয়েবা'রই আমি এক ক্ষুদ্র ফল। আমার যা কিছু রস, গন্ধ ও স্বাদ তা এ 'শুভবৃক্ষ'-এরই অবদান। আমার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত দরসে নিয়ামীর মহান পরিবারের সঙ্গেই জড়িত এবং সেজন্য আমি গর্বিত। সুতরাং আশা করি, গভীর চিন্তা ও পূর্ণ সহৃদয়তার সাথেই আমার মন্তব্য বিবেচনা করা হবে। তাছাড়া আজ থেকে বহু বছর আগে তাঁর সময়ে হযরত মাদানী (রাহ)ও এ বিষয়ে আফসোস করেছেন, সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন এবং সমাধানের পথ নির্দেশ করেছেন। কিন্তু তারপরো বিষয়টি 'সতৃষ্ণ'ই রয়ে গেছে।

তবে এটা তো সত্য যে, আমাদের মহান পূর্ববর্তীগণ সর্বদা পূর্ণ থেকে পূর্ণতরের সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন এবং পরবর্তীদেরও সেই সাধনায় উদ্বুদ্ধ করে গিয়েছেন। সুতরাং তাঁদের প্রদর্শিত পথে এগিয়ে যাওয়াই তো আমাদের কর্তব্য

এবং তাঁদের রেখে যাওয়া আমানতকে, পূর্ণতরের অব্যাহত প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থেকে পরবর্তীদের হাতে অর্পণ করে যাওয়াই তো আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।

আল্লাহর শৌকর, আমার যারা আসাতিয়ায়ে কেরাম, তাঁদেরই ছোহবত থেকে এ দায়িত্ব ও কর্তব্যের চেতনা আমার অন্তরে জাগ্রত হয়েছিলো এবং শিক্ষকজীবনের শুরু থেকেই এ চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো যে, তারজামাতুল কোরআনের তা'লীমকে কীভাবে সর্বস্তরের তালিবানে ইলমের জন্য সহজ ও ফলপ্রসূ করা যায়? তাত্ত্বিক চিন্তার পাশাপাশি প্রায়োগিক ক্ষেত্রেও আমি আমার ছাত্রদের উপর কিছু মেহনত অব্যাহত রেখেছিলাম। কয়েক বছরের চিন্তা ও মেহনতের নতিজা হিসাবে আমার মনে হয়েছে, যদি—

- (ক) আমাদের নেছাবে তা'লীমের শুরু থেকে আরবীভাষা শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং তালিবে ইলমের মাঝে আরবীভাষার ন্যূনতম একটি যোগ্যতা তৈরী করা সম্ভব হয়
- (খ) তারপর কোরআনুল কারীমের সহজ আয়াতগুলো নির্বাচন করে পর্যায়ক্রমে তারজমা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয় এবং
- (গ) চূড়ান্ত স্তরে পূর্ণ ইলমী আন্দায়ে সমগ্র কোরআনের তারজমার তা'লীমের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ —
- (ক) শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই কোরআন ও তারজামাতুল কোরআনের সঙ্গে তালিবে ইলমের মুনাসাবাত ও পরিচয় গড়ে ওঠবে।
- (খ) ধারাবাহিক তারজমার পরিবর্তে 'সহজ পর্যায়ক্রম পদ্ধতি' অনুসরণের ফলে তালিবে ইলমের কাছে তারজামাতুল কোরআন কোন কঠিন বিষয় মনে হবে না, বরং হৃদয় ও আত্মার জন্য প্রশান্তি এবং রুহ ও কলবের জন্য সুকুন ও সাকীনার বিষয় মনে হবে।
- (গ) তারজামার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের পর চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বতন্ত্র বিষয় ও 'ফন' হিসাবে পূর্ণ তারজামাতুল কোরআন আত্মস্থ করা সহজে সম্ভব হবে। এভাবে তার সামনে খুলে যাবে তাফসীরুল কোরআনের বিশাল জগতে উপনীত হওয়ার 'প্রবেশপথ'।

অবশ্য এজন্য একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় পাঠ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করা অপরিহার্য, যা তারজামাতুল কোরআনের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে তালিবে ইলমকে সঠিক পথ দেখাবে এবং তার অন্তর্গত যোগ্যতা ও ইসতিদাদের বিকাশ ঘটাবে।

এ চিন্তাভাবনা আমি আমার পরমপ্রিয় মুরুব্বীর খিদমতে — আল্লাহ তাঁকে উত্তম জীবন দান করুন — পেশ করলাম এবং তিনি এ চিন্তাকে 'মিনজানিবিল্লাহ'

বলে অনুমোদন করলেন। সর্বোপরি আমার মুরুব্বীরও মুরুব্বী হযরত হাফেজ্জী হজুর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সন্তুষ্টি ও ইতমিনান প্রকাশ করে কালবী দু'আ দান করলেন।

বড়দের দু'আ হলো ছোটদের চলার পথের পাথেয়। বড়রা যখন দু'আ করেন, ছাটরা তখন কম্বোয়ার কদমেও পথ চলার হিম্মত পায় এবং এক সময় মন্থিলেও পৌঁছে যায়। যুগে যুগে এমনই হয়েছে, যুগে যুগে এমনই হবে।

হযরত হাফেজ্জী হজুর (রহ) এর নেক দু'আর বরকতে - কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর কবরকে জান্নাতের বাগিচা করে রাখুন - আমিও পথ চলার শ্রেণা লাভ করলাম এবং আমার হৃদয়ের নিভৃতে একটি আকাজক্ষা অংকুরিত হলো। তারজামাতুল কোরআনের পূর্ণাঙ্গ পাঠগ্রন্থ প্রণয়নের আকাজক্ষা! যুগে যুগে আল্লাহর কত বান্দা কতভাবে আল্লাহর কালামের খিদমতে যিন্দেগী কোরবান করে ধন্য হয়েছেন, সেই মোবারক সিলসিলায় এ অধমকেও যদি রাব্বে কারীম শামিল করে নেন! আমি আমার ইলমী ও আমলী যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলাম। কিন্তু হৃদয়ের আকাজক্ষা কখনো যোগ্যতার সীমারেখা অনুসরণ করে না। হৃদয় তো তার আকাজক্ষা নিবেদন করে আল্লাহর দরবারে। আর আল্লাহর দান কখনো বান্দার যোগ্যতার সিঁড়ি বেয়ে নামে না; আল্লাহর দান নেমে আসে রহমতের ঝর্ণাধারায় প্রবাহিত হয়ে। সেই রহমতে ইলাহীরই ওছিলায় আমার হৃদয়ের বহুদিনের আকাজক্ষা এখন পূর্ণ হতে চলেছে এবং তারজামাতুল কোরআনের প্রথম পাঠগ্রন্থরূপে **الطريق إلى القرآن** প্রথম খণ্ড আত্মপ্রকাশ করছে।

فله الحمد أولا و اخرًا

আজমের যে কোন ভাষার মুসলমানের জন্য আল্লাহর কালাম কোরআনুল কারীমের প্রাথমিক তরজমাটুকু বোঝাও খুব সহজ বিষয় নয়। এজন্য প্রথমে অর্জন করতে হয় আরবী ভাষার ব্যাকরণসম্মত বিস্তৃত জ্ঞান ও সাহিত্যবোধ। তাই মাদরাসাতুল মাদীনায় 'মাদানী নিছাব' নামে নিছাবে তা'লীমের সংস্কারের যে মেহনত চলছে তাতে প্রথম বর্ষ থেকেই আরবীভাষা শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ফলে আল্লাহর রহমতে আরবীভাষার উপর একবছরের মেহনতে - সত্যি সত্যি যদি মেহনত করা হয় - একজন তালিবে ইলমের এই পরিমাণ যোগ্যতা অর্জিত হয় যে, সমগ্র কোরআন থেকে বেশ কিছু আয়াতের তরজমা সে মোটামুটি বুঝতে পারে। সেই নির্বাচিত আয়াতগুলোই তারজামাতুল কোরআনের প্রথম পাঠরূপে মাদানী নিছাবের (দ্বিতীয় বর্ষের দুই পর্বে) এতদিন পড়ানো হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে নিছাবী কিতাব তৈরীর মেহনতও অব্যাহত রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! ছুখা আলহামদুলিল্লাহ! রাব্বে কারীমের অশেষ মেহেরবানীতে

আমাদের টুটা-ফাটা মেহনতের প্রথম ফসলরূপে الطريق إلى القران প্রথমখণ্ড এখন আত্মপ্রকাশ করছে। এতে প্রথম পনের পারার নির্বাচিত আয়াতগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় পনের পারার নির্বাচিত আয়াতগুলো নিয়ে দ্বিতীয় খণ্ড (অচিরেই আত্মপ্রকাশ করবে ইনশাআল্লাহ।)

আলোচ্য কিতাবে তালিবে ইলমের বুঝ ও মেধার স্তর অনুযায়ী প্রত্যেক আয়াতের নীচে প্রয়োজনীয় শব্দবিশ্লেষণ ও বাক্যবিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এবং ক্ষেত্রবিশেষে সহজে বোঝার জন্য তারকীব ভিত্তিক শাব্দিক তরজমা তুলে ধরা হয়েছে। সর্বশেষে প্রতিটি আয়াতের সরল বাংলা তরজমা পেশ করা হয়েছে।

মেহেরবান আল্লাহ যদি 'যিন্দেগীর চেরাগে রৌশনি' বহাল রাখেন তাহলে অপেক্ষাকৃত কঠিন আয়াতগুলোর নির্বাচিত অংশ (তৃতীয় বর্ষের জন্য) তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডরূপে প্রকাশ করার এবং পরবর্তী বর্ষের জন্য পূর্ণাঙ্গ 'ইলমী তারজামাতুল কোরআন' প্রকাশ করার নিয়ত রয়েছে। وما توفيقي إلا بالله

আল্লাহর শোকর, এ উপলব্ধি আমাদের অবশ্যই রয়েছে যে, চৌদ্দশ বছর ধরে আল্লাহর কালাম তার 'আন-বান' ও 'শান-মান' সহ মাহফূয রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত মাহফূয থাকবে। আমাদের মত নগণ্য ইনসানের মেহনত ও খেদমতের কোন প্রয়োজন কোরআনের নেই। কারণ -

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون

এ তো শুধু করুণাময়ের করুণা যে, খাদিমাংনে কোরআনের নূরানী তালিকায় আমাদেরও তিনি शामिल করে নিলেন। যদি আজকের এবং আগামীকালের তালিবানে ইলম আল্লাহর কালাম বোঝার ক্ষেত্রে এ ক্ষুদ্র মেহনত থেকে সামান্য ফায়দাও হাছিল করতে পারে, সর্বোপরি মেহেরবান আল্লাহ যদি কবুল করেন, তাহলেই নিজেকে ধন্য ও কামিয়াব মনে করবো।

আজ সৌভাগ্যের এ পরম মুহূর্তে কৃতজ্ঞচিত্তে আমি স্মরণ করি প্রাণপ্রিয় মুরশিদ হযরত হাফেজ্জী হযর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে, যিনি অধমকে তাঁর সিনায় লাগিয়ে একদিন একটি দু'আ করেছিলেন, যে দু'আর বরকতে এত শ্বালন ও পদশ্বালন সত্ত্বেও ইলমের পথে, আমলের পথে এখনো অন্তত আমার যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম নছীব করুন।

স্মরণ করি - মাটির উপরে এবং মাটির নীচে - আমার সকল আসাতিয়া কেরামকে যাদের ইলম ও আমল, ইখলাছ ও তাকওয়া এবং তা'লীম ও তারবিয়াতের ওহিলায় আল্লাহ আমাকে আজকের তালিবানে ইলমের সামান্য খিদমত করার তাওফীক দান করেছেন।

বিশেষভাবে স্মরণ করি হযরত মীর হাযেবকে, এক সুন্দর সকালে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে যিনি বলেছিলেন, أنت من أهلى স্মরণ করি হযরত ইমাম হাযেবকে, হযরত মুফতি ইবরাহীম হাযেবকে, হযরত মাওলানা হারুন হাযেবকে, যারা আমাকে অনেক 'পাথেয়' দান করেছেন। আরো যারা জীবন 'সমাপ্ত' করে 'জীবনদাতার' সান্নিধ্যে গমন করেছেন। رحمهم الله رحمة واسعة

স্মরণ করি হযরত যাওক হাযেবকে, যিনি বাইতুল্লাহর সামনে বলেছেন, 'আমার সারা জীবনের সবচে' প্রিয় ছাত্র'। স্মরণ করি হযরত জাদীদ হাযেবকে, হযরত কাদীম হাযেবকে, হযরত মাওলানা আইয়ুব হাযেবকে এবং আরো যারা অতীতের নমুনাক্রমে এখনো দুনিয়াতে বর্তমান রয়েছেন। যারা আমার ছালাহ ও ফালাহ-এর জন্য এখনো দু'আ করছেন। متعنا الله بطول بقائهم

আমার প্রাণপ্রিয় মুরুব্বী হযরতুল উসতায় পাহাড়পুরী হুজুর! তাঁর প্রতি আমার হৃদয়ের অনুভূতি কীভাবে প্রকাশ করি! শুধু বলতে পারি, আমার জীবন আজ অন্যরকম হতো, তাঁর ছোহবতে ও সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য যদি না হতো! কার জন্য তিনি কেমন, জানি না, আমার জন্য তো তিনি শফীক উস্তাদ, মুহসিন মুরুব্বী, দরদী 'বন্ধু' এবং فجزاه الله أحسن الجزاء

আর আমার মা-বাবা! যাদের সম্পর্কে আমার আসাতেয়া কেবাম বলেছেন, 'এমন মা-বাবা আর কোন তালিবে ইলমের কখনো তারা দেখেন নি!' যে মা আমাকে আলিফ বা পড়িয়েছেন, যে বাবা আমাকে 'হামিলে কোরআন' বানিয়েছেন! যে বাবা মৃত্যুশয্যাতে আমার 'সমস্যা' নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন! যে মা নিজেকে ভুলে এখনো আমাকে ভাবেন! হে আল্লাহ! তুমি তোমার পাক কালামে যে দু'আ শিক্ষা দিয়েছো, হৃদয়ের সবটুকু 'মিনতি' তোমার কাছে নিবেদন করে সে দু'আই শুধু করি - رب ارحمهما كما ربياني صغيرا

আল্লাহর কতিপয় বান্দা আছেন, দ্বীনী ও ইলমী মেহনতের ওহিলায় যাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। যারা আল্লাহর জন্য আমাকে ভালোবাসেন, আমার জীবনের জন্য এবং আমার উত্তম কর্মের জন্য প্রার্থনা করেন, কৃতজ্ঞচিত্তে তাদেরও স্মরণ করি এবং দু'আ করি, আল্লাহ তাদের সকলকে দ্বীন-দুনিয়ার খোশহালি দান করুন।

আমার যারা ছাত্র, আমার যারা তালিবে ইলম, আজ এ সৌভাগ্যের সময় তাদের কথাও আমাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে শোকরের সাথে এবং 'ইমতিনানের' সাথে। যদিও আমি তাদের কোন হক আদায় করতে পারিনি, যদিও আমি তাদের কোন প্রত্যাশা পূরণ করতে পারি নি, বরং আমার দ্বারা তাদের অনেক হক তলফী হয়েছে এবং অনেক সময় জুলুমও হয়েছে তবু তারা আমাকে

ভালোবাসে, আমার সৌভাগ্য কামনা করে, আমার দুঃখে দুঃখী হয় এবং আমার সুখে সুখী হয়। শিক্ষকজীবনে এ আমার পরম প্রাপ্তি। কষ্ট শুধু এই যে, চিন্তার ও কর্মের অভিযাত্রায় আমার জীবন-মরণের সহযাত্রী হতে এখনো কেউ এগিয়ে এলো না। অবশ্য এটা আমারই ব্যর্থতা, আমারই সীমাবদ্ধতা। আমি শুধু দু'আ করি, আল্লাহ তাদের সর্বাইকে এবং সত্যি সত্যি সবাইকে ইলমে নাফে', আমলে ছালেহ, রিয়কে ওয়াছি' এবং হায়াতে তাইয়িবা দান করুন। আমীন

একদিন জীবনের শেষ দিন অবশ্যই হাযির হবে। তখন আল্লাহ যেন রহম করেন। ঈমানের সাথে, আসানির সাথে, মাগফিরাতের সাথে, রিয়ামান্দির সাথে এবং কাফালাতের মওত নছীব করেন। হে প্রিয় পাঠক! তোমার কাছে এই দু'আ কামনা করি এবং তোমার জন্য এই দু'আ করি। আল্লাহ কবুল করুন। সবকিছুর আগেও তিনি, সবকিছুর পরেও তিনি।

মা'আস-সালাম
আবু তাহের মিছবাহ

মাদরাসাতুল মাদীনাহ

আশরাফাবাদ, ঢাকা- ১৩১০

৩ / ৭ / ২৫ হিঃ

পুনর্ন : প্রিয় পাঠক! আমার আত্মা হঠাৎ কঠিন অসুখে শয্যাশায়িনী, তোমার কাছে যদি আমার কোন দু'আ প্রাপ্য থাকে তাহলে সে দু'আ করো আমার মায়ের জন্য, তাঁর সুস্থতার জন্য, তার প্রশান্তির জন্য এবং তার সুন্দর দীর্ঘ জীবনের জন্য। তোমাকেও আল্লাহ উত্তম বিনিময় দান করবেন।

إلى من أحببته من بعيد، و عشيت أفكاره
من قريب، فكنت بعيدا عنه قالبا، قريبا
منه قلبا

إلى من سعت أن أتبع خطاه في طريق
الحياة، بل في طريقي إلى الممات، ليكون
محيائي و مماتي لله رب العالمين

إلى من تمنيت أن يكون قلمي كقلمه، تبنع
منه حروف النور و كلمات الخبر، و أن يكون
قلبي كقلبه تفيض منه بركات الحب، و تفوح
روائح الخلو

إلى من علمني كيف أتفكر و كيف استفيد،
كيف اتزود و كيف اسير، كيف اتسلح و
كيف أجاهد ضد طغاة العلم و طواغيت القلم
إلى فقيه الأمة الإسلامية السيد أبي الحسن
على الحسيني الندوي اتشرف بإهداء هذا
الكتاب

رحمه الله تعالى رحمة واسعة و اسكنه
فسيح جنانه

المؤلف

أهم المراجع

- ١ - إعراب القرآن و صرفه و بيانه .
- ٢ - الإعراب المتصل لكتاب الله المرتل
- ٣ - التبيان في إعراب القرآن
- ٤ - صفوة التفاسير
- ٥ - معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم
- ٦ - معجم مفردات ألفاظ القرآن
- ٧ - المعجم الوسيط (من مجمع اللغة العربية)
- ٨ - لسان العرب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى في القرآن عن القرآن :

و لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

নিঃসন্দেহে কোরআনকে আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করেছি,
সুতরাং আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী ।

بسم الله الرحمن الرحيم

(১) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * مُلْكِ يَوْمِ
الَّذِينَ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ، غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

فَعْلَانُ ওয়নটি। হাম্দার দু'টি رَحْمَةً শব্দ দু'টি - الرَّحْمَنُ - الرَّحِيمُ

আধিক্য বোঝায়, আর فَعِيلُ ওয়নটি স্থায়িত্ব বোঝায়, সুতরাং

رَحْمَنُ অর্থ- অতি দয়াবান এবং رَحِيمُ অর্থ- চিরদয়াময়।

رَبُّ (প্রতিপালক) বহু - أَرْبَابُ - অন্যান্য অর্থ- মালিক, অধিকারী।

(رَبُّ الْبَيْتِ) গৃহকর্তা, (رَبَّةُ الْبَيْتِ) গৃহকর্ত্রী।

الْعَالَمِينَ (জগতসমূহ) الْعَالَمُ এর বহু, একেকটি সৃষ্টিকে একেকটি জগত

ধরা হয়েছে, যেমন প্রাণীজগত, উদ্ভিদজগত, জড়জগত, তদ্রূপ

জ্বিন ও ফিরেশতাদের জগত এবং মানুষের জগত, ইত্যাদি।

الَّذِينَ জাযা ও প্রতিদান। يَوْمُ الَّذِينَ প্রতিদান-দিবস।

نَسْتَعِينُ (আমরা সাহায্য চাই) اِسْتَعَانَةً - اِسْتَعَيْنَ - اِسْتَعَانَ

সাহায্য চাওয়া। (عَوْن) হলো মাদ্দাহ।

إِيَّاكَ আমরা আপনার ইবাদত করি। نَعْبُدُ আমরা

আপনারই ইবাদত করি (অন্য কারো নয়)। إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

আমরা আপনারই কাছে সাহায্য চাই (অন্য কারো কাছে নয়)।

(مَفْعُولُ এর যুক্ত যামীরকে ফেয়েল থেকে বিযুক্ত করতে হলে

যামীরের শুরুতে بِإِ يোগ করা হয়।)

دَعْوَتُهُ - إِيَّاهُ دَعَوْتُ	দেওত্হে - ইয়াহু দেওত্হ
دَعْوَتُهَا - إِيَّاهَا دَعَوْتُ	দেওত্হা - ইয়াহা দেওত্হ
دَعْوَتُكُمْ - إِيَّاكُمْ دَعَوْتُ	দেওত্হকুম - ইয়াকুম দেওত্হ
دَعْوَتُكُنَّ - إِيَّاكُنَّ دَعَوْتُ	দেওত্হকুন - ইয়াকুন দেওত্হ
دَعَوْنِي رَاشِدٌ - إِيَّايَ دَعَا رَاشِدٌ	দেআনি রাশদ - ইয়াই দা রাশদ
دَعَانَا رَاشِدٌ - إِيَّانَا دَعَا رَاشِدٌ	দেআনা রাশদ - ইয়ানা দা রাশদ

هُدَايَةٌ (ض) (আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন) اهْدِنَا (ض)

কোমলভাবে পথ দেখানো।

• سَوَّجًا وَاسْتَقَامَ - يَسْتَقِيمُ - اسْتَقَامَةً (সোজা, সরল) مستقيم

সরল হওয়া। সঠিক হওয়া। সুষ্ঠু হওয়া। (قوم) হলো মাদাহ।

أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ (আপনি নেয়ামত দান করেছেন) أَنْعَمْتَ

প্রতি করুণা করলেন। তাকে নেয়ামত দান করলেন।

الضالين ইসমুল ফাইল (ض) ضَالٌّ - يَضِلُّ - ضَلَّ

পথভ্রষ্ট হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

بِسْمِ اللَّهِ এখানে اسم এর الف কে বিনা নিয়মে حذف করা হয়েছে,

কিন্তু بِاسْمِ رَبِّكَ -এর ক্ষেত্রে তা করা হয় নি।

অর্থাৎ متعلق এর সাথে فعل এই উহ্য أَبْدَأُ

أَبْدَأُ بِسْمِ اللَّهِ

صفة এই মহান শব্দের الله দু'টি - الرحمن الرحيم

এর شِبْهُ الْفِعْلِ এই উহ্য ثَابِتٌ

সহযোগিতা আর شِبْهُ الْفِعْلِ টি তার متعلق

কে নিয়ে পূর্ববর্তী মুবতাদার খবর। মূল রূপ - الحمد

الحمد এর ال অব্যয়টি ব্যাপকতা ও সার্বিকতাপ্রাপক, অর্থাৎ

সমস্ত প্রশংসা।

رب العالمين এ অংশটি الله এই মহান শব্দের صفة কেননা

প্রতিপালক এবং তা গুণবাচক শব্দ। কিংবা তা الله থেকে بدل

কারণ الله যে মহান সত্তাকে বলা হয়, رب العلمين সেই মহান

সত্তাকেই বলা হয়। আর উভয় শব্দ দ্বারা একই সত্তা উদ্দেশ্য

হলে দ্বিতীয় শব্দটিকে بدل আর প্রথমটিকে منه মبدل বলে।

مبدل ও بدل অভিন্ন যেমন إعراب এর صفة ও موصوف
মنه এর إعراب ও অভিন্ন।

الرحمن এবং الرحيم এবং مالك يوم الدين সম্পর্কে একই কথা।

অর্থাৎ এগুলো الله এ মহান শব্দের صفات কিংবা তা থেকে بدل

مفعول به দ্বিতীয় অংশটি اهد الصراط المستقيم

الصراط কেননা بدل থেকে الصراط المستقيم পূর্ববর্তী صراط الذين
صراط الذين أنعمت عليهم পথটি উদ্দেশ্য
দ্বারাও ঐ পথই উদ্দেশ্য।

الذين হচ্ছে আর صلة তার أنعمت عليهم এবং اسم الموصول
عائد إلى الموصول হচ্ছে

اسم এর পরবর্তী বাক্যকে صلة বলে, আর প্রতিটি
ছিলায় একটি ضمير 'উক্ত' বা 'অনুক্ত' থাকা জরুরী, যা اسم

এর দিকে راجع হবে। এটাকে الموصول إلى الموصول বলে।

الضالين এ অংশটি معطوف হয়েছে عليهم এর উপর। আর
- غير المغضوب عليهم والضالين অর্থাৎ ৯ অব্যয়টি অতিরিক্ত।

مضاف إليه এর غير মিলাে معطوف عليه ও معطوف

..... অংশটি عليهم থেকে بدل হয়েছে।

কেননা الذين أنعمت عليهم দ্বারা যাদেরকে বোঝানো হয়েছে

তরাই হচ্ছে الضالين و لا غير المغضوب عليهم (অ-অভিশপ্তগণ
এবং অভ্রষ্টগণ)

শাব্দিক অর্থ- আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন, অর্থাৎ ঐ
লোকদের পথ যাদের উপর আপনি নেয়ামত বর্ষণ করেছেন,

যারা مغضوب عليهم (অভিশপ্ত) নয় এবং ضالون (পথভ্রষ্ট) নয়।

এর অর্থ- এমন সমস্ত লোক যাদের উপর গযব
নাইল করা হয়েছে, সংক্ষেপে- অভিশপ্ত বা গযবগ্রস্ত।

তরজমা : অত্যন্ত দয়ালু ও চিরদয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। সমস্ত

প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক, অত্যন্ত দয়ালু, চিরদয়াময়, যিনি বিচার দিবসের মালিক। আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। আপনি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন, ঐ লোকদের পথ যাদেরকে আপনি নেয়ামত দান করেছেন, যারা গয়রমুস্ত নয় এবং গোমরাহ নয়।

(২) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن

قَبْلِكَ ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

غيب যা ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা অনুভব করা সম্ভব নয়। অদৃশ্য বিষয়।

هدى এর একটি (أَي هَادٍ) পথ প্রদর্শনকারী। এটি يَهْدِي মাছদার, তবে এখানে اسم الفاعل এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

مُتَّقٍ (المُتَّقِي) বহুবচনে নহব ও জর-এর অবস্থায় (এটি اسم الفاعل থেকে باب الافتعال (এটি متقين

যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদেরকে মুত্তাকী বলে।

مُفْلِحٍ (سَفَل) إِفْلَاحًا মাছদার اسم الفاعل এর باب الإفعال (সফল) হওয়া। قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

বাক্য বিশ্লেষণ

شَادِكِ অর্থ- ঐ কিতাবটি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মূল রূপ ছিল- لَا رَيْبَ فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ (ঐ কিতাবে কোন সন্দেহ নেই।)

مَجْرُور তার حرف الجر আর اسم এর لَا النَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ হলো কে নিয়ে موجودٌ এর সঙ্গে متعلق এবং তা النَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ এর পূর্ণ রূপ হলো-

لا ريبَ (মুজুদ) في ذلك الكتابِ

(ঐ কিতাবে কোন সন্দেহ [বিদ্যমান] নেই)

এরপর مجرور কে আগে এনে মুবতাদা বানানো হয়েছে এবং

لا ريب فيه مجرور এর স্থানে রাখা হয়েছে। এখন فيه

জুমলাটি পূর্ববর্তী মুবতাদার খবর হয়েছে এবং خبر

মিলে جملة اسمية হয়েছে।

هدى (এটি উহ্য মুবতাদার

খবর, অর্থাৎ هو هادٍ للمتقين

এর স্থানে রয়েছে। مجرور হয়ে صفة এর المتقين এ অংশটি الذين

এর যুক্তরূপ। ما ও من এটি مما رزقنهم

তারপর মাওছুল ও ছিলাহ

মিলে এর مجرور এর স্থানে এসেছে।

و ينفقون متعلق হয়েছে। সুতরাং মূলরূপ

و ينفقون مِمَّا رزقنهم - হলো

শাদ্বিক অর্থ- তা পথ প্রদর্শনকারী ঐ মুত্তাকীদের জন্য যারা

গায়বের প্রতি ঈমান রাখে এবং ঐ জিনিস (সম্পদ) থেকে

খরচ করে যা আমি তাদেরকে রিযিকিরূপে দান করেছি।

أولئك মুবতাদা, ... على هدى এটি ثابتون এই উহ্য

শব্দে متعلق এবং তা খবর।

شبه الفعل এই উহ্য نازل من ربه এবং

এর সঙ্গে متعلق আর شبه الفعل টি তার

শাদ্বিক অর্থ- ওরা ওদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ

হিদায়াতের উপর অবিচল (বা স্থির) রয়েছে।

أولئك মুবতাদা, আর هم হচ্ছে দ্বিতীয় মুবতাদা, আর

هم المفلحون তার

খবর। هم المفلحون অর্থ- তারাই সফল। তারপর এই মুবতাদা

খবর মিলে জুমলা হয়ে প্রথম মুবতাদার খবর।

তরজমা : ঐ কিতাবে কোন সন্দেহ নেই। তা মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শক,

যারা গায়বের প্রতি ঈমান রাখে এবং নামায কায়েম করে এবং আমার দেয়া রিযিক থেকে (আমার রাস্তায়) খরচ করে, তারাই আপন প্রতিপালকের হিদায়াতের উপর অবিচল রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।

(৩) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ عَلَى سَمْعِهِمْ ، وَ عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

ختم (যাতে ভিতরে কিছু ঢুকতে না পারে এবং ভিতরের কিছু বের হতে না পারে।)

মোম, গালা ইত্যাদি দ্বারা কোন কিছুর মুখ বন্ধ করে দিলো। ঐ বস্তুটিকে مختوم বলা হয়।

আল্লাহ বলেছেন- يُسْقَوْنَ مِنْ رَجِيْقٍ مَّخْتُومٍ তাদেরকে (জান্নাতীদেরকে) মোহর করা (খাঁটি) শরাব থেকে পান করানো হবে।

خَتَمَ عَلَى فَمِهِ তার মুখ বন্ধ করে দিলো। তার বাকশক্তি রহিত করলো। আল্লাহ বলেন-

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

আজ আমি তাদের মুখ বন্ধ করে দেবো, আর তাদের হাতগুলো আমাদের সাথে কথা বলবে।

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ আল্লাহ তার কলবকে বোধশক্তিরহিত করে দিলেন।

سَمْعٌ বহু أَبْصَارٌ বহু بَصَرٌ শ্রবণশক্তি। أَسْمَاعٌ বহু سَمْعٌ দর্শনশক্তি।

غِشَاوَةٌ পর্দা, আবরণ।

বাক্য বিশ্লেষণ

غِشَاوَةٌ পশ্চাদবর্তী মুবতাদা (مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ) আর أَبْصَارُهُمْ হাছে

شبه الفعل আর متعلق এই উহ্য شبه الفعل موجوده

টি তার الفاعل ও شبه الفاعل কে নিয়ে অগ্রবর্তী খবর)

عَذَابٌ عَظِيمٌ (মوجود) لَهُمْ - এই মূলরূপ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

(বিরাত আযাব তাদের জন্য বিদ্যমান রয়েছে।)

عذاب عظيم হচ্ছে পশ্চাদ্বর্তী মুবতাদা, আর لهم হচ্ছে উহ্য
شبه الفعل এর সাথে متعلق এবং তা অগ্রবর্তী খবর।

তরজমা : আল্লাহ তাদের হৃদয়ে এবং তাদের শ্রবণশক্তিতে মোহর মেরে
দিয়েছেন, আর তাদের চোখে রয়েছে পর্দা। আর তাদের জন্য রয়েছে বিরাত
আযাব।

(৬) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، فزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا و لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

مَرَضٌ বহু أَمْرَاضُ রোগ, ব্যাধি (জ্বর-সর্দি হলো শরীরের ব্যাধি, আর
কুফুর, নেফাক, হাসাদ, রিয়া ইত্যাদি হলো কলবের ব্যাধি)

زَادَ مَتَعَدَّى وَ لَا زَمَ (বৃদ্ধি পাওয়া, বৃদ্ধি করা)। (ض) দু'ভাবে ব্যবহৃত। (১) زَادَ الشَّيْءُ - زاد الشيء (২)
زَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا বাক্যটির মূলরূপ এই-
زَادَ اللَّهُ مَرَضَهُمْ আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন।

বাক্য বিশ্লেষণ

مَا এটি حرف المصدر যা পরবর্তী فعل কে মাছদারে পরিণত করে,
بُ كَانُوا يَكْذِبُونَ এখানে
অব্যয়টি কারণবাচক (তাদের মিথ্যাচারের কারণে)

তরজমা : তাদের কলবে ব্যাধি রয়েছে, তাই আল্লাহ তাদের ব্যাধিকে
আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের মিথ্যাচারের কারণে তাদের জন্য
রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(৫) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ
مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ *
وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، قَالُوا أَنْتُمْ كَمَا

أَمَّنَ السُّفَهَاءَ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ
لا يَعْلَمُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

ماضي مجهول قيل (আর যখন তাদেরকে বলা হয়) وإذا قيل لهم
এর فعل আর هم যামীর হচ্ছে তার নায়েবুল ফায়েল, যা
হরফুলজরযোগে ব্যবহৃত হয়েছে।

اسم الفاعل থেকে باب الإفعال (সংশোধনকারী) مصلح

اسم الفاعل থেকে ইফ'আল (ফাসাদ সৃষ্টিকারী) مفسد

انْشَعَرُوا (তারা অনুভব করে না) لا يشعرون
شَعَرَ بِالْخَوْفِ، شَعَرَ بِالْجُوعِ অব্যয়যোগে

سَفَهَاءُ বোকা, নির্বোধ। বহু سَفِيهِ

ষাক্য বিশ্লেষণ

إذا এটি اسمُ الظرفِ তবে কখনো কখনো তাতে অর্থ
থাকে, যেমন এখানে রয়েছে। তখন তা তার جواب الشرط এর
রূপে نصب এর স্থানে থাকে।

جوابُ এ বাক্যটি আর شرط এই বাক্যটি قيل لهم ...
الشرط

إن হচ্ছে আর خبر এর إن হচ্ছে যুক্ত هم যামীরটি হচ্ছে
إن (মুক্দ্দ هم হচ্ছে তার اسم (দ্বিতীয়

كما এই হচ্ছে حرفُ المصدرِ অর্থাৎ كَيْمَانِ النَّاسِ এবং كَيْمَانِ
متعلق এর সঙ্গে فعل পূর্ববর্তী حرف الجر আর السُّفَهَاءِ

তরজমা : আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি
করো না তখন তারা বলে, আমরা তো সংশোধনকারী। শোনো! তারা ই
হলো ফাসাদ সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা (তা) অনুভব করে না। আর যখন
তাদেরকে বলা হয়, তোমরা ঈমান আনো যেমন লোকেরা (হাহাবাগণ)
ঈমান এনেছে, তখন তারা বলে, আমরা কি ঈমান আনবো যেমন নির্বোধ

লোকেরা ঈমান এনেছে! শোনো! তারাই নির্বোধ, কিন্তু তারা (তা) জানে না।

(৬) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

تَتَّقُونَ বাবুল ইফতি'আল থেকে مضارع এর মাজদার جمع মাছদার اتَّقَى - يَتَّقَى - اتَّقِ ভয় করা, মুত্তাকী হওয়া।

فِرَاشٌ বিছানা (এখানে উদ্দেশ্য হলো সমতল ও বিস্তীর্ণ)

بِنَاءٌ ভবন, তাঁবু (এখানে উদ্দেশ্য হলো ছাদ)

ثَمَرَاتٌ ফল (জাতিবাচক শব্দ বা اسم جنس) বহুবচনে أَنْمَارُ ثَمَرَاتٍ একবচনে ثَمْرَةٌ এটা থেকে আবার বহুবচন হয়েছে ثَمَرَاتٌ ফলফলাদি।

زَهْرَاتٌ থেকেও বহুবচন হয়, আবার : যুক্ত مفرد থেকেও اسم جنس থেকেও বহুবচন হয়, যেমন- زَهْر থেকে زَهْرَاتٌ এবং أَزْهَار থেকে أَزْهَارَاتٌ

أَنْدَادٌ সমূহকক্ষ, সমতুল্য, প্রতিদ্বন্দ্বী। বহু أَنْدَادٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

صفة তার হচ্ছে الَّذِي خَلَقَكُمْ আর مفعول به এর اعْبُدُوا হচ্ছে رَبَّكُمْ সুতরাং معطوف উপর এর মفعول به এর خَلَقَ অংশটি الَّذِينَ مِنْ এটি خلق এর মفعول به এর অন্তর্ভুক্ত।

এই مَضُوا হচ্ছে قَبْلَكُمْ আর এটি অব্যয়টি مِنْ এখানে من قَبْلِكُمْ উহ্য ফেয়েলের ظرف

উহ্য الَّذِينَ এর ছিলাহ। ظرف ও فاعل ও فعل উহ্য

শাব্দিক অর্থ- তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং ঐ লোকদেরকে সৃষ্টি করেছেন যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে।

..... الذي جعل الذي قبله الذي قبله الذي قبله
একই সত্তা উদ্দেশ্য।

এবং مفعول به দ্বিতীয় ও প্রথম جعل হচ্ছে الأرض فوئنا لكم معطوف আর উপর الارض فراشا হচ্ছে السماء بناءً متعلق جعل এর সঙ্গে

শাব্দিক অর্থ- (তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো) যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা এবং আসমানকে ছাদ বানিয়েছেন।

تعلمون এর مفعول به উহা রয়েছে, আর তা হলো
و أنتم تعلمون أن الله واحد، لا شريك له

তরজমা : হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং ঐ লোকদেরকে (সৃষ্টি করেছেন) যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো। যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা করেছেন এবং আসমানকে ছাদ বানিয়েছেন এবং আসমান থেকে পানি নাযিল করেছেন, তারপর তা দ্বারা ফলফলাদি থেকে তোমাদের জন্য রিযিক বের করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর জন্য বিভিন্ন সমকক্ষ নির্ধারণ করো না, অথচ তোমরা জানো (যে, আল্লাহ এক, তার কোন শরীক নেই।)

(٧) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

صٰدِقِيْنَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

فَأْتُوا (অব্যয়যোগে) (ب) آتَا (অসাস) (ض) فَأْتُوا

আল্লাহর কাছে এলো।

أَتَىٰ رَاشِدٌ بَشِيٍّ ۖ রাশেদ কোন কিছু আনলো ।
 شَهِدَاءُ ۖ এটি শহীদ এর বহু । আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণকারী ।
 সাহায্যকারী । (এখানে এ অর্থটি উদ্দেশ্য)

বাক্য বিশ্লেষণ

إن ۖ এটি حرف الشرط যা পরবর্তী দু'টি مضارع فعل কে شرط ও
 جواب الشرط রূপে জزم দান করে । আর فعل ماضي কে
 مُسْتَقْبَل এর অর্থে রূপান্তরিত করে ।
 এখানে فَأَتُوا بِسُورَةٍ ۖ شرط আর بَسُورَةٍ ۖ বাক্যটি
 جواب الشرط

كُنْتُمْ ۖ এটি فعل ناقص এবং تَمَّ যামীরটি তার ইসম ।
 فِي رَبِّ ۖ এ অংশটি واقعین এই উহ্য الفعل এর সঙ্গে
 এবং تَمَّ فعل ناقص এর খবর ।
 وَاقِعٌ ۖ পতিত । وَقَعَ - يَقَعُ - وَقْعًا (ف) ۖ পতিত ।

শাব্দিক অর্থ- আর যদি তোমরা সন্দেহে পতিত হয়ে থাকো ।
 ما ۖ এটি اسم الموصول আর পরবর্তী বাক্যটি তার ছিলাহ । এখানে
 عَائِدٌ ۖ উহ্য রয়েছে । অর্থাৎ نَزَّلْنَاهُ ۖ মাওজুল ও ছিলাহ
 مِنْ ۖ এর مجرور এর স্থানে রয়েছে ।

তরজমা : আর যদি তোমরা সন্দেহান হও ঐ কিতাবের বিষয়ে যা আমি
 আমার বান্দার উপর নাযিল করেছি তাহলে তার অনুরূপ কোন একটি সূরা
 তোমরা এনে দেখাও । আর তোমরা আল্লাহ ছাড়া তোমাদের
 সাহায্যকারীদেরকে ডাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো ।

(৪) فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا
 النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ، أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

اتَّقُوا ۖ (তোমরা ভয় করো) (تَقَى، يَتَّقِي - اتَّقَ) ۖ মূলতঃ
 اتَّقَى ۖ (তোমরা ভয় করো) (تَقَى، يَتَّقِي - اتَّقَ) ۖ মূলতঃ
 اتَّقَى ۖ (তোমরা ভয় করো) (تَقَى، يَتَّقِي - اتَّقَ) ৷

অনুযায়ী واو কে তা দ্বারা বদল করে ت কে ت এর মাঝে ادغام করা হয়েছে।

وَقُودِ জ্বালানী কাঠ, জ্বালানী।

বাক্য বিশ্লেষণ

وقودها যুবতাদা, النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ হচ্ছে খবর। বাক্যটি التى এর ছিলাহ। আর মাওছুল-ছিলাহ মিলে النار এর صفة جواب الشرط বাক্যটি فاتقوا আর شرط এর إن এটি لم تفعلوا

তরজমা : আর যদি তোমরা না পারো এবং কিছুতেই পারবে না, তাহলে ঐ আশুনকে ভয় করো যার ইন্ধন হলো মানুষ ও পাথর, যা কাফিরদের জন্য তৈরী করা হয়েছে।

(৯) وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .

শব্দ বিশ্লেষণ

بَشَّرَ (সুসংবাদ দাও) تَبَشِيرًا সুসংবাদ দেয়া। (ব্যবহার ব অব্যয়-যোগে) بَشَّرَهُمُ بِالْجَنَّةِ তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। কটাক্ষ করে বলা হয়। بَشَّرَهُمُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ বহু جَنَّات, উদ্যান, বাগান, জান্নাত। جَنَّة

বাক্য বিশ্লেষণ

جَنَّاتٍ সুসংবাদের বিষয়টির আগে ব অব্যয় যুক্ত হয়। সুতরাং এখানে ব অব্যয় উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ এবং তা بشر এর সঙ্গে متعلق হবে। جَنَّتٍ হলো أن এর ইস্ম, আর হরফুল জর ও মাজরুর মিলে جَنَّتٍ এই উহ্য الفعل এর সঙ্গে متعلق আর তা أن এর খবর।

تَجْرِي এই বাক্যটি جَنَّتٍ এর صفة হয়ে نصب এর স্থানে এসেছে।

তরজমা : আর যারা ঈমান এনেছে তাদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য

রয়েছে এমন বাগ-বাগিচা যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়।

(১০) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ

يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

تَكْفُرُونَ (তোমরা কুফুরি কর) كُفْرًا, كُفْرَانًا (ন) ব্যবহার-

লোকটি কুফুরি করলো, কাফির হলো, অর্থাৎ

তাওহীদ বা নবুয়ত অস্বীকার করলো।

كَفَرَ بِاللَّهِ আল্লাহকে অস্বীকার করলো।

كَفَرَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করল। আল্লাহর

নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো।

مَيِّتٌ মৃত। مَوْتٌ বহু মَيِّتٌ বহু মৃত। أَمْوَاتٌ মৃত পশু।

مَيِّتٌ মৃত পশু।

تُرْجَعُونَ (তোমাদের ফেরানো হবে) (إِلَى) (অব্যয়যোগে)

ফেরা (এটি لازم) (ন) (مَتَعْدِي) ফেরানো (এটি)

إِرْجَاعًا ফেরানো। (এটি رَجْعًا এর সমার্থক)

مُضَارِعٌ مجهول থেকে إِرْجَاعًا কিংবা رَجْعًا এটি تُرْجَعُونَ

বাক্য বিশ্লেষণ

تَكْفُرُونَ এর একটি فعل ناقص এর خبر আর বাক্যটি حال হয়েছে أَمْوَاتًا এর থেকে। আর পরবর্তী বাক্যগুলো حَرْفُ الْعَطْفِ যোগে এই বাক্যটির উপর معطوف হয়েছে।

তরজমা : কীভাবে তোমরা আল্লাহকে অস্বীকার করো, অথচ তোমরা ছিলে মৃত, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। তারপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন, তারপর তোমাদেরকে জীবন দান করবেন, তারপর তোমাদেরকে তার কাছে প্রত্যাবর্তন করানো হবে।

(১১) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً،

قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ

الدَّمَاءُ * و نحن نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، قَالَ اِنِي
أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

جَاعِل (ইসমুল ফাইল) (ف) مَاخُদারটির বিভিন্ন অর্থ দেখো-
جَعَلَ اللَّهُ الْأَرْضَ আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।
جَعَلَ شَيْئًا কোন কিছু তৈরী করলো।
جَعَلَ صَدِيقًا তাকে বন্ধু বানালো, বন্ধুরূপে গ্রহণ করলো।
خَلِيفَةً বহু خَلَفَاءُ প্রতিনিধি, খলীফা।
يَسْفِكُ (প্রবাহিত করে) (ض) سَفَكًا প্রবাহিত করা।
نَسْبِحُ (আমরা তাসবীহ পাঠ করি)
نُقَدِّسُ (আমরা পবিত্রতা বর্ণনা করি)

বাক্য বিশ্লেষণ

إِذْ এটি ظَرْفُ زمانٍ এবং عَلَى السَّكُونِ (সুকূনের উপর স্থির)
এখানে এটি أَذْكُرُ এই উহ্য فعل এর مفعول به রূপে نصب এর
স্থানে রয়েছে।

শাব্দিক অর্থ- আর আপনি ঐ সময়টিকে স্মরণ করুন যখন ...

فِي الْأَرْضِ এটি جَاعِل এর সাথে متعلق আর خَلِيفَةً হচ্ছে তার مفعول به
مفعول به এর تَجْعَلُ ও خَلِيفَةً মিলে مَا وَحْدُল ও خَلِيفَةً মিলে يَفْسِدُ ...
مَا এটি اسم الموصول আর পরবর্তী বাক্যটি তার خَلِيفَةً। এখানে
উহ্য رَافِعٌ রয়েছে। অর্থাৎ تَعْلَمُونَهُ لا مَا وَحْدُল ও
مفعول به এর أَعْلَمُ মিলে خَلِيفَةً

তরজমা : আর আপনি ঐ সময়কে স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক
ফিরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করবো। তারা
বললো, আপনি কি পৃথিবীতে এমন জাতি সৃষ্টি করবেন যারা সেখানে
ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত করবে? অথচ আমরাই তো আপনার
প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করি এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি।

আল্লাহ বললেন, তোমরা যা জানো না তা আমি জানি।

(১২) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا
 اِبْلٰٓسَ، اَبٰٓى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

أَبٰٓى (সে অস্বীকার করলো) (ف) اِبٰٓى অস্বীকার করা, প্রত্যাখ্যান করা। اِسْتَكْبَرَ (অহংকার করল)

বাক্য বিশ্লেষণ

كَانَ এটি فعل ناقص এবং তার মাঝে সুপ্ত যামীরটি তার ইসম।
 এবং তা متعلق এবং এই উহ্য الفعل এর সাথে من الكافرين এটি معدودা
 (আর সে অস্বীকারকারীদের মধ্য হতে গণ্য ছিলো)

তরজমা : আর আপনি ঐ সময়কে স্মরণ করুন যখন আমি ফিরিশতাদেরকে বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা করো, তখন তারা সিজদা করলো, ইবলীস ছাড়া। সে অস্বীকার করলো এবং বড়াই করলো, আর সে তো কাফির ছিলো।

(১৩) وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ، هُمْ
 فِيْهَا خٰلِدُوْنَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

خٰلِدُوْنَ (চিরস্থায়ী) (ن) خٰلِدُوْنَ স্থায়ী/চিরস্থায়ী হওয়া, অমর হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ আওছল-ছিলাহ মিলে الذين كفروا و كذبوا
 মুবতাদা-খবর মিলে জুমলা হয়ে পূর্ববর্তী মুবতাদার খবর।
 فِيْهَا হরফুল জর ও মাজরুর মিলে পরবর্তী الفعل এর সাথে
 خٰلِدُوْنَ মূলতঃ ছিল متعلق হয়েছে।

তরজমা : আর যারা কুফুরি করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে ওরা জাহান্নামী। তাতে তারা চিরকাল থাকবে।

(১৪) أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ *
 أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَإِنَّكُمْ
 تَتْلُونَ الْكِتَابَ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ * وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ
 الصَّلَاةِ *

শব্দ বিশ্লেষণ

آتُوا (তোমরা প্রদান করো, দাও) آتَى - يُؤْتِي - آتٍ (তোমরা প্রদান করো, দাও) آتَى

آتَى - يُؤْتِي - آتٍ (তোমরা প্রদান করো, দাও) آتَى

آتَى - يُؤْتِي - آتٍ (তোমরা প্রদান করো, দাও) آتَى

آتَى - يُؤْتِي - آتٍ (তোমরা প্রদান করো, দাও) آتَى

آتَى - يُؤْتِي - آتٍ (তোমরা প্রদান করো, দাও) آتَى

آتَى - يُؤْتِي - آتٍ (তোমরা প্রদান করো, দাও) آتَى

آتَى - يُؤْتِي - آتٍ (তোমরা প্রদান করো, দাও) آتَى

آتَى - يُؤْتِي - آتٍ (তোমরা প্রদান করো, দাও) آتَى

اركعوا (তোমরা রুকু করো) رَكَعًا (ফ) (তোমরা রুকু করো) رَكَعًا

صَلُّوا مَعَ الْمُصَلِّينَ (তোমরা নামাযের অর্থ মূসল্লিনের সাথে নামায করো)

আদায়কারীদের সঙ্গে নামায আদায় করো। (অংশ দ্বারা)

সমগ্রকে বোঝানো হয়েছে।)

عَقِلًا (তবে কি তোমরা বোঝাবে না?) (ض) (তবে কি তোমরা বোঝাবে না?)

বিভিন্ন অর্থ দেখো—

عَقَلَ الرَّجُلُ লোকটি বুদ্ধিসম্পন্ন হলো। عَقَلَ الْغُلَامُ বালক

বুদ্ধির বয়সে উপনীত হলো। عَقَلَ الشَّيْءُ জিনিসটি বুঝলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

..... (তোমরা) অব্যয়টি অব্যয় এবং পরবর্তী বাক্যটি حال হয়েছে

تَأْمُرُونَ এবং تَنْسَوْنَ এর فاعل থেকে।

তরজমা : তোমরা নামায কয়েম করো এবং যাকাত আদায় করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো। তোমরা কি মানুষকে নেক কাজের আদেশ

করো, অথচ নিজেদের কথা ভুলে যাও। আর তোমরা ছবরের মাধ্যমে এবং ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।

(১৫) وَ إِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم سُوءَ الْعَذَابِ

يَذَبُّونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَخِيُونَ نِسَاءَكُمْ، وَ فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ

مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ * وَ إِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَ

أَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

يسومون (ফেয়েলটির ব্যবহার দেখো-)

سَامَهُ الذُّلُّ তার উপর অপদস্থতা চাপিয়ে দিলো।

سَامَهُ الْعَذَابُ তার উপর আযাব বা নিপীড়ন চাপিয়ে দিলো।

سَامَهُ سُوءَ الْعَذَابِ তার উপর নিকৃষ্ট আযাব বা নির্যাতন

চাপিয়ে দিলো।

سُوءُ الْعَذَابِ এর শাব্দিক অর্থ- আযাবের বা নির্যাতনের নিকৃষ্টতা/ভীষণতা।

মতলব হলো নিকৃষ্ট বা ভীষণ আযাব।

يَسْتَخِيُونَ (তার জীবিত রাখে) استحياء (মূল- ي - ي - ي)

জীবিত রাখা। ব্যবহার দেখো-

اسْتَحْيَ الْاَسِيرَ বন্দীকে (হত্যা না করে) জীবিত রাখলো।

اسْتَحْيَ النِّسَاءَ নারীদেরকে (হত্যা না করে) জীবিত রেখে দাসী

বানালো।

অন্য অর্থ- استحياء / منه তাকে লজ্জা পেলো।

بَلَاءٌ বিপদ। পরীক্ষা।

أَغْرَقْنَا (আমরা ডুবিয়েছি) غَرَقًا ডোবানো। (س) غَرَقًا ডুবে যাওয়া

فَرَقْنَا (ভাগ করলাম) فَرَقًا ভাগ করা, পৃথক করা। (ن)

বাক্য বিশ্লেষণ

يَسُومُونَكُمْ এটি يسومون এর দ্বিতীয় মفعول আর كم যামীরটি

মفعول به প্রথম হচ্ছে

... حال থেকে মفعول به এর نجينا এ বাক্যটি يسومونكم ...

بلاء. আর তা متعلق আর شبه الفعل এই উহ্য نازل এটি من ربكم

صفة প্রথম এবং عظيم হচ্ছে দ্বিতীয় صفة

তরজমা : ঐ সময়কে স্মরণ করো যখন আমি তোমাদেরকে ফিরআউনের গোষ্ঠী থেকে মুক্তি দিলাম, যারা তোমাদেরকে ভীষণভাবে নির্যাতন করছিলো; তারা তোমাদের পুত্রদেরকে জবাই করতো আর তোমাদের নারীদেরকে জীবন্ত দাসী বানিয়ে নিতো। আর তাতে ছিলো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিরাট পরীক্ষা।

আর ঐ সময়কে স্মরণ করো যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে ভাগ করেছিলাম। অতঃপর তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলাম এবং ফেরআউনের গোষ্ঠীকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম, এমন অবস্থায় যে তোমরা তা দেখছিলে।

(১৬) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، خُذُوا

مَا أَتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوا مَا فِيهِ، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

مِيثَاقٌ প্রতিশ্রুতি, লিখিত চুক্তি। বহু مَوَاقٍ

آتَيْنَا (আমরা দিয়েছি) مَا هَدَيْنَا. দেয়া। (দেখো, পৃঃ ১৬)

বাক্য বিশ্লেষণ

ما اتينكم (এখানে ما দ্বারা) مفعول به এর خذوا

উদ্দেশ্য কিতাব আর দ্বিতীয় ما দ্বারা উদ্দেশ্য 'বিধান')

بقوة এটি خذوا এর সাথে متعلق

فیه এটি موجود এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق আর شبه

الفعل এর মাঝে বিদ্যমান هو যমীর হচ্ছে الفاعل

شبه الجملة কে নিয়ে متعلق ও شبه الفاعل তার شبه الفعل

صلة এর مَا الْمَوْصُولَةُ হয়ে

তরজমা : আর তোমরা ঐ সময়কে স্মরণ করো যখন আমি তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিলাম, এবং তোমাদের উপর তুর পাহাড়কে উত্তোলন করলাম। (আর বললাম) তোমাদেরকে আমি যে কিতাব দান করেছি তা

শক্তভাবে আকড়ে ধরো এবং তাতে যে বিধান রয়েছে তা স্মরণ রাখো, যাতে তোমারা মুত্তাকী হতে পারো।

(১৭) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا

بَقَرَةً

তরজমা : আর আপনি ঐ সময়কে স্মরণ করুন যখন মূসা তার কাওমকে বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভী জবাই করার আদেশ করছেন।

ঘটনা - বনী ইসরাঈলে একটি লোক নিহত হয়েছিলো। লোকেরা আল্লাহর নবী হযরত মূসা (আঃ)-কে বললো, আপনি হত্যাকারীর পরিচয় বলে দিন। তখন আল্লাহ (তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য) বললেন, হে মূসা! আপনি বলুন, তারা যেন একটি গাভী জবাই করে, তারপর গাভীর গোশত নিহত লোকটির শরীরে লাগিয়ে দেয়, তখন সে আল্লাহর কুদরতে জীবিত হয়ে হত্যাকারীর পরিচয় বলে দেবে।

(১৮) كَذَلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، وَيُزَكِّكُمْ إِلَيْهِ لَعَلَّكُمْ

تَعْقِلُونَ * ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، فَهِيَ

كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً وَ مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا

تَعْمَلُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

مَوْتَىٰ পিছনে দেখো, পৃঃ ১৩

يُزَكِّكُمْ (তিনি দেখান) - يُزَكِّي - أَرَى - مَاছদার ইরাদে দেখানো।

إِلَيْهِ চিহ্ন। নিদর্শন। আয়াত। বহু।

تَعْقِلُونَ পিছনে দেখো, পৃঃ ১৬

قَسَتْ (কঠিন হয়ে গেলো) (ن) قَسَاوَةً (কঠিন হওয়া। শক্ত

হওয়া। কঠিনতা। নিদর্শন। কঠিন, নিষ্ঠুর, নির্দয়। কঠিনতা। নিদর্শন।

বাক্য বিশ্লেষণ

كذلك এ অংশটি يُخَيِّي এর সঙ্গে متعلق হয়েছে। ذلك দ্বারা বনী ইসরাঈলের مَيِّت এর দিকে ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ-
يُخَيِّي المَوْتَى كَأَحْيَاءِ ذَلِكَ المَيِّتِ

শাব্দিক অর্থ- তিনি মৃতদেরকে জীবিত করবেন ঐ মৃতকে জীবিত করার মত।

متعلق এর شبه الفعل এই উহ্য فاسية এ অংশটি كالحجارة

এবং তা هي এর খবর।

এর উপর كالحجارة أو অব্যয়যোগে এই অংশটি أَشَدُّ قَسْوَةً

হয়েছে।

উহ্য রয়েছে। اسم التفضيل শব্দটি أَشَدُّ

فَهِیَ قَاسِيَةٌ كَالْحَجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ مِنَ الْحَجَارَةِ قَسْوَةً

অর্থঃ (এর পরিচয় পরে জানতে পারবে, ইনশাআল্লাহ)

শাব্দিক অর্থ- সুতরাং তা পাথরের মত কঠিন, কিংবা

কঠিনতার দিক থেকে পাথরের চেয়ে ভীষণ।

এটি عن ও ما এর যুক্তরূপ। এখানে ما হচ্ছে হরফুল মাছদার,
عَمَّا عَنْ عَمَلِكُمْ

তরজমা : এভাবে আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করবেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখাবেন, যাতে তোমরা বুঝতে পারো। তারপর তোমাদের কলব কঠিন হয়ে গেলো, ফলে তা পাথরের মত, কিংবা পাথরের চেয়ে কঠিন। আর আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে গাফেল নন।

(١٩) أَفَتَتَذَكَّرُونَ أَنْ يَوْمِنَا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ

مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يَحَرِّفُونَهُ مِنْ

بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

تطمعون (তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো) طَمَعًا লোভ করা, আকাঙ্ক্ষা করা। ব্যবহার, في অব্যয়যোগে, তবে أن দ্বারা مصدر হলে في অব্যয়টি উহ্য থাকে, যেমন-

طَمِعُ (في) أَنْ يَكْسِبَ الْمَالِ - طَمِعَ فِي كَسْبِ الْمَالِ

দল ।
ফরিক

يُحَرِّفُونَ (তারা বিকৃত করে) تَحْرِيفًا বিকৃত করা। পরিবর্তন করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

حال ہوا الحال ہے و ابھی ایک بار حال ہوا
فریق آری تا متعلق اس کے ساتھ فعل ہی کی محدود
اس کے صفات (ان کے درمیان میں ایک واحد)

من بعد এখানে من অব্যয়টি অতিরিক্ত অর্থাৎ-

يُحَرِّفُونَهُ بَعْدَ مَا عَقَلُوهُ

এ مصدر যা পরবর্তী ফেয়েলকে مصدر
 রূপান্তরিত করেছে। অর্থাৎ بَعَدَ عَلَيْهِمُ التَّحْرِيفُ (বিকৃতি
 সাধনের বিষয়টি তারা বোঝার পরও)

শাব্দিক অর্থ— এমন অবস্থায় যে, তাদের মধ্য হতে গণ্য একটি দল, আল্লাহর কালাম শ্রবণ করতো, অতঃপর তা বিকৃত করতো, বিকৃতির বিষয়টি তারা বোঝার পরও।

উহা রয়েছে, مفعول به এর يعلمون আর হয়েছে, حال এটি و هم يعلمون
و هم يعلمون أنَّ هذه جَرِمةٌ অর্থাৎ

তরজমা : তাহলে তোমরা কি আশা করো যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে, অথচ তাদের একটি দল আল্লাহর কালাম শুনতো, অতঃপর বুঝে গুনে তা বিকৃত করে ফেলতো, অথচ তারা জানতো (যে, এটা জঘন্য অপরাধ)।

(٢٠) أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

يُسْرُونَ (তারা গোপন করে) إِسْرَارًا গোপন করা।
 أَسْرَسِينَا কোন কিছু গোপন করলো। অন্য ব্যবহার-
 أَسْرَ إِلَيْهِ حَدِيثًا তাকে গোপনে কোন কথা বলল।

বাক্য বিশ্লেষণ

مفعول به অংশটুকু পূর্ববর্তী ফেয়েলের
 আর - صلة اسم الموصول এবং পরবর্তী বাক্যটি তার
 مفعول به এর يعلم ছিলাহ-মাওছুল মিলে
 এর দিকে اسم الموصول যা উহ্য রয়েছে একটি অংশে
 ما يُسْرُونَهُ وَ مَا يُعْلِنُونَهُ অর্থাৎ ফিরেছে,

তরজমা : আর তারা কি জানে না যে, আল্লাহ জানেন ঐ সব বিষয় যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে।

(২১) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَخِرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

ويل ধংস, বরবাদি।
 أَيْدِيهِمْ অবিহ্বায় (হাত) وَيْلٌ (হাত) বহুবচনে
 ثَمَنًا মূল্য। (ব্যবহার দেখো) - سَتَدْفَعُ
 ثَمَنَ خَطِيئَتِكَ - اشتريت الشيءَ بِثَمَنٍ رخيصٍ، كم ثمنه ؟

বাক্য বিশ্লেষণ

ثابت অংশটুকু উহ্য খবর
 আর...بأيديهم মুবতাদা, আর
 متعلق এর সাথে
 এর খবর। هذا এর সাথে متعلق এবং তা نازل এর সাথে متعلق এটি عند الله

..... متعلق এর সাথে يقولون এ অংশটুকু ليشتروا

به এর الكتب টি ضمير এবং متعلق এর সাথে يشترون এটি
দিকে راجع হয়েছে।

ما এটি ও من এর যুক্তরূপ। من অব্যয়টি কারণ ও হেতু
প্রকাশক এবং ما হচ্ছে اسم الموصول তার عائد উহা রয়েছে,
ما يكسبونه এবং ما كتبه أيديهم অর্থাৎ

তরজমা : সুতরাং ধ্বংস ঐ লোকদের জন্য যারা নিজেদের হাতে কিতাব
লেখে, তারপর বলে, এটা আল্লাহর নিকট হতে নাজিল হয়েছে। (তারা এটা
বলে) এর বিনিময়ে সামান্য মূল্য লাভ করার জন্য। সুতরাং তারা নিজ
হাতে যা লিখেছে সে কারণে তাদের ধ্বংস হোক এবং তারা যে (হারাম)
উপার্জন করে সে কারণে তাদের ধ্বংস হোক।

(২২) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

الجنة، هم فيها خالدون *

বাক্য বিশ্লেষণ

الذين মাওছুল ও ছিলাহ মিলে মুবতাদা। أولئك হচ্ছে দ্বিতীয় মুবতাদা।
الجنة হচ্ছে দ্বিতীয় মুবতাদার খবর। তারপর বাক্যটি
পূর্ববর্তী মুবতাদার খবর হয়েছে। أولئك শব্দটি না থাকলে
أصحاب الجنة অংশটি সরাসরি الذين এর খবর হতো।

তরজমা : আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তারা
জান্নাতী। তাতে তারা চিরকাল থাকবে।

(২৩) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ

عَلَيْنَا

বাক্য বিশ্লেষণ

إذا এ সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ৮

ما এটি اسم الموصول এবং পরবর্তী বাক্যটি তার صلة এবং মাওছুল
ও ছিলাহ মিলে حرف الجر এর مجرور এর স্থানে রয়েছে। আর

হরফুল জরটি متعلق হয়েছে পূর্ববর্তী ফেয়েলের সাথে।

তরজমা : আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা ঐ কিতাবের প্রতি ঈমান আনো যা আল্লাহ নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে, আমরা ঐ কিতাবের প্রতি ঈমান আনি যা আমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে।

(২৬) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، خُذُوا مَا

أَتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمِعُوا، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

বাক্য বিশ্লেষণ

إِذْ পিছনে দেখো, পৃঃ ১৪

مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ পিছনে দেখো, পৃঃ ১৮

তরজমা : আর তোমরা ঐ সময়কে স্মরণ করো যখন আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তোমাদের উপর তুর পাহাড়কে উত্তোলন করেছিলাম। (আর বলেছিলাম,) আমি তোমাদেরকে যে কিতাব দিয়েছি তা তোমরা মজবুতভাবে আকড়ে ধরো এবং শোনো। তখন তারা বললো, 'আমরা শোনলাম এবং অমান্য করলাম।

(২৭) وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، وَقَالَتِ

النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ،

كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، فَاللَّهُ يَحْكُمُ

بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

يَحْكُمُ (ফায়সালা করবেন) (ن) حُكْمًا, (ফায়সালা করা।

শাসন করা।

يَخْتَلِفُونَ (তারা মতবিরোধ করে) اختلافًا মতপার্থক্য করা।

মতবিরোধ করা। (অন্য অর্থ- বিভিন্ন হওয়া)

বাক্য বিশ্লেষণ

وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (তারা মতবিরোধ করে) اختلافًا মতপার্থক্য করা।

وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (তারা মতবিরোধ করে) اختلافًا মতপার্থক্য করা।

فيما ماওছুল ও ছিলাহ মিলে في এর مجرور এর স্থানে রয়েছে। আর
 متعلق হয়েছে এর সাথে بحكم টি حرف الجر
 আর সাথে يختلفون হচ্ছে فيه صلة আর বাক্যটি كانوا فيه يختلفون
 عائد إلى الموصول আর যমীরটি متعلق

তরজমা : ইহুদীরা বলে, নাছারারা কোন সঠিক বিষয়ের উপর নেই, আর
 নাছারারা বলে, ইহুদীরা কোন সঠিক বিষয়ের উপর নেই, অথচ তারা
 কিতাব পাঠ করে। যারা জানে না তারা তাদের কথার মত এমনই কথা
 বলে। সুতরাং কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মাঝে ফায়ছালা করবেন ঐ
 বিষয়ে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করতো।

(২৬) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ
 أَصْحَابِ الْجَحِيمِ * وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى
 حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهَدَىٰ،

শব্দ বিশ্লেষণ

سوسংবাদদাতা নذير সতর্ককারী।
 بشير (কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না) لن ترضى (অব্যয়যোগে)
 মিল্ল' ধর্ম, তরীকা। মতাদর্শ। বহুবচনে مِلَّة'

বাক্য বিশ্লেষণ

بِإِقَامَةِ الْحَقِّ- এখানে مضاف উহা রয়েছে। মূল ইবারত হচ্ছে-
 لَا إِقَامَةَ الْحَقِّ অর্থ্যাৎ অব্যয়টি হেতুপ্রকাশক। অর্থ্যাৎ
 به হয়েছিল। এটি بشيرا و نذيرا
 এটি إلى এর সমার্থক হরফুল জর। এর পর হরফুল মাছদার,
 (এবং উহা থেকে পরবর্তী ফেয়েলকে মাছদারে পরিণত করে (এবং
 নছব দান করে)। মূলরূপ হলো حَتَّى أَتْبَاعِكَ مِلَّتَهُمْ

তরজমা : আপনাকে আমরা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য পাঠিয়েছি সূসংবাদদাতা
 ও সতর্ককারী রূপে। আর আপনাকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা
 হবে না।

আর ইহুদীরা এবং নাছারারা কিছুতেই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ

না আপনি তাদের মিল্লাত অনুসরণ করেন। আপনি বলে দিন যে, আল্লাহর পক্ষ হতে প্রদত্ত হেদায়াতই হলো প্রকৃত হেদায়াত।

(২৭) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ
يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ*

শব্দ বিশ্লেষণ

حكمة (প্রজ্ঞা) প্রকৃতজ্ঞান। দ্বীন ও শরীয়াতের আসল সমঝ ও বুঝ।
يُزَكِّيهِمْ (তাদেরকে পবিত্র করবেন) تَزْكِيَةٌ (পবিত্র করা।
আত্মশুদ্ধি করা। (মাদ্‌হাযিক) (মাহাপরাক্রমশালী।
عَزِيزٌ মহাপরাক্রমশালী। حَكِيمٌ মহাপ্রজ্ঞাময়।

বাক্য বিশ্লেষণ

صِفَةُ رَسُولٍ (উহা এর সঙ্গে متعلق হয়ে) مِنْهُمْ এটি (উহা এর সঙ্গে متعلق হয়ে) مِنْهُمْ
صِفَةُ رَسُولٍ (উহা এর সঙ্গে متعلق হয়ে) مِنْهُمْ এটি (উহা এর সঙ্গে متعلق হয়ে) مِنْهُمْ
صِفَةُ رَسُولٍ (উহা এর সঙ্গে متعلق হয়ে) مِنْهُمْ এটি (উহা এর সঙ্গে متعلق হয়ে) مِنْهُمْ
বাইতুল্লাহ নির্মাণের পর হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই দু'আ
করেছিলেন।

তরজমা : হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মাঝে আপনি তাদের মধ্যহতে
একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদেরকে আপনার আয়াতসমূহ
তেলাওয়াত করে শোনাবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা
দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিঃসন্দেহে আপনি মহাপরাক্রম-
শালী এবং মহাপ্রজ্ঞাময়।

(১) الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ

فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

آتَيْنَا (আমরা দান করেছি) মাছদার إِيْنَاءِ বাবুল ইফ'আল ।

اتِي مَادَّاهِ - أُتِي - يُؤْتِي - أُتِ

আল্লাহ তাদেরকে ইলম দান করেছেন ।

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে

হিকমত দান করেন ।

الحكمة অর্থ- দ্বীন ও শারী'আতের পূর্ণ সমঝ ও জ্ঞান ।

تُؤْتِيهِمْ حَقَّهُمْ তুমি তাদেরকে তাদের হক প্রদান করো ।

أَمَرَ اللَّهُ الْأَغْنِيَاءَ بِإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ আল্লাহ ধনীদেরকে যাকাত

আদায় করার আদেশ করেছেন ।

آتَوْا - آتَيْنَ - آتَيْتُمْ - آتَيْنَا

يُؤْتُونَ - يُؤْتِينَ - تُؤْتُونَ - تُؤْتِينَ - نُؤْتِي

(দেখো, পৃঃ ১৬) - آتَوْا - آتَيْنَ - لَا تُؤْتُوا - لَا تُؤْتِينَ

ليَكْتُمُونَ (তারা অবশ্যই গোপন করে) (ن) كَتَمْنَا (ন) (তারা অবশ্যই গোপন করে) ।

কখনো ফেয়েলটি দুই যোগে মفعول به হয়, যেমন-

كَتَمْتُ الْحَدِيثَ আমি কথাটি তাকে গোপন করেছি । আবার

كَتَمْتُ مِنْهُ - যোগে বলা হয়- من যোগে বলা হয়-

كَتَمْتُ الْحَدِيثَ কথাটি তার থেকে গোপন করেছি ।

বাক্য বিশ্লেষণ

الَّذِينَ হচ্ছে اسم الموصول পরবর্তী টি তার صلة এবং هم হচ্ছে

عابِد إلى الموصول - তারপর মাওছুল ও ছিলাহ মিলে মুবতাদা
এবং পরবর্তী বাক্যটি খবর ।

كما এখানে حرف الجر অব্যয়টি ك ما হচ্ছে হারফুল মাছদার,
বা المصدرية ما সূত্রাং মূল ইবারত হলো-
يَعْرِفُونَهُ كَمَا عَرَفْتَهُمْ أَبْنَاءَهُمْ শাব্দিক অর্থ- তারা তাঁকে চেনে,
তারা তাদের পুত্রদেরকে চেনার মত ।
বাক্যটি ما দ্বারা مصدر হয়ে حرف الجر এর مجرور এর স্থানে
এসেছে এবং হরফুল জর ও মাজরুর মিলে পূর্ববর্তী فعل এর
সাথে متعلق হয়েছে ।

منهم অর্থাৎ من اليهود و النصارى এটি উহ্য معدودা এটি
সাথে متعلق এবং তা فريفا এর
শাব্দিক অর্থ- ইহুদী ও নাছারাদের মধ্য হতে গণ্য একটি দল ।
(এখানে তাদের ধর্ম-নেতাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ।)

وهم ... এটা يكتُمون এর حال থেকে
শাব্দিক অর্থ- ইহুদী ও নাছারাদের মধ্য হতে গণ্য একটি দল
অবশ্যই সত্য গোপন করে এমন অবস্থায় যে, তারা তা জানে ।

তরজমা : আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি তারা তাঁকে চেনে, যেমন
চেনে আপন পুত্রদেরকে । আর নিঃসন্দেহে তাদের একটি দল জেনে শুনে
সত্যকে গোপন করে ।

(٢) فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوا لِي وَ لَا تَكْفُرُونِ * يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَاةِ، إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الصَّابِرِينَ * وَ لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ،
بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

اذكركم নিয়ম এই যে, فعل الأمر এর পরে مضارع فعل মাজযুম হয় ।
কারণ সেখানে শর্তের অর্থ নিহিত (লুকায়িত) থাকে । এখানে

ইন তذكرونী اذكركم - মূলতঃ ছিলো-

মূলতঃ ছিলো (তোমরা আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হযো না) لا تكفرون (তোমরা আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হযো না) মূলতঃ ছিলো لا تكفرون। সেই কাসরাকে গ্রহণ করার জন্য একটি نون আনা হয়েছে, যাতে فعل এর কাঠামোটি অক্ষত থাকে, এটিকে نُؤْنُ الْوَقَايَةِ (রক্ষা করার নূন) বলে। পরবর্তীতে ضمير منصوب কে حذف করা হয়েছে, কিন্তু نُؤْنُ الْوَقَايَةِ বহাল রয়ে গেছে। কোরআন শরীফে এর প্রচুর উদাহরণ রয়েছে।

من হচ্ছে اسم الموصول শব্দগতভাবে এটি واحد مذکر তবে অর্থগত-ভাবে সর্ববচনে ও সর্বলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

এখানে من এর শব্দগত দিক লক্ষ্য করে মুফরাদ ফেয়েল يقتل বলা হয়েছে, আর অর্থগত দিক থেকে من শব্দটি এখানে বহুবচন, কারণ এখানে আল্লাহর রাস্তায় নিহত সকল ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। সে হিসাবে এখানে বহুবচনের শব্দ أموات বলা হয়েছে।

و لا تقولوا لمن يقتل ميت শব্দগত দিক লক্ষ্য করে ميت বলা যেতো, আবার শুধু অর্থগত দিক লক্ষ্য করে لا تقولوا لمن يقتلون বলা যেতো।

বাক্য বিশ্লেষণ

هم أموات হচ্ছে খবর। এখানে সুবতাদা উহ্য রয়েছে। মূলতঃ هم أموات هم أحياء সম্পর্কে একই কথা, অর্থাৎ هم أحياء শাব্দিক অর্থ- ঐ লোকদের সম্পর্কে বলা না যাদেরকে হত্যা করা হয় যে, তারা মৃত, বরং তারা জীবিত।

لا تشعرّون بحياتهم উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ لا تشعرّون এর متعلق উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ

তরজমা : সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, (তাহলে) আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো। আর তোমরা আমার শোকর আদায় করো, আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হযো না।

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ছবর ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।
অবশ্যই আল্লাহ ছবরকারীদের সঙ্গে রয়েছেন।

আর যাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় কতল করা হয় তাদেরকে মৃত বলা না;
বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা (তাদের জীবন) অনুভব করতে পারো না।

(৩) وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا

لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ

رَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

أَصَابَتْ (আক্রান্ত করল) إصابَة আক্রান্ত করা। مَادَّاهِ صَوَّبَ
أَصَابَ كَوْنِ كِشْرُ ধরলো, লাভ করলো। আয়ত্ত করলো।

أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ কোন কিছু তাকে আক্রান্ত করলো। (অর্থাৎ সে
কোন কিছুতে আক্রান্ত হলো। যেমন مُصِيبَةٌ

অন্যান্য ব্যবহার—

أَصَابَ نِزْلُ করলো। সঠিক করলো। (أَخْطَأَ এর বিপরীত)
أَصَابَ خَالِدٌ وَ أَخْطَأَ رَاشِدٌ খালেদ ঠিক করলো, আর রাশেদ
ভুল করলো।

أَصَابَ السَّهْمُ الْهَدَفَ তীর লক্ষ্য ভেদ করলো।

أَصَابَ مِنْ شَيْءٍ কোন কিছু গ্রহণ করলো।

صَلَوَاتٌ এটি صلاة এর বহু, করুণা, প্রার্থনা, নামায।

المهتدون (المهتدي ال) مُهْتَدٍ (হেদায়াতপ্রাপ্তগণ) এর বহু।

إِهْتَدَاءٌ হেদায়াতপ্রাপ্ত اهْتَدَى - يَهْتَدِي - اهْتَدَى

হওয়া। পথপ্রাপ্ত হওয়া। এটা আখেরাতের ব্যাপারে হতে পারে,

আবার দুনিয়ার ব্যাপারে হতে পারে। আখেরাতের উদাহরণ—

فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا (যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে

তাহলে তো তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হলো।) আর দুনিয়ার

উদাহরণ— جَعَلَ لَكُمْ التَّجْوَمَ لِتَهْتَدُوا بِهَا (তিনি তোমাদের

বাক্য বিশ্লেষণ-

হচ্ছে হালো আর شرط إذا বাক্যটি এ أصابتهم مصيبة
হচ্ছে হাম আর صلة এর موصول বাক্যটি পুরো جواب الشرط
عائد إلى الموصول

শর্তের বাক্যটি মাছদার-এ রূপান্তরিত হয়ে إذا এর مضاف إليه হয়।
 হয়ে থাকে এবং مضاف ও مضاف إليه মিলে جواب الشرط এর
 الذين قالوا - সুতরাং বাক্যটির মূলরূপ হলো-
 (যারা বিপদ তাদেরকে আক্রান্ত করার
 সময় বলে)

صَلُوتُ মুবতাদা, عَلَيْهِمْ হচ্ছে واجبة এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق এবং তা خبر আর মুবতাদা-খবর মিলে জুমলাহ হয়ে পূর্ববর্তী أُولَئِكَ এর খবর। বাক্যটি মূলতঃ ছিলো-
عَلَى أُولَئِكَ صَلُوتٌ অর্থাৎ মূল তারকীবে ছিলো এক মুবতাদা এবং এক খবর। তারপর مجرور কে শুরুতে এনে مبتدأ বানানো হয়েছে এবং তার স্থানে যামীরকে مجرور করা হয়েছে। ফলে এখন দুই مبتدأ হয়েছে এবং প্রথম মুবতাদার খবর হয়েছে জুমলাহ।

শাব্দিক অর্থ- তাদের উপর রয়েছে এমন করুণা ও রহমত যা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ।

দেখো, পৃঃ ৫ أولئك هم المهتدون

তরজমা : আর (হে নবী!) আপনি সুসংবাদ দিন ছবরকারীদের, যারা কোন বিপদে আক্রান্ত হওয়ার সময় বলে, আমরা তো আল্লাহর জন্য, এবং আমরা তো আল্লাহরই কাছে ফিরে যাবো। তাদেরই উপর রয়েছে আল্লাহর পক্ষ

হতে করুণা ও রহমত এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

(৬) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ مَاتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خُلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يَنْظُرُونَ * وَ إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ *

শব্দ বিশ্লেষণ-

মضارع مجهول (লাঘব করা হবে না) لَا يُخَفَّفُ
লাঘব করা। হালকা করা।

جمع مذكر غائب এর মضارع مجهول থেকে বাবুল ইফ'আল থেকে يَنْظُرُونَ
মাছদার إِنظَارًا অবকাশ দেয়া। সময় দেয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

اسم এর إن অংশটুকু الَّذِينَ كَفَرُوا وَ مَاتُوا
حال থেকে فاعل এর মাতوا হচ্ছে وَ هُمْ كُفَّار
এ ধরনের তারকীব পূর্বপর্তী আয়অতে দেখে। এ
বাক্যটি إن এর খবর।

عَلَى أُولَئِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো
পুরো বাক্যটির সংক্ষিপ্ত রূপ হলো-

إِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا

তরজমা : যারা কুফুরি করে, আর কাফের অবস্থায় মারা যায় তাদেরই উপর রয়েছে আল্লাহর এবং ফিরিশতাদের এবং সকল মানুষের লা'নত-এমন অবস্থায় যে, তারা চিরকাল ঐ লা'নতের মাঝে থাকবে। তাদের থেকে আযাবকে লাঘব করা হবে না, এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে না।

আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, যিনি অতি দয়ালু, চিরদয়াময়।

(৫) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ

ثُمَّ نَاقِلًا أَوْلَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا
يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

ثُمَّ বহুবচনে অতান মূল্য। পিছনে দেখো, পৃঃ ২২

يُكَلِّمُهُمُ (তিনি তাদেরকে পবিত্র করবেন না।) দেখো, পৃঃ ২৬

বাক্য বিশ্লেষণ

اللَّهُ এটি মাওছুল ও ছিলাহ الموصول উহা রয়েছে। অর্থাৎ

اللَّهُ আর الكتاب হচ্চে মা এর ব্যাখ্যা

وَيَشْتَرُونَ এ অংশটুকু يَكْتُمُونَ এর উপর معطوف এবং সবটুকু হচ্চে

এর اسم

শাব্দিক অর্থ- নিঃসন্দেহে যারা গোপন করে ঐ জিনিস যা

আল্লাহ নাযিল করেছেন, অর্থাৎ কিতাব

(আরেকটু সহজ তরজমা-) যারা ঐ কিতাব গোপন করে যা

আল্লাহ নাযিল করেছেন) এবং তার বিনিময়ে সামান্য মূল্য ক্রয়

করে (গ্রহণ করে)।

أَوْلَٰئِكَ হচ্চে এবং يَأْكُلُونَ হচ্চে তারপর মুবতাদা ও

খবর মিলে জুমলা হয়ে إِنَّ এর খবর।

يَأْكُلُونَ শব্দটি না থাকলে يَأْكُلُونَ বাক্যটি সরাসরি إِنَّ এর

খবর হতো।

তরজমা : যারা কিতাবের ঐ অংশ গোপন করে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন

এবং তার বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে তারা তাদের পেটে আগুন ছাড়া

আর কিছু ভরে না। আর আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা

বলবেন না এবং তাদেরকে পাকছাফ করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে

যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

(٦) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

كتب عليكم (তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে।)

كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ شَيْئًا আল্লাহ তার উপর কোন কিছু ফরয করেছেন। (فَرَضَ যোগে عَلَى এর এ অর্থ হয়)

تَتَّقُونَ (তোমরা মুত্তাকী হবে।) দেখো, পৃঃ ১১

বাক্য বিশ্লেষণ

من এটি অতিরিক্ত قَبْلَكُمْ হচ্ছে উহ্য ফেয়েল مَضَوْا এর ظرف আর ضَلَّة এর الذين পুরো বাক্যটি

ما হচ্ছে হরফুল মাছদার, পরবর্তী বাক্যটি ما দ্বারা মাছদার হয়ে এ হরফুল জরের মাজরুরের স্থানে এসেছে। আর হরফুল জরটি পূর্ববর্তী ফেয়েলের সাথে متعلق হয়েছে।

তরজমা : হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছে ঐ লোকদের উপর যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।

(٧) وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

أَنْ تَصُومُوا অংশটি মুবতাদা خَيْرٌ হচ্ছে আর لَكُمْ হচ্ছে এই متعلق आहे সাথে الفعل

তরজমা : আর রোযা রাখা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা তা জানতে পারো।

(٨) يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

يُسْر সহজতা। সচ্ছলতা। عُسْر কঠিনতা। অসচ্ছলতা।

তরজমা : আল্লাহ তোমাদের প্রতি সহজতা (করতে) চান, কঠিনতা (করতে) চান না।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ
 أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ،
 وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ،
 فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفْرِينَ * فَإِنْ
 أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ
 فِتْنَةً وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ *

শব্দ বিশ্লেষণ

اَعْتَدِي - يَعْتَدِي - اِعْتَدِ (তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো না) لَا تَعْتَدُوا
 মাছদারِ اعتداء লঙ্ঘন করা। মাদ্দাহِ ব্যবহার-
 اَعْتَدِي الْحَقَّ/عَنِ الْحَقِّ সত্যের সীমা লঙ্ঘন করলো।
 اَعْتَدِي عَلَيْهِ তার উপর জুলুম করলো।
 ثَقِفْتُمْ (পাকড়াও করেছে) (س) (ধরা, পাকড়াও করা)।
 اَنْتَهُوا (তারা বিরত হলো)। মাছদারِ اِنْتَهَاء মাদ্দাহِ
 اِنْتَهَى شَيْءٌ কোন কিছু শেষ হলো।
 اِنْتَهَى عَنْ شَيْءٍ কোন কিছু থেকে বিরত হলো।
 اِنْتَهَى مِنْ شَيْءٍ কোন কিছু থেকে ফারোগ হলো।
 اِنْتَهَى إِلَيْهِ الْخَبْرُ তার কাছে খবরটি পৌছলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

مَفْعُولٌ بِهِ এর فَاتِلُوا মাওছূল-ছিলাহ মিলে
 اِذَا هِيَ اِذَا هِيَ (বা যাম্মার) مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّمِّ এবং اِسْمُ الظَّرْفِ স্থানবাচক
 اِذَا هِيَ (উপর স্থির) এটি مَكَان এর সমার্থক।
 একটি জরুরী কথা-
 যে কোন اِسْمُ الظَّرْفِ পরবর্তী جُمْلَةٌ এর দিকে مضاف হয় এবং
 পরবর্তী جُمْلَةٌ টি মাছদারের অর্থ দান করে। সুতরাং বাক্যটির
 মূলরূপ হবে اَقْتُلُوهُمْ مَكَانَ ثَقِفْتُمْ (আর তোমরা তাদেরকে

হত্যা করো তাদেরকে পাকড়াও করার স্থানে।)

مِنْ مَّكَانٍ إِيْرَاجِكُمْ هَبْءِ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجَكُمْ

শাব্দিক অর্থ- আর তোমরা তাদেরকে বের করো তোমাদেরকে বের করার স্থান থেকে।

حتى (শাব্দিক অর্থ- সেখানে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার আগ পর্যন্ত) (দেখো, পৃঃ ২৫)

انتهوا ফেয়েলটির উহ্য রয়েছে আর তা হলো عَنِ الشُّرْكِ
এ বাক্যটি إِنْ এর شرط এখানে উহ্য রয়েছে।

فَإِنْ أَنْتَهُوا عَنِ الشُّرْكِ فَلَا تَقْتُلُوهُمْ -

فَإِنْ اللَّهُ এটি جواب الشرط এর عِلَّة বা হেতু।

لا تكون এটি لا تَبْقَى এর সমার্থক। এটি উহ্য أَنْ দ্বারা মাছদার হয়ে
হরফুল জরের মাজরুরের স্থানে এসেছে।

শাব্দিক অর্থ- ফিতনা না থাকা পর্যন্ত।

তরজমা : আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করো তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তবে সীমা লঙ্ঘন করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

আর তোমরা তাদেরকে হত্যা করো যেখানেই তাদেরকে পাও। আর তাদেরকে বের করে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদের বের করেছে। আর ফেতনা তো হত্যার চেয়ে কঠিন অপরাধ।

আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে, যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে। অবশ্য তারা নিজেরাই যদি (সেখানে) তোমাদের সাথে লড়াই করে তাহলে তাদেরকে হত্যা করো। সেটাই হলো কাফিরদের শাস্তি।

আর তারা যদি (শিরক থেকে) বিরত থাকে (তাহলে তাদেরকে হত্যা করো না) কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

আর ফেতনা শেষ হওয়া পর্যন্ত এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো।

(١٠) وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

وَاجْسِنُوا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ * وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ *

শব্দ বিশ্লেষণ

تَهْلِكُ (ধ্বংস ও বরবাদি) هَلَكَ এর তিনটি মাছদার হচ্ছে-

هَلَكًا - تَهْلِكُ

أَحْسَنُوا (তোমরা নেক আমল করো) إِحْسَانًا সদাচরণ করা, নেক কাজ করা, উত্তমরূপে করা, (إِلَى অব্যয়যোগে) কারো প্রতি সদাচার করা, অনুগ্রহ করা।

بِأَيْدِيكُمْ এখানে দু'ভাবে ব্যবহৃত অতিরিক্ত بِيَدِهِ (অংশ দ্বারা সমগ্র উদ্দেশ্য) أَلْقَى نَفْسَهُ أَلْقَى يَدَهُ (তোমরা নিজেদেরকে নিষ্কেপ করো না।

তরজমা : আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো, আর নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিষ্কেপ করো না, আর তোমরা সদাচার করো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সদাচারকারীদের ভালোবাসেন। আর তোমরা আল্লাহর ওয়াস্তে হজ্জ ও ওমরাকে পূর্ণ করো।

(١١) وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ *

শব্দ বিশ্লেষণ

تَزُودُوا (তোমরা পাথেয় গ্রহণ করো।) تَزُودُوا পাথেয় গ্রহণ করা।

ফেয়েলটির দু'টি متعلق উহ্য রয়েছে, অর্থঃ

تَزُودُوا لِأَخْرَجَتِكُمْ بِالتَّقْوَى

التَّقْوَى وفي مادداه (تَقْوَى اللَّهِ) (হাড়া) (تَقْوَى اللَّهِ) (হাড়া)

اتقون আসলে ছিলো اتقوني এ সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ২৯

বাক্য বিশ্লেষণ

يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ (হে জ্ঞানের অধিকারীগণ)

أُولُو এ শব্দটি এর বহুবচন। (এটি جَمْعٌ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ) আরেকটি

বহুবচন হলো ذُو (এটি جَمْعٌ مِنْ لَفْظِهِ)

رفع - أولو ব্যবহার এর অবস্থায় جر ও نصب -

هم أولو الألباب - أَحِبُّ أُولِي الْأَبَابِ - سَلِّمْ عَلَى أُولِي الْأَبَابِ

ألباب

এটি لُبُّ এর বহু। আকল, বুদ্ধি।

كُلُّ شَيْءٍ কোন কিছুর 'সার' অংশ।

كُلُّ الْكُلُوزِ বাদামের ভিতরের অংশ বা দানা।

ألباب يا أُولِي الْمَنَادَى এখানে টি مَضَاف হওয়ার কারণে

এর مسلمون, يا দ্বারা, نصب হয়েছে এবং منصوب হয়েছে।

التقوى হলো (তাকওয়া হলো উত্তম পাথেয়) এখানে خير الزاد

মুভতাদা, خير الزاد হলো খবর। আর التقوى (উত্তম

পাথেয় হলো তাকওয়া) এ বাক্যে خير الزاد হলো মুভতাদা,

التقوى হলো খবর। (কোরআনে দ্বিতীয় তারকীবটি এসেছে।)

তরজমা : আর তোমরা (তোমাদের আখেরাতের জন্য তাকওয়ার মাধ্যমে)

পাথেয় সংগ্রহ করো, কেননা সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া। আর হে জ্ঞানের অধিকারীগণ! তোমরা আমাকে ভয় করো।

(١٢) رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ

النَّارِ *

শব্দ বিশ্লেষণ

حَسَنَةً বহুবচনে حَسَنَات নেক আমল, উত্তম জিনিস, কল্যাণ।

وَقِنَا (ض) مَا هِدَارٍ وَقِي - يَقِي - ق (আমাদের রক্ষা করুন)

রক্ষা করা। মাদ্দাহ وَقِي

الدُّنْيَا مؤنث এ اسم التفضيل (على وزن فعلى)

دُنُوًّا مَا هِدَارٍ دَنَا - يَدْنُو - أَدْنَى (ন)

الدُّنْيَا এর অর্থ অধিকতর নিকটবর্তী। الْحَيَاةُ الدُّنْيَا অধিকতর

নিকটবর্তী জীবন, পার্থিব জীবন। দুনিয়ার জীবন।

বাক্য বিশ্লেষণ

عَذَابُ النَّارِ এটি ق এর দ্বিতীয় مفعول به (বাংলায় এর তরজমা হয়

(১) এর মত ও حرف الجر

তরজমা : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন। এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।

(১৩) زُتِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ، وَاللَّهُ يُرْزِقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ *

শব্দ বিশ্লেষণ

سَخَرًا، سَخَرًا، سَخَرًا، سَخَرِيَّةً (তারা উপহাস করে) يَسْخَرُونَ (তারা উপহাস করে) سَخَرِيَّةً (স) من অব্যয়যোগে ব্যবহৃত, যেমন - لا تَسْخَرُ مِنْ أَحَدٍ কাউকে উপহাস করো না। (বাংলায় এর তরজমা হয় মفعول به এর মত।)

বাক্য বিশ্লেষণ

نائب الفاعل এর زين হচ্ছে الحياة الدنيا ফেয়েলটি ঐচ্ছিকভাবে مؤنَّثٌ غَيْرُ حَقِيقِيٍّ টি نائب الفاعل হয়েছিল মذكر কারণে। ফেয়েলটি এখানে مؤنَّثٌ ও হতে পারতো।

এর شبه الفعل উহ্য এই ثابتون হচ্ছে فوقهم এবং مبتدأ এবং والذين اتقوا সঙ্গে متعلق আর তা পূর্ববর্তী مبتدأ এর خبر আর القيامة يوم হচ্ছে উহ্য এর ظرف الزمان এর خبر عائد إلى এখানে مفعول به এর يرزق মাওচুল ও ছিলাই মিলে من يشاء من يشاؤه অর্থার্থে।

তরজমা : কাফিরদের জন্য পার্থিব জীবনকে মোহনীয় করা হয়েছে। আর তারা ঈমানদারদেরকে উপহাস করে। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে কেয়ামতের দিন তারা (মর্যাদায়) তাদের উপরে থাকবে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে বেহিসাব রিযিক দান করেন।

(১৪) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اولئك يرجون رحمتَ الله، وَ اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * يَسْئَلُونَكَ
عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ، قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا، وَ يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ،
قُلِ الْعَفْوَ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ *
في الدنيا و الآخرة *

শব্দ বিশ্লেষণ

ميسر যে কোন ধরনের জুয়া খেলা ।
إثم পাপ ।
منافع (উপকারী জিনিসসমূহ) এর বহু, উপকার, লাভ ।
عفو প্রয়োজনের অতিরিক্ত ।
تَفَكَّرُوا চিন্তা করা । تَفَكَّرُوا চিন্তা করা ।

বাক্য বিশ্লেষণ

এ اولئك يرجون رحمة الله এবং اسم এর إن এটি الذين ... في سبيل الله
বাক্যটি إن এর খবর أولئك শব্দটি না থাকলে
الله বাক্যটি إن এর خبر হতো ।
جهدوا আর معطوف এর উপর الذين প্রথম হচ্চে
معطوف এর উপর هاجروا হচ্চে
العفو এটি উহ্য ফেয়েল এর ينفقون
جمع مؤنث এবং منصوب রূপে مفعول به এর يبين এটি
كسرة দ্বারা فتحة এর পরিসর বলে سالم

তরজমা : যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায়
জিহাদ করেছে, নিঃসন্দেহে তারা আল্লাহর রহমত প্রত্যাশা করে । আর
আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াশীল ।

তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলে দিন যে,
তাতে রয়েছে বিরাট পাপ এবং মানুষের জন্য কিছু উপকার । তবে ঐ দু'টির
পাপ ঐ দু'টির উপকারের চেয়ে বেশী ।

আর তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তারা (আল্লাহর রাস্তায়) কী পরিমাণ খরচ করবে। আপনি বলে দিন যে, (প্রয়োজনের) অতিরিক্তটুকু (খরচ করবে)। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কে চিন্তা করতে পারো।

(১৫) وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، وَلَا مَـٔمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ

مِنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ

يُؤْمِنُوا، وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَابُكُمْ،

أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ

بِآذِنِهِ، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

لا تَنْكِحُوا (তোমরা বিবাহ করো না) (ض) বিবাহ করা। ব্যবহার-

نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ পুরুষটি মহিলাটিকে বিবাহ করলো।

أَنْكَحَ الْمَرْأَةَ সে মহিলাটিকে বিবাহ দিলো।

أَنْكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ পুরুষটির কাছে মহিলাটিকে বিবাহ দিলো।

أَعْجَبْتُمْ মুগ্ধ করা (إِعْجَابًا (মصدر معروف)। (তোমাদেরকে মুগ্ধ করেছে)।

أَعْجَبًا (ب) মুগ্ধ হওয়া (مصدر مجهول)।

أَعْجَبَنِي هَذَا الْمَنْظَرُ এই দৃশ্যটি আমাক মুগ্ধ করলো।

أَعْجَبْتُ بِهَذَا الْمَنْظَرِ আমি এই দৃশ্যটিতে মুগ্ধ হলো।

بِآذِنِهِ আপন অনুগ্রহে।

يَتَذَكَّرُونَ (তারা উপদেশ গ্রহণ করবে)। (تَذَكَّرًا) স্মরণ করা, উপদেশ গ্রহণ

করা। (تَذَكُّرًا) স্মরণ করানো, উপদেশ প্রদান করা।

حَتَّىٰ يُؤْمِنَ (তাদের ঈমান আনা পর্যন্ত) এর মূল রূপ হবে حَتَّىٰ يُؤْمِنُ

আর حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا এর মূলরূপ হবে حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا (দেখো, পৃঃ ২৫)

বাক্য বিশ্লেষণ

خَيْرٌ মাওছূফ-ছিফাত মিলে মুবতাদা, لا, তাকীদের জন্য

متعلق এর সঙ্গে من مشتركة খবর

তরজমা : আর তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। নিঃসন্দেহে একজন মুমিন দাসীও একজন মুশরিক নারী হতে উত্তম; যদিও মুশরিক নারী তোমাদেরকে মুগ্ধ করে।

আর তোমরা মুশরিকদের কাছে (কোন মুসলিম নারীকে) বিবাহ দিও না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। নিঃসন্দেহে একজন মুসলিম দাসও একজন মুশরিক হতে উত্তম; যদিও মুশরিক তোমাদেরকে মুগ্ধ করে।

তারা জাহান্নামের দিকে ডাকে আর আল্লাহ আপন অনুগ্রহে জান্নাতের দিকে এবং মাগফিরাতের দিকে আহ্বান করেন।

আর তিনি লোকদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

(১৬) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

তائب এর অতিশয়ী শব্দ হলো تواب অর্থ- উত্তমরূপে তাওবাকারী।

متطهر اسم الفاعل থেকে باب التفعّل (পবিত্রতা অর্জনকারী)

তরজমা : নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন পবিত্রতা অর্জনকারীদের।

(১৭) وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ مَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *

বাক্য বিশ্লেষণ

حال থেকে نعمة الله তা এবং نازلة এর সাথে متعلق একটি عليكم

হয়েছে। শাব্দিক অর্থ আর তোমরা আল্লাহর নেয়ামতকে

স্মরণ কর এমন অবস্থায় যে, তা তোমাদের উপর নাযিল হয়।

এটি معطوف হয়েছে الله এর উপর। وَ مَا أَنزَلَ

এটি হচ্ছে ما এর ব্যাখ্যা। وَ الْحِكْمَةِ

حال থেকে ঐটি এনজেলের অঙ্গুলি থেকে

তরজমা : আর তোমরা স্মরণ করো তোমাদের উপর অবতীর্ণ আল্লাহর নেয়ামতকে এবং (স্মরণ করো) ঐ কিতাব ও হিকমতের কথা যা তিনি তোমাদের উপর নাযিল করেছেন, যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দান করেন।

(১৮) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ *

তরজমা : এভাবেই আল্লাহ আমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা বুঝতে পারো।

(১৯) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ * وَفَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

أَلَمْ تَرَ সামনে দেখো, পৃঃ ৯৭

خَرَجُوا (মৃত্যুর ভয়ে) (س) ভয় করা, সতর্ক হওয়া। (ব্যবহার সরাসরি به مفعول) أَخَذَهُ তাঁর থেকে সতর্ক হও। (বাংলায় এর তরজমা হয় হরফুল জর ও মাজরুরের মত।)

أُلُوف শব্দটি أَلْف এর বহু, এক হাজার।

فضل দান, অনুগ্রহ, শ্রেষ্ঠত্ব, উদ্বৃত্ত অংশ।

ذُو فَضْلٍ অনুগ্রহময়, দানশীল, শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

বাক্য বিশ্লেষণ

أَلَمْ تَرَ أ এ অংশটি خَرَجُوا এর فاعل থেকে হয়েছিল। শাব্দিক অর্থ- তারা বের হলো এমন অবস্থায় যে, তারা কয়েক হাজার।

خَرَجُوا এ অংশটি لَهُ مفعول একটি পূর্ববর্তী ফেয়েল-এর হেতু প্রকাশ করেছে। শাব্দিক অর্থ- মৃত্যুকে ভয় কল্পের কারণে।

যে মাছদার পূর্ববর্তী ফেয়েলের কারণ প্রকাশ করে ঐ
মাছদারকে له مفعول বলে এবং তা মান্য হই। যেমন—

مَاتَ الْفَقِيرُ جُوعًا

متعلق এটি এর সাথে فضل على الناس

لكن الحرف المشبه بالفعل بالمفعول إن এটি

منصوب اسم रूपে لكن এটি اسم التفضيل أكثر

হয়েছে। আর لا يشكرون বাক্যটি হলো لكن এর খবর।

তরজমা : আপনি কি ঐ লোকদেরকে দেখেন নি যারা মৃত্যুর ভয়ে আপন জনপদ থেকে বের হয়ে গিয়েছিলো, আর (সংখ্যায়) তারা ছিলো হাজার হাজার। তখন আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা মৃত্যুবরণ করো। তারপর তিনি তাদেরকে (পুনরায়) জীবন দান করলেন। আসলে আল্লাহ মানুষের উপর দয়ালু, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকর করে না। আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করো এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

(২০) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، قَالُوا
أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ
يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ * قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ
بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلِكَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَ
اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

بعث (প্রেরণ করেছেন) (ف) পাঠানো, (মৃত্যুর পর) পুনর্জীবন
দান করা।

ملك বহুবচনে ملوك বাদশাহ।

أنى এটি প্রশ্ন-শব্দ, এবং من أين এর সমার্থক, যেমন—

أنى جئت - এটি এমতী এবং یا مريم أنى لك هذا

এবং كيف এর সমার্থক। এখানে كيف অর্থে ব্যবহৃত।
 أَحَقُّ এটি اسم التفضيل এর শব্দ। أَحَقُّ তার চেয়ে বেশী
 হকদার। উভয় হারফুল জার أَحَقُّ এর সাথে متعلق হয়েছে।
 لم يَأْتِ (তাকে দেয়া হয় নি) (তাকে দেয়া হয় নি) (তাকে দেয়া হয় নি) (তাকে দেয়া হয় নি)
 হয়েছে এবং ناقص বলে جزم দেয়া হয়েছে লাম কালিমাকে
 ফেলে দিয়ে। (এটি মাজহুলের ফেয়েল)
 سعة প্রশস্ততা। সচ্ছলতা। মূল হরফ وسع
 زاده بسطة তাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রাচুর্য।

বাক্য বিশ্লেষণ

ملكا শব্দটি مفعول به এর থেকে حال
 نائب الفاعل هو যমীর হচ্ছে এখানে يَأْتِ এর মাঝে বিদ্যমান
 যা মূলত ফেয়েলটির প্রথম مفعول به ছিলো, سعة হচ্ছে দ্বিতীয়
 مفعول به
 من المال এ অংশটি هِئَة এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق এবং
 তা سعة এর صفة শাব্দিক অর্থ- আর তাকে দান করা হয়নি
 এমন সচ্ছলতা যা মাল দ্বারা অর্জিত হয়। (মতলব- আর
 তাকে আর্থিক সচ্ছলতা দান করা হয়নি।)
 اضْطَفَى (নির্বাচন করেছেন, শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন) বাবুল ইফতি'আল
 থেকে মাছদার: اضْطَفَا

صفر افتعال এর ت কে ط দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

তরজমা : আর তাদের নবী তাদেরকে বললেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ
 তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ করে পাঠিয়েছেন। তারা বললো,
 কীভাবে আমাদের উপর তার রাজত্ব চলতে পারে, অথচ রাজত্বের ব্যাপারে
 আমরা তার চেয়ে অধিক হকদার। আর তাকে তো সম্পদের প্রাচুর্য দান
 করা হয় নি।

তিনি বললেন, আল্লাহ তাকে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং
 তাকে জ্ঞানে ও শরীয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। আর আল্লাহ তার রাজত্ব যাকে
 ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন। আর আল্লাহ মহাদানশীল ও মহাজ্ঞানী।

(২১) قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَّفُوا بِاللَّهِ، كَمَ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ * وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَ انصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَ أَتَاهُ اللَّهُ الْمَلِكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ *

শব্দ বিশ্লেষণ

طاقة সামর্থ্য, ক্ষমতা।

جُنُودٌ সৈন্যদল, বহু জুনুদ একজন সৈনিক

مُلاقٍ (المُلاقِي যোগে) সাক্ষাৎকারী। ভোগকারী। বহুবচনে
مُلاقٍ সাক্ষাৎ করা, লাভ করা,
মুলাকি - লাভ করা।

مُلقُوا الله এখানে ফاعল তার اسم মفعول به এর দিকে মضاف হয়েছে।

نون এর جمع হওয়ার কারণে মুলাফা الله ছিলো
مُعَلِّمُوا الْمَدْرَسَةَ - مُسَلِّمُوا مَكَّةَ - مُجَاهِدُوا
الإسلام

هم সূত্রাং اسم الفاعل এর অর্থ ব্যবহার করা হয়।
هم এর অর্থ হলো, তারা আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।

فِتْنَةٌ বহুবচনে فِتْنَاتٍ দল। মাদ্দাহ

غَلَبَتْ (পরাস্ত করেছে) (ض) কাবু করা, পরাস্ত করা। প্রাধান্য
বিস্তার করা। (ব্যবহার দেখো-)

‘غَلَبَتْ’ সে তাকে পরাস্ত/কাবু করলো।

‘غَلَبَتْهُ الدِّينُ’ ঋণ তাকে কাবু/বিপর্যস্ত করে ফেললো। একই

অর্থ ‘غَلَبَ عَلَيْهِ الدِّينُ’ ও বলা হয়।

بِإِذْنِ اللَّهِ আল্লাহর ইচ্ছায়/হুকুমে।

بَرَزُوا (সামনে এলো) (ن) بِرُوزًا আত্মপ্রকাশ করা। (إلى) অব্যয়
যোগে) কোন দিকে অগ্রসর হওয়া বা গমন করা।

بَرَزَ سَوَالٌ একটি প্রশ্ন দেখা দিলো।

بَرَزَ إِلَى الْوُجُودِ অস্তিত্ব লাভ করলো।

بَرَزَ إِلَى الْمِيدَانِ মাঠে নামলো।

أَفْرَغَ (ঢেলে দাও) خَالِي করা, ঢালা।

أَفْرَغَ الْمَاءُ পাত্র খালি করলো

أَفْرَغَ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّبْرُ আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করলেন

أَفْرَغَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ الصَّبْرُ আল্লাহ তার হৃদয়ে ধৈর্য দান
করলেন

ثَبَّتَ (দৃঢ় করুন) تَثْبِيْتًا দৃঢ় করা, প্রতিষ্ঠিত করা, স্থির করা

هَزَمُوا (তারা পরাস্ত করল) هَزِيْمَةً পরাস্ত/পরাজিত করা

বাক্য বিশ্লেষণ

এর أن ملاقوا الله আর مفعول به এর يظنون এটি أنهم ملاقوا الله
خبر

كم (কত) এই শব্দটি প্রশ্নবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন পরবর্তী
শব্দটি منصوب হয়। উদাহরণ—

كَمْ كِتَابًا عِنْدَكَ. كَمْ تَلْمِيزًا فِي الْفَصْلِ

কখনো কখনো আধিক্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন পরবর্তী

শব্দটি مجرور হয়। উদাহরণ كَمْ مَالٍ أَنْفَقْتَ (কত মাল খরচ
করেছি!) অর্থাৎ অনেক মাল খরচ করেছি।

আধিক্যবাচক অর্থে ব্যবহারের ক্ষেত্রে كم এর পরে সাধারণত
অতিরিক্তরূপে من আসে। আলোচ্য আয়াতে যেমন এসেছে।

তরজমা : তারা বললো, আজ জালূত ও তার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে
আমাদের কোন ক্ষমতা নেই। যারা বিশ্বাস করতো যে, তারা আল্লাহর
সম্মুখীন হবে, তারা বললো, কত ক্ষুদ্র দল আল্লাহর ইচ্ছায় কত বড় দলকে
পরাস্ত করেছে! আর আল্লাহ তো ছবরকারীদের সঙ্গে রয়েছেন।

আর যখন তারা জালূত ও তার বাহিনীর সম্মুখীন হলো তখন তারা বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন এবং আমাদেরকে অবিচল রাখুন এবং আমাদেরকে কাফির কাওমের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন। অতঃপর তালূতের বাহিনী জালূতের বাহিনীকে আল্লাহর ইচ্ছায় পরাজিত করলো এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করলেন। আর আল্লাহ তাকে রাজত্ব ও প্রজ্ঞা দান করলেন এবং তাকে শিক্ষা দিলেন যা তিনি ইচ্ছা করেন তা থেকে।

(١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ
يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ، وَالْكَافِرُونَ هُمُ
الظَّالِمُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

خلة অন্তরঙ্গতা, গভীর বন্ধুত্ব। (অন্য অর্থ) বন্ধু (এ অর্থে উভয় লিঙ্গে
এবং একবচনে ও বহুবচনে ব্যবহৃত, দ্বিবচনে)

شفاعة (সুফারিশ) (ف) سُفِّعًا সুফারিশ করা।

شَفَاعَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
তার জন্য সুফারিশ করলাম।

كُونِ شَفَعْتُ فِي أَمْرِ কোন বিষয়ে সুফারিশ করলাম।

বাক্য বিশ্লেষণ

أنفقوا (তোমরা খরচ করো) এর মفعول হলো উহা شَيْئًا

عائد إلى آرائه আর صله তার جملة টি পরবর্তী اسم الموصول হচ্ছে

ما رزقناكموه অর্থাৎ

الموصول এখানে উহা রয়েছে।

... অংশটি أنفقوا এর সাথে متعلق হয়েছে।

من قبلٍ এখানে حرف الجر টি অতিরিক্ত। আর مجرور টি মূলতঃ أنفقوا

طرف الزمان এর

এটা يوم এর হিসাবে رفع এর স্থানে এসেছে।

يوم হচ্ছে يأتي এর فاعل আর এ বাক্যটি أن দ্বারা মাছদার হয়ে

قبلِ آتِيَانِ يومٍ অর্থাৎ

هم الظالمون খবর সাধারণতঃ نكرة হয়, কিন্তু خبر যখন যুক্ত معرفة হয়

তখন مبتدأ ও خبر এর মাঝে যমীরের মত একটি শব্দ আনা

হয়। তারকীবে এর কোন স্থান নেই এবং এর আলাদা কোন

অর্থ নেই, তবে তা তাকীদ প্রকাশ করে। আর মুবতাদা-খবর এবং মাওছূফ-ছীফাত-এর মাঝে পার্থক্য করে। এটাকে فاصل বলে। উদাহরণ দেখো-

راشدٌ عاقلٌ (মুবতাদা ও খবর)

راشدٌ العاقلٌ (মাওছূফ ও ছীফাত)

راشدٌ هو العاقلٌ (মুবতাদা ও খবর)

(মাঝখানে هو না থাকলে বোঝার উপায় নেই যে, তা

মাওছূফ-ছীফাত, না মুবতাদা-খবর।)

তরজমা : হে ঈমানদারগণ! যেদিন কোন বোচা-কেনা, কোন বন্ধুত্ব এবং কোন সুফারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না, সেদিন আসার আগেই তোমরা আমার দেয়া রিযিক থেকে আল্লাহর রাস্তায় কিছু খরচ করো। আর কাফিররাই হলো যালিম।

(٢) لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ، لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ *

শব্দ বিশ্লেষণ

سنة সন। মূলরূপ سن নিয়মের বাইরে কে ফেলে তার পরিবর্তে শেষে : যোগ করা হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

متعلق সঙ্গে এর شبه الفعل এই উহ্য موجود অংশটি في السموت হয়েছে, আর شبه الفعل এর মাঝে বিদ্যমান هو যমীর হচ্ছে তার عائد إلى الموصول (এবং এটাই الموصول) شبه الفاعل (শبه الفعل) - شبه الفاعل - شبه الجملة মিলে متعلق ও شبه الفاعل - شبه الجملة হয়েছে।
ما في السموت একই কথা।
معطوف উপর এই ما في السموت অংশটি

معطوف و معطوف অংশটি এ ما في السموت و ما في الأرض عليه मिले मुबतादा হয়েছে।

له হচ্ছে এই উহা শব্দে الفعل এর সঙ্গে متعلق আর টি তার الفاعل ও شبيه الفعل কে নিয়ে পশ্চাদ্বর্তী মুবতাদার অর্থবর্তী খবর হয়েছে। বাক্যটির মূলরূপ এই—
ما (موجود) في السموت و ما (موجود) في الأرض (ثابتان) له
এটি প্রশ্ন-শব্দ এবং সুকূনের উপর মাবনী (স্থির) এখানে তা
اسم الإشارة ذا হলো رفع এর স্থানে আছে, আর
خبر এর من এটি

ذا কারণ بدل থেকে اسم الإشارة অংশটি الذي يشفع عنده
দ্বারা যে সত্তার দিকে ইশারা করা হয়েছে عنده الذي
দ্বারা তাকেই বোঝানো হয়েছে। আর উভয় শব্দের লক্ষ্য অভিন্ন
সত্তা হলে প্রথমটিকে مبدل منه ও দ্বিতীয়টিকে بدل বলে।
ما من কে সে ?

من الذي يشفع কে সে যে সুফারিশ করবে ?

ما بين এখানে এই উহা موجود হচ্ছে بين ايديهم আর موصول হচ্ছে ما
এর মাঝে شبيه الفعل আর ظرف مكان এর شبيه الفعل
বিদ্যমান هو যামীর হচ্ছে তার الفاعل

صلة হয়ে شبيه الجملة मिलে ظرف ও شبيه الفاعل - شبيه الفعل
مفعول به এর يعلم मिलে موصول ও صلة

معطوف এর উপর ما بين ... হয়ে شبيه الجملة ভাবে একই
وما خلفهم একটি অর্থ— তিনি জানেন ঐ সকল বিষয় যা তাদের সামনে
বিদ্যমান রয়েছে এবং যা তাদের পিছনে বিদ্যমান রয়েছে।

তরজমা : তন্দ্রা ও নিদ্রা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সমস্ত আসমানে
এবং যমীনে যা কিছু আছে তা তাঁরই জন্য। তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে
কে সুফারিশ করতে পারে? (কেউ পারে না।)

তিনি তাদের সামনের-পিছনের সমস্ত বিষয় জানেন।

(৩) اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَ
الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَانُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى
الظُّلُمَاتِ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

ولِي সাহায্যকারী, বন্ধু, অভিভাবক, বহুবচনে
طاغوت আল্লাহ ছাড়া যে কোন বাতিল উপাস্য। স্বেচ্ছাচারী। শয়তান
(উভয় লিঙ্গে এবং একবচনে ও বহুবচনে এর ব্যবহার, তবে
বহুবচনের আলাদা শব্দ হলো طَوَاغِيتُ দ্বিবচনে)

বাক্য বিশ্লেষণ

الله মুবতাদা, আর الَّذِينَ آمَنُوا হিচ্ছে খবর।
مُضَافٌ إِلَيْهِ الَّذِينَ آمَنُوا অংশটি মাওছুল ও ছিলাহ মিলে
كَفَرُوا অংশটি মুবতাদা, আর أَوْلِيَآؤُهُمْ হিচ্ছে দ্বিতীয় মুবতাদা, আর
الطَّاغُوتُ হিচ্ছে দ্বিতীয় মুবতাদার খবর। তারপর মুবতাদা ও
খবর মিলে জুমলা হয়ে প্রথম মুবতাদার খবর।
বাক্যটির সংক্ষিপ্ত রূপ - أَوْلِيَآءُ الَّذِينَ كَفَرُوا الطَّاغُوتُ

তরজমা : আল্লাহ ঈমানদারদের সহায়, তিনি তাদেরকে সর্বপ্রকার অন্ধকার
থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফুরি করে তাদের বন্ধু
হলো তাগুত (বা মিথ্যা উপাস্যগণ)। তারা তাদেরকে আলো থেকে
অন্ধকারে টেনে আনে। ওরাই হলো জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল
থাকবে।

(৪) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ
إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُبْحِي وَيُمِيتُ، قَالَ أَنَا أَحْيِي
أُمِيت قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ
فَأَنْتَ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

حَاجَّ (বিতর্ক করেছে) مفاعلة মূলরূপ حَاجَّ এখানে ج কে জ এর মাঝে ادغام করা হয়েছে। মাছদার مُحَاجَّة মূলরূপ حَاجَّ ব্যবহার- حَاجَّ তার সাথে বিতর্ক করলো। حَاجَّ معه নয়।

يَأْتِي (আনয়ন করেন) (দেখো, পৃঃ ১০)

مَشَرَّقٌ (তুমি একটি বিরাট অন্যায় করেছো।) اَتَيْتَ بِمَنْكِرٍ عَظِيمٍ অর্থ غُرُوب বা উদয়ের স্থান। اَتَيْتَ بِمَنْكِرٍ عَظِيمٍ অর্থ غُرُوب বা অস্ত যাওয়ার স্থান।

بَهْت (লাজবাব হয়ে গেলো) (ف) اَتَيْتَ بِمَنْكِرٍ عَظِيمٍ হতবাক ও হতবুদ্ধি করা। (মাজহুলের অর্থ- সে হতবুদ্ধি হলো।)

بَهْتَنِي (অন্য অর্থ) (ف) اَتَيْتَ بِمَنْكِرٍ عَظِيمٍ অপবাদ দেয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

اتاه الملك (বাক্যটি أن দ্বারা মাছদার হয়ে উহ্য حرف الجر এর مجرور এর স্থানে এসেছে। মূলতঃ ছিলো- اَتَاهُ الْمَلِكُ - অর্থ- আল্লাহ তাকে রাজত্ব দান করার কারণে।

الذي يحيى (মাওছুল ও ছিলাহ মিলে) (ف) اَتَيْتَ بِمَنْكِرٍ عَظِيمٍ এর খবর।

إذ (এটি) (ف) اَتَيْتَ بِمَنْكِرٍ عَظِيمٍ এর حَاجَّ এর অর্থঃ ঐ সময় বিতর্ক করেছে যখন ইবরাহীম বললেন।

তরজমা : আপনি কি ঐ লোকটিকে দেখেন নি যে ইবরাহীম-এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলো এ কারণে যে, আল্লাহ তাকে রাজত্ব দান করেছেন, (ঐ সময়) যখন ইবরাহীম বললেন, আমার প্রতিপালক ঐ সত্তা যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। সে বললো, আমিই তো জীবন দান করি এবং মৃত্যু দান করি।

(লোকটির নির্বুদ্ধিতা দেখে) ইবরাহীম বললেন, আচ্ছা, আল্লাহ তো সূর্যকে মাশরিক থেকে উদিত করেন, সুতরাং তুমি মাগরিব থেকে তা উদিত করো দেখি! তখন ঐ কাফের লা-জবাব হয়ে গেলো। আসলে আল্লাহ যালিম কাওমকে হেদায়াত করেন না।

(৫) مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ، وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

حَبَّةٌ (দানা, শস্য) এটি اسمُ جنس বা জাতিবাচক শব্দ। বহুবচনে حَبَّاتٌ একবচনে حَبَّةٌ এবং তা থেকে বহুবচন حُبُوبٌ (এ সম্পর্কে আলোচনা দেখো, পৃঃ ৯)

انبتت (অংকুরিত করল) أَنْبَأْتُ অংকুরিত করা। ফলানো।
نَبَاتًا অংকুরিত হওয়া, ফলা।

نَبَتَ الزَّرْعُ ফসল ফলেছে।

أَنْبَتَ المَطَرُ الزَّرْعَ বৃষ্টি ফসল ফলিয়েছে।

سُنْبُلٌ তা سُنْبُلَةٌ একবচনে سَنَابِلٌ বহুবচনে اسمُ جنس শীষ। এটি سُنْبُلَاتٌ থেকে বহুবচন

يُضَاعَفُ (দ্বিগুণ করেন) থেকে।

تُضَاعَفُ দ্বিগুণ হলো। গুরুতর হলো। থেকে।

বাক্য বিশ্লেষণ

... مثل الذين - মূলতঃ ছিল - مَثَلُ إِنْفَاقِ الَّذِينَ এখানে শব্দটি একই সাথে مِثْلٌ ও مِثَالٌ হয়েছে। (যারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে তাদের খরচের উদাহরণ হল)
এখানে إِنْفَاقِ শব্দটির প্রয়োজন এ কারণে যে, খরচকারীরা দানার মত নয়, বরং তাদের খরচকৃত মাল হচ্ছে শস্যদানার মত।

... أَنْبَتَتْ এই বাক্যটি حَبَّة এর صفة হয়ে جر এর স্থানে এসেছে।

حَبَّةٌ হচ্ছে পঞ্চাদ্বর্তী মুবতাদা, আর الجر মিলে مَجْرُورٌ ও حرف الجر মিলে مِثْلٌ এই উহ্য শব্দটির সাথে متعلق আর مِثْلٌ শব্দটির সাথে متعلق মিলে অগ্রবর্তী খবর।

(ব্যবহার-) (ض) ইমকি দেয়া, ভয় দেখানো।

وَعَدَهُ سِرًّا بِشَرٍّ তাকে অনিষ্টের ভয় দেখালো।

দারিদ্র্য। فقر

অশ্লীল কথা বা কাজ। فاحشة (এবং فحش) অশ্লীল কথা বা কাজ। বহুবচনে فَوَاحِشُ

বাক্য বিশ্লেষণ

এটি نازلة এই উহ্য شبه الفعل এর সঙ্গে এবং তা معطوف এর উপর مغيرة هه صفة আর فضلا এর مغيرة

তরজমা : শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায়, আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ হতে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দান করেন। আর আল্লাহ অতিদানশীল ও সর্বজ্ঞ।

(٨) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

سر গোপন কথা, ভেদ, রহস্য। (গোপনে ও প্রকাশ্যে) سِرًّا وَعَلَانِيَةً

অজর হহে বহুবচন। علانية প্রকাশ্য বিষয়।

أَجْرُ প্রতিদান। বহুবচনে أَجُور

বাক্য বিশ্লেষণ

الذين ينفقون এ অংশটি মুবতাদা لهم أجْرهم عند ربهم বাক্যটি খবর এটি موجودًا এর সাথে متعلق এবং তা حال বাক্যটির মূলরূপ- أَجْرُهُمْ (ثَابِتٌ) لَهُمْ (مَوْجُودًا) عِنْدَ رَبِّهِمْ

শাব্দিক অর্থ- তাদের প্রতিদান তাদের জন্য সাব্যস্ত রয়েছে,

এমন অবস্থায় যে, তা তাদের প্রতিপালকের নিকট বিদ্যমান।

في الليل অর্থ- এখানে ب অব্যয়টি ظرف এর অর্থ ব্যবহৃত। অর্থ- في الليل

শব্দ দুটি মাছদার, তবে اسم الفاعل এর অর্থ- حال হয়েছে।

অর্থ৷ মূসরিন ও মূল্লিন (গোপনকারী ও প্রকাশকারী অবস্থায়)

তরজমা : যারা রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান রয়েছে। আর তাদের কোন ভয় নেই। আর তারা চিন্তাশ্রান্ত হবে না।

(৭) قَالَوَاِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّوَا، وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ

الرِّوَا *

শব্দ বিশ্লেষণ

اَحَلَّ (হালাল করেছেন) اَحْلَا (হালাল করা।

حَرَّمَ (হারাম করেছেন) حَرَّمَ (হারাম করা।

الرِّوَا (সুদ) رِبًا (হাড়া) ال

বাক্য বিশ্লেষণ

انما (অব্যয়টি হলো) ان এর আমল রোধকারী। এটি না থাকলে
ان অব্যয়টি পরবর্তী مبتدا কে তার اسم রূপে নছব দিতো এবং
ان البَيْعُ مِثْلُ الرِّوَا পড়া হতো। এটিকে الكافة বলে।
(মা আমল রোধকারী) (অর্থ৷ আমল রোধকারী)

ما الكافة (সর্বদা) মুবতাদা ও খবরের শুরুতে আসে। কিন্তু الكافة

যুক্ত হলে فعل এর শুরুতেও আসতে পারে। যেমন-

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ - আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে

হতে আলিমগণই শুধু আল্লাহকে ভয় করে।

তরজমা : তারা বলে, বেচা-কেনা তো সুদের মত। (অর্থ৷ দু'টোই বৈধ)

অথচ আল্লাহ বেচা-কেনাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন।

(১০) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ

آتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا

هُمْ يَحْزَنُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مَا

بَقِيَ مِنَ الرِّوَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

أَتَوْا (তারা দিলো) দেখো, পৃঃ ২৭ ও ১৬

ذُرُوا (তোমরা বর্জন করো, ত্যাগ করো, ছাড়ো) এই মাদ্দাহ থেকে

أمر مضارع ব্যবহৃত হয়, ماضي ও مصدر ব্যবহৃত হয় না।

ماضي এর জন্য ترك এবং মাছদারের জন্য الترك ব্যবহৃত হয়।

বাক্য বিশ্লেষণ

ما হচ্ছে موصول আর من الرِّبَا অংশটি হচ্ছে موصول এর ব্যাখ্যা।

সহজ তরজমা- ঐ সুদ ছেড়ে দাও যা অবশিষ্ট রয়েছে গেছে।

সহজতম তরজমা- অবশিষ্ট সুদ ছেড়ে দাও।

শাব্দিক অর্থ- ঐ জিনিস ছেড়ে দাও যা অবশিষ্ট রয়েছে গেছে

অর্থাৎ সুদ।

উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ- إن كنتم مؤمنين

إن كنتم مؤمنين فذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا

পূর্ববর্তী وذُرُوا বাক্যটি جواب الشرط এর প্রতি ইঙ্গিত করছে।

এটি جواب الشرط নয়। কারণ جواب الشرط কখনো شرط এর

আগে আসতে পারে না।

তরজমা : যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে এবং ছালাত কায়েম করেছে এবং যাকাত আদায় করেছে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান রয়েছে। আর তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা চিন্তাগ্রস্ত হবে না।

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং যে সুদ অবশিষ্ট রয়েছে গেছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।

ব্যাখ্যা : সুদের হরমতের হুকুম নাযিল হওয়ার আগে ছাহাবা কেবরামের মাঝেও সুদের লেনদেন ছিলো। সুদ হারামের হুকুম নাযিল হওয়ার সময় অনেকের কাছে সুদের টাকা পাওনা ছিলো। সেগুলো ছেড়ে দেয়ার এবং না নেয়ার হুকুম এখানে দেয়া হয়েছে।

(১১) وَ اتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ *

শব্দ বিশ্লেষণ

ترجعون (দেখো, পৃঃ ১৩)

বাক্য বিশ্লেষণ

فيه। এর স্থানে এসেছে। এর نصب হিসাবে صفة এর যুগ্ম বাক্যটি ترجعون فيه এর ضمير হচ্ছে الموصول عائد إلى জুমলা যখন পূর্ববর্তী নكرة এর صفة হয় তখন ছিফাত-বাক্যে একটি ضمير থাকা জরুরী, যা موصوف এর দিকে ফেরে। এভাবে موصوف ও صفة এর মাঝে একটি বন্ধন ও সংযোগ সৃষ্টি হয়।

তরজমা : আর তোমরা ঐ দিনকে ভয় করো যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করানো হবে।

(১২) وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمَكُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *

বাক্য বিশ্লেষণ

متعلق مع الله এ অংশটি علم এর সাথে

তরজমা : তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দান করেন, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবগত।

(১৩) لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ وَ إِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَخَفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ *

শব্দ বিশ্লেষণ

- بدو (যদি তোমরা প্রকাশ করো) إنداء (প্রকাশ করা) إن تبدوا

প্রকাশ পাওয়া - يَبْدُو - بُدُوا (ন)

মনে হচ্ছে যে, তুমি দুর্বল। أَنْكَ ضَعِيفٌ

ন পরবর্তী জুমলাকে মাছদারে পরিণত করে, তাই বাক্যটির

মূলরূপ হলো تَبَدُّو ضَعْفَكَ তোমার দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে।

حِسَابًا وَ مُحَاسَبَةً (তিনি তোমাদের হিসাব নেবেন) يحاسبكم
حَاسِبِهِ তার থেকে হিসাব নিলো। তাকে প্রতিদান দিলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

الله ما في السموات وما في الأرض এর তারকীব দেখো, পৃঃ ৫০
تبدوا এটি এর شرط রূপে হয়েছে, আর تخفوا হচ্ছে تبدوا
এর উপর معطوف

يحاسبكم এটি جواب الشرط রূপে হয়েছে।

তরজমা : আসমানে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে তা আল্লাহর
জন্য। আর তোমাদের অন্তরে যা আছে যদি তোমরা তা প্রকাশ করো,
কিংবা গোপন করো সে বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের হিসাব নেবেন। অতঃপর
যাকে ইচ্ছা করেন তাকে মাফ করবেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন তাকে
আযাব দেবেন।

(١٤) رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا، وَ
اغْفِرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا، أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكُفْرِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

لا تحملنا (আমাদের উপর চাপাবেন না)

حَمَلَهُ شَيْئًا أَوْ أَمْرًا কোন বস্তু বা বিষয় তার উপর চাপালো।

তাকে বহন করতে বাধ্য করলো।

اعف عنا (আমাকে ক্ষমা করুন) (ن) عفا ক্ষমা করা, (ব্যবহার عن

অব্যয়যোগে) (বাংলায় এর তরজমা হয় এর মত)

مَوْلَى (المولى যোগে) মনিব, বন্ধু, অভিভাবক।

বাক্য বিশ্লেষণ

ما এটি আর صلة আর موصول এটি
যমীরটি হচ্ছে عائد إلى الموصول
এর দ্বিতীয় به مفعول

الموصولة-এর নিজস্ব অর্থ হলো ঐ জিনিস যা, যাকে, যার, তবে প্রতিটি বাক্যে বিদ্যমান الموصولة-এর একটি স্থানীয় অর্থ আছে, যা বাক্যের ঐ স্থানের উপযোগী হয়ে থাকে। যেমন-
(أَكَلْتُ مَا طَبَخَتْهُ أُمِّي) (ما এর নিজস্ব অর্থ হিসাবে বাক্যটির তরজমা হবে) আমি ঐ জিনিস খেয়েছি যা আমার আত্মা তৈরী করেছেন, তবে এই স্থানে ما দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'খাবার'।
সুতরাং ما এর স্থানীয় অর্থ হিসাবে তরজমা হবে, আমি ঐ খাবার খেয়েছি যা আমার আত্মা রান্না করেছেন। বাক্যস্থ ما এর স্থানীয় অর্থটি বোঝা যায় ما এর পূর্বাপর শব্দ থেকে। যেমন এখানে أَكَلْتُ এবং طَبَخَتْ থেকে বোঝা যায় যে, ما দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'খাবার'।

আলোচ্য আয়াতে الموصولة এর নিজস্ব অর্থ হিসাবে তরজমা হবে- আপনি আমাদের উপর ঐ জিনিস চাপাবেন না যার সাধ্য আমাদের নেই। আর الموصولة এর স্থানীয় অর্থ হিসাবে তরজমা হবে- আপনি আমাদের উপর ঐ দায়িত্ব চাপাবেন না যার সাধ্য আমাদের নেই।

তরজমা : হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে এমন দায়িত্ব বহনে বাধ্য করেন না যার সাধ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদের পাপ মোচন করুন এবং আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে করুণা করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক, সুতরাং কাফির কাওমের বিরুদ্ধে আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন।

(١٥) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ * إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ *

শব্দ বিশ্লেষণ

عزیز আল্লাহর গুণবাচক নাম। মহাপরাক্রমশালী, যাকে কেউ পরাস্ত করতে পারে না। অন্যান্য অর্থ- মর্যাদাবান, প্রিয়, দায়ী মূল্যবান, অসহনীয়।

পরাক্রমশালী হওয়া। মর্যাদাবান হওয়া।
 عَزَّ الْأَمْرُ عَلَيْهِ বিষয়টি তার জন্য কঠিন বা অসহনীয় হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

خبر إن এর বাক্যটি لهم عذاب شديد
 لا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ - এই মূলতঃ إن الله لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ
 ফেয়েলের শুরুতে إن ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তাই মাজরুরকে
 শুরুতে এনে মুবতাদা বানাতে হবে এবং তার স্থলে যমীর
 বসাতে হবে। যেমন - اللَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ -
 ইন যোগ করো।

صفة এর شيء এবং তা متعلق সাথে এর موجود এটি في الأرض
 لا অব্যয়টি অতিরিক্তরূপে তাকীদের জন্য এসেছে।
 আর في السماء অংশটি معطوف হয়েছে في الأرض এর উপর।

তরজমা : নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদের
 জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণে
 সক্ষম।

নিঃসন্দেহে আসমান-যমীনের কোন কিছু আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না।

(١٦) رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
 رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ * رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ
 لَا رَيْبَ فِيهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

لا تَزِغْ (বক্র করবেন না) إِزَاغَةً বক্র করা, ঝুঁকানো, গোমরাহ করা।

زُيُوغًا, زُيُغًا বক্র হওয়া, গোমরাহ হওয়া।

(বিভিন্ন ব্যবহার)

زَاغَتِ الشَّمْسُ সূর্য অস্ত যাওয়ার দিকে ঝুঁকলো। অর্থাৎ

অস্তপ্রায় হলো। زَاغَ عَنِ الطَّرِيقِ পথ থেকে সরে গেলো।

زَاغَ الْقَلْبُ হৃদয় বক্র হলো। (অর্থাৎ অসত্যের দিকে ঝুঁকলো।)

هَبْ (দান করুন) هَبْ (দান করা) ব্যবহার-
 وَهَبْتُ لَهُ شَيْئًا আমি তাকে কোন জিনিস দান করলাম।
 (আমি হলাম وَهَبْتُ - وَهَبْتُ - وَهَبْتُ প্রথমটি الفاعل আর
 অপর দু'টি হলো অতিশয়ী শব্দ।)
 عِنْدَ এর সমার্থক। اسم الظرف
 এটি الطرف এর সমার্থক।
 তবে উভয়ের মাঝে ব্যবহারগত পার্থক্য আছে।
 مَوَاعِيدُ (প্রতিশ্রুত সময় বা স্থান) বহুবচনে
 مِيعَادُ (ব্যবহার) لا يَخْلِفُ المِيعَادُ (ওয়াদা খেলাফ করেন না)
 প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলো।
 أَخْلَفَ الوَعْدَ/بِالْوَعْدِ প্রতিশ্রুত স্থান বা সময়ের অন্যথা করলো।
 أَخْلَفَ المِيعَادَ প্রতিশ্রুত স্থান বা সময়ের অন্যথা করলো।
 (অর্থাৎ যে সময় বা স্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো তা রক্ষা
 করলো না।)

বাক্য বিশ্লেষণ

بعد এটি اسم ظرف إذ হচ্ছে কালবাচক আর ظرف الزمان لا ترغ এর
 এটি بعد এর পরের বাক্যটি হচ্ছে إذ
 بعد زمان هدايتنا - مضاف إليه
 হেদায়েত দানের সময়ের পরে। (দেখো, পৃঃ ৩৫)

أنت الوهابُ খবরটি ال যুক্ত বলে তার পূর্বে فصل এসেছে। কিংবা أنت
 হচ্ছে إن এর ইসমের তাকীদ।

الناس এখানে اسم الفاعل তার এর দিকে مضاف হয়েছে।
 ليوم এটি متعلق এর সাথে
 لا رَبِّ فِيهِ বাক্যটি يوم এর رُপে مجرور এর স্থানে এসেছে।

তরজমা : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে হেদায়াত দান করার পর
 আমাদের কলবকে গোমরাহ করেন না, আর আমাদেরকে আপনার পক্ষ
 হতে রহমত দান করুন। নিঃসন্দেহে আপনিই পরম দাতা।

হে আমাদের প্রতিপালক! নিঃসন্দেহে আপনি মানুষকে ঐম্মিন একদিন একত্র
 করবেন, যেদিন সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। আর আল্লাহ তো ওয়াদা ভঙ্গ
 করেন না।

(১৭) إِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ *

শব্দ বিশ্লেষণ

لَنْ تُغْنِيَ (কিছুতেই কোন কাজে আসবে না) বাবুল ইফ'আল।
 أَغْنَى الرَّجُلُ عَنْكَ লোকটি তোমার জন্য যথেষ্ট হলো।
 لَا يُغْنِي عَنْكَ مَالُكَ (শَيْئًا) তোমার মাল তোমার (কোন)
 কাজে আসবে না।
 لَا يُغْنِي عَنْكَ مَالُكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا আল্লাহর মোকাবেলায়
 তোমার মাল তোমার কোন কাজে আসবে না।

বাক্য বিশ্লেষণ

এখানে لَا অব্যয়টি অতিরিক্ত, পূর্বের نفى কে আরো জোরদার
 করার জন্য এসেছে। أَمْوَالُهُمْ হচ্ছে উপর معطوف
 شَيْئًا এটি تغني به এর
 أُولَئِكَ মুবতাদা, هم দ্বিতীয় মুবতাদা وَقُودُ النَّارِ হচ্ছে তার খবর। আর
 এই জুমলাটি প্রথম মুবতাদার খবর।
 যমীরটি না থাকলে وَقُودُ النَّارِ সরাসরি أُولَئِكَ এর খবর হতো,
 তবে বর্তমান তারকীবে তাকীদ ও বিশিষ্টতার অর্থ রয়েছে।

তরজমা : যারা কুফুরি করে তাদের ধন-সম্পদ এবং তাদের সন্তান-সন্ততি
 আল্লাহর মোকাবেলায় তাদের কোনই কাজে আসবে না। আর তারাই হলো
 জাহান্নামের ইন্ধন।

(১৮) وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ * الَّذِينَ يَقُولُونَ رَأَيْنَا أَمَنَّا
 فَأَعْرِضْ لَنَا دُتُورَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ *

শব্দ বিশ্লেষণ

بَصِيرٌ আল্লাহর গুণবাচক নাম। সর্বদর্শী, যিনি সবকিছু দেখেন।
 بَصِيرًا (ك) চক্ষুস্থান হওয়া। بَصَرًا ও بَصَارَةً
 অবলোকন করলো। أَبْصَرَ অবলোকন করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

الذين هَـٰؤُلَاءِ الْعِبَادُ الَّذِينَ

দেখো, পৃঃ ৩৮

তরজমা : আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন, যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! নিঃসন্দেহে আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদের গোনাহ মাফ করুন এবং আমাদেরকে আযাব হতে রক্ষা করুন।

(১৭) قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ

مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بِيَدِكَ

الْخَيْرُ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي

النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ

وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ *

শব্দ বিশ্লেষণ

تنزع (আপনি ছিনিয়ে নেন) (ض) উপড়ে ফেলা, টেনে আনা।

(বিভিন্ন ব্যবহার দেখো-)

نَزَعَ الْبُسْتُ الْبُسْتُ بِيَدِهِ نَزَعَ الْبُسْتُ الْبُسْتُ بِيَدِهِ

نَزَعَ الْبُسْتُ الْبُسْتُ بِيَدِهِ نَزَعَ الْبُسْتُ الْبُسْتُ بِيَدِهِ

نَزَعَ الْبُسْتُ الْبُسْتُ بِيَدِهِ نَزَعَ الْبُسْتُ الْبُسْتُ بِيَدِهِ

تولج (আপনি প্রবেশ করান) (ض) أولج - أولج - أولج

(মলতঃ اولاج) প্রবেশ করানো।

تولج (আপনি প্রবেশ করান) (ض) أولج - أولج - أولج

تولج (আপনি প্রবেশ করান) (ض) أولج - أولج - أولج

تشاء (ইচ্ছা করেন, চান) (ف) يشاء - يشاء - يشاء

চাওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

اللهم আসলে ছিল يا الله - এখানে حرف النداء এর পরিবর্তে শেষে
মুশাদ্দাদ যোগ করা হয়েছে।

مالك الملك এটা দ্বিতীয় منادى - এর শুরুতে يا উহ্য রয়েছে।

عائد আর مفعول به এর দ্বিতীয় منادى এটা দ্বিতীয় منادى
من تشاء মাওছুল ও ছিলাহ মিলে এটা দ্বিতীয় منادى
من تشاءه অর্থ রয়েছে। উহ্য রয়েছে। অর্থ

الخير হচ্ছে পশ্চাদ্বর্তী মুবতাদা, আর بِبَيْدِكَ অংশটি এর সাথে
متعلق এবং তা অগ্রবর্তী খবর।

الخَيْرُ بِبَيْدِكَ (কল্যাণ আপনার হাতে রয়েছে।) পরবর্তীকে

অগ্রবর্তী করলে حُضْرُ বা বিশিষ্টতার অর্থ হয়। তাই بِبَيْدِكَ

الخَيْرُ এর অর্থ- কল্যাণ আপনারই হাতে রয়েছে (অন্য কারো

হাতে নয়) حُضْرُ কিছুকে কিছুর সাথে বিশিষ্ট করা।

তরজমা : আপনি বলুন, হে আল্লাহ! হে রাজত্বের অধিকারী! আপনি যাকে
ইচ্ছা করেন তাকে রাজত্ব দান করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা করেন
রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। এবং যাকে ইচ্ছা করেন তাকে মর্যাদা দান করেন এবং
যাকে ইচ্ছা করেন তাকে অপদস্থ করেন। আপনারই হাতে রয়েছে
সর্বকল্যাণ। নিঃসন্দেহে আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

আপনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ
করান। আর আপনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত
থেকে বের করেন। আর যাকে ইচ্ছা করেন তাকে বেহিসাব যিরিক দান
করেন।

ব্যাখ্যা- আল্লাহ আপন কুদরতে দিন-রাতকে ছোট বড় করেন।

আর জীবিতকে মৃত থেকে বের করার উদাহরণ হলো, ডিম
থেকে প্রাণী বের করা, আর জীবিত থেকে মৃতকে বের করার
উদাহরণ হলো প্রাণী থেকে ডিম বের করা। এসবই আল্লাহর
অসীম কুদরতের প্রমাণ।

(২০) قُلْ إِنْ تَخْضَعُوا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَرُونَ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَ

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *

বাক্য বিশ্লেষণ

في السَّمُوتِ এর মত, পৃঃ ৫০। মাওছুল ও
 مفعول به এর تخفوا ছিলাহ মিলে
 تبادله এটি উপর। আর যমীরটি ফিরেছে
 معطوف হয়ে
 في السَّمُوتِ এর দিকে।
 ان এর দু'টি ফেয়েল
 مجزوم হয়ে
 في السَّمُوتِ এর দিকে।
 ان এর দু'টি ফেয়েল
 مجزوم হয়ে
 في السَّمُوتِ এর দিকে।

তরজমা : আপনি বলুন, যদি তোমরা তোমাদের অন্তরে যা আছে তা গোপন করো বা প্রকাশ করো আল্লাহ তা জানবেন। আর আসমানে ও যমীনে যা কিছু আছে তাও তিনি জানেন। আর আল্লাহ তো সর্ববিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

(২১) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *

বাক্য বিশ্লেষণ

اتَّبِعُونِي (তোমরা আমাকে অনুসরণ করো) অনুসরণ করা।
 في السَّمُوتِ এর দু'টি ফেয়েল
 مجزوم হয়ে
 في السَّمُوتِ এর দিকে।
 ان এর দু'টি ফেয়েল
 مجزوم হয়ে
 في السَّمُوتِ এর দিকে।

তরজমা : আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

(২২) كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ

مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ * هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ
هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ *

শব্দ বিশ্লেষণ

مِحْرَاب (মিহরাব) বহুবচনে مُحَارِبُ কক্ষ, ঘরের উত্তম অংশ।

মসজিদে ইমামের দাঁড়াবার স্থান।

أُنَى দেখো, পৃঃ ৪৪ هَب দেখো, পৃঃ ৬৩ لَدُن দেখো, পৃঃ ৬৩

ذُرِّيَّة (সন্তান-সন্ততি)

বাক্য বিশ্লেষণ

كُلَّمَا (যখনই) ظَرْفُ الزَّمَانِ এর যুক্ত হয়ে ব্যাপকতাজ্ঞাপক অর্থ দেয়। এটি وَجَد এর ظرف রূপে منصوب হয়েছে।

এই উহ্য شَبَّه الفعل এর সাথে مَبْعُوث (প্রেরিত) এ অংশটি من عند الله এবং তা পূর্ববর্তী মুবতাদার খবর।

তরজমা : আর যখনই যাকারিয়্যা তার কাছে (মসজিদসংলগ্ন) কক্ষে প্রবেশ করতেন, তার সামনে বিশেষ রিযিক (বে-মৌসমি ফল) দেখতে পেতেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করতেন, হে মারযাম, এটি তোমার কাছে কোথেকে এলো? তিনি বলতেন, তা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত। আল্লাহ তো যাকে ইচ্ছা করেন তাকে বেহিসাব রিযিক দান করেন। তখন যাকারিয়্যা তার প্রতিপালকের কাছে দু'আ করে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আপনার পক্ষ হতে আমাকে উত্তম সন্তান দান করুন। আপনি তো (বান্দার) দু'আ শোনেন।

(২৩) وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفٰكَ وَطَهَّرَكَ وَ
اصْطَفٰكَ عَلَى نِسَاءِ الْعٰلَمِينَ * يَمْرُؤُا اقْنِيتِي لِرَبِّكِ وَ
اسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرُّكَّعِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

اصْطَفٰ (তিনি নির্বাচন করেছেন) মূলতঃ ছিলো اصْتَفٰ - পরে ت কে

ط দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। (অব্যয়ের কারণে অন্যের

উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অর্থ এসেছে।)

اقتني (তুমি অনুগত হও) (ن) آتينا আল্লাহর আনুগত্য করা।

اركعي এ সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ১৬

বাক্য বিশ্লেষণ

إِذْ এটি উহ্য ফেয়েল অর্ক এর মفعول به এটি حين এর সমার্থক
مضاف সুতরাং পরবর্তী বাক্যটি মাছদার হয়ে তার
إليه ফিরিশতাদের মূলরূপ এই-وَأَذْكُرْ حِينَ قَوْلِ الْمَلَكَةِ-
এ কথা বলার সময়টিকে স্মরণ করুন। (দেখো, পৃঃ ৩৫)

তরজমা : আর ঐ সময়ের কথা স্মরণ করুন যখন ফিরেশতারা বললেন,
হে মারয়াম! আল্লাহ তোমাকে (বিশেষ বান্দীরূপে) নির্বাচন করেছেন এবং
তোমাকে পবিত্র করেছেন। আর তোমাকে নারীসমাজের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান
করেছেন। হে মারয়াম! তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রতি অনুগত হও এবং
সিজদা করো এবং রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু করো।

(২৬) إِنْ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ * فَلَمَّا
أَحْسَ عَيْسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ
الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ أَمْنَا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بَأَنَّا
مُسْلِمُونَ، رَبَّنَا أَمْنَا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا
مَعَ الشَّاهِدِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

أَحَسَّ (অনুভব করলেন) إِحْسَاسًا অনুভব করা। (ব্যবহার-ب অব্যয়
যোগে বা সরাসরি)

أَحَسَّ شَيْئًا أَوْ بِشَيْءٍ কোন কিছু অনুভব করলো।

نَصِيرٌ (সাহায্যকারী) بَحْرٌ বহুবচনে أَنْصَارٌ

حواري অনুচর, শিষ্য। (হযরত ঈসা আঃ এর শিষ্য)

اشهد (সাক্ষী থাকুন) (س) شَهَادَةٌ সাক্ষ্য দেয়া। সাক্ষী হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

حال إلى الله এটি সাথে এই উহা شبه الفعل এর সাথে এবং তা
হয়েছে। (অর্থ- আল্লাহর দিকে গমনকারী অবস্থায় কারা
আমার সাহায্যকারী)

من أنصاري মুবতাদা ও খবর

من শব্দটি কখনো হয় প্রশ্নবাচক শব্দ বা اسم استفهام যেমন
এখানে হয়েছে। আর কখনো হয় اسم الموصول যেমন
ফ্রুউপর যা আপনি নাযিল করেছেন।)

ما الموصولة এর অর্থ সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ৬১

مع الشاهدين لك بالوحدانية অর্থঃ কিছু উহ্য রয়েছে। অর্থঃ
(আপনার পক্ষে একত্বের সাক্ষ্যদানকারীদের সঙ্গে)

তরজমা : নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের
প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তার ইবাদত করো। এটাই সরল পথ।
তারপর ঈসা যখন তাদের (বনী ইসরাঈলের) পক্ষ হতে কুফুরি অনুভব
করলেন, তখন তিনি বললেন, আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী
হবে? হাওয়ারীগণ বললেন, আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর
প্রতি ঈমান এনেছি। আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আত্মসমর্পণ-
কারী।

হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার প্রতি
আমরা ঈমান এনেছি। আর আমরা রাসূলকে অনুসরণ করেছি। সুতরাং
আপনি আমাদের নাম লিখে রাখুন (আপনার একত্বের) সাক্ষ্যদানকারীদের
সঙ্গে।

(২৫) فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذَّبْنَاهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَ

الْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ * وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ، وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ الظَّالِمِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

বাক্য বিশ্লেষণ

ফেয়েলের পর ঐ ফেয়েলের মাছদারকে **مفعول مطلق** বলে।

مفعول به ہم হচ্ছে প্রথম আর مفعول به یونی এটি أجورهم

তরজমা : আর যারা কুফুরি করে তাদেরকে আমি দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন আযাব দেবো, আর তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

আর যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, তাদেরকে তিনি তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দান করবেন। আর আল্লাহ যালিমদের পছন্দ করেন না।

(১) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

البر পূণ্য, ছাওয়াব, নেক কাজ।

حتى এটি حرف الجر এবং স্থান ও সময়ের সীমানাজ্ঞাপক অব্যয়।

যেমন ذَهَبْتُ حَتَّى حُدُودِ الْبِلَادِ দেশের সীমান্ত পর্যন্ত গিয়েছি।
مُتُّ حَتَّى سَاعَاتِ اللَّيْلِ মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায়
লড়াই করবো।

حرف الجر সবসময় ইসমের আগে আসে, ফেয়েলের আগে
আসতে পারে না। তাই যখন فعل এর আগে আসে তখন
তার পরে হরফুল মাছদার أَنْ উহ্য থেকে ফেয়েলটিকে নছব
দান করে এবং মাছদারে পরিণত করে, যেমন- قَاتِلُوهُمْ حَتَّى
তদ্রূপ এখানে تَنْفِقُوا ফেয়েলটি
অর্থাত্ إِيْمَانِهِمْ অর্থাত্
উহ্য أَنْ দ্বারা মানছুব হবে এবং মাছদারে পরিণত হবে, অর্থাত্-
حَتَّى إِنْفَاقِكُمْ مِمَّا تُحِبُّونَ

বাক্য বিশ্লেষণ

ما মাওছুল-ছিলাহ মিলে مِنْ এর মাজরুরের স্থানে রয়েছে। عَانِدٌ
مِمَّا تُحِبُّونَ উহ্য রয়েছে। অর্থাত্ إِلَى الْمَوْصُولِ
অব্যয়টি تَبَعِيٌّ বা আংশিকতাজ্ঞাপক। সুতরাং এটি بعض
এর সমার্থক। অর্থাত্ مِمَّا تُحِبُّونَ بَعْضُ مَا تُحِبُّونَ যা তোমরা
ভালোবাসো তার কিছু অংশ তোমাদের খরচ করা পর্যন্ত।
হারফুল জরটি পূর্ববর্তী ফেয়েলের সঙ্গে متعلق হয়েছে।

এ এখানে الْمَوْصُولَةُ টি شرط এর অর্থ ধারণ করছে। এ
কারণেই مجزوم হয়েছিল شرط ফেয়েলটি تَنْفِقُوا।

جواب الشرط হচ্ছে মা الموصولة এর বয়ান বা ব্যাখ্যা। এখানে الشرط من شيء (মজরুম ফেয়েলটি) تَحِدُّوْا أَجْرَهُ عِنْدَ اللَّهِ (অর্থঃ উহা রয়েছে।) অর্থঃ উহা রয়েছে। অর্থঃ উহা রয়েছে।

তরজমা : তোমরা কিছুতেই ছাওয়াব অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের পছন্দনীয় জিনিস থেকে কিছু (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করবে। আর তোমরা যা কিছু খরচ করবে (আল্লাহর কাছে তার আজর ও প্রতিদান পাবে।) কেননা আল্লাহ সে সম্পর্কে অবগত থাকেন।

(২) قُلْ يَاهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى

مَا تَعْمَلُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

شَهِيدٌ (সাক্ষী) সাহায্যকারী, শহীদ, বহুবচনে

বাক্য বিশ্লেষণ

متعلق এটি شهيد এর সঙ্গে على ...

عائد إلى الموصول হচ্ছে যামীর উহা হিলাহ-মাওছুল, আর উহা যামীর হচ্ছে

على ما تعملونه

এখানে ما এর স্থানীয় অর্থ হলো 'আমল' যা পরবর্তী বাক্য

থেকে বোঝা যায়। শাব্দিক অর্থ- আল্লাহ তোমাদের ঐ

আমলের সাক্ষী, যা তোমরা করো।

কিংবা على عملكم (এটাই সহজ) অর্থঃ حرف المصدر

এ বাক্যটি تكفرون এর থেকে ফاعল হয়েছিল। এই বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা : আপনি বলুন, হে কিতাবীগণ! কেন তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করো, অথচ আল্লাহ তোমাদের কৃত আমলের সাক্ষী আছেন!

(৩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

أَوْتُوا (তাদেরকে দেয়া হয়েছে) ইফ'আল থেকে ماضي مجهول
 মাছদার ايتا মাজহুলের বহুবচনের ফেয়েলগুলো এই-
 أَوْتُوا - أَوْتَيْنِ - أَوْتَيْتُمْ - أَوْتَيْنَا - أَوْتَيْنِي
 يُؤْتُونَ - يُؤْتَيْنِ - يُؤْتُونَ - يُؤْتَيْنِ - يُؤْتِي

فعل (তারা তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেবে) جواب الشرط
 تَوْنُ الإعرابِ रूपে হয়েছে এবং جزم এর আলামত रूपে
 পড়ে গেছে।

رَدُّ (ফিরিয়ে দেয়া। প্রত্যাখ্যান করা। খণ্ডন করা। উত্তর
 দেয়া। (বিভিন্ন ব্যবহার দেখো)

... رَدُّهُ তাকে কোন কিছু থেকে ফিরিয়ে দিলো।

... رَدُّهُ তাকে কোন দিকে ফিরিয়ে দিলো।

رَدُّ তার কথা রদ/খণ্ডন করলো।

رَدُّ عَلَيْهِ হাদিয়া ফিরিয়ে দিলো।

رَدُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ তার সালামের উত্তর দিলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

جواب الشرط হচ্ছে يردوكم এবং شرط إن এর অংশটুকু ا تطيعوا ..

صفة এর ফরীফা এবং তা متعلق এর সাথে معدودا হচ্ছে من ... الكتاب

(শাব্দিক অর্থ- যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছে তাদের মধ্য
 হতে গণ্য একটি দলকে তোমরা যদি অনুসরণ করো,)

كُفْرِينَ এটি পূর্ববর্তী ফেয়েলের به مفعول থেকে

الذين এর صلة এবং إلى الموصول এবং عائد নির্ধারণ করো।

أَتُوا الكتاب বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা : হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি ঐ লোকদের একটি দলকে
 অনুসরণ করো যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছে তাহলে তারা তোমাদের
 ঈমান আনয়নের পর তোমাদেরকে কুফুরির দিকে ফিরিয়ে দেবে।

দ্রষ্টব্য - আরবী তারকীবের حال বাংলা তরজমায় হরফুল জর
 ও মাজরুর হয়েছে (অর্থাৎ إِلَى الْكُفْرِ)

(৩) وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَةُ اللَّهِ وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ، وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ *

বাক্য বিশ্লেষণ

(আর যে আকড়ে ধরে) (পরবর্তী আয়াতে দেখো) وَ مَنْ يَعْتَصِم
 أَنْتُمْ মুবতাদা اللَّهُ آيَةُ... তুলী বাক্যটি হচ্ছে খবর, পুরো বাক্যটি
 حال থেকে ফاعল থকে পূর্ববর্তী ফেয়েলের
 نائب الفاعل এর তুলী হচ্ছে آيت الله
 شبه الفاعل - شبه الفعل আর সাথে موجود হচ্ছে ফিকম
 ও মিলে অথবর্তী খবর। আর رسوله হচ্ছে পশ্চাদ্বর্তী
 মুবতাদা। বাক্যটির মূলরূপ এই- (موجود) فيكم -
 حال বাক্যটি হচ্ছে দ্বিতীয়
 شرط ও صلة এটি اسم الموصول এবং পরবর্তী বাক্যটি তার
 من তাই ফেয়েলটি مجزوم মাওছুল-ছিলাহ মিলে মুবতাদা।
 পরবর্তী বাক্যটি খবর এবং جواب الشرط (দেখো, পৃঃ ৭০)

তরজমা : আর কীভাবে তোমরা কুফুরি করো, অথচ তোমাদেরকে আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করে শোনানো হয়, আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাঁর রাসূল। আর যে আল্লাহর সঙ্গে জুড়ে থাকবে তাকে সরল পথের দিকে পথ প্রদর্শন করা হবে।

(৪) وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، وَ كُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَتِهِ لَعَلَّكُمْ

تهتدون *

শব্দ বিশ্লেষণ

اعتصموا (তোমরা আকড়ে ধরো) (অব্যয়যোগে) (ব) اِعْتَصِمَا

اِعْتَصَمَ بِاللّٰهِ - اِعْتَصَمَ يَحْتَمِلُ اللّٰهُ

(অব্যয়যোগে) (ই) اِعْتَصَمَا (অ) আশ্রয় নেয়া।

عَصَمَهُ اللّٰهُ مِنَ الشَّرِّ/الْخَطَا (অ) রক্ষা করা عِصْمَةً (অ)

حِجَال (রশি, রজ্জু) বহুবচনে

لا تَفَرُّوْا (তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না) (অ) বিচ্ছিন্ন হওয়া, ছত্রভঙ্গ হওয়া। (অ) বিচ্ছিন্ন করা, ছত্রভঙ্গ করা, পার্থক্য করা।

لا تُفَرِّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ (তঁরা রাসূলদের মধ্য হতে কারো মাঝে আমরা পার্থক্য করি না।

أَلْفَ (জোড়/সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছেন) (অ) রচনা করা, যুক্ত করা, সম্প্রীতি সৃষ্টি করা। ব্যবহার-

أَلَفَ بَيْنَهُمْ তাদের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টি করলো

أَلَفَ كِتَابًا (শব্দের সঙ্গে শব্দ যুক্ত করে) গ্রন্থ রচনা করলো

شَفَا حُفْرَةَ (অ) গর্ত, বহুবচনে

حَفَرَ خَنَنَ (অ) খনন করা, খোদা حَفَرَ بَنَرًا কুয়া খনন করলো

أَنْقَذَكُمْ (অ) উদ্ধার করেছেন) (অ) উদ্ধার করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

جَمِيعًا শব্দটি مُجْتَمِعِينَ অর্থে হায়েছে واعتصموا এর فاعل থেকে।

(শাব্দিক অর্থ) তোমরা একত্রিত অবস্থায় আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে ধরো।

عَلَيْكُمْ এটি نَازِلَةٌ এর সঙ্গে متعلق এবং তা نِعْمَةً اللّٰهِ থেকে

শাব্দিক অর্থ- তোমরা আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করো এমন অবস্থায় যে, তা তোমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

اِذْ كُنْتُمْ ظرف এর شبه الفعل এই نَازِلَةٌ

শাব্দিক অর্থ- অবতীর্ণ হয়েছে ঐ সময় যখন তোমরা

اِذْ পরবর্তী বাক্যটি মাছদার হয়ে এর مضاف إليه হয়েছে। সুতরাং

মূল ইবারত হলো- (তোমরা শত্রু থাকার সময়) (এখানে فعل ناقص এর মাছদারকে তার ইসমের দিকে মضاف করা হয়েছে।)

... على شفا এটি قائمین এই উহ্য شبه الفعل এর সঙ্গে متعلق আর তা فعل ناقص এর খবর।

متعلق এর সঙ্গে উহ্য شبه الفعل معدودة হচ্ছে من النار এবং তা حفرة এর صفة

তরজমা : আর তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে ধরো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

আর তোমরা তোমাদের উপর অবতীর্ণ আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করো, যখন তোমরা শত্রু ছিলে; তারপর তিনি তোমাদের হৃদয়ের মাঝে জোড় সৃষ্টি করেছেন, ফলে তোমরা তাঁর নেয়ামতের কল্যাণে পরস্পর ভাই হয়েছে।

আর তোমরা আগুনের (জাহান্নামের) গর্তের কিনারে (দাঁড়ানো) ছিলে। তারপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে উদ্ধার করেছেন।

আর এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত লাভ করতে পারো।

(৫) وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

كان এই ফেয়েলটি দু'ভাবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত ناقص রূপে, আর কখনো কখনো تام রূপে।

كان الولد صادقًا - যেমন- خبر ও مبتدأ এর শুরুতে আসবে এবং خبر কে নছব দেবে।
كُنْ صَادِقًا - يَكُونُ الْوَلَدُ صَادِقًا -

আর تام হওয়ার অর্থ এই যে, তার পরে একটি শব্দ থাকবে, যা তার فاعল হবে। তখন তা সাধারণ কোন ফায়েলওয়ালা

ফেয়েলের সমার্থক হবে। যেমন **كَانَ الْمَطَرُ** এটি **نَزَلَ الْمَطَرُ** এর সমার্থক। তদ্রূপ **أُمَّةٌ سَتَكُونُ** এটি **سَتُظْهَرُ أُمَّةٌ** এর সমার্থক। **لَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ** এটি **لَتَنْظَهَرُ مِنْكُمْ أُمَّةٌ** এর সমার্থক।

এবার তুমি ৩৬ নং পৃষ্ঠায় **فِتْنَةٌ** বাক্যটি দেখো এবং বলো, উক্ত ফেয়েলটি নাকিছ, না তাম। আর **فِتْنَةٌ** শব্দটি তারকীবে কী হয়েছে?

যা **لَا أَمْرَ الْأَمْرِ** হচ্ছে আর **ل** তখন **تَكُونُ** - মূলত ছিলো **مَضَارِعُ** এটি **لَتَكُنْ** **فِعْلٌ** **أَمْرٌ** **كَ** **جَزْمٍ** দান করে এবং তাকে **أَمْرٌ** **فِعْلٌ** **كَ** **جَزْمٍ** রূপান্তরিত করে। দুই সাকিন একত্র হওয়ায় **عِلَّةُ** **حَرْفٌ** পড়ে গেছে। এটি **أَمْرٌ** **فِعْلٌ** **كَ** **جَزْمٍ** সুতরাং **أَمْرٌ** হলো তার **فَاعِلٌ** এবং **مِنْكُمْ** হচ্ছে **مِنْكُمْ** **فَاعِلٌ** **كَ** **جَزْمٍ** ফেয়েলটির সাথে **مَتَعَلِقٌ**

يَدْعُونَ এই বাক্যটি **أَمْرٌ** এর **صِفَةٌ** হয়ে **مَرْفُوعٌ** এর স্থানে রয়েছে।

أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ বাক্যটির তারকীব করো। (দেখো, পৃঃ ৫)

তরজমা : আর তোমাদের মধ্য হতে এমন একটি দল আত্মপ্রকাশ করুক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎ কর্মের আদেশ করবে, আর অসৎ কর্ম হতে নিষেধ করবে। ওরাই হলো সফলকাম।

(৬) **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَآخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ**

الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

শব্দ বিশ্লেষণ

بَيِّنَاتٍ প্রমাণ, নিদর্শন। **بَيِّنَاتٍ** বহুবচনে

مِنْ অব্যয়টি তার **مَجْرُورٌ** কে নিয়ে **آخْتَلَفُوا** এর সঙ্গে **مَتَعَلِقٌ**

مَا হচ্ছে **بَعْدُ** এর **مَصْدَرٌ** এবং পরবর্তী বাক্যটি **مَصْدَرٌ** হয়ে

إِلَيْهِ (তাদের কাছে **بَعْدُ** **مَجِيئُهُمُ** **الْبَيِّنَاتِ** - অর্থাৎ **مُضَافٌ** **إِلَيْهِ**

নিদর্শনসমূহ আসার পর থেকে।)

মাছদারকে **مَفْعُولٌ** এর **مُضَافٌ** করা হয়েছে, আর **الْبَيِّنَاتِ** শব্দটি

মাছদারের **فَاعِلٌ** রূপে **مَرْفُوعٌ** রয়ে গেছে।

أُولَئِكَ প্রথম মুবতাদা, আর **عَذَابٌ عَظِيمٌ** হচ্ছে দ্বিতীয় মুবতাদা, আর

هم হচ্ছে ثابت এই উহ্য شبه الفعل এর সঙ্গে متعلق এবং তা
অগ্রবর্তী খবর, তারপর এই বাক্যটি প্রথম মুবতাদার খবর
হয়েছে। বাক্যটি সংক্ষেপে لَاؤْلَيْكَ عَذَابٌ عَظِيمٌ

لا تكونوا এর اسم ও خبر নির্ধারণ করে।

তরজমা : আর তোমরা ঐ লোকদের মত হয়ো না, যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন
হয়েছে এবং তাদের কাছে নিদর্শনসমূহ আসার পরও তারা মতভেদ
করেছে। আর ওদেরই জন্য রয়েছে বিরাট আযাব।

(৭) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ
لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

فاسق (পাপাচারকারী) فَسَقًا ও فَسُوقًا (ন) পাপাচার করা
فَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ তার প্রতিপালকের আদেশ লংঘন করলো

বাক্য বিশ্লেষণ

كنتم خبر তার হচ্ছে خَيْرَ أُمَّةٍ এর সমার্থক। صرتم হচ্ছে
أُخْرِجَتْ (বের করা হয়েছে, সৃষ্টি করা হয়েছে) এটি أُمَّةٍ এর
শাব্দিক অর্থ- তোমরা এমন শ্রেষ্ঠ উম্মত হয়েছে, যাকে
মানুষের (কল্যাণের) জন্য বের করা হয়েছে।

لكان এর ইমান ফিরেছে পূর্ববর্তী آمَنَ এর মাঝে বিদ্যমান
মাছদারের দিকে। অর্থাৎ لَكَانَ الْإِيمَانُ خَيْرًا لَهُمْ
একটি জরুরী কথা-

প্রতিটি ফেয়েল মূলতঃ একটি মাছদার এবং একটি কাল প্রকাশ

حَدَّثَ الْجُلُوسُ فِي الْمَاضِي মানে جَلَسَ করে। যেমন, يَحْدُثُ الْجُلُوسُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَوْ فِي الْحَالِ مানে يَجْلِسُ
أَحْدِثَ الْجُلُوسُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مানে إِجْلِسُ তদ্রূপ
أَحْدَثَ الْإِيمَانَ فِي الْمَاضِي সুতরাং আমরা
তদ্রূপ آمَنَ এর অর্থ-

বলতে পারি, إيمان ফেয়েলের মাঝে মাছদার রয়েছে।

المؤمنون পশ্চাদবর্তী মুবতাদা. هم হচ্ছে موجودون এর সাথে متعلق
এবং তা অগ্রবর্তী خبر আর من অব্যয়টি تَبْعِيضِي বা
আংশিকতাপ্রকাশক যা بعض এর সমার্থক। (অর্থাৎ بَعْضُهُمْ
المؤمنون তাদের কতিপয় মুমিন)

أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ এর তাকীব করো।

তরজমা : তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মত যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা সৎ কর্মের আদেশ করবে এবং অসৎ কর্ম হতে নিষেধ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে। কিতাবীরা যদি ঈমান আনতো তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো। তাদের একটি অংশ তো মুমিন, কিন্তু তাদের অধিকাংশ হলো ফাসিক-অবিশ্বাসী।

(৮) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ بِسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ
الصَّالِحِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

... سَارِعَ إِلَى ... ধাবিত হলো ... سَارِعَ فِي ... সচেষ্ট হলো

বাক্য বিশ্লেষণ

من অব্যয়টি معمودون এর সাথে متعلق
هم এর তাকীব করো।

তরজমা : তারা আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাত-দিবসের প্রতি ঈমান আনে এবং নেক কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং কল্যাণকর কাজসমূহে সচেষ্ট হয়। আর তারাই সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

(৯) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ
اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

এ ফেয়েলটি সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ৬৪

বাক্য বিশ্লেষণ

خبر তার হচ্ছে لن تغني... এবং اسم এর হচ্ছে الذين كفروا
 مفعول এটি থেকে দিক অর্থগত متعلق এর সাথে لن تُغْنِي এটি
 عنهم এটি থেকে দিক অর্থগত متعلق এর সাথে لن تُغْنِي عنهم
 به কেননা
 لا অব্যয়টি অতিরিক্ত, যা পূর্ববর্তী نفي এর তাকীদ করছে।
 فيها কার সাথে متعلق হয়েছে? এ বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা : নিঃসন্দেহে যারা কুফুরি করে তাদের ধন-সম্পদ এবং তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহর মোকাবেলায় কিছুতেই তাদের কোন উপকার করতে পারবে না। আর তারা হলো জাহান্নামী, তাতে তারা চিরদিন থাকবে।

(১০) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

أذلة এটি হীন, অপদস্থ। হীনবল, দুর্বল।
 يَذُلُّ - ذُلٌّ - ذِلَّةٌ, ذُلًّا (ض)
 দুর্বল ও হীনবল হলো, অপদস্থ
 হলে। তার অনুগত হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

ببدر (বদরে) في অব্যয়টি এর সমার্থক। (অর্থাৎ এটি ظرف এর
 অর্থ দান করছে) এটি কার সাথে متعلق বলো।
 نصر এর সাথে متعلق হয়েছে حال বা অব্যয় এ

তরজমা : আর আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছেন, যখন তোমরা হীনবল ছিলে, সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা শোকরগুজার হতে পারো।

(১১) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ

وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *

বাক্য বিশ্লেষণ

প্রথম বাক্যটির তারকীব করো। (প্রয়োজনে দেখো, পৃঃ ৫০)

شاءَ এ বাক্যটি صلة - এখানে الموصول চিহ্নিত করো।

তরজমা : আর আল্লাহরই জন্য আসমান-যমীনের সবকিছু। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে মার্ফ করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন তাকে আযাব দেন। আর আল্লাহ ক্ষমশীল, চিরদয়ালু।

(١٢) وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ
لِلْكَافِرِينَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

النار এটি এর صفة হয়ে منصوب এর স্থানে রয়েছে।

واتقوا للكافرين বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা : আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। আর তোমরা জাহান্নামকে ভয় করো, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। আর তোমরা আল্লাহর এবং রাসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হও।

(١٣) وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ
وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ
الضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وَاللَّهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ * وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا
أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ
الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ *

শব্দ বিশ্লেষণ

عرض প্রশস্ততা। প্রস্থ

- سَرَاءٌ সচ্ছল অবস্থা, সুখের অবস্থা।
 ضَرَاءٌ অসচ্ছল অবস্থা, দুঃখের অবস্থা।
 الكُظْمِينَ (كُظْمًا) (ض) সম্বরণ করা, বন্ধ করা।
 كُظِمَ الْغَيْظُ ক্রোধ সম্বরণ করলো।
 الْعَافِينَ (عَنْ) (عَفْوًا) (ن) ক্ষমা করা (ক্ষমাকারীগণ) •
 عَفَى اللَّهُ عَنْكَ আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন (বা ক্ষমা করুন)।
 عَافَ عَنِّي يَا سَيِّدِي !
 فَاحِشَةٌ দেখো, পৃঃ ৫৬
 ظَلَمُوا (مَفْعُولٌ بِهِ) (ض) জুলুম করা। (ব্যবহার, সরাসরি)
 ظَلَمَ نَفْسَهُ নিজের উপর অবিচার করলো।
 لَا تَظْلِمُ أَحَدًا (عَلَى أَحَدٍ) না কারো উপর জুলুম করো না।

বাক্য বিশ্লেষণ

- صفة এর مغفرة এবং তা متعلق এবং نازلة এটি من ربيكم
 معطوف এর উপর مغفرة এবং এটি جنة
 এই বাক্যটি خبر হলো السموات والأرض এবং مبتدأ হলো عرضها ...
 এর স্থানে এর مجرور হয়ে صفة এর جنة
 এর مجرور হয়ে صفة এর المتقين এর ছিলো ও মাওচুল الذين
 এর উপর এর الذين এটি و الكاظمين
 এর তারকীব এর الغيظ
 ? متعلق সাথে কার عن الناس এবং معطوف উপর কার এটি و العافين
 এর উপর, সুতরাং الذين পূর্ববর্তী হয়েছে معطوف এটি و الذين إذا
 এর المتقين এটি
 شرط এটি فعلوا ... أنفسهم
 আর جواب তার ও شرط আর جواب الشرط হচ্ছে ذكروا الله
 (اسم استفهام مبني على السكون) এটি প্রশ্নবাচক স্থির শব্দ من
 তারকীবের এটি মুবতাদা, আর يغفر হচ্ছে খবর।
 إلا الله আল্লাহ ছাড়া

তরজমা : আর তোমরা ধাবিত হও তোমাদের রাবের মাগফিরাতের দিকে এবং এমন জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা হলো আসমান ও যমীনের মত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য; যারা সচ্ছল অবস্থায় এবং অসচ্ছল অবস্থায় (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করে এবং যারা ক্রোধকে দমন করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে, আর আল্লাহ সদাচারকারীদের ভালোবাসেন।

আর যারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করে ফেলে কিংবা নিজেদের উপর কোন অবিচার করে ফেলে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে, তারপর নিজেদের গোনাহের জন্য মাফ চায়। আর আল্লাহ ছাড়া কে গোনাহ মাফ করবে?

(১৬) قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمَكْذِبِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

خلت (বিগত হয়েছে) (ن) خَلُوا খালি হওয়া, বিগত হওয়া।
الْإِنَاءُ / خَلَا الْمَكَانُ (স্থানটি বা পাত্রটি খালি হলো)
خَلَا الْبَيْتُ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ عَنْ أَهْلِهِ (ঘরটি বাসিন্দাশূন্য হলো)
خَلَا شَبَابُهُ তার যৌবন বিগত হলো
خَلَا فَلَانٌ بِصَاحِبِهِ (অথবা) (أَوْ إِلَيْهِ أَوْ مَعَهُ) অমুক তার বন্ধুর সাথে
একান্তে মিলিত হলো। (এ ক্ষেত্রে মাছদার خَلَوْهُ)

سنة বহুবচনে سُنَنٌ তরীকা, পন্থা, ধর্ম।
سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ নবী ছালাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ বা তরীকা বা সুন্নাহ।
سُنَّةُ اللَّهِ আল্লাহর আমোঘ বিধান।

عَاقِبَةٌ পরিণাম, পরিণতি। বহুবচনে عَوَاقِبُ

বাক্য বিশ্লেষণ

سُنَنٌ শব্দটি তারকীবে কী হয়েছে, বলো।

عَاقِبَةٌ এটি خبر তার কি হচ্ছে এবং اسم এর كان এটি 'প্রশ্ন-শব্দ' বাক্যের অগ্রভাগ দাবী করে, তাই এখানে كان এর

খবরকে তার ইসমের আগে, এমনকি স্বয়ং فعل ناقص এরও আগে আনতে হয়েছে।

عاقبة হচ্ছে مؤنَّثٌ غَيْرُ حَقِيقِي তাই فعل ناقص কে ঐচ্ছিকভাবে মুকরর ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে كانت বলা যায়।

তরজমা : আর তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায়, সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো, (রাসূলকে) মিথ্যা প্রতিপন্থকারীদের পরিণাম কেমন ছিলো।

(১৫) قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

إِسْرَافَنَا বাবুল ইফ'আলের মাছদার। বিভিন্ন ব্যবহার দেখো-

أَسْرَفَ الْمَالُ (সরাসরি به مفعول) মালের অপচয় করল।

أَسْرَفَ فِي أَمْرٍ (অব্যয়যোগে) কোন বিষয়ে সীমা লঙ্ঘন করলো।
أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ (অব্যয়যোগে) নিজের উপর অবিচার করলো।

حُسْنٌ উত্তমতা। حَسَنٌ উত্তম।

ثَبَّتَ (দৃঢ়/অবিচল করণ) تثبتنا দৃঢ়/ অবিচল করা

(ثَبَاتًا ن) স্থির হওয়া। অবিচল হওয়া।

ثَبَّتَ الْأُمُورُ বিষয়টি সাব্যস্ত/সুপ্রমাণিত হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

ثَوَابٌ এটি مفعول به ফেয়েলের দ্বিতীয়

ثَوَابِ الْآخِرَةِ প্রথমে এই অংশটির তারকীব করো, তারপর বলো এই অংশটি তারকীব কী হয়েছে?

তরজমা : তারা বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি ক্ষমা করুন আমাদের পাপ এবং আমাদের বিষয়ে আমাদের সীমালঙ্ঘন এবং আমাদের

কদমকে মজবুত করে দিন এবং কাফির কাওমের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।

তারপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার ছাওয়াব এবং আখেরাতের উত্তম ছাওয়াব দান করলেন। আর আল্লাহ তো সদাচারকারীদের ভালোবাসেন।

(১৬) فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ

لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ

فِي الْأَمْرِ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَوَكِّلِينَ * إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَ إِنْ يَخْذُلْكُمْ

فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

الْمُتَوَكِّلُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

لنت (আপনি কোমল হয়েছেন) (ض) كَوْنًا কোমল হওয়া।

(وَالنَّاسُ لَهُ الْحَدِيدُ) (কোরআনে) (الْأَنَّهُ) কোমল করা।

فظ রুক্ষ, রূঢ়, রুক্ষব্যবহারকারী।

غليظ মোটা, গাঢ়, শক্ত, কঠিন।

قَلْبٌ غَلِيظٌ কঠিন হৃদয়।

غَلِيظُ الْقَلْبِ (رجل) কঠিনহৃদয় (ব্যক্তি)।

কিছু মضاف ইলিহ ও মضاف দু'টি বাহ্যত

অর্থগত দিক থেকে غليظ হচ্ছে الفعل আর القلب হচ্ছে

فاعل شبه الفعل

মূল তারকীব ছিলো - غَلِيظٌ قَلْبُهُ

এখানে الفاعل شبه الفعل এর সঙ্গে যুক্ত যমীরকে حذف করে এবং

তার শুরুতে ال যোগ করে شبه الفعل কে شبه الفاعل এর দিকে

إضافة করা হয়েছে।

এবার তুমি جَمِيلُ الْوَجْهِ বাক্যে رَاشِدٌ جَمِيلُ الْوَجْهِ সম্পর্কে

إِنَّ الْقَلْبَ لَينَ سَمِّكَ بِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَينَ الْقَلْبِ ।

(ك) غَلْظًا، غَلْظًا কঠিন/শক্ত/গাঢ় হলো। রুক্ষ হলো।

لَا تُنْفِضُوا (তারা অবশ্যই দূরে সরে পড়তো) মাছদার

انْفِضًا ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া। ভেঙ্গে যাওয়া।

عَزَمَ عَلَى أَمْرٍ (অব্যয়যোগে) প্রতিজ্ঞা করা (ض)

কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করলো।

يُخَذِلُ (ن) পরিত্যাগ করা। নিঃসঙ্গ ছেড়ে দেয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

فَمَا এখানে অব্যয়টি অতিরিক্ত। অর্থাৎ فَرَحْمَةً

بِأَرْحَمَةٍ هَذِهِ نَازِلَةٌ عَنْ سَمِّكَ وَتَأْتِيكَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

অব্যয়টি عَنْ عَنْ সঙ্গের মূল ইব্রাত এই-

إِنِّي لَأَمْلَأُكُمْ بِرَحْمَةٍ نَازِلَةٍ مِنَ اللَّهِ (আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ

রহমতের কারণে আপনি তাদের প্রতি কোমল হয়েছেন।)

مِنْ حَوْلِكَ এটি عَنْ সঙ্গের মূল ইব্রাত এই-

إِذَا عَنْ حَوْلِكَ وَتَأْتِيكَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

এর মত। দেখো, পৃঃ ৫১

جَوَابُ الشَّرْطِ عَنْ إِنْ

غَالِبٌ عَلَيْكَ هَذِهِ نَازِلَةٌ مِنَ اللَّهِ

এটি عَنْ সঙ্গের মূল ইব্রাত এই-

خَيْرٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

এখানে عَنْ অব্যয়টি অতিরিক্ত, আর ضَمِيرٌ

মহান শব্দের দিকে, এখানে একটি শব্দ উহা রয়েছে, সুতরাং

بَعْدَ خِذْلَانِهِ (তার পরিত্যাগের পর)

عَلَى اللَّهِ

তরজমা : আল্লাহর রহমতের কারণেই আপনি তাদের জন্য কোমল হয়েছেন। আর আপনি যদি রুক্ষ ও কঠিনহৃদয় হতেন তাহলে অবশ্যই তারা আপনার কাছ থেকে সরে যেতো। সুতরাং আপনি তাদের ক্ষমা করুন এবং তাদের জন্য ইস্তিগফার করুন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সঙ্গে পরামর্শ

করুন। তারপর যখন আপনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবেন তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন।

(১৭) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ *

শব্দ বিশ্লেষণ

من (অনুগ্রহ করেছেন) দেখো, পৃঃ ৫৫

ضلال গোমরাহী, ভ্রষ্টতা (পৃঃ ৯৮)

বাক্য বিশ্লেষণ

إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا এখানে ظرف الزمان এর من এটি
বাক্যটি হিন চাইন বেস্ট রসুল ফিহেম হলে মূলরূপ মضاف ইলিহে এর ঐ বাক্যটি
(তাদের মাঝে রাসূল পাঠানোর সময়।)
ফاعল আর হয়েছে, মضاف এর দিকে মفعول به মাছদারকে
(দেখো, পৃঃ ৩৫) কে حذف করা হয়েছে।

صفة এর রসولا এবং তা متعلق এর সঙ্গে معدودا এটি من أنفسهم
শাব্দিক অর্থ— এমন রাসূল যিনি তাদের নিজেদের মধ্য হতে
গণ্য।

نियम এই যে, قبل (এবং এই জাতীয় অন্যান্য শব্দ) এর
مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّمِّ কে যখন حذف করা হয় তখন তা
হয়, যেমন এখানে হয়েছে।

মন অব্যয়টি এখানে অতিরিক্ত। মূল ইবারত এরূপ—

قَبْلَ بَعَثِ الرَّسُولَ (রাসূলকে প্রেরণের পূর্বে)।

তরজমা : আল্লাহ মুমিনদের প্রতি করুণা করেছেন (ঐ সময়) যখন তিনি তাদের মাঝে তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শোনান এবং তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। যদিও (রাসূলকে প্রেরণের) পূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছি না।

(১৮) وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، بَلْ أَحْيَاءُ

عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

حُسْبَانًا، حِسْبَانًا (স) (তুমি কিছুতেই ধারণা করো না) لَا تَحْسَبَنَّ
ধারণা করা।

لا تحسب واحد مذكر حاضر এর فعل النهي এটি
এটি আসলে مضارع যা الناهية দ্বারা مجزوم হয়েছে। এই
ফেয়েলটির শেষে نون التوكيد যুক্ত হয়েছে। আর পাঁচটি
ফেয়েলের শেষে نون التوكيد যুক্ত হলে লাম কালিমা মাকফূহ
يَفْعَلُ - تَفْعَلُ - تَفْعَلُ - أَفْعَلُ - نَفْعَلُ - হয়, যথা -

বাক্য বিশ্লেষণ

... الذين মাওছুল-ছিলাহ মিলে لا تحسبن به এর প্রথম মفعول, আর
تومي عائد إلى الموصول তুমি মفعول به দ্বিতীয় আমواتা
এটি খবর। এর উহ্য টি তুমি উল্লেখ করো।
ظرف এর يرزقون এটি عند ربهم

তরজমা : আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে তুমি মৃত
মনে করো না, বরং তারা জীবিত, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিকট
রিযিক দান করা হয়।

(১৯) إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَ

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

لن يضرّوا (তারা কিছুতেই ক্ষতি করতে পারবে না।)

(ব্যবহার) ضَرًّا ক্ষতি করা। (ن)

তার ক্ষতি করলো। ضَرَّه / ضَرَّ بِهِ

لا يضرُّكَ حَسَدُ النَّاسِ، هَذَا يَضُرُّ بَصِحَّتِكَ

বাক্য বিশ্লেষণ

এখানে إن এর اسم ও خبر নির্ধারণ করো এবং শেষ বাক্যটির তারকীব বলো।

شيئا مفعول به দ্বিতীয় এর لن يضرُوا এটি

তরজমা : নিঃসন্দেহে যারা ঈমানের পরিবর্তে কুফুরি গ্রহণ করেছে, তারা কিছুতেই আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

(২০) لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ *

শব্দ বিশ্লেষণ

ذُوقُوا (তোমরা চেখে দেখো) (ن) ذُوقًا চাখা, চেখে দেখা, স্বাদ গ্রহণ করা। ভোগ করা।

ذَاقَ الطَّعَامَ খাবারের স্বাদ গ্রহণ করলো। খাবার চেখে দেখলো। أَذَاقَهُ شَيْئًا তাকে কোন কিছু চাখালো।

أَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْعَذَابَ আল্লাহ তাদেরকে আযাব ভোগ করালেন।

عَذَابَ الْحَرِيقِ আগুনের আযাব।

বাক্য বিশ্লেষণ

مفعول به এর سمع অংশটুকু قالوا

مضاف إليه হাছে الذين قالوا আর مضاف হাছে قول

ما এটি المصدرية অর্থاً ما المصدريه (অবশ্যই আমি তাদের কথা লিখে রাখবো) .

وقتلهم এটি فاعل তার مصدر এখানে معطوف এর ما قالوا এটি দিকে মضاف হয়েছে। هُتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ হাছে مصدر

مفعول به এর مفعول به এটি কীর সাথে متعلق হয়েছে বলে।

তরজমা : অবশ্যই আল্লাহ এই লোকদের কথা শুনেছেন যারা বলেছে,

আল্লাহ তো দরিদ্র, আর আমরা ধনী। আমি অবশ্যই লিখে রাখবো তাদের কথা এবং অন্যায়ভাবে নবীদেরকে তাদের হত্যা করার বিষয়টি (ও লিখে রাখবো)। আর বলবো, আগুনের আযাব চেখে দেখো।

(২১) وَلِلَّهِ مَلِكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ*

বাক্য বিশ্লেষণ

السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ এর তারকীব বলো? الْأَرْضِ এর তারকীব বলো। اللَّهُ কার সাথে متعلق হয়েছে?

তরজমা : আর আল্লাহরই জন্য আসমান-যমীনের রাজত্ব। আর আল্লাহ সব কিছুরই উপর ক্ষমতাবান।

(২২) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَايَتِّ لَأُولَى الْأَلْبَابِ *

শব্দ বিশ্লেষণ

اختلاف বাবুল ইফতি'আলের মাহদার। বিভিন্ন হওয়া। মতভেদ করা।
اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ - اِخْتَلَفَتِ الْأَلْوَانُ

বাক্য বিশ্লেষণ

لَايَتٍ এখানে ১ অব্যয়টি তাকীদের জন্য। আর اَيَّتٍ হচ্ছে إِنَّ এর পশ্চাদবর্তী ইসম।

خبر مقدم এর إِنَّ আর متعلق এর সঙ্গে موجودَةٌ এটি فِي خَلْقِ ... اَيَّتٍ আর তা متعلق এর সঙ্গে شبه الفعل এই نافعة এটি لَأُولَى الْأَلْبَابِ এর نافعة لَأُولَى الْأَلْبَابِ অর্থাৎ

শাব্দিক অর্থ- এমন নিদর্শন যা জ্ঞানের অধিকারীদের জন্য উপকারী। (أولر الألباب) সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ৩৭)

এর তারকীব কী? اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ কার উপর معطوف? النَّهَارِ কার উপর معطوف? اِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

তরজমা : নিঃসন্দেহে আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য বড় বড় নিদর্শন রয়েছে।

(২৩) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي

بَطُونِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلُونَ سَعِيرًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

يَصْلُونَ (তারা ঝলসে যাবে) - يَصْلَى - رَاضِلٌ (মাছদার صَلَّى ও صَلِيًّا (ব্যবহার দেখো)

صَلَّى النَّارِ أَوْ بِالنَّارِ আগুনে পুড়লো, ঝলসে গেলো।

صَلَّاهُ النَّارِ أَوْ فِي النَّارِ أَوْ عَلَى النَّارِ তাকে আগুনে ঝলসালো বা পোড়ালো। মাছদার (ض) صَلِيًّا

ظُلْمًا অর্থাৎ ظَالِمِينَ (যালিম অবস্থায়) (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

سَعِيرٍ আগুন। আগুনের শিখা।

إِنَّمَا (এ সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ৫৭)

... إِنَّمَا يَأْكُلُونَ... পুরো বাক্যটি খবর হয়েছে।

তরজমা : যারা অন্যায়ভাবে এতীমদের সম্পদ গ্রাস করে তারা তাদের পেটে শুধু আগুন ভরে। আর অচিরেই তারা জাহান্নামের আগুনে ঝলসে যাবে।

(১) وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * يُرِيدُ اللَّهُ لِيُثَبِّتَنَّ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَسُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

يتوب (অব্যয়যোগে) তাওবা করা। (تَوْبَةً إِلَى) তাওবা কবুল করা।

تاب إلى الله সে আল্লাহর কাছে তাওবা করলো।

تاب الله তার তাওবা কবুল করলেন। তাকে ক্ষমা ও অনুগ্রহ করলেন।

سنن এটি سنة এর বহুবচন, তরীকা, ধর্ম।

حكيم আল্লাহর গুণবাচক নাম, অনন্ত প্রজ্ঞার অধিকারী। মহাপ্রজ্ঞাময়।
(মানুষের ক্ষেত্রে) প্রজ্ঞাবান। বহুবচনে حكماء

বাক্য বিশ্লেষণ

و أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ বাক্যটির তারকীব করো।

لِيُثَبِّتَنَّ لَكُمْ আসলে ছিলো أَنْ يُثَبِّتَنَّ لَكُمْ অব্যয়টি অতিরিক্ত, আর

مفعول به এর يريد হয়ে مصدر দ্বারা أَنْ উহ্য ফেয়েলটি উহ্য

সংক্ষেপনের জন্য يبين এর مفعول به কে حذف করা হয়েছে।

يبين الحلال والحرام অর্থাৎ

و يَهْدِيَكُمْ এটি معطوف হয়েছে يبين এর উপর।

صَلَةً উহ্য হচ্ছে قبلکم আর অতিরিক্ত অব্যয়টি مِنْ এখানে مِنْ قبلکم

سُنَّ الَّذِينَ مَضَوْا قَبْلَكُمْ অর্থাৎ ظرف এর

তরজমা : আর তোমাদের হবর করা তোমাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, চিরকরণাময়। আল্লাহ তোমাদের জন্য (হালাল-হারামের বিধান) বিশদভাবে বর্ণনা করতে চান এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের

(নবীগণের) তরীকার দিকে তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে চান। (যেন তোমরা তাদের অনুসরণ করতে পারো।) আর তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করতে চান। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাময়।

(২) وَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا * يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

شَهَوَاتِ এটি شَهْوَةٌ এর বহুবচন। নফসের খাহেশ। প্রবৃত্তি।
 أَنْ تَمِيلُوا বাবে যারাবা থেকে মাছদার مَيْلًا, مَيْلًا (বিভিন্ন ব্যবহার)
 إِلَى شَيْءٍ কাল দিকে ঝুকলো। কাত হলো।
 عَنْ الطَّرِيقِ পথ থেকে সরে গেলো।
 عَنْ الْحَقِّ সত্য থেকে বিচ্যুত হলো।
 عَلَيْهِ তার উপর হামলা করলো। ঝাঁপিয়ে পড়লো।
 يُخَفِّفُ মাছদার تَخْفِيفًا হালকা করা, লাঘব করা, লঘু করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

... عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ উহা রয়েছে। পুরো অংশটি يُرِيدُ এর
 مَفْعُولُ مَطْلُوعٌ আর عَظِيمًا مَفْعُولُ بِهِ
 الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا বাক্যটির তারকীব বলা।

তরজমা : আর আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা ও অনুগ্রহ করতে চান, অথচ যারা খাহেশাতের অনুসরণ করে তারা চায় যে, তোমরা (সত্য পথ থেকে) অনেক বিচ্যুত হয়ে পড়ো। আল্লাহ তোমাদের প্রতি (শরীয়তের বিধান) হালকা (ও সহজ) করতে চান। আর মানুষকে তো দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

(২) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا * وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ
وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

شفاق (বিরোধিতা, শত্রুতা) এটি باب المفاعلة এর মাছদার।

এখানে شاق - يشاق - شاق মূলরূপ - شاق - يشاق - شاق

এর মাঝে দাগ করা হয়েছে।

شاقوا الله ورسوله তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেছে।

حكم বিচারক। মধ্যস্থতাকারী।

يوفق তাওফীক দান করা, জোড়মিল/সম্প্রতি সৃষ্টি করা।

(এখানে এ অর্থটিই উদ্দেশ্য।)

خبير এটি আল্লাহর গুণবাচক শব্দ। সর্বজ্ঞ।

(মানুষের ক্ষেত্রে) অবগত। বিশেষ অবগত। বহু خبراء

নصير সাহায্যকারী। আল্লাহর গুণবাচক শব্দ।

মানুষের ক্ষেত্রে বহুবচন হলো نصراء

كفى (যথেষ্ট হয়েছেন) (ض) যথেষ্ট হওয়া।

كفى الشيء বস্তুটি যথেষ্ট হলো।

(فاعل এর শুরুতে ب অব্যয়টি অতিরিক্তরূপে আসে।) যেমন

كفى الله كفى باللله

كفى الشيء তার জন্য যথেষ্ট হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

إن উভয় إن এর شرط ও جواب চিহ্নিত করো। (এবং

এখানে উভয় إن এর মাঝে পার্থক্য কী, বলো)

أسم التفضيل عالم এর সাথে أعلّم এর সাথে

أعدائكم এ দুটি كفى এর فاعل অর্থাৎ থেকে

كان এখানে এটি অতিরিক্তরূপে এসেছে।

তরজমা : যদি তোমরা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভেদের আশংকা করো, তাহলে

স্বামীর পরিবারের পক্ষ হতে একজন মধ্যস্থতাকারী এবং স্ত্রীর পরিবারের পক্ষ হতে একজন মধ্যস্থতাকারী প্রেরণ করো :

যদি তারা সংশোধন চায় তবে আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে জোড়মিল সৃষ্টি করে দেবেন । নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবগত, সর্বজ্ঞ ।

আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের সম্পর্কে অধিক অবগত । আর আল্লাহ অভিভাবক হিসাবে যথেষ্ট, আর আল্লাহ সাহায্যকারী হিসাবে যথেষ্ট ।

(২) إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا * الَّذِينَ يَبْخُلُونَ
وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

শব্দ বিশ্লেষণ

مختالا (অহংকারী, দাঙ্কিক) এর افتعال اسم الفاعل (অহংকার/ দঙ্ক করা । মাদ্দাহ খিল
اِخْتَالَ - يَخْتَالُ - اِخْتِيَالًا দঙ্কভরে হাঁটলো । অহংকারী চালে হাঁটলো ।
فخورا (গর্বিত, গর্বকারী) (ف) فَخَارًا, فُخَارًا গর্ব করা ।
اعتدنا (আমরা প্রস্তুত করেছি) মূলরূপ হলো اعدنا
مهين অপমানজনক । অপমানকারী । اسم الفاعل বাবুল ইফ'আল ।
ماخذار اِهَانَةً অপমান করা । মাদ্দাহ হون

বাক্য বিশ্লেষণ

من এটি اسم الموصول এবং اسم الموصول আর صلة তার
مفعول به এর لا يحب मिलে صلة ও موصول
الذين ... এটি থেকে مَنْ হইতে بدل হয়েছে ।

শব্দগত দিক থেকে مَنْ হচ্ছে واحد مذكر আর অর্থগত দিক
থেকে তা উভয় লিঙ্গে ও সর্ববচনে ব্যবহৃত হয় ।

من এর শব্দগত দিক লক্ষ্য করে ছিলাহকে واحد مذكر আনা
যায়, আবার অর্থগত দিকটিও বিবেচনা করা যায় ।

এখানে مَنْ এর ছিলাহকে واحد مذكر আনা হয়েছে শব্দগত

১। বা কথ্যা بيان এর ما হচ্ছে من فضله

ما الموصولة এর স্থানীয় অর্থটি বাক্যের পূর্বাপর থেকে বোঝা যায়। তবে কখনো কখনো ما এর স্থানীয় অর্থটি من অব্যয়-যোগে বয়ান করে দেয়া হয়, যেমন এখানে করা হয়েছে।

مَوْصُولٌ وَ صَلَاةٌ مَا أَتَاهُمْ اللَّهُ ۥ

তরজমা : নিঃসন্দেহে আল্লাহ দাষ্টিক ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না; যারা (নিজেরাও) কার্পণ্য করে, আবার মানুষকে কৃপণতা করতে বলে, আর আল্লাহ তাদেরকে যে ধনসম্পদ দান করেছেন, তা তারা গোপন করে। আর আমি কাফিরদের জন্য অপমানকর আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি।

দ্রষ্টব্য : এই আয়াত ইহুদীদের সম্পর্কে নাযিল করা হয়েছে। তারা মদীনায আনছারকে কুপরাশর্মশ দিতো যে, তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করে রাখেন।

(٣) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرونَ الضُّلَّةَ
وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، وَ
كَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

الم تر (তুমি কি দেখো নি!) মূলতঃ ছিলো لم এর কারণে
 مجزوم হয়েছে এবং ناقص হওয়ার কারণে جزم এর আলামত
 রূপে লাম কালিমা পড়ে গেছে।

এখানে প্রশ্নের আকারে আশ্চর্য প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এ লোকদের অবস্থা কী আশ্চর্যজনক, যারা.....

نَصِيبٌ অংশ, হিসসা, কিছু পরিমাণ। أَنْصَبَ ও نَصَبٌ অংশ, হিসসা, কিছু পরিমাণ।
 تَضَلُّوا ضَلَالَةً (ض) পথ হারানো। গোমরাহ হওয়া। সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া।
 ضَلَّ الطَّرِيقَ / عَنِ الطَّرِيقِ পথ হারিয়ে ফেললো।
 ضَلَّ السَّبِيلَ / عَنِ السَّبِيلِ সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হল।
 أَضَلَّهُ اللهُ আল্লাহ তাকে গোমরাহ করলেন।

বাক্য বিশ্লেষণ

أوتوا مفعول ثانٍ نائب الفاعل واو হচ্ছে এর যমীর جمع এর মূলতঃ প্রথম মفعول
 به ছিলো। আর نصيبا হচ্ছে দ্বিতীয় মفعول به (দেখো, পৃঃ ৭৪)

صفة এর نصيبا আর তা متعلق এর معودا এটি من الكتاب
 এর منصوب হয়ে حال থেকে نائب الفاعل এর اوتوا এ বাক্যটি يشترتون
 স্থানে এসেছে।

السبيل এটি تضلوا এর مفعول به

বাক্য দু'টির তারকীব করো।
 الله أعلم بأعدائكم এবং نصيرا

তরজমা : আপনি কি ঐ লোকদের দেখেন নি যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দান করা হয়েছে। তারা (হেদায়াতের পরিবর্তে) পথভ্রষ্টতা গ্রহণ করে, আর তোমাদের পথভ্রষ্ট হওয়া কামনা করে। আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের সম্পর্কে অধিক অবগত। আর আল্লাহ অভিভাবক হিসাবে যথেষ্ট। আর আল্লাহ সাহায্যকারী হিসাবে যথেষ্ট।

(٤) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ نَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُضِلُّهُمْ نَارًا، كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

نُضِلُّهُمْ (তাদেরকে আগুনে পোড়ানো) أَضَلَّ (তাদেরকে আগুনে পোড়ানো, ঝলসানো)।
 أَضَلَّ النَّارَ তাকে আগুনে ঝলসালো। (দেখো, পৃঃ ৯২)

نَضَجَتْ (স) نُضِجًا وَ نَضِجًا وَ نَضِجًا (সিদ্ধ হলো) সিদ্ধ হওয়া।

(ثَمَرَ نَاضِجٍ) ফল পাকলো

(لَحْمٌ نَاضِجٌ) গোশত সিদ্ধ হলো। পূর্ণ রান্না হলো।

(عَقْلٌ نَاضِجٌ) আকল ও বুদ্ধি পরিপক্ব হলো

এটি جُلِدُ এর বহুবচন। চামড়া।

بَدَّلْنَا (আমরা পরিবর্তন করেছি) تَبَدَّلًا পরিবর্তন করা। বদলানো।

تَبَدَّلًا পরিবর্তিত হওয়া। বদলে যাওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

أولئك من موতাদা, আর الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ এ অংশটি খবর।

من من اسم الموصول ও اسم الشرط এখানে الموصول উহা রয়েছে। অর্থাৎ وَ مَنْ يَلْعَنُهُ اللَّهُ

মাওছুল ও ছিলাহ মিলে مبتدأ আর فلن হলো خبر এবং

جواب الشرط (দেখো, পৃঃ ৭০)

سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ اسم আর إن এর خبر মাওছুল ও ছিলাহ মিলে الذين كفروا ...

خبر إن এর خبر

كلما (দেখো, পৃঃ ৬৮) এখানে এটি بدلنا এর ظرف রূপে

هم مفعول به দ্বিতীয় জলুদা আর مفعول به প্রথম بدلنا এটি

তরজমা : ওরাই ঐ সমস্ত লোক যাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন, আর আল্লাহ যাকে অভিশাপ দেন, তার জন্য তুমি কিছুতেই কোন সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না।

যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অবশ্যই তাদেরকে আমি আগুনে কলসাবো। যখনই তাদের চামড়া সিদ্ধ হবে, তখনই তাদেরকে আমি অন্য চামড়া পরিবর্তন করে দেবো, যাতে তারা (চূড়ান্ত) আযাব ভোগ করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।

(٤) وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خُلْدِينَ فِيهَا أَبَدًا، لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ
نُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

أَبَدًا হাবাচক ও নাবাচক উভয় ফেয়েলের সাথে তা ব্যবহৃত হয়।

أَفْعَلُهُ أَبَدًا আমি তা সর্বদা করবো।

لَا أَفْعَلُهُ أَبَدًا আমি তা কখনো করবো না। (তবে নাবাচক ব্যবহারই বেশী)

أَزْوَاجٌ স্বামী। স্ত্রী। বহুবচনে

ظِلٌّ ظَلِيلٌ স্থায়ী ছায়া (যে ছায়া কখনো রোদ দ্বারা বিয়িত হবে না)।

বাক্য বিশ্লেষণ

... أَدْخِلُهُمْ ... أَبَدًا, مُطَهَّرَةً, الَّذِينَ آمَنُوا ... এ অংশটুকু যুবতাদা, হাচা হাচা খবর।

... تَجْرِي ... এ বাক্যটি جَنَاتٍ এর صِفَةٌ হয়ে مَرْفُوع এর স্থানে এসেছে।

مَنْ تَحْتِهَا এটি تَجْرِي এর সাথে

خَالِدِينَ এটি হয়েছে نُدْخِلُ এর مَفْعُولُ بِهِ থেকে, আর أَبَدًا হচ্ছে

(এটি তাকীদের জন্য এসেছে) ظَرْفُ الزَّمَانِ এর خَالِدِينَ

مُطَهَّرَةً বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা : আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদেরকে অবশ্যই আমি এমন জান্নাতে দাখেল করবো যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হয়, তাতে তারা চিরকাল থাকবে, সেখানে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র স্ত্রীগণ, আর তাদেরকে আমি স্থায়ী ছায়ায় দাখেল করবো।

(٥) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي

الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ

الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَ

أَحْسَنُ تَأْوِيلًا .

শব্দ বিশ্লেষণ

أولو শব্দটি ذو এর বহুবচন। أُولُو الْأَمْرِ এর শাব্দিক অর্থ বিষয়টির অধিকারীগণ। 'বিষয়' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শাসনের বিষয়। সুতরাং أُولُو الْأَمْرِ অর্থ হলো শাসনবিষয়ের অধিকারীগণ, অর্থাৎ শাসকগণ। (رفع - نصب - جر এর উদাহরণ দেখো-)
 كُونُوا مَعَ أُولَى الْأَمْرِ - تُطِيعُ أُولَى الْأَمْرِ - هُمْ أُولُو الْأَمْرِ
 تنازعتم বাবে তাফা'উল। মাহদার تَنَازَعًا পরস্পর বিবাদ করা।

تَفَاعُلُ এর একটি বৈশিষ্ট্য হলো 'পরস্পরতা', সে ক্ষেত্রে তার فاعل একাধিক হওয়া জরুরী।

تَنَازَعُ الرِّجَالِ লোক দু'জন পরস্পর বিবাদ করলো।

تَنَازَعُ فُلَانًا (فِي شَيْءٍ) مَنَازَعَةً وَنِزَاعًا সে অম্বকের সাথে (কোন বিষয়ে) বিবাদ করলো।

ردوا (তোমরা ফিরিয়ে দাও) দেখো, পৃঃ ৭৪

বাক্য বিশ্লেষণ

أُولَى الْأَمْرِ এটি الرسول এর উপর معطوف রূপে منصوب হয়েছে।

منكم এটি متعلق হয়েছে এই উহ্য شبه الفعل এর সঙ্গে, আর তা حال হয়েছে أُولَى الْأَمْرِ থেকে।

শাব্দিক অর্থ- তোমরা শাসকদের আনুগত্য করো এমন অবস্থায় যে, তারা তোমাদের মধ্য হতে গণ্য। (অর্থাৎ যারা মুমিন এবং ন্যায়পরায়ণ শাসক।)

جواب الشرط হচ্ছে ردوه আর شرط إن এর تنزعتم ...

هচ্ছে দ্বিতীয় إن এর شرط এখানে جواب الشرط উহ্য রয়েছে।

আর তা হলো ... فردوه إلى الله ...

جواب الشرط কে উহ্য করার কারণ এই যে, পূর্ববর্তী বাক্য থেকে তা এমনিতেই বুঝে আসছে।

تأويل এটি أحسن এর যমীর থেকে تمیز হয়েছে। تأويل এর একটি অর্থ হলো পরিণাম, ছাঃওয়ার, অর্থাৎ পরিণাম ও ছাঃওয়ারের দিক থেকে তা অধিক উত্তম।

তরজমা : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাঁর
রাসূলের আনুগত্য করো এবং (আনুগত্য করো) তোমাদের দলবদ্ধ
শাসকদের।

অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিবাদে লিপ্ত হও তাহলে তা আল্লাহ
(আল্লাহর) রাসূলের সমীপে পেশ করো। যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং
আখেরাত-দিবসের প্রতি ঈমান পোষণ করো (তাহলে অবশ্যই তা করো)
পরিণামের দিক থেকে এটা ভালো ও উত্তম।

(৭) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مَا
أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ
أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا
بَعِيدًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

الم تر (তুমি কি দেখো নি) (দেখো, পৃঃ ৯৭)

يزعمون (তারা দাবী করে) (ف,ن) মিথ্যা বলা। মিথ্যা দাবী
করা। ধারণা করা।

إلى القاضي উভয়ে (পরস্পরের বিরুদ্ধে) কাজির কাছে বিচার নিয়ে
গেলো। (سম্পর্কে দেখো, পূর্ববর্তী আয়াত)

يضلُّ ইফ'আল থেকে ضلالاً পথভ্রষ্ট করা।

ضلالاً بعيداً (দূরবর্তী গোমরাহী যেখান থেকে আর ফিরে আসা সম্ভব নয়,
অর্থাৎ) চূড়ান্ত গোমরাহী।

বাক্য বিশ্লেষণ

مفعول به এর يزعمون এ অংশটি أنهم

এটি কার উপর معطوف এবং معطوف عليه ও ما أنزل তারকীর্বে কী হয়েছে?

প্রথমে ما এর নিজস্ব অর্থ হিসাবে, তারপর ما এর স্থানীয় অর্থ
হিসাবে بما বাক্যটির তরজমা করো। স্থানীয় অর্থটি

কোন আলামত দ্বারা নির্ধারণ করেছে?

حال থেকে فاعل এর يریدون এটি و قد أمروا

এর স্থানে এর مجرور এর حرف الجر হয়ে উহ مصدر দ্বারা أن এটি أن يكفروا به

আছে, মূলতঃ به يَكْفُرُوا আর তা أمروا এর সাথে متعلق

শব্দটির তারকীব বলো।

তরজমা : আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যারা দাবী করে যে, তারা ঈমান এনেছে ঐ কিতাবের প্রতি যা আপনার উপর নাযিল করা হয়েছে এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে, অথচ তারা পরস্পরের বিচার-ফায়ছলা তাগুতের কাছে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, যেন তারা তাগুতকে অস্বীকার করে। আসলে শয়তান তাদেরকে চূড়ান্তভাবে গোমরাহ করতে চায়।

(٦) . فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلْ أَوْ يَغْلِبْ
فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

فعل মূলতঃ একটি واحد مذকর এর أمر غائب (লড়াই করুক) ليقتل

হয়েছে। مجزوم দ্বারা لام الأمر یا مضارع

يشرون (করা, বিক্রি করা, ক্রয় করা) (ض) يشرون

يغلب (বিজয়ী হয়) পিছনে দেখো, পৃঃ ৪৬

বাক্য বিশ্লেষণ

ليقتل এর فاعল নির্ধারণ করো।

এটি اسم الموصول ও اسم الشرط যা পরবর্তী তিনটি ফেয়েলকে শর্তরূপে জزم দিয়েছে। سوف আর مبتدأ মিলে ও موصول

جواب الشرط এবং خبر হচ্ছে نؤتيه

না سوف এর কারণে جواب الشرط টি মাজযুম হয় নি।

থাকলে ফেয়েলটিকে লাম কালিমা ফেলে দেয়ার মাধ্যমে জযম

দেয়া হতো এবং نُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا বলা হতো।

يَقْتُلُ এটি অব্যায়োগে مَعْطُوف হয়েছে এর উপর।

يَغْلِبُ এটি অব্যায়োগে مَعْطُوف হয়েছে এর উপর।

তরজমা : সুতরাং যারা আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে বিক্রি করে তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে। আর যারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে, অতঃপর নিহত হয় বা বিজয়ী হয়, তাদেরকে অবশ্যই আমি বিরাট আজর দান করবো।

(৭) الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ، فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

كَيْد (চক্রান্ত) كَيْدًا (ض) চক্রান্ত করা। (ব্যবহার দেখো--)

كَادَ তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলো।

طَاغُوت দেখো, পৃঃ ৫২

شَيْطَانِ ইবলিছ, অপআত্মা, দুরাত্মা, দুষ্কর্মা। বহু شَيْطَانِينَ

বাক্য বিশ্লেষণ

كَانَ এটি অতিরিক্ত।

الَّذِينَ...سَبِيلِ اللَّهِ বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা : যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে, আর যারা কুফুরি করেছে তারা তাগুত বা শয়তানের পথে লড়াই করে, সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। নিঃসন্দেহে শয়তানের চক্রান্ত খুবই দুর্বল।

(৮) أَمْ فَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

يَتَذَكَّرُونَ (তারা চিন্তাভাবনা করে) تَذَكَّرًا (গভীর মনোযোগ-সহকারে)

চিন্তা করা (সরাসরি به (مفعول به) বাংলায় এর তরজমা হয়) এটি দুই মাযীর শুরুতে
لو এটি حُرُفُ الشَّرْطِ তবে جازم নয়। এটি প্রথমটি ঘটলে দ্বিতীয়টি
আসে এবং এ কথা বোঝায় যে, প্রথমটি ঘটলে দ্বিতীয়টি
ঘটতো। প্রথমটি না ঘটায় কারণে দ্বিতীয়টি ঘটেনি। যেমন—
لَوْ اجْتَهِدْتَ فِي دِرَاسَتِكَ لَنَجَحْتَ فِي الْإِمْتِحَانِ যদি তুমি
লেখা পড়ায় পরিশ্রম করতে তাহলে পরীক্ষায় সফল হতে
(যেহেতু পরিশ্রম করা হয়নি সেহেতু সফলতাও ঘটেনি।)

كان এর মাঝে বিদ্যমান هو যমীর হচ্ছে তার ইসম। এটি ফিরেছে
القرآن এর দিকে। এটি অব্যয়টি اتيا (আগমনকারী) এই উহা
خبر এর সাথে متعلق এবং তা كان এর
শাব্দিক অর্থ— যদি কোরআন গায়রুল্লাহর পক্ষ হতে আগত
হতো তাহলে।

(যেহেতু কোরআন গায়রুল্লাহ থেকে আগত নয়, সেহেতু
লোকেরা তাতে বৈপরিত্য পাননি।)

لو وجدوا এই সম্পর্কে কী জানো ?

তরজমা : সুতরাং তারা কি কোরআন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে না?
যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তাহলে অবশ্যই
তারা তাতে বহু বৈপরিত্য খুঁজে পেতো।

(٩) وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خُلْدًا فِيهَا وَ
غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

متعمدا (ইচ্ছাকৃতভাবে) كَتَمَ كَتَيْتًا কোন কিছু ইচ্ছা করে করলো।

تَعَمَّدَ الْخَطَا ইচ্ছা করে ভুল করলো।

لعنه (ن) অভিশাপ দেয়া। অভিসম্পাত করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

متعمدا এটি يقتل এর فاعل থেকে।

خلدا এটি جزاء এর ফর্মার থেকে।

শাব্দিক অর্থ- তার প্রতিদান হবে জাহান্নাম, এমন অবস্থায় যে, সে তাতে চিরস্থায়ী হবে।

من এই শব্দটি সম্পর্কে কী জানো (দেখো, পৃঃ ১০১ ও ৭০)

তরজমা : আর যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম। আর আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন এবং তাকে অভিশাপ দেবেন এবং তার জন্য ভীষণ আযাব তৈয়ার করবেন।

(১০) وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

سُوءٌ . যে কোন খারাপ ও মন্দ কথা বা কাজ বা বিষয়।
(ن) মন্দ হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

من يعمل سوءا এতটুকুর তারকীব বলো।

يظلم এটি উপর। অর্থাৎ অব্যয়যোগে معطوف হয়েছে।

يستغفر এটি উপর। আর অর্থাৎ অব্যয়যোগে معطوف হয়েছে।

يجد এটি উপর। আর অর্থাৎ অব্যয়যোগে معطوف হয়েছে।

فعل তিনটি شرط রূপে من দ্বারা مجزوم হয়েছে। আর

ফেয়েলটি مجزوم হয়েছে جواب الشرط রূপে।

الله এই মহান শব্দটি হচ্ছে إيجاد এর প্রথম ভে আর

مفعول به দ্বিতীয় ভে হওয়া হওয়া

তরজমা : আর যে ব্যক্তি বদ আমল করবে কিংবা নিজের উপর জুলুম করবে, তারপর আল্লাহর কাছে মাগফেরাত প্রার্থনা করবে সে অবশ্যই আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়াময় পাবে।

(১১) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرَ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

دون এটি ظرف مکان বা স্থানবাচকশব্দ। এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে।

دُونَ قَدَمِكَ তোমার পায়ের নীচে ।

جَلَسْتُ دُونَكَ তোমার পিছনে বসেছি ।

سَارَ الْأَمِيرُ دُونَ الْجَمَاعَةِ আমির জামা'আতের অগ্রে অগ্রে
চলেছেন ।

دُونَ الشَّرْكِ (জন্মাতার দিক থেকে) শিরকের নীচে

مِنْ دُونَ اللَّهِ আল্লাহ ছাড়া

বাক্য বিশ্লেষণ

مفعول به এর لا يغفر হয়ে مصدر द्वारा أن অংশটি এ أن يشرك به

হয়েছে এবং منصوب এর স্থানে রয়েছে ।

ما شبه الفعل উহ্য ثابت دون ذلك আর اسم الموصول এটি

এর ظرف আর ظرف ও شبه الفاعل তার شبه الفعل

এর موصولة হয়ে صلة এর موصولة হয়ে আছে ।

এবার তুমি বলো صلة ও موصولة মিলে তারকীব কী হয়েছে ।

من يشاء এর তারকীব করো حرف الجر। সাথে তারকীব করো لمن يشاء

.... من يشرك بالله এ বাক্যটির তারকীব করো ।

তরজমা : নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করা মাফ করবেন না, আর তার চেয়ে নীচের গোনাহ যাকে ইচ্ছা করবেন তাকে মাফ করে দেবেন । আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে (কোন কিছুকে) শরীক করবে সে চূড়ান্তরূপে গোমরাহ হবে ।

(١٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ

عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ

وَمَلِئَتْ كَيْتَهُ وَكُتِبَ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ

ضَلَالًا بَعِيدًا *

বাক্য বিশ্লেষণ

الكتب প্রথমটি معطوف হয়েছে رسولہ এর উপর । আর দ্বিতীয়টি

মেঘনাদে প্রথমটির উপর।

مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ قَبْلَ الْقُرْآنِ (কথাটি ব্যাখ্যা করো)

وَمِنْ يَكْفِر থেকে শেষ পর্যন্ত তারকীব করো।

তরজমা : হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসুলের প্রতি এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসুলের উপর নাযিল করেছেন এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা (এই কিতাবের) পূর্বে নাযিল করেছেন। আর যে আল্লাহকে এবং তাঁর ফিরেশাদারকে এবং তাঁর রাসূলগণকে এবং আখেরাত-দিবসকে অস্বীকার করে সে চূড়ান্তরূপে গোমরাহ হবে।

(১৩) إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا *

বাক্য বিশ্লেষণ

শব্দটি অর্থগতভাবে اسم الفاعل এর اسم المفعول কিন্তু তারকীবের দিক থেকে তার إليه مضاف

এর তারকীব হলে اسم الفاعল টি তানবীন যুক্ত হতো

এটি কার সাথে متعلق হয়েছে ?

এটি مَجْتَمِعِينَ অর্থ জামع এর مضاف إليه থেকে حال হয়েছে, যা মূলত জামع এর اسم المفعول হিলো।

তরজমা : নিঃসন্দেহে আল্লাহ সকল মুনাফিক ও কাফিরকে জাহান্নামে একত্র করবেন।

(১৪) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وَإِذَا قَامُوا إِلَى

الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى، يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ

إِلَّا قَلِيلًا

শব্দ বিশ্লেষণ

يُخَادِعُونَ (তারা ধোকা দেয়) خَادِعًا وَهُوَ خَادِعُهُمْ

خَدَعًا, خَدِيعَةً (ফ)

يُرَاءُونَ (তারা দেখায়) رِيَاءً

এটি مفاعلة এর فعل

বাক্য বিশ্লেষণ

থেকে। مفعول به এর يخذعون হয়েছে حال এটি وهو خادعهم

হয়েছে مضاف হয়েছে এর مفعول به যা اسم الفاعل এটি خادعهم

থেকে, فاعل এর قاموا হয়েছে حال এটি كسالى

جواب হচ্ছে قاموا দ্বিতীয় এবং شرط إذا এর إذا হচ্ছে قاموا

الشرط

إذا এর পরবর্তী বাক্যটি মাছদার হয়ে إذا এর مضاف إليه আর

• إذا শব্দটি جواب الشرط রূপে نصب এর স্থানে রয়েছে।

এখানে পুরো বাক্যটির মূলরূপ এই-

قَامُوا كَسَالَى حِينَ قِيَامِهِمْ إِلَى الصَّلَاةِ

তরজমা : নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোকা দিতে চায়, আর আল্লাহ তাদেরকে ধোকার শাস্তি দেন।

আর তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন অলসভাবে দাঁড়ায়। তারা মানুষকে দেখায়। তারা আল্লাহকে স্মরণ করে না, তবে খুব কম।

(১৫) مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، وَكَانَ اللَّهُ

شَاكِرًا عَلِيمًا *

তরজমা : তোমরা যদি শোকর করো, আর ঈমান আনো তাহলে আল্লাহ তোমাদের আযাব দিয়ে কী করবেন। আর আল্লাহ তো (বান্দার আমলের) শোকরকারী, সর্বজ্ঞানী।

দ্রষ্টব্য : বান্দার আমলের শোকর করার অর্থ আমলের প্রতিদান দেয়া।

١) إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ
 اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، وَ
 يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا * أُولَٰئِكَ هُمُ
 الْكَافِرُونَ حَقًّا، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا * وَ
 الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ
 أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمُ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

يفرقوا (পার্থক্য করতে চায়) পিছনে দেখো, পৃঃ ৭৬

بعض কিছু অংশ। কতিপয়।

اتَّخَذُوا (গ্রহণ করা, বানানো) - اتَّخَذَ - يَتَّخِذُ - مূলতঃ ছিলো-
 اتَّخَذَ - يَتَّخِذُ - اتَّخَذَ

হামযাকে ত দ্বারা বদল করে ত কে ত এর মাঝে ইদগাম করা
 হয়েছে।

يريدون أن يتخذوا তারা গ্রহণ করতে চায়।

বাক্য বিশ্লেষণ

بين ذلك এখানে ذلك দ্বারা ইশারা করা হয়েছে পূর্ববর্তী ফেয়েল نؤمن
 এবং الكفر এর মাঝে বিদ্যমান মাছদার الإيمان ও الكفر এর
 দিকে। অর্থাৎ الْكُفْرَ وَالْإِيمَانَ (দেখো, পৃঃ ৭৯)

... إن الذين এর উপরে يكفرون অংশটি يريدون أن يفرقوا এখানে
 معطوف হয়েছে এবং يقولون অংশটি يريدون এর উপর
 معطوف হয়েছে।

আর نؤمن অংশটি الكفر এর উপর معطوف হয়েছে।

۱. معطوف হয়েচে। এর উপর يقولون অংশটি يريدون أن يتخذوا
 ۨ. صلة الذين এর معطوف ও معطوف عليه এই সমস্ত
 ۩. হয়েছে। আর صلة ও موصول اسم এর İn এটি أولئك هم الكفرون
 ۪. শব্দটি উহা ফেয়েলের مفعول مطلق হয়েছে (এটা পরে
 ۫. ভালোভাবে বুঝতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।)
 ۬. احدى منهم এ অংশটুকু মুবতাদা, أولئك হচ্ছে দ্বিতীয়
 ۭ. মুবতাদা, আর سوف يؤتيهم ... এ
 ۮ. এই জুমলাটি প্রথম মুবতাদার খবর। سوف أولئك না থাকলে
 ۯ. سوف اسم الموصول সরাসরি يؤتيهم এর খবর হতো।
 ۰. كان এটি অতিরিক্ত।

তরজমা : যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও
 তাঁর রাসূলগণের মাঝে পার্থক্য করতে চায়, আর বলে, আমরা কতিপয়কে
 বিশ্বাস করি, আর কতিপয়কে অবিশ্বাস করি এবং তারা এর মাঝে (অর্থাৎ
 ঈমান ও কুফুরির মাঝে তৃতীয়) কোন পথ গ্রহণ করতে চায়, ওরাই হলো
 প্রকৃত কাফির। আর কাফিরদের জন্য আমি অপমানজনক আযাব তৈয়ার
 করে রেখেছি।

আর যারা আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে এবং
 তাদের কারো মাঝে কোন পার্থক্য করেনি, তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই
 প্রতিদান দেবেন। আর আল্লাহ তো মহাক্ষমশীল ও চিরদয়ালু।

(ۨ) يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ
 فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً
 فَأَخَذَتْهُمُ الصُّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ
 مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، وَآتَيْنَا مُوسَىٰ
 سُلْطَانًا مُبِينًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

- أَرْنَا (আমাদেরকে দেখান) أَرَى - يُرَى - إِرَاءَةٌ দেখানো ।
 جَهْرَةً (প্রকাশিত জিনিস) جَهْرَةً প্রকাশিতরূপে । এটি ظاهراً অর্থে
 হয়েছে أَرَزَ ফেয়েলের এর দ্বিতীয় به مفعول থেকে ।
 শাব্দিক অর্থ- আপনি আমাদেরকে আল্লাহকে দেখান এমন
 অবস্থায় যে, তিনি প্রকাশিত ।
 (ف) جَهَرَ الشَّيْءُ جَهْرًا প্রকাশিত হলো ।
 (ف) جَهَرَ جَهْرًا, جِهَارًا প্রকাশ করা, প্রকাশ্যে করা বা বলা । এর
 ব্যবহার ب অব্যয়যোগে - جَهَرَ بِالْكَلَامِ
 صَاعِقَةً (আকাশ থেকে পতিত বজ্র) বহুবচনে صَوَّعَ
 . صَعَقَتْهُمْ السَّمَاءُ (صَعَقًا, ن) আকাশ তাদেরকে বজ্রাহত
 করলো صَعَقَتْهُمْ الصَّاعِقَةُ বজ্র তাদেরকে আঘাত করলো ।
 (বাংলায় উভয় বাক্যের তরজমা হবে- তারা বজ্রাহত হলো ।)
 عَجَلٌ গাড়ীর বাছুর । বহুবচনে عَجُولُ
 سلطان (প্রমাণ) অন্যান্য অর্থ- ক্ষমতা, ক্ষমতাবান, বাদশাহ ।

বাক্য বিশ্লেষণ

- أَكْبَرُ এটি اسم التفضيل এবং سَأَلُوا এর দ্বিতীয় به مفعول রূপে
 মানছুব ।
 أَخَذُوا الْعِجْلَ এখানে এই উহ্য শব্দটি به مفعول থেকে
 مِنْ এটি অতিরিক্ত । ... بعد হচ্ছে পূর্ববর্তী فعل এর ظرف আর
 بعد হচ্ছে حرف المصدر সুতরাং পরবর্তী বাক্যটি মাছদার হয়ে
 بَعْدَ مَجِيئِهِمُ الْبَيِّنَاتِ - এই মূলরূপ এই হবে । مضاف إليه
 أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابٌ مِنَ السَّمَاءِ এ অংশটুকুর তারকীব করো ।

তরজমা : কিতাবীরা আপনার কাছে দাবী জানায় যে, আপনি আসমান
 থেকে এক কিতাব তাদের উপর নাযিল করে দেবেন । তারা তো মূসা
 (আঃ)-এর কাছে এর চেয়ে বড় কিছু দাবী করেছিলো । অর্থাৎ তারা
 বলেছিলো যে, আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহকে দেখিয়ে দিন । তখন তাদের

জুলুমের কারণে বজ্র তাদেরকে পাকড়াও করেছিলো।

অতঃপর তারা তাদের কাছে নিদর্শনসমূহ আসার পরও বাছুরকে (উপাস্য রূপে) গ্রহণ করেছিলো, তবু আমি তা ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। আর আমি মূসাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছিলাম।

(৩) وَ رَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا
الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا
مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

জুলুম (তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো না) (ن) عَدَوْنَا (তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো না) (ن) عَدَوْنَا
করা, সীমা লঙ্ঘন করা। غَلِيظٌ কঠিন

বাক্য বিশ্লেষণ

بِمِيثَاقِهِمْ এখানে অব্যয়টি হেতুবাচক, আর এখানে একটি مضاف উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ يَنْقُضُ مِيثَاقَهُمْ (তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে) (ن) نَقَضْنَا ভঙ্গ করা।

سُجَّدًا এটি سَاجِدٌ এর বহু এবং তা ادخلوا এর فاعل থেকে حال
فِي السَّبْتِ (শনিবারের বিষয়ে) শনিবারে তাদের জন্য মাছ ধরা নিষেধ ছিলো, কিন্তু তারা একটি কৌশল করে এই নিষেধ অমান্য করেছিলো। ফলে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি রূপে বানরে পরিণত করেছিলেন।

তরজমা : আর আমি তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার কারণে (তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য) তাদের উপর তুর পাহাড়কে তুলেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, (বাইতুল মুকাদ্দাসের) দরজা দিয়ে সিজদা অবস্থায় প্রবেশ করো। আর তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা শনিবারের বিষয়ে সীমা লঙ্ঘন করো না। আর আমি তাদের থেকে কঠিন প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম।

(৪) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا
بَعِيدًا * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ

و لا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خُلِدِينَ فِيهَا
 ابدا، و كان ذلك على الله يسيرًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

صَدُّوا (তারা বাধা দিলো) (ن) صَدًّا বাধা দেয়া। ফিরিয়ে রাখা।

صَدَّ عَنْ شَيْءٍ তাকে কোন কিছু থেকে বাধা দিলো।

صَدَّ عَنْهُ তার থেকে ফিরে থাকলো। (ن) صُدُّوا ফিরে থাকা।

يَسِيرٌ (সহজ) سَهْلٌ সহজতা।

بعيدا এ সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ১০২

বাক্য বিশ্লেষণ

لم يكن الله ليغفر لهم আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করার নন এবং তাদেরকে
 পথ প্রদর্শন করার নন।

الله এ মহান শব্দটি اسم এর لم يكن ফেয়েলটি উহ্য
 এ মন্বয় এর مجرور এর স্থানে আছে।
 এ মন্বয় এর مجرور হয়ে مصدر দ্বারা
 আর مجرور ও حرف الجر মিলে এই উহ্য
 এর شبه الفعل তার সাথে متعلق
 আর مجرور ও شبه الفاعل তার সাথে متعلق
 আর خبر এর لم يكن নিয়ে
 এর তারকীব لیغفر
 এর তারকীব خبر এর لم يكن নিয়ে
 মত। বাক্যটির মূলরূপ এই-

لَمْ يَكُنِ اللَّهُ مُرِيدًا لِمَغْفِرَتِهِمْ وَ هِدَايَتِهِمْ

(শাব্দিক অর্থ) আর আল্লাহ তাদের মাগফিরাতের এবং তাদের
 পথ প্রদর্শনের ইচ্ছাকারী নন।

إن উভয় اسم ও خبر চিহ্নিত করো।

তরজমা : নিঃসন্দেহে যারা কুফুরি করেছে এবং (মানুষকে) আল্লাহর পথ
 থেকে ফিরিয়ে রেখেছে তারা চূড়ান্তরূপে গোমরাহ হয়েছে।

নিঃসন্দেহে যারা কুফুরি করেছে এবং (মুহাম্মাদী নবুয়িত অস্বীকার করে)
 জুলুম করেছে আল্লাহ তাদেরকে মাফ করবেন না এবং তাদেরকে
 জাহান্নামের পথ ছাড়া অন্য কোন পথ দেখাবেন না, (শুধু জাহান্নামের পথ
 দেখাবেন) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর আল্লাহর জন্য তা সহজ।

(٥٠) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا *

বাক্য বিশ্লেষণ

متعلق এর সাথে جاء তা অব্যয়টি হেতুবাচক এবং তা
 হয়েছে, আর এখানে একটি مضاف উহা রয়েছে অর্থাৎ
 (।) جاء لإقامة الحق (হক প্রতিষ্ঠা করার জন্য এসেছেন)

متعلق এর সাথে দ্বিতীয় من ريكম
 صفة -এর مفعول مطلق বা এই إيماناً একটি خيرا لكم
 (তোমরা এমন ঈমান আনয়ন করো যা
 তোমাদের জন্য উত্তম) متعلق এর সাথে خيرا لكم

فَلَنْ تَكْفُرُوا ۖ اর্থ: উহা جواب الشرط আর شرط এর ইন এটি অর্থ: **فَلَنْ تَكْفُرُوا** ۖ

এর তারকীব করো। **اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ**

তরজমা : হে লোকসকল! হক প্রতিষ্ঠা করার জন্য তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে রাসূল এসেছেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের জন্য কল্যাণকর ঈমান আনয়ন করো। আর যদি তোমরা কুফুরি করো (তাহলে তোমাদের কুফুরি কিছুতেই আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।) কেননা আসমান ও যমীনের মালিকানা তো আল্লাহরই জন্য। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাময়।

(٦) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا * فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

برهان (প্রমাণ) বহুবচনে
 مبین (সুস্পষ্ট) اسم الفاعل باب الإفعال থেকে
 إبانة সুস্পষ্ট/সুপ্রকাশিত হওয়া। সুস্পষ্ট/সুপ্রকাশিত করা।
 সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা। পৃথক করা। (متعدى ও لازم)
 بياناً সুস্পষ্ট হওয়া। সুস্পষ্ট করা। সুস্পষ্ট-রূপে বর্ণনা
 করা। (متعدى ও لازم) بان الشيء - بان الشيء

বাক্য বিশ্লেষণ

وفضلُ এটি معطوف হয়েছে এর উপর, আর من অব্যয়টি উহ্য
 صفة এর رحمة এবং তা متعلق এবং نازلة এর সাথে
 مفعول به দ্বিতীয় এর يهدي এটি صراطا ...

তরজমা : হে লোকসকল! নিঃসন্দেহে তোমাদের কাছে তোমাদের
 প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রমাণ এসেছে। আর আমি তোমাদের প্রতি
 সুপ্রকাশিত নূর (কুরআন) নাযিল করেছি।

সুতরাং যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং ঐ নূরকে আকড়ে ধরেছে
 তাদেরকে অবশ্যই তিনি তাঁর রহমতে এবং অনুগ্রহে দাখিল করবেন এবং
 তাদেরকে তাঁর দিকে (পৌছার) সরল পথ প্রদর্শন করবেন।

(٧) الْيَوْمَ يَنصُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ و
 اخْشَوْنَ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ
 نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

يَنصُرُ তার থেকে বা তার সম্পর্কে নিরাশ হলো।
 لَا تَيَاسُوا مِنَ رَوْحِ اللَّهِ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না
 لَا تَخْشَوْهُمْ (তাদেরকে ভয় পেয়ো না) (س) خَشْيَةً ভয় করা, শঙ্কিত
 হওয়া। (ব্যবহার দেখো-)
 خَشْيَةً مِنْهُ তাকে ভয় করলো। তার থেকে শঙ্কিত হলো।
 أَخْشَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ তা হবে বলে আশঙ্কা করছি।

তার ব্যাপারে আশঙ্কা করছি।
 أَكْمَلْتُ (পূর্ণ করলাম) إِكْمَالًا পূর্ণতা দান করা। (ক) পূর্ণ হওয়া,
 পূর্ণতা লাভ করা। গুণের দিক থেকে পূর্ণতা লাভ করা।

إِكْتَمَلْتُ পূর্ণতা লাভ করলো।
 رَضِيتُ (অব্যয়যোগে) رَضًا, رِضْوَانًا, مَرْضَاةً (স) সন্তুষ্ট হওয়া
 رَضِي عَنْهُ তার প্রতি সন্তুষ্ট হলো।

رَضِي بِهِ তাকে নিয়ে সন্তুষ্ট হলো। তাকে সন্তুষ্ট চিন্তে গ্রহণ
 করলো। (ব) অব্যয়যোগে)

رَضِيَ عَنْهُ তা গ্রহণ/কবুল/মঞ্জুর করলো। (সরাসরি به مفعول)

বাক্য বিশ্লেষণ

رَضِيتُ (গ্রহণ করেছি) دِينًا আর مَفْعُولُ بِهِ এর رَضِيتُ হচ্ছে الإسلام (গ্রহণ করেছি)
 حال থেকে مَفْعُولُ بِهِ এর رَضِيتُ হচ্ছে
 শাদিক অর্থ- আর ইসলামকে তোমাদের জন্য কবুল করেছি,
 এমন অবস্থায় যে, তা একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন।
 কিংবা رَضِيتُ অর্থ 'বানিয়েছি'। তখন دِينًا হবে তার দ্বিতীয়
 متعلق আর رَضِيتُ হচ্ছে لَكُمْ আর مَفْعُولُ بِهِ

اليوم ... من دينكم বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা : আজ কাফিররা তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে।
 সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় করো।
 আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের
 প্রতি আমার নে'য়মতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং দ্বীনরূপে ইসলামকে
 তোমাদের জন্য অনুমোদন করলাম।

দ্রষ্টব্য : নিরাশ হওয়ার অর্থ- কাফিররা নিশ্চিতরূপে বুঝে
 ফেলেছে যে, তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফেরানো এবং
 তোমাদের দ্বীনকে নিশ্চিহ্ন করা আর সম্ভব নয়।

(٨) الْيَوْمَ أَحْلَلْتُ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتِ، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ
 لَكُمْ، وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ.

শব্দ বিশ্লেষণ

أَجَلٌ ইফ'আল থেকে মাজহুল। هَالَالٌ হালাল করা।

حل (হালাল, বৈধ)

(ض) هَالَالٌ হালাল হওয়া, বৈধ হওয়া।

حَلَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ (حُلُولًا, ض) মানুষের উপর

আল্লাহর গজব নাযিল হলো।

حَلَّ الْمَكَانَ/بِالْمَكَانِ (حُلُولًا ن - ض) স্থানটিতে অবতরণ/

অবস্থান করলো।

حَلَّ الْعُقْدَةَ (حَلًّا, ن) গিঁঠ খুলে দিলো।

حَلَّ الْمَشْكَلَةَ সমস্যাটির সমাধান করলো।

طَعَامُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حُلٌّ لَكُمْ

তরজমা : আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হলো। আর কিতাবীদের খাবার তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাবার তাদের জন্য হালাল।

(٩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا

وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ

أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ،

শব্দ বিশ্লেষণ

مَرَافِقُ এটি مَرْفَقُ এর বহু। হাতের কনুই।

كَعَبٌ পায়ের গোড়ালী। বহুবচনে كَعُوبٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ এখানে ب অব্যয়টি অতিরিক্ত। অর্থাৎ مَسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

أَرْجُلَكُمْ এটি مَعْطُوف হয়েছে পূর্ববর্তী أَيْدِيَكُمْ এর উপর।

إِذَا এর সম্পর্কে যা জানো

বলো। পুরো বাক্যটির মূলরূপ বলো। পৃঃ ৮, ৩৫

তরজমা : হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযে দাঁড়াতে যাও তখন

তোমাদের মুখমণ্ডল এবং কনুইসহ তোমাদের হাত ধুয়ে নাও এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করে নাও এবং গোড়ালীসহ তোমাদের পা ধুয়ে নাও।

(১০) وَ اتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ * وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ *

বাক্য বিশ্লেষণ

মفعول به প্রথম হচ্চে الذين এটি দুই মفعول দাবী করে।
মفعول به দ্বিতীয় উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ وَأَجْرًا
বাক্যটি উহ্য মفعول এর দিকে ইঙ্গিত করছে।

بِمَا تَعْمَلُونَ এখানে مَا এর পরিচয় বলো।

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ এর তারকীব করো।

তরজমা : আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে আল্লাহ তাদেরকে (ক্ষমা ও প্রতিদানের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান।

(১১) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ * يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهِمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، وَ اتَّقُوا اللَّهَ، وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

هَمَّ (ইচ্ছা করলো) (ن) هَمًّا করা (ব্যবহার দেখো-)

هَمَّ بِالْقَتْلِ হত্যা করার দৃঢ় ইচ্ছা করলো।

هَمَّ أَنْ يَقْتُلَ হত্যা করার দৃঢ় ইচ্ছা করলো।

أَنْ يَسْطُوا বাবে নাছুরা থেকে, মাছদার بَسَطَ প্রসারিত করা।

بَسَطَ الْفِرَاشَ বিছানা বিছালো।

بَسَطَ الثَّوْبَ কাপড় ছড়ালো।

بَسَطَ اللَّهُ الْأَرْضَ আল্লাহ যমীনকে বিস্তৃত করেছেন।

بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ (তার জন্য) রিযিক প্রশস্ত

করেছেন। পর্যাণ্ট করেছেন।

بَسَطَ يَدَهُ সে তার হস্ত প্রসারিত করলো।

بَسَطَ إِلَيْهِ يَدَهُ তার কাছে হাত পাতলো। (ভাল বা মন্দ

উদ্দেশ্যে) তার দিকে হাত বাড়ালো।

كَفَّ (متعدي و لازم) বিরত থাকা। বিরত রাখা।

كَفَّ عَنْ ... কোন কিছু থেকে বিরত থাকলো।

كَفَّ عَنْ ... তাকে কোন কিছু থেকে বিরত রাখলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

عليكم এটি একটি নازلة এই উহ্য فعل এর সাথে এবং তা

حال থেকে مفعول به অঙ্করো

اذ এটি একটি ظرف الزمان হয়েছে এর।

أن ييسطوا এটি একটি মفعول به এর هم আর তা ب অব্যয়যোগে ব্যবহৃত হয়।

কিছু মفعول به টি দ্বারা مصدر হলে ব অব্যয়টি উহ্য থাকে।

هم يقتله - هم أن يقتله - যেমন

أمرنا الله بعبادته - أمرنا الله أن نعبدَه - তদ্রপ

أذنت له بالخروج - أذنت له أن يخرج - তদ্রপ

এ ধরনের আরো কিছু উদাহরণ আছে। যেমন

طمع أن يكسب المال - طمع في كسب المال

نهيت أنه يكذب - نهيت عنه الكذب

الذين الجحيم আয়াতটির তারকীব করো।

তরজমা : আর যারা কুফুরি করে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ওরা জাহান্নামী।

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরণ করো, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের দিকে তাদের হাত বাড়াতে উদ্যত হলো, তখন তিনি তাদের হাত তোমাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন। আর তোমরা

আল্লাহকে ভয় করো, আর মুমিনরা যেন আল্লাহরই উপর ভরসা করে।

(১২) يَا هَلْ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا

كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ، قَدْ جَاءَكُمْ

مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ

رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ *

শব্দ বিশ্লেষণ

سلام শান্তি এটি সُبُل এর বহু, পথ।

মুভিন (সুস্পষ্ট) দেখো, ৬নং আয়াত

মুভিন (সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন) থেকে মাছদার তুভিননা

সুস্পষ্টরূপে/বিশদরূপে বর্ণনা করা।

(থেকে তফেল)। বিষয়টি সুস্পষ্ট হলো। (থেকে তুভিননা)

বাক্য বিশ্লেষণ

যিভিন লক এটি রসুনাল থেকে হলেহে।

উহা রয়েছে, এল হিলাহ এল মوصল থেকে হলেহে কন্ত তখফুন

এর মজরুর এর মন হিলাহ-মাওছুল মিলে - মা কন্ত তখফونه

এর স্থানে এসেছে। হরফুল জর ও মাজরুর মিলে

এর সফে এর কথিরা এবং তা মতেলু

শাদিক অর্থ- তিনি তোমাদের জন্য বর্ণনা করেন এমন বহু

বিষয় যা ঐ সকল বিষয় থেকে গণ্য যা তোমরা গোপন

করতে।

হালাহ এল মামীরটি থেকে হাল। শাদিক অর্থ- যা তোমরা

গোপন করতে, এমন অবস্থায় যে, তা কিতাবের মধ্য হতে

গণ্য।

দ্বিতীয় সُبُل السلام আর মفعول বে এল প্রথম এল যিহদি এটি মন তবিহ রুওয়ানে

এই তারকীব হিসাবে তরজমা- তিনি তা দ্বারা শান্তির পথ প্রদর্শন করেন ঐ ব্যক্তিকে যে তার সন্তুষ্টি অনুসরণ করে।

অথবা سَبَلُ السَّلَامِ হচ্ছে رِضْوَانُهُ থেকে بدل এই তারকীবের তরজমা- তা দ্বারা তিনি পথ প্রদর্শন করে ঐ ব্যক্তিকে যে তার সন্তুষ্টি অনুসরণ করে, অর্থাৎ শান্তির পথ অনুসরণ করে।

তরজমা : হে কিতাবীগণ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল এসে গেছেন, যিনি কিতাবের এমন বহু বিষয় প্রকাশ করে দেন যা তোমরা গোপন করে রাখতে, আর অনেক বিষয় তিনি মাফ করে দেন।

অবশ্যই তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে একটি নূর এবং সুপ্রকাশিত গ্রন্থ। তা দ্বারা তিনি ঐ লোকদেরকে শান্তির পথ প্রদর্শন করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টি চায় এবং আপন অনুগ্রহে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন, আর তিনি তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেন।

(১৩) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ، قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَ

أُمَّهُ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *

শনিء قدير *

শব্দ বিশ্লেষণ

يَمْلِكُ (ক্ষমতা রাখে, পারে) مَلِكًا (মালিক হওয়া। অধিকারী হওয়া, সক্ষম হওয়া, পারা, ক্ষমতা রাখা।
مَلِكٌ شَيْئًا কোন কিছুর মালিক হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

السَّمَوَاتِ وَ معطوف হয়েছে এটি ৫১। এর তারকীব দেখো, পৃঃ ৫১।
الأرض এর উপর।

ارضِ এর তারকীব করো এবং তা কার উপর معطوف বলো।

بن مريم তারকীবে কী হয়েছে ?

أُمُّهُ কার উপর معطوف হয়েছে ?

جميعاً এটি مُجْتَمِعِينَ অর্থে حال হয়েছে الارضِ من থেকে।

তরজমা : অবশ্যই তারা কুফুরি করেছে যারা বলে যে, মারয়ামের পুত্র মাসীহই হচ্ছেন আল্লাহ। আপনি বলুন, তবে আল্লাহর মোকাবেলায় কে কিছু করতে পারে, যদি তিনি মাসীহ ইবনে মারয়ামকে এবং তার মাকে এবং যমীনে বিদ্যমান সকলকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন।

আর আসমান-যমীনের এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর রাজত্ব তো আল্লাহরই জন্য। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা সৃষ্টি করেন। আর আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

(١٤) وَ قَالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصْرَىٰ نَحْنُ أَبْنَاؤُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ، يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا، وَ اِلَيْهِ الْمَصِيرُ *

শব্দ বিশ্লেষণ

مَصِيرًا (ض) কোন কিছুতে উপনীত হলো, প্রত্যাবর্তন করলো ...

و اِلَيْهِ الْمَصِير আর তারই কাছে প্রত্যাবর্তন করা হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ

من خلق মাওছুল ও ছিলাহ মিলে এর مجرور এর স্থানে এসেছে, আর

صفة এর بشر হয়ে متعلق এর সাথে معدود টি حرف الجر

এবার তুমি বলো। اِلَى الْمَوْصُول কোনটি ?

إِلَى اللَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا এর তারকীব করো।

তরজমা : আর ইহুদী ও নাছারারা বলে, আমরা আল্লাহর পুত্র এবং তার প্রিয়জন। আপনি বলুন, তাহলে কেন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের গোনাহের কারণে আযাব দেন, বরং তোমরাও তাদের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ

মানুষ যাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। যাকে তিনি ইচ্ছা করেন তাকে মাফ করেন আর যাকে ইচ্ছা করেন তাকে আযাব দেন।

আর আল্লাহরই জন্য আসমান-যমীনের এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর রাজত্ব। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করা হবে।

(১৫) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ

فِيكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَ لَكُم مَّلُوكًا وَاتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ اَحَدًا مِّنْ

الْعٰلَمِيْنَ، يٰقَوْمِ اَدْخُلُوا الْاَرْضَ الْمَقْدَسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّٰهُ

لَكُمْ وَلَا تَرْتُدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

دُبُرُ বহু অদ্বার পৃষ্ঠ, পিঠ, নিতম্ব। কোন বস্তুর পিছনের অংশ।

اِرْتِدَادًا ফিরে যাওয়া। বিভিন্ন ব্যবহার—

اِرْتَدَّ عَلَىٰ اَثَرِهِ যে পথে গিয়েছিলো সে পথে ফিরে এলো।

(اِرْتُوْ) মানে চিহ্ন, পদচিহ্ন)

اِرْتَدَّ اِلَيْهِ তার কাছে প্রত্যাবর্তন করলো।

اِرْتَدَّ عَنْ طَرِيقِهِ সে তার পথ থেকে সরে গেলো।

اِرْتَدَّ عَنْ دِيْنِهِ সে ধর্মত্যাগ করলো।

اِرْتَدُّوا عَلٰى اَدْبَارِهِمْ) সে পিছনে ফিরে গেলো।

جمع مذكر حاضر এর مضارع থেকে باب الانفعال এটি فتنقلبوا

انقلب شيء কোন কিছু উল্টে শেলো।

انقلب (إلى) ফিরে গেলো।

انقلب خاسراً ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় ফিরে গেলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

إِذْ قَالَ ‘ইয’ শব্দটির পরিচয় বলো, এবং এখানে তা তারকীবে কী

হয়েছে বলো। পরবর্তী বাক্যটি তারকীবে কী হয়েছে এবং তখন

বাক্যটির মূলরূপ কী হবে বলো। (দেখো, পৃঃ ৩৫ ও ৬৯)

عليكم এর তারকীব বলো (দেখো, পৃঃ ৭৬)।

إِذْ جَعَلَ এখানে ঐ শব্দটি কোন্ উহ্য شبه الفعل এর ظرف হয়েছে বলা
(প্রয়োজনে দেখো, পৃঃ ৭৬)

ما لم يُؤْتِ এটি موصول ও صلة মিলে আতাকম এর দ্বিতীয় به মفعول হয়েছে।
আর عائد إلى الموصول উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ, ما لم يُؤْتِ
মূলতঃ ছিলো ফেয়লটি لم দ্বারা مجزوم হয়েছে এবং ناقص
হিসাবে লাম কালিমা ফেলে দেয়ার মাধ্যমে جزم দেয়া হয়েছে।

এটি উহ্য معدودًا এর সাথে متعلق হয়ে أحدًا এটি
শাব্দিক অর্থ : এবং তিনি তোমাদেরকে এমন জিনিস দান
করেছেন, যা সমস্ত জগতের মধ্য হতে গণ্য কাউকে দান করেন
নি। (এর স্থানীয় অর্থ হিসাবে তরজমা করো)

এটি কোন্টি বলা। عائد إلى الموصول ছিলো التي এর
আমর, নেহী ইত্যাদির পর যদি السبب আসে তাহলে তার
পরে উহ্য থেকে فعل مضارع কে নহব দান করে।

তরজমা : আর ঐ সময়ের কথা স্মরণ করো যখন মূসা (আঃ) তার
কাওমকে বললেন, তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ
করো, যখন তিনি তোমাদের মাঝে বহু নবী বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে
বাদশাহ বানিয়েছেন। আর তোমাদেরকে এমন সব নেয়ামত দান করেছেন
যা জগৎবাসীদের মধ্য হতে কাউকে দান করেন নি।

হে আমার কাওম, তোমরা পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করো, যা আল্লাহ
তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন। আর তোমরা পিছনের দিকে ফিরে যেয়ো
না, তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(১৬) قَالُوا يَمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ * وَإِنَّا لَنَدْخُلُهَا
حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دُخِلُونَ *
قَالَ رَجُلَيْنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن نَّمُوتَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا
عَلَيْهِمُ الْبَابَ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غُلِبُونَ، وَعَلَى اللَّهِ

نَذَخْلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا
إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

جبار পরাক্রমশালী।

قَعِدُونَ এটি اسم الفاعل (ন) - বসা قَعُودًا

বাক্য বিশ্লেষণ

ل دام এটি كان এর সমগোত্রীয় فعل ناقص এবং তা দু'টি বাক্যের মাঝে আসে, এবং এ কথা বোঝায় যে, পূর্ববর্তী বিষয়টি ততক্ষণ অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ পরবর্তী বিষয়টি অব্যাহত থাকবে। যেমন- أَجْلِسْ مَا دَامَ رَاشِدٌ جَالِسًا
আমি বসবো যতক্ষণ রাশেদ বসা আছে। (রাশেদ যতক্ষণ বসা থাকবে, আমি ততক্ষণ বসা থাকবো)
لَنْ أُخْرِجَ مَا دُمْتُ فِي الْغُرْفَةِ
যতক্ষণ তুমি কামরায় (উপস্থিত) আছ ততক্ষণ আমি কিছুতেই বের হবো না। (এটি كان এর অনুরূপ আমল করে)

حَتَّى خُرُوجِهِمْ مِنْهَا এর মূলরূপ مِنْهَا حَتَّى خُرُوجِهِمْ مِنْهَا
আর جواب الشرط فَإِنَّا دَخَلْنَا الشرط আর جواب الشرط هَلْ هُوَ الشرط
উল্লেখ করা জরুরী।
جواب الشرط هَلْ هُوَ الشرط এর মাঝে সংযোগ সৃষ্টিকারী
ব্যয়। এটাকে رابطة বলে।
جواب الشرط هَلْ هُوَ الشرط যদি أمر বা نهي বা دعا বা جملة اسمية হয় কিংবা
যুক্ত হয় তাহলে (এবং আরো কিছু ক্ষেত্রে) رابطة উল্লেখ
করা জরুরী।

من الذين এই উহ্য الفعل متعلق এবং তা
يخافون صلة الذين هَلْ هُوَ الشرط এর হিফাত
এর অর্থ- এমন
দু'জন লোক বললো, যারা ঐ লোকদের মধ্য হতে গণ্য যারা
আল্লাহকে ভয় করে।)

صفة رجلان এর দ্বিতীয় এ : أنعم الله عليهما
 إن فيها قوما جبارين

তরজমা : তারা বললো, হে মূসা! সেখানে রয়েছে এক পরাক্রমশালী
 জাতি, আর তাদের সেখান থেকে বের হওয়া পর্যন্ত আমরা কিছুতেই
 সেখানে প্রবেশ করবো না। যদি তারা সেখান থেকে বের হয় তাহলে
 আমরা প্রবেশ করবো।

যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের মধ্য হতে দুই ব্যক্তি, যাদেরকে আল্লাহ
 নেয়ামত দান করেছেন তারা বললো, তাদের উপর হামলা করে তোমরা
 দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। যখন তোমরা প্রবেশ করবে তখন তোমরাই
 বিজয়ী হবে। আর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো তাহলে আল্লাহরই উপর
 ভরসা করো।

তারা বললো, হে মূসা! আমরা কখনো কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করবো না
 যতক্ষণ তারা সেখানে আছে। সুতরাং তুমি এবং তোমার প্রতিপালক যাও
 এবং লড়াই করো; আমরা এখানেই বসা থাকবো।

দ্রষ্টব্য : ادخلوا عليهم على অব্যয়টি থেকে হামলা
 করার অর্থ উঠে এসেছে।

(১৭) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِإِذِي إِلَيْكَ
 لَا أَقْتُلُكَ، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

ما أنا بهام্প এর সমার্থক। সুতরাং ما أنا بهাম্প

أر خبر এর ليس অব্যয়টি অতিরিক্ত যা لست

শুরুতে এসে থাকে। মূল ইবারত-إليك -بساط

إيدي إليك এর তাকীব বলো।

إن جواب الشرط ও شرط করো।

তরজমা : (আদম-পুত্র কাবীল, তার ভাই হাবীলকে বললেন,) তুমি যদি
 আমাকে হত্যা করার জন্য আমার দিকে হাত বাড়ান তাহলে আমি
 তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে হাত বাড়াবো না। আমি তো
 বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।

(১৮) يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، وَ
لَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

نَارُ আগুন (মুন্ঠ) বহুবচনে (মাদদাহ নূর)
نَارُ جَهَنَّمَ জাহান্নামের আগুন।
النار জাহান্নাম অর্থে ব্যবহৃত। (অংশ বলে সমগ্র উদ্দেশ্য)
مقيم স্থায়ী। চিরস্থায়ী। ইফ'আল থেকে اسم الفاعل (মাদদাহ, قوم)

বাক্য বিশ্লেষণ

ما হচ্ছে এর সমার্থক। সুতরাং ما হানে হলো ليس
ب অব্যয়টি অতিরিক্ত, خبر আর এর ما হচ্ছে
متعلق এর সাথে
لهم عذاب مقيم এর তারকীব বলো।

তরজমা : তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, কিন্তু তারা সেখান
থেকে বের হতে পারবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব।

(১৯) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ،
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ
وَالْأَرْضِ، يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، وَاللَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

تَابَ পিছনে দেখো, পৃঃ ৯৩
قدير (আল্লাহর গুণবাচক নাম) সক্ষম হওয়া। পারা
(অব্যয়যোগে) لا أقدر على ذلك আমি তা পারবো না।
আমি তা করতে সক্ষম নই।

বাক্য বিশ্লেষণ

تاب بَعْدَ ظُلْمِهِ هচ্চে, আর اَبَايَاطِي অতিরিক্ত, مِنْ اَعْثَانِه مِنْ بَعْدِ ظَلْمِه

مَعطوف এর উপর اَصْلَحْ هচ্চে আর ظَرْف এর

مِلِه আওছল ও ছিলাহ মিলে এটি مِنْ এর شرط ও صِلَة আর মাওছল ও ছিলাহ মিলে

مُوبَدَا। আর পরবর্তী বাক্যটি হলো اَلشَّرْطُ ও খবর।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ বাক্যটি মূলতঃ ছিলো اَللّٰهُ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

اَعْثَانِه এখানে مَجْرُور কে আগে এনে বানানো হয়েছে।

আর مَجْرُور এর স্থানে ضَمِير রাখা হয়েছে।

اَللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ এর তারকীব-

এই উহ্য ثابت হচ্চে لله আর مبتدأ হচ্চে ملك السموت و الأرض

خبر আর সাথে متعلق এর شبه الفعل

اَللّٰهُ لَهُ ملك السموت و الأرض এর তারকীব-

মুভদা, ملك السموت و الأرض, الله

আর الله এর সাথে متعلق এবং তা দ্বিতীয় মুভদাদার

খবর। এই জুমলাটি প্রথম مبتدأ এর

اَعْثَانِه এখানে ملك السموت هচ্চে সরাসরি اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

اَلَمْ تَعْلَمْ তার খবর। পক্ষান্তরে اسم এর

اَعْثَانِه الله হচ্চে اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهُ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

خبر এর অন্তর্গত বাক্যটি হচ্চে اسم আর পরবর্তী

তরজমা : সুতরাং যারা নিজেদের জুলুমের পর তাওবা করবে এবং

(নিজেদের) সংশোধন করবে, আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, চিরদয়ালু।

তুমি কি জানো না যে, আল্লাহরই জন্য আসমান ও যমীনের রাজত্ব। তিনি

যাকে ইচ্ছা করেন তাকে আযাব দেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন তাকে মাফ

করেন। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

(২০) وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

يَحْكُمُ (ন) ফায়ছালা করা, শাসন করা ।
 حَكَمَ بِالْقُرْآنِ কোরআনের মাধ্যমে ফায়ছালা/শাসন করলো ।
 حَكَمَ لَهُ عَلَيْهِ তার অনুকূলে/প্রতিকূলে ফায়ছালা করলো ।
 حَكَمَ بَيْنَهُمَا তাদের মাঝে বিচার করলো ।
 حَكَمَ الْبَلَدَ بِالْعَدْلِ ইনছাফের সাথে দেশ শাসন করলো ।

বাক্য বিশ্লেষণ

من لم ... الله এ অংশটুকু মাওছুল ও ছিলাহ মিলে مبتدأ আর ب অব্যয়টি متعلق এর সাথে لم يحكم এখানে اسم الموصول যেহেতু শর্তের অর্থ ধারণ করছে সেহেতু তার ছিলাহটি হচ্ছে شرط عائد إلى এখানে صلة আর أنزل الله বাক্যটি موصول হচ্ছে মা لم يحكم بما أنزله الله অর্থাৎ উহ্য রয়েছে। جواب الشرط এবং فأولئك هم الظالمون এ বাক্যটি খবর

তরজমা : আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করে না তারাই হলো যালিম ।

(২১) وَلَيَحْكُمَنَّ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ، وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

প্রথম বাক্যটির আরকীব করো ।

من لم ... الله এখানে مفرد আর الشرط হচ্ছে شرط এর কারণ ব্যাখ্যা করো । আর তরজমার ক্ষেত্রে কোন দিকটি রক্ষা করা হয়েছে বলো ।

তরজমা : আর ইন্জীলওয়ালারা যেন ঐ বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করে যা আল্লাহ তাতে নাযিল করেছেন । আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করে না তারাই হলো ফাছিক ।

(২২) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ،
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَيَافَهُ مِنْهُمْ، إِنَّ
اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

يَتَوَلَّى মূলত যিহালা, এখানে যেহেতু مَنْ এর মাঝে শর্তের অর্থ রয়েছে, তাই পরবর্তী فعل টি শর্তরূপে মজুম হয়েছে। আর فعل টি ফল হওয়ার কারণে তাতে জুম দেয়া হয়েছে লাম-কালিমা ফেলে দিয়ে।
تَوَلَّى এর বিভিন্ন অর্থ দেখা-
يَتَوَلَّى - তোল -
تَوَلَّى বিষয়টির দায়িত্বভার গ্রহণ করলো।
تَوَلَّى শাসনভার গ্রহণ করলো।
تَوَلَّى অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলো।
تَوَلَّى কোন কিছু থেকে ফিরে গেলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

منكم এটি মতলু হয়েছে এই উহ্য الفعل এর সাথে এবং তা ফাল হয়েছে يَتَوَلَّى এর থেকে।
শাব্দিক অর্থ- আর যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে এমন অবস্থায় যে, সে তোমাদের মধ্য হতে গণ্য।
এটি জাব শর্ত -এ বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা : হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও নাছারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তাদের একদল অপর দলের বন্ধু। (তারা কেউ তোমাদের বন্ধু নয়।) আর তোমাদের মধ্য হতে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা তাদেরই মধ্য হতে গণ্য হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যালিম কাওমকে পথ প্রদর্শন করেন না।

(২৩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي
اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى

الكافرين، يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ،
ذلك فضلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا يَخَافُونَ (তিরস্কারকারী) (ن) مَلَأَ (তিরস্কার করা) لَوْمَةً
عَزِيزٌ (বহু) أَعَزُّهُ (প্রিয়, ভীষণ, প্রতাপশালী)।
ذَلِيلٌ (বহু) أَذِلَّةٌ (কোমল, অনুগত, অপদস্থ)।

বাক্য বিশ্লেষণ

مَنْ يَتَوَلَّ مِنْكُمْ এর তারকীব পূর্ববর্তী আয়াতের مِنْكُمْ এর মত।
এ বাক্যটি আর صفة আর أَذِلَّةٌ হাচ্ছে দ্বিতীয় আর
صفة তৃতীয় هَذِهِ أَهْلُهَا

তরজমা : হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য হতে যারা আপন ধর্ম হতে
ফিরে যাবে (তাদের পরিবর্তে) আল্লাহ এমন এক কাওমকে সামনে
আনবেন যাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসবেন এবং যারা আল্লাহকে
ভালোবাসবে। যারা মুমিনদের জন্য হবে কোমল, আর কাফিরদের জন্য
হবে কঠিন। তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে, আর কোন নিন্দাকারীর
নিন্দাকে ভয় করবে না। তা হলো আল্লাহর অনুগ্রহ; তিনি যাকে ইচ্ছা করেন
তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞানী।

(٢٤) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رُكْعُونَ * وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

رُكْعُونَ (বিনয় প্রকাশকারী) (ف) رُكْعًا (বিনয় প্রকাশ করা, বলা হয়)
رُكْعًا إِلَى اللَّهِ

বাক্য বিশ্লেষণ

وَلِيكُمْ এটি مبتدأ আর اللَّهُ এই মহান শব্দটি হাচ্ছে خبر

ورسوله এটি معطوف হয়েছে الله এই মহান শব্দের উপর।

এর উপর। رسولہ হয়েছে معطوف এটি و الذين امنوا

(কারণ الذين امنوا এটি بدل হয়েছে পূর্ববর্তী الذين يقيمون ...

উভয় মাওছুল দ্বারা একই দল উদ্দেশ্য।)

(এ কারণেই اسم الشرط এবং اسم الموصول হচ্ছে من এখানে من يتول الله

বাক্যটি يتول الله و رسولہ সুতরাং (হয়েছে) مجزوم টি فعل

হচ্ছে এটি فان حزب الله هم الغالبون আর شرط ও صلة

এর সমার্থক। فَإِنَّهُمْ هُمُ الْغَالِبُونَ তা কেননা جواب الشرط

তরজমা : আর তোমাদের বন্ধু হলেন শুধু আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল এবং যারা ঈমান এনেছে, যারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, এমন অবস্থায় যে, তারা বিনয়নম্র।

আর যারা আল্লাহকে এবং তাঁর রাসূলকে এবং মুমিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, তারা বিজয়ী হবে। কেননা আল্লাহর দলই বিজয়ী হয়।

(২৫) وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَ هُمْ قَدْ

خَرَجُوا بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ * وَ تَرَى

كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَ أَكْلِهِمْ

السُّخْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

يَكْتُمُونَ দেখো, পৃঃ ২৭ يسارعون দেখো, পৃঃ ৮০

عدوان সীমালঙ্ঘন। سحت হারাম মাল। (যেমন সুদ-ঘুষ)

বাক্য বিশ্লেষণ

এর ফاعল এটি قالوا হয়েছে حال এটি وقد دخلوا ...

একই কথা। و هم قد خرجوا সম্পর্কেও

এর তারকীব করো। بما كانوا يَكْتُمُونَ

এখানে মাছদারকে তার ফاعল এর দিকে مضاف করা

এ অংশটি - مفعول به হচ্ছে السحت হয়েছে,

العُدْوَان এর উপর معطوف হয়েছে।

بئس সম্পর্কে পরে জানতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

ما كانوا يعملون অর্থাৎ عَنْهُمْ বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।

তরজমা : যখন তারা তোমাদের কাছে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা কুফুরি নিয়ে এসেছিলো এবং কুফুরি নিয়েই বের হয়ে গেছে। আর আল্লাহ তো ঐ সব বিষয় জানেন যা তারা গোপন করতো।

আর আপনি তাদের অনেককে দেখতে পাবেন যে, তারা পাপ কাজে, সীমা লঙ্ঘনের ব্যাপারে এবং হারাম মাল খাওয়ার ব্যাপারে তৎপর হয়, বড় মন্দ তাদের কাজ।

(২৬) قُلْ اتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا،

وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ *

শব্দ বিশ্লেষণ

لا يملك (ক্ষমতা রাখে না) দেখো, পৃঃ ১২২

ضرا (ক্ষতি) (ن) ضَرًّا দেখো, পৃঃ ৯৮

বাক্য বিশ্লেষণ

ما عائد আর صلة হচ্ছে আর اسم الموصول হচ্ছে

لا يملك এর মাঝে বিদ্যমান هو যমীর।

تعبدون এর مفعول به চিহ্নিত করো।

তরজমা : আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে ছাড়া এমন কিছুর পূজা করছো যা তোমাদের না অপকার করার ক্ষমতা রাখে, আর না উপকার করার। অথচ আল্লাহই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

(১) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ
مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتَبْنَا
مَعَ الشَّاهِدِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

تفيض (প্রবাহিত হচ্ছে) (ض) فَيْضًا, প্রচুর পরিমাণে প্রবাহিত
হওয়া। পূর্ণ হয়ে উপচে পড়া। (ব্যবহার)
فَاضَ الْمَاءُ / النَّهْرُ / السَّيْلُ / الْإِنَاءُ
তার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হলো।
فَاضَتْ عَيْنُهُ তার চোখ থেকে অশ্রু
প্রবাহিত হলো।

الشَّاهِدِينَ (সাক্ষ্য দানকারীগণ) পিছনে দেখো, পৃঃ ৭০

বাক্য বিশ্লেষণ

تفيض এটি ترى এর مفعول به থেকে حال হয়ে নছবের স্থানে আছে
من অব্যয়টি হেতুবাচক। অর্থাৎ مِنْ كَثْرَةِ الدَّمْعِ অশ্রুর আধিক্যের
कारणे। এটি تفيض এর সাথে متعلق
শাব্দিক অর্থ- তুমি তাদের চক্ষুগুলোকে দেখতে পাবে এমন
অবস্থায় যে, তা প্রবাহিত হচ্ছে অশ্রুর আধিক্যের কারণে।

مما عرفوا এখানে من অব্যয়টি হেতুবাচক এবং তা تفيض এর সাথে
দ্বিতীয় متعلق আর مِنَ الْحَقِّ হচ্ছে موصول এর ব্যাখ্যা। অর্থাৎ এ
সত্যের কারণে যা তারা জেনেছে।

ما أنزل এখানে الموصول عائد إلى الشرط এবং جواب কোনটি?
الشَّاهِدِينَ এখানে দু'টি متعلق উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ- مَعَ الشَّاهِدِينَ لَكَ
بِالْوَحْدَانِيَّةِ

তরজমা : যখন তারা রাসূলের উপর অবতীর্ণ কালাম শোনে তখন তুমি
দেখতে পাবে যে, তাদের চোখ থেকে অঝোরে অশ্রু ঝরে, সত্যকে বুঝতে

পারার কারণে। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদেরকে (আপনার জন্য একত্বের) সাক্ষ্য-দানকারীদের কিতারে शामिल করুন।

(২) وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ
يَدْخُلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

نطمع (আমরা আকাঙ্ক্ষা করি) দেখো, পৃঃ ২১
أَللّٰهُ رَضِيَ اللَّهُ (و الْأَصْلُ فِي أَنْ يَنْأَلَ) আল্লাহর সন্তুষ্টি
লাভের আকাঙ্ক্ষা করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

مَا لَنَا مَا هَلُوَ أَيُّ شَيْءٍ এর সমার্থক। এটি مَبْتَدَأ আর لَنَا হচ্ছে ثَابِت
এর সঙ্গে متعلق এবং তা খবর।

শাব্দিক অর্থ—কোন বিষয় আমাদের জন্য সাব্যস্ত রয়েছে।

حَال থেকে ضمير এর ثَابِت অর্থاً خبر উহ্য বাক্যটি لَا نُؤْمِنُ

শাব্দিক অর্থ—কোন বিষয় আমাদের জন্য সাব্যস্ত রয়েছে এমন
অবস্থায় যে, আমরা ঈমান আনছি না?

وَمَا جَاءَنَا এটি معطوف হয়েছে ب এর مجرور এর উপর।

مِنَ الْحَقِّ এটি معطوف হয়েছে جَاءَ এর সাথে এটি দ্বারা উদ্দেশ্য, আল্লাহ।
শাব্দিক অর্থ—এবং ঐ বিষয়ের প্রতি যা এসেছে আমাদের
কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে।

وَمَا لَنَا لَا نُطْمَعُ ... (অর্থঃ) معطوف এর উপর نُؤْمِنُ এটি و نطمع
শাব্দিক অর্থ—আমাদের কী হলো যে, আমরা আকাঙ্ক্ষা করি
না যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে)

অথবা এটি উহ্য خبر এর مَبْتَدَأ এর تَطْمَعُ ও نحن
তা হতে فَاعِل এর نُؤْمِنُ হতে حَال থেকে।

أَنْ يَدْخُلَنَا এটি উহ্য فِي এর مجرور এর স্থানে রয়েছে।

তরজমা : আমাদের কী হলো যে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহর পক্ষ

হতে যে কালাম এসেছে তার প্রতি ঈমান আনছি না! অথচ আমাদের আকাঙ্ক্ষা এই যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে সং সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

(৩) فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا، وَ ذَلِكَ جَزَاءُ الْحَسَنِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

أَثَابَهُمُ (তাদেরকে প্রতিদান দিলেন) إِثَابَةً ফিরিয়ে আনা। পুনরায় করা। বিনিময় দান করা। প্রতিদান দেয়া।
(ن) ثَوَابًا প্রত্যাবর্তন করা। ফিরে আসা (ব্যবহার)
ثَابَ إِلَى اللَّهِ আল্লাহর দিকে ফিরে এলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

بِمَا قَالُوا অব্যয়টির মোট দশটি অর্থ। এখানে অর্থ হলো عَوَضٌ বা বিনিময়। مَا হচ্ছে حَرْفُ الْمَصْدَر অর্থাৎ بِقَوْلِهِمْ শাব্দিক অর্থ- তাদের ঐ কথা বলার বিনিময়ে।

جَنَّتْ এটি أَثَابَ এর দ্বিতীয় মفعول به
خَالِدِينَ এটি أَثَابَ এর অর্থ হয়েছে حال থেকে।

তরজমা : সুতরাং আল্লাহ তাদের ঐ কথার প্রতিদানরূপে তাদেরকে এমন বাগবাগিচা দান করবেন, যার তলদেশ দিয়ে বিভিন্ন নহর বয়ে যায়। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। আর সেটাই হলো নেককারদের প্রতিদান।

(৪) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ *

তরজমা : আর যারা কুফরি করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ওরাই হবে জাহান্নামী।

(৫) كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ *

তরজমা : এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

(৬) اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يُصْذِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ، فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

يُوقِعُ (সৃষ্টি করে) ফেলে দেয়া। সৃষ্টি করা। ঘটানো।
 وَقَعًا (ফ) ঘটনা, সৃষ্টি হওয়া, পড়ে যাওয়া।
 وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ মাটিতে পড়ে গেলো।
 وَقَعَتْ وَاقِعَةٌ একটি ঘটনা ঘটলো।
 وَقَعَ حُبَّهُ فِي الْقَلْبِ হৃদয়ে তার ভালোবাসা সৃষ্টি হলো।
 بَغْضَاءٍ ভীষণ বিদ্বেষ।

أَبْغَضَ شَيْئًا أَوْ شَخْصًا কোন বস্তুর প্রতি বা ব্যক্তির প্রতি
 বিদ্বেষ পোষণ করলো। (সরাসরি به مفعول)
 يَصْدُ (ফিরিয়ে রাখে) দেখো, পৃঃ ১১৪

বাক্য বিশ্লেষণ

متعلق সাথে এর যুক্তি في الخمر ...
 و يَصْدُ একটি مَعْطُوف হয়েছে এর উপর।
 فَهَلْ أَنْتُمْ প্রশ্ন-অব্যয়টি এখানে أمر এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ
 (।) عَنْ ذَلِكَ উহ্য রয়েছে) فانتَهُوا
 انما এখানে ما অব্যয়টির ভূমিকা আলোচনা করো। ما অব্যয়টি না
 থাকলে বাক্যটি কেমন হতো বলো। (দেখো, পৃঃ ৫৭)

তরজমা : শয়তান শুধু চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মাঝে
 শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে এবং
 নামায থেকে ফিরিয়ে রাখবে। সুতরাং তোমরা কি (অন্যায় কর্ম এবং
 শয়তানের আনুগত্য থেকে) বিরত হবে? (অর্থাৎ বিরত হও।)

(৭) وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اخْذَرُوا، فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ

فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ *

শব্দ বিশ্লেষণ

إن توليتم (যদি তোমরা সরে যাও) দেখো, পৃঃ ১৩১

احذروا (তোমরা সতর্ক হও) দেখো, পৃঃ ৪৩

বাক্য বিশ্লেষণ

এখানে إِطَاعَةُ اللَّهِ উহ্য রয়েছে।
তুলিতম

شبه الفعل এই উহ্য واجب হচ্ছে على رسولنا, মুবতাদা, البلاغ المبين

সঙ্গে متعلق এবং তা খবর। বাক্যটির মূলরূপ—

الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَاجِبٌ عَلَى رَسُولِنَا

إنما থেকে مَا الْكَافَّةُ কে সারিয়ে বাক্যটি পড়ে এবং

তারকীব করো।

তরজমা : আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো, আর সতর্কতা অবলম্বন করো। আর যদি তোমরা (আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রেখো যে, আমার রাসূলের কর্তব্য শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।

(৮) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرْمٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

حُرْمٌ এটি حَرَامٌ এর বহু। মুহরিম ব্যক্তি।

أَشْهُرٌ حُرْمٌ নিষিদ্ধ মাস। নিষিদ্ধ মাসসমূহ।

صَيْدٌ যা শিকার করা হয়।

তরজমা : হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুহরিম অবস্থায় শিকার হত্যা করো না।

(৯) اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

شَدِيدٌ কঠিন, ভীষণ (বস্তু বা বিষয়), কঠোর, নির্দয় (ব্যক্তি) أَشَدَّ

বহুবচন اِشْتَدَّ ভীষণ হলো। কঠিন হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

مُضَافٌ إِلَيْهِ وَ مُضَافٌ كَيْفُ مضاف إليه ও مضاف كيف শব্দগতভাবে এটি

شَدِيدُ الْعِقَابِ شبه الفاعل তার হচ্ছে شبه الفعل হচ্চে

মূলত: ছিলো شَدِيدُ عِقَابِهِ

এখানে فاعل কে যমীরমুক্ত এবং ال যুক্ত করে الفعل কে

তার দিকে مضاف করা হয়েছে। অর্থ- কঠিন শাস্তির অধিকারী

এ ধরনের তারকীব আরবী ভাষায় প্রচুর যেমন-

اللَّهُ وَاسِعٌ فَضْلُهُ অর্থاً ۷

رَاشِدٌ لِّئِنَّ قَلْبَهُ অর্থاً ۷ رَاشِدٌ لِّئِنَّ الْقَلْبِ

فَاطِمَةُ طَيِّبٌ قَلْبُهَا অর্থاً ۷ فَاطِمَةُ طَيِّبَةُ الْقَلْبِ

رَاشِدٌ جَمِيلَةٌ عَيْنُهُ অর্থاً ۷ رَاشِدٌ جَمِيلُ الْعَيْنِ

তরজমা : জেনে রেখো যে, আল্লাহ কঠিন শাস্তি দানকারী, আরও (জেনে রাখো যে,) আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও চিরদয়াশীল।

(۱۰) مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا

تَكْتُمُونَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

ما হচ্ছে ليس এর সমার্থক। (তবে لا এর উপস্থিতিতে তা কোন

আমল করতে পারে না।) বাক্যটির মূলরূপ এই-

مَا كَوْنٌ شَيْءٌ وَاجِبٌ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ

উপর ওয়াজিব নয়, পৌছানো ছাড়া।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ما হচ্ছে الموصول - এবার তুমিই বলো

صَلَاةٌ কোন্টি? এবং الموصول إلى কোথায়?

তরজমা : রাসূলের কর্তব্য শুধু (আল্লাহর আদেশ-নিষেধ) পৌছে দেয়া।

আর তোমরা যা প্রকাশ করো এবং যা গোপন করো, আল্লাহ তা জানেন।

(۱۱) قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَمْ أَعْجَبْك كَثْرَةً

الْحَبِيثِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

(سوي) (মাদাহ) (استواء) (সমান হয় না) لا يستوى

حَبِيث (নিকৃষ্ট) (ك) حَبَائَةُ (নিকৃষ্ট/নষ্ট হওয়া।

طِب (উত্তম) (ض) طِبًا (উত্তম/উৎকৃষ্ট হওয়া।

أولو সম্পর্কে যা জানো বলো এবং তার إغراب এর দাও।

তরজমা : আপনি বলুন, নিকৃষ্ট ও উত্তম সমান হতে পারে না, যদিও নিকৃষ্টের আধিক্য তোমাকে মুগ্ধ করে। সুতরাং হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাতে সফল হতে পারো।

(١٢) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ

قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا

يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

تعالوا (তোমরা আসো) - تعالين - تعالين

حسبنا (আমাদের জন্য যথেষ্ট)

لا يهتدون (পথপ্রাপ্ত হয় না) দেখো, পৃঃ ৩০

বাক্য বিশ্লেষণ

حسبنا এটি আর مبتدأ আর وجدنا ما হচ্ছে মাওছুল ও ছিলাহ মিলে
(إلى الموصول) (আমাদের জন্য যথেষ্ট)

لو হচ্ছে حرف الشرط তবে তা জزم দান করে না।

أباؤهم হচ্ছে اسم আর يعلمون لا বাক্যটি كان এর খবর হয়ে
জواب আর شرط لو এর স্থানে আছে। পুরো বাক্যটি

উহ্য রয়েছে। মূল ইবারত এরূপ-

أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَقُولُونَ ذَلِكَ

তরজমা : আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহর নাযিলকৃত

বিধানের দিকে এবং রাসুলের দিকে এসো, তখন তারা বলে, আমাদের জন্য তা-ই যথেষ্ট যার উপর আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি। যদিও তাদের পূর্বপুরুষ কিছুই না জানে এবং পথপ্রাপ্ত না হয় (তবু কি তারা তা বলবে?)

(১৩) إِذْ قَالَ الْخَوَارِثُونَ لِيَعِيسَى بْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقَتْنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

مائدة বহুবচনে مَوَائِدُ (মাদাহ মিদ) পানাহার ও খাদ্যসম্ভারে সজ্জিত দস্তরখান। টেবিল। খাবার টেবিল।

تَطْمَئِنُّ (আশ্বস্ত হয়) - اِطْمَئِنَّ - اِطْمَئِنَّ - اِطْمَئِنَّ (আশ্বস্ত হওয়া, প্রশান্ত হওয়া)।

বাক্য বিশ্লেষণ

إِذْ قَالَ الْخَوَارِثُونَ এ বাক্যটি এখানে জরুরি স্থানে আছে। আর إِذْ হচ্ছে أَذْكَرُ এই উহ্য فعل এর মূল এবারত এরূপ- (হাওয়ারীদের এ কথা বলার সময়টিকে স্মরণ করুন।)

هَـوَ إِثْرُهُ এখানে جواب الشرط উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (بِقُدْرَةِ اللَّهِ) فَاتَّقُوا اللَّهَ (فِي هَذَا الطَّلَبِ) উহ্য فاتقوا الله প্রতি ইঙ্গিত করছে পূর্ববর্তী الله جواب الشرط বাক্যটি। সেটিকে جواب الشرط না বলার কারণ, جواب কখনো شرط এর আগে আসে না।

تَطْمَئِنُّ হচ্ছে نَأْكُلُ এর উপর معطوف এবং ... نَعْلَمُ হচ্ছে تَطْمَئِنُّ এর উপর معطوف তদ্রূপ نَكُونَ হচ্ছে نَعْلَمُ এর উপর معطوف আর সবগুলো মিলে এর নريد এর মفعول به

অন এটি **مُحَقِّقٌ** এর **أُن** বা লঘুরূপ- তখন তার **اسم** টি উহ্য থাকে
 এবং তা **فعل** এর আগে আসে। মূল ইবারত এরূপ-
وَنَعْلَمُ أَنَّكَ قَدْ صَدَقْتَنَا

মفعول به এর **نعلم** এর অংশটি এ **أُن** قد ...
 متعلق এর **نكون** এটি **من الشاهدين**
 متعلق এর **شاهدين** এটি **عليها**

তরজমা : ঐ সময়কে স্মরণ করুন যখন হাওয়ারীগণ বললো, হে মারয়ামের পুত্র ঈসা! আপনার প্রতিপালক কি আসমান থেকে একটি দস্তুরখান নাযিল করতে পারবেন? তিনি বললেন, তোমরা যদি মুমিন হও তবে আল্লাহকে ভয় করো, তারা বললো, আমরা চাই যে, তা থেকে আহাৰ করবো এবং আমাদের হৃদয় অশ্বস্ত হবে এবং আমরা জানবো যে, আপনি আমাদের সাথে সত্য বলেছেন, আর আমরা এ ঘটনার সাক্ষী হবো।

(১৬) **قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ**
تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ
خَيْرُ الرَّازِقِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

عِيدٌ উৎসব, ঈদ, বছরচনে **أَعْيَادٌ** (মাদ্দাহ **عود**)

বাক্য বিশ্লেষণ

تكون এখানে সুগু যমীর (**هي**) হচ্ছে **فعل ناقص** এর **اسم** যা **مائدة** এর দিকে ফিরেছে। আর **عيدا** হচ্ছে তার **خبر**

لأولنا এটি **بدل** হয়েছে **لنا** থেকে। (আমাদের জন্য- অর্থাৎ আমাদের পূর্ববর্তীদের এবং পরবর্তীদের জন্য)

و آخِرنا এটি **معطوف** হয়েছে **أولنا** এর উপর।

و آية এটি **معطوف** এর উপর হয়েছে।

منك অর্থাৎ **منك آية** নাজিলে তারকীবটি ব্যাখ্যা করো।

তরজমা : মারয়ামের পুত্র ঈসা বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আসমান থেকে আমাদের উপর একটি দস্তুরখান নাযিল করুন, যা আমাদের

জন্য, আমাদের পূর্ববর্তীদের ও পরবর্তীদের জন্য উৎসব হয়ে থাকবে এবং আপনার পক্ষ হতে একটি নিদর্শন হয়ে থাকবে। আর আপনি আমাদেরকে রিযিক দান করুন। আর আপনি তো উত্তম রিযিকদাতা।

(১৫) قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ، فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

بعد অর্থাৎ التنزيل (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)
 منكم এটি متعلق এই উহ্য الفعل এর সাথে আর তা
 حال এর যমীর থেকে يكفر
 শাস্তিক অর্থ- তারপর যে ব্যক্তি কুফুরি করবে এমন অবস্থায় যে
 সে তোমাদের মধ্য হতে গণ্য।

لا أعذبه এটি عذاباً এর صفة হয়ে نصب এর স্থানে রয়েছে। আর
 যমীরটি পূর্ববর্তী عذاباً এর দিকে ফিরেছে।

শাস্তিক অর্থ- তাকে এমন শাস্তি দেবো যে শাস্তি দেবো না
 জগদ্বাসীদের মধ্য হতে কাউকে।

عذاباً এটি مفعول আর لا أعذبه এর ضمير ফিরেছে
 مفعول এর দিকে, সুতরাং যমীরটি হবে مفعول এর
 نائب

من العالمين (অর্থ- صفة এর أحد) এর সাথে متعلق এবং তা معدوداً এর
 জগদ্বাসীদের মধ্য হতে গণ্য কাউকে)

তরজমা : তিনি (আল্লাহ) বললেন, অবশ্যই আমি তা তোমাদের উপর
 নাযিল করবো। তবে (তা নাযিল করার) পরে তোমাদের মধ্য হতে যে
 ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ হবে তাকে আমি এমন শাস্তি দেবো যা বিশ্বজগতের অন্য
 কাউকে দেবো না।

(১৬) إِنَّ تَعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ *

তরজমা : যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তাহলে তারা তো আপনার বান্দা, আর যদি তাদেরকে মাফ করে দেন তাহলে আপনি তো মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়।

(১৭) لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا فِيْهِنَّ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ *

বাক্য বিশ্লেষণ

متعلق এটি فِيهِنَّ আর الأَرْضُ হয়েছে معطوف এটি مَا فِيهِنَّ এর সঙ্গে।
شبه الفعل উহ্য এই موجود হয়েছে।
তুমি পুরো বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা : আল্লাহরই জন্য রয়েছে সমস্ত আসমান ও যমীনের রাজত্ব এবং যা কিছু তাদের মধ্যে রয়েছে সেগুলোর রাজত্ব। আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

(১৮) الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَ النُّوْرَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

এখানে الْمُظْلَمَاتِ ও السَّمَوَاتِ এবং كَوْنٌ কোন্টি বলা আলোচনা করো।

তরজমা : সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমস্ত আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলো তৈরী করেছেন।

(১৯) وَ لَوْ نَزَّلْنٰ عَلٰىكَ كِتٰبًا فِى قِرْطَاسٍ فَلَمْ يَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

قِرْطَاسٌ কাগজ। سِحْرٌ জাদু।

سَحَرًا জাদু করা। (ف) জাদু।

لَمَسُوا (তারা স্পর্শ করলো) (ض) স্পর্শ করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

صفة এর কাবা এবং তা متعلق এর সঙ্গে موجودا এটি في قرطاس
جواب الشرط হচ্ছে لقال ... আর شرط এর لو অংশটি এ نزلنا ... بأيديهم
আর ل অব্যয়টি তাকীদের জন্য। (দেখো, পৃঃ ১০৫)

إن অব্যয়টি ليس এর সমার্থক।

তরজমা : আর আমি যদি আপনার উপর কাগজে লেখা একটি কিতাব
নাখিল করতাম, আর তারা তাদের হাত দ্বারা তা স্পর্শ করতো তাহলেও
যারা কুফুরি করেছে তারা বলতো, এটা তো পরিষ্কার জাদু ছাড়া কিছু নয়।

(২০) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ * قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، قُلْ لِلَّهِ *
كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ .

বাক্য বিশ্লেষণ

এর তারকীব দেখো, পৃঃ ৮৪

এর সাথে এই الفعل এই موجود উঁরটি হরফুল মা في السموت و الأرض
- এভাবে شبه الفاعل হচ্ছে সুপ্ত যমীর متعلق আর তার মাঝে
مبتدأ موصول ও صلة আর صلة ما হয়ে شبه الجملة
এটি مجرور এর স্থানে أي رجل এর সমার্থক প্রশ্ন-শব্দ, এটি
من خبر তার সাথে متعلق আর তা ثابت টি حرف الجر এর সাথে
এসেছে।

তরজমা : আপনি বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো, তারপর দেখো
কেমন ছিলো মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীদের পরিণতি। আপনি বলুন, আসমানে ও
যমীনে যা কিছু আছে তা কার? আপনি বলুন, আল্লাহর। তিনি নিজের উপর
দয়াকে অপরিহার্য করে নিয়েছেন।

(২১) قُلْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ *

তরজমা : আপনি বলুন, যদি আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই
তাহলে আমি এক বিরাট দিনের আযাবের আশঙ্কা করি।

(২২) الَّذِينَ اتَّبَعْنَهُمْ أَلْكَتَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ *
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

خَسِرُوا (তারা বরবাদ করেছে) (س) خَسِرْنَا ক্ষতিগ্রস্ত
হওয়া। নষ্ট/বরবাদ করা।

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ - خَسِرَ نَفْسَهُ - خَسِرَ مَالَهُ -
خَسِرَتْ تِجَارَتُهُ - خَسِرَ الرَّجُلُ

কম এরা আলোচনা দেখো, পৃঃ ২৮

الذين এর কোনটি এবং صلة ও-এর তারকীব কী ?

তরজমা : যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি তারা তাকে চেনে, যেমন
তারা নিজেদের পুত্রদেরকে চেনে। যারা নিজেদেরকে ক্ষতির মধ্যে ফেলেছে,
তারা ঈমান আনতে পারে না।

(২৩) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ،
إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

افترى (ইফতী'আল) (অব্যয়যোগে) (রটনা করলো)

افترى আল্লাহর নামে অপবাদ দিলো। রটনা করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

কذب এটি অব্যয়যোগে افترى এর উপর معطوف হয়েছে।

من প্রথম من টি প্রশ্ন-শব্দ এবং তা مبتدأ দ্বিতীয় من টি

আর صلة ও موصول টি মিলে

আর كذب الله কذاب হচ্চে افترى এর

সাথে متعلق আর أظلم হচ্চে খবর। (দেখো, পৃঃ ৭০)

كذب এটি افترى এর مفعول به (মিথ্যা রটনা করলো)

إنه এই যমীরাটি ব্যাকরণগত প্রয়োজনে অতিরিক্তরূপে ব্যবহৃত

হয়েছে। কারণ إن ফেয়েলের শুরুতে আসতে পারে না, তাই তা

এর নামে এসেছে। পিছনে এর কোন مرجع নেই।
এটিকে ضمير الشأن বলে, অর্থাৎ তরজমায় যমীরটির কোন
স্থান নেই, তবে তার স্থলে الشأن শব্দটি বসিয়ে এভাবে তরজমা
করা যায়- বিষয়টি এই যে, জালিমরা সফলকাম হয় না।

তরজমা : ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালিম কে হতে পারে যে, আল্লাহর নামে
মিথ্যা আরোপ করে, কিংবা তাঁর নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে,
জালিমরা তো সফল হতে পারে না।

(২৪) وَ يَوْمَ نَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ
شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

نحشر (সমবেত করবো) (ن) একত্র করা। সমবেত করা।
يَخْشُرُ اللَّهُ الْخَلْقُ আল্লাহ মাখলুককে হাশরের মাঠে একত্র
করবেন। يَوْمَ الْخَشْرِ হাশরের দিন।
تزعمون (তোমরা বিশ্বাস করো) (ن) (সাধারণতঃ অমূলক
ক্ষেত্রে) ধারণা করা, বিশ্বাস করা। মিথ্যা বলা।

বাক্য বিশ্লেষণ

يوم এটি اذكر به আর مجتمعين শব্দটি অর্থে
حال থেকে مفعول به এর نحشر

تزعمون এর দু'টি مفعول به উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ تَزْعُمُونَهُمْ شُرَكَاءُ

তরজমা : আর আপনি স্মরণ করুন ঐ দিনকে যেদিন আমি তাদের
সকলকে একত্র করবো, তারপর মুশরিকদেরকে বলবো, কোথায় তোমাদের
শরীকদাররা, যাদেরকে তোমরা শরীকদার ধারণা করতে?

(২৫) وَ قَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى
أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

اسم الفاعل (কোন বিষয়ে সক্ষম) قَادِرٌ عَلَى أَمْرٍ

(ض) (على) অব্যয়যোগে, সক্ষম হওয়া। (ض) পারা, সক্ষম হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

آية প্রথমটি তারকীবে কী হয়েছে?

ان ينزل آية এ অংশটির তারকীব করো। এ অংশটি তারকীবে কী হয়েছে? على কার সাথে متعلق হয়েছে?

তরজমা : আর তারা বলে, তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তার উপর কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ করা হয় নি। আপনি বলুন, আল্লাহ কোন নিদর্শন অবতারণ করতে সক্ষম, তবে তাদের অধিকাংশ তা জানে না।

(٢٦) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ
حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ،

শব্দ বিশ্লেষণ

فرحوا (উল্লসিত হলো) (س) আনন্দিত হওয়া, উল্লাস করা,
উল্লসিত হওয়া। ب অব্যয়যোগে। কোরআনে আছে—
قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ -
কোরআনে আরো আছে— يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ -

বাক্য বিশ্লেষণ

عائد إلى الموصول عائد إلى الموصول হাওয়া, মজরুরের যামীর হচ্ছে عائد إلى الموصول
শাব্দিক অর্থ— যখন তারা ভুলে গেলো ঐ কথা যা দ্বারা
তাদেরকে উপদেশ দান করা হয়েছিলো।

بما أوتوه এ অংশটি فرحوا এর সাথে متعلق
এখানে عائد إلى الموصول উহা রয়েছে; অর্থাৎ أوتوه
শাব্দিক অর্থ, যখন তারা উল্লসিত হলো ঐ সমস্ত নি‘য়মতের
কারণে যা তাদেরকে দেয়া হয়েছে।

তরজমা : অতঃপর যখন তারা তাদেরকে দেয়া উপদেশ ভুলে গেলো, তখন
আমি তাদের ‘জন্য’ সব কিছু (সকল প্রকার নি‘য়মতের) দুয়ার খুলে
দিলাম, এমন কি যখন তারা তাদেরকে দেয়া নি‘য়মত পেয়ে উল্লসিত হলো
তখন তাদেরকে আমি আচমকা পাকড়াও করলাম।

তরজমা : আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাদের পাপাচারের কারণে আযাব তাদেরকে পাকড়াও করবে।

(২৯) قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالبَصِيرُ، أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

خَزَائِنُ এটি خِزَانَةٌ এর বহু। সঞ্চয় বা মজুদ করার স্থান, ভাণ্ডার।

(ن) ভাণ্ডারে সঞ্চিত করা।

أَعْمَى বহু عُمَيَّاء স্ত্রী عُمَيَّاء ও عُمَيَّاء বহু অন্ধ।

عَمِيَ الرجل (عَمَى، س) অন্ধ হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

إلا ما يوحى এখানে نفى এর পরে إلا এসেছে। সুতরাং তা حصر এর অর্থ বোঝাবে। শাব্দিক অর্থ- আমি কোন কিছু অনুসরণ করি না, ঐ জিনিস (বিধান) ছাড়া যা আমার কাছে অহীক্ৰুপে প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ সেটাই শুধু অনুসরণ করি।

তরজমা : আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর খাযানাসমূহ আছে, আর আমি গায়ব জানি না, আর আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমি ফিরেশতা। আমি শুধু সেই বিধানই অনুসরণ করি যা আমার কাছে অহীক্ৰুপে প্রেরণ করা হয়। আপনি বলুন, অন্ধ ও চক্ষুস্থান কি সমান হতে পারে? সুতরাং তোমরা কি চিন্তা করবে না?

(৩০) وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ،

শব্দ বিশ্লেষণ

غَدَاة ফজর ও সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়। সকাল। বহু غَدَاة

عَشِيِّ মধ্যাহ্ন থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। মাগরিব থেকে রাত আঁধার হওয়া

পর্যন্ত সময়। (مَدَاة عَشُو)

وجهه চেহারা, সত্ত্বষ্টি। কোন কিছুর সম্মুখ ভাগ। বহু وَجُوهُ
 كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ তাঁর সত্তা ছাড়া সব কিছু ধ্বংস হবে

বাক্য বিশ্লেষণ

همه بريدون وجهه এ বাক্যটি حال হয়েছে এর فاعل থেকে।

তরজমা : আপনি ঐ লোকদের তাড়িয়ে দেবেন না যারা সকাল-সন্ধ্যা
 আপন প্রতিপালককে ডাকে, এবং তার সত্ত্বষ্টি কামনা করে।

(৩১) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرَزَّرُ اتَّخَذُ أَصْنَامًا إِلَٰهَةً، أَنِي أَرُكَ
 وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ *

বাক্য বিশ্লেষণ

ازر এটি ل এর مجرور থেকে অর্থাৎ أبيه থেকে بدل হয়েছে।

مفعول به এর প্রথম ও দ্বিতীয় ه هচ্ছه এর متخذ أَصْنَامًا إِلَٰهَةً

اذ এর তারকীবসম্পর্কিত পূর্ণ আলোচনা করো।

তরজমা : ঐ সময়কে স্মরণ করুন যখন ইবরাহীম তার বাবাকে বললেন,
 আপনি কি কতিপয় মূর্তিকে মাবুদ বানাচ্ছেন? আমি তো আপনাকে এবং
 আপনার কাওমকে স্পষ্ট গোমরাহীর মাঝে দেখতে পাচ্ছি।

(৩২) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بِازْغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، فَلَمَّا
 أَفَلَتْ قَالَ يَقُومُ أَنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

بازِغًا (উদিত অবস্থায়) (ن) উদিত হওয়া।

بَرَزَعَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْقَمَرُ أَوِ النُّجُومُ

أفلت (অস্ত গেলো) (ض) অস্ত যাওয়া।

بَرِيءٌ (দায়মুক্ত)

بَرِيءٌ তার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলো। (براءة، س)

بَرِيءٌ مِنْ عَيْبٍ أَوْ تَهْمَةٍ দোষ বা অভিযোগ থেকে মুক্ত হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

بازغة এটি رأى এর مفعول به থেকে হয়েছে।
 لما এটি حين এর সমার্থক الزمان এর পরে দুটি বাক্য থাকে।
 প্রথম বাক্যটি অর্থগত দিক থেকে মাহ্‌দার হয়ে ١ এর مضاف
 إليه হয়। সুতরাং بازغة الشمس (তিনি সূর্যকে উদিত অবস্থায় দেখার সময়)।
 ١ সর্বদা দ্বিতীয় বাক্যটির ظرف রূপে نصب এর স্থানে থাকে।
 সুতরাং পুরো বাক্যটির মূলরূপ হবে—
 قَالَ هَذَا رَبِّي حِينَ رَأَيْتِهِ الشَّمْسُ بازغة
 এবার তুমি ২৬ নং আয়াতের ... لما نَسُوا এর ব্যাখ্যা করো

أَرْثَاً مِنْ شُرَكَائِكُمْ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

তরজমা : আর যখন তিনি সূর্যকে উদিত অবস্থায় দেখতে পেলেন তখন বললেন, এ আমার প্রতিপালক, এ (সবার চেয়ে) বড়। কিন্তু যখন তা অস্ত গেলো তখন তিনি বললেন, হে আমার কাওম, আমি তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত।

(৩৩) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ
 وَ الْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

فصلنا (বিশদভাবে বর্ণনা করলাম)

বাক্য বিশ্লেষণ

الذي ছিল-মাওছুল মিলে খবর, আর هو হলো যুবতাদা।
 لتهتدوا এর তারকীব করো এবং এটি তারকীবের কী হয়েছে বলো।
 يعلمون বাক্যটি তারকীবের কী হয়েছে বলো।

তরজমা : আর তিনিই তোমাদের জন্য তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তার সাহায্যে স্থলের ও জলের অন্ধকারে পথ লাভ করো। আমি তো নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি ঐ লোকদের জন্য যারা ইলম অর্জন করে।

(١) إِنْ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ

بالمهتدين *

শব্দ বিশ্লেষণ

يَضِلُّ (ভ্রষ্ট হয়, বিচ্যুত হয়) এর ব্যবহার দু' রকম, সরাসরি مفعول (কর্ম) এবং به (এক) অব্যয়যোগে। পিছনে ضَلَّ السَّبِيلَ গিয়েছে, এখানে يَضِلُّ عَنِ السَّبِيلِ এসেছে। (দেখো, পৃঃ ৯৮)

বাক্য বিশ্লেষণ

এর স্থানে এর مجرور এর حرف الجر উহ্য মিলাহ-মাওছুল মিলে من يضل
 এসেছে এবং তা أعلم এর সাথে متعلق হয়েছে। অর্থাৎ أعلم
 بِمَنْ يَضِلُّ

হচ্ছে هُوَ أَعْلَمُ مَنْ ... আর اسم এর ان হলো
 মুবতাদা-খবর মিলে জুমলা হয়ে ان এর খবর।

তরঙ্গমা : নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালকই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে অধিক অবগত যে, তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়, আর তিনিই অধিক অবগত পথপ্রাপ্তদের সম্পর্কে।

(٢) فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

ما
 هنا
 إن

এখানে الموصولة এর স্থানীয় অর্থ হলো জন্তু, যা পূর্ববর্তী
 ফেয়েল থেকে বোঝা যায়। من অব্যয়টি তার সাথে متعلق
 এর جواب الشرط নির্ধারণ করে। পূর্ববর্তী বাক্যটিকে কি
 جواب الشرط বলা যায় ?

তরজমা : সুতরাং তোমরা ঐ জন্তু থেকে ভক্ষণ করো যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে (অর্থাৎ যাকে আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ করা হয়েছে) যদি তোমরা তার বিধানসমূহের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো।

(৩) وَ إِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا
 أُوتِيَ رُسُلَ اللَّهِ * اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ
 سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عَذَابٌ شَدِيدٌ
 بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

نُؤْتَى (আমাদেরকে দেয়া হয়) দেখো, পৃঃ ৭৫
 رسالة রাসূলের দায়িত্ব বা মর্যাদা, রিসালাত, বার্তা, পায়গাম।
 يصيب (আক্রান্ত করবে) দেখো, পৃঃ ৩০
 أجروا (অপরাধ করেছে) إجرامًا অপরাধ করা।
 صَغَارٌ লাঞ্ছনা, অপদস্থতা।
 يَمْكُرُونَ তারা চক্রান্ত মকরًا ও مَكْرَ اللَّهِ চক্রান্ত করা। (ন) করলো আর আল্লাহ (তাদের) চক্রান্তের জবাব দিলেন।

বাক্য বিশ্লেষণ

إِذَا এর جواب الشرط ও شرط চিহ্নিত করো।
 إِذَا এর সম্পর্ক বলো এবং এর جواب الشرط ও شرط এখানে পুরো বাক্যের মূলরূপটি উল্লেখ করো।
 حَتَّى এর অর্থ এর পর যেহেতু أَنْ উহ্য রয়েছে সেহেতু حَتَّى نُؤْتَى এর অর্থ
 متعلق সাথে এর لن نُؤْمِنَ আর حَتَّى إِيْتَانَا
 এর نُؤْتَى এর - مفعول به এর نُؤْتَى এর অংশটুকু এ مِثْلَ مَا أُوتِيَ
 যমীর হচ্ছে প্রথম মفعول বা ফেয়েলটির ফاعল নান্দ হয়েছে।
 مَا হচ্ছে اسم الموصول আর رُسُلُ اللَّهِ বাক্যটি ছিলাহ, আর
 ছিলাহ-মাওছুল মিলে مثل এর مضاف إليه আর رُسُلُ اللَّهِ হচ্ছে
 نান্দ এর ফاعল
 أُوتِيَ এর মূলরূপ হলো جَعَلَ رِسَالَتِهِ এটি উহ্য ফেয়েল
 يَعْلَم এর মفعول বা পূর্ববর্তী أعلم থেকে বুঝে আসে।
 صَغَارٌ তারকীবে কী হয়েছে বলো।

... بما كانوا (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) بِمَكْرِهِمْ অর্থাৎ

তরজমা : যখন তাদের কাছে কোন নিদর্শন পৌছে তখন তারা বলে, আমরা কিছুতেই ঈমান আনবো না যতক্ষণ না আমাদেরকে দেয়া হয় ঐ ধরনের নিদর্শন যা আল্লাহর রাসূলদেরকে দেয়া হয়েছে।
আল্লাহ ভালো জানেন, কোথায় তিনি তাঁর রিসালাত (গচ্ছিত) রাখবেন, যারা অপরাধ করেছে, অতি সত্ত্বর তারা লাঞ্ছনাগ্রস্ত হবে, আল্লাহর নিকট। এবং ভীষণ আযাবগ্রস্ত হবে তাদের চক্রান্তের কারণে।

(٤) وَ هَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ * لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَ يَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا، يَمْعَشِرُ الْجِنَّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ،

শব্দ বিশ্লেষণ

يذكرون আসলে ছিলো يَذْكُرُونَ এখানে ت কে ذ দ্বারা বদল করে ড কে ড এর মাঝে ادغام করা হয়েছে।

مَعَشِرٌ বহু معاشر দল, গোষ্ঠী, জামা'আত।

الجن و الإنس দেখো, পৃঃ ১৯৬

বাক্য বিশ্লেষণ

مستقيماً এটি حال হয়েছে খবর থেকে। শাব্দিক অর্থ- আর এটি

আপনার প্রতিপালকের পথ এমন অবস্থায় যে, তা সরল।

لَهُمْ এটি উহ্য ثابتة এর সাথে متعلق এবং তা অগ্রবর্তী খবর, আর دار السلام হচ্ছে পশ্চাদ্বর্তী খুবতাদা

عِنْدَ رَبِّهِمْ এটি উহ্য খবর ثابتة এর ظرف مكان হয়েছে।

বাক্যটির মূলরূপ এই- دَارُ السَّلَامِ ثَابِتَةٌ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

ب متعلق বিষয়টি وَلِيُّ এর সাথে

তরজমা : এটি আপনার প্রতিপালকের সরল পথ। নিঃসন্দেহে আমি উপদেশ গ্রহণকারী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে শান্তির 'আলয়'। আর তিনি তাদের নেক আমলের কারণে তাদের বন্ধু।

আর ঐ দিনটিকে স্বরণ করুন যেদিন তিনি জিন-ইনসান সকলকে একত্র করবেন এবং (জিন সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে) বলবেন, হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা মানুষকে অনেক গোমরাহ করেছো।

(৫) يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ

عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كُفْرِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

يَقُصُّونَ (তারা বর্ণনা করে) (ن) قَصَصًا

قَصَّ الْقِصَّةَ ঘটনা/কাহিনী বর্ণনা করেছে।

قَصَّ عَلَيْهِ الرُّؤْيَا তাকে স্বপ্ন বলেছে।

قَصَّ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ তাকে নিজের ঘটনা বলেছে।

غَرَّتْ (ধোকা দিয়েছে) (ن) غُرُورًا (ধোকা দেয়া, ধোকায় ফেলা)।

شَهِدُوا (তারা সাক্ষ্য দিলো) (س) شَهَادَةً সাক্ষ্য দেয়া। সাক্ষী হওয়া।

شَهِدَ عَلَى شَيْءٍ/بِشَيْءٍ কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিলো।

شَهِدَ عَلَى فُلَانٍ অমুকের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলো।

شَهِدَ لِفُلَانٍ অমুকের পক্ষে সাক্ষ্য দিলো।

شَهِدَ الْمَجْلِسَ (شُهِدًا) মজলিসে উপস্থিত হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

منكم এটি উহ্য معدودون এর সাথে এবং তা رسل এর صفة

يَقُصُّونَ বাক্যটি رسل এর দ্বিতীয় صفة

و يُنذِرُونَكُمْ এটি يَقُصُّونَ হয়েছে معطوف এর উপর।

عَنْ أَبَاكُمْ عَنْ أَبِيكُمْ এখানে عَنْ অব্যয়কে সরিয়ে মাজরুরকে মানচুর্ব করা হয়েছে।

عَنْ أَبَاكُمْ عَنْ أَبِيكُمْ এটিকে বলে مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ

خافض মানে জর দানকারী, অর্থাৎ জরদাতাকে অপসারণের মাধ্যমে মানচূব।

يومكم

আরবীতে সময়কে ব্যক্তি বা বস্তুর দিকে مضاف করার প্রচলন রয়েছে, কিন্তু তরজমায় তা বাদ পড়ে যায়। যেমন-

ما تَفْعَلُ فِي يَوْمِكَ ? তুমি আজ কী করবে ?

أنهم

এটি উহ্য حرف الجر এর مجرور এর স্থানে আছে, অর্থাৎ .. بأنهم

এবং তা متعلق এর সাথে

তরজমা : হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য হতে বিভিন্ন রাসূল আগমন করেন নি, যারা তোমাদেরকে আমার বিধানসমূহ বর্ণনা করে শোনাতেন এবং তোমাদেরকে আজকের এ দিনের সাক্ষাতের বিষয়ে সতর্ক করতেন। তারা বলবে, আমরা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলাম। আসলে পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোকায়ে ফেলেছিলো। আর তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, তারা কাফির ছিলো।

(٦) وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مَنْ بَعْدَكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

غَنِيٌّ

(নির্মুখাপেক্ষী) এটি আল্লাহর গুণবাচক নাম।

أَغْنِيَاءُ - غَنِيٌّ (মানুষের ক্ষেত্রে) সচ্ছল, ধনী। বহুবচনে

سَاحِلٌ الرَّجُلِ (غَنِيٌّ، غِنَاءٌ ..) সচ্ছল হলো, ধনী হলো।

كَيْفَ كَوْنٍ غَنِيٌّ كَوْنٍ كَيْفَ كَوْنٍ (غَنِيٌّ) কেমন কিছুর প্রতি নির্মুখাপেক্ষী হলো।

يَشَاءُ

يَشَاءُ - يَشَاءُ - يَشَاءُ - لا تَشَاءُ ইচ্ছা করা (ف) (ف) (ف)

مَشِيئَةُ اللَّهِ (মূলতঃ مَشِيئَةُ اللَّهِ) আল্লাহর ইচ্ছা।

يُذْهِبُكُمْ

إِذْهَابًا নিয়ে যাওয়া, বিলুপ্ত করা।

أَنْشَأَ

أَنْشَأَ (তিনি সৃষ্টি করেছেন)। أَنْشَأَ (তিনি সৃষ্টি করেছেন)।

أَنْشَأَ الْكَاتِبُ مَقَالََةً - أَنْشَأَ اللَّهُ الْخَلْقَ

أَنْشَأَ (বিভিন্ন ব্যবহার)। أَنْشَأَ (বিভিন্ন ব্যবহার)।

أَنْشَأَ الْعَالَمَ বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে।

نَشَأَ فِي أُسْرَةٍ غَنِيَّةٍ সে এক ধনী পরিবারে প্রতিপালিত
হয়েছে, বড় হয়েছে।

نَشَأَ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ কোন কিছু কোন কিছু থেকে উদ্ভূত
হলো।

استخلافًا স্থলবর্তী বানানো। কোরআনে আছে—

صَفَةً غَيْرَكُمْ (এখানে غَيْرَكُمْ হচ্ছে
অর্থাৎ এমন কাওম যা তোমাদের বিপরীত।)

আর আমার প্রতিপালক তোমাদের থেকে ভিন্ন এক জাতিকে
স্থলবর্তী বানাবেন।

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ: (خَلَفٌ وَخِلَافَةٌ، ن)

অন্য কারো স্থলবর্তিতা (এটা হতে পারে তার
অনুপস্থিতির কারণে বা মৃত্যুর কারণে বা অক্ষমতার কারণে বা
স্থলবর্তীকে সম্মান প্রদানের কারণে। আর এই শেষ অর্থেই

মানুষকে خَلِيفَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ বলা হয়।

أَخْرَجَ أَخْرُ অন্য, অপর। এটি أَخْرُ এর বহু। আর أَخْرُ শব্দটি مِنْصَرَفٍ

বাক্য বিশ্লেষণ

ريك مَوْبِتَادَا الْغَنِيِّ প্রথম খবর, ذُو الرِّحْمَةِ দ্বিতীয় খবর।

جَوَابُ الشَّرْطِ হচ্ছে يَذْهَبُكُمْ এবং شَرْطٌ এটি يَشَأُ ...

مَتَعَلِّقٌ এর সাথে يَسْتَخْلِفُ এটি مِنْ بَعْدِكُمْ

مَا يَشَاءُ আর مَفْعُولٌ بِهِ এর- يَسْتَخْلِفُ-ছিলাহ মিলে

مَا يَشَاءُ অর্থাৎ عَائِدٌ إِلَى الْمَوْصُولِ হচ্ছে

مَصْدَرٌ যোগে مَا الْمَصْدَرِيَّةُ বাক্যটি আর حَرْفُ الْجَرِّ এটি ك

হয়ে مَجْرُور এর স্থানে এসেছে।

তরজমা : আর তোমার প্রতিপালক চিরনির্মুখাপেক্ষী, দয়ার অধিকারী।

তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদের বিলুপ্ত করতে পারেন এবং

তোমাদের পরে যে কোন সম্প্রদায়কে ইচ্ছা করেন স্থলবর্তী বানাতে পারেন।

যেমন তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন অন্য কাওমের বংশধর থেকে।

(٧) إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَأَتِي، وَ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

آتٍ (আগমনকারী) اسم الفاعل মাহদার (ض)
 مُعْجِزٌ (অক্ষমকারী) اسم الفاعل ইফ'আল অক্ষম করা
 (عن অব্যয়যোগে) (ض)
 عَجَزْتُ (عَنْ) أَنْ أُكْسِبَ الْمَالَ - عَجَزْتُ عَنْ كَسْبِ الْمَالِ

বাক্য বিশ্লেষণ

خبر মাওছুল-ছিলাহ মিলে إن এর اسم আর آتٍ হচ্ছে তার
 এর جمع مذكر مؤنثে ফেয়েলে মাজহুল, তার সাথে যুক্ত
 যামীর الواو হচ্ছে الفاعل আর উহ্য যামীর ه হচ্ছে দ্বিতীয়
 ما تَوَعَّدُونَهُ اর্থاً ۷ عائد إلى الموصول এবং مفعول به
 আর এখানে الموصولة এর بیان উহ্য রয়েছে। মূল ইবারত
 إِنَّ مَا تَوَعَّدُونَهُ مِنْ قِيَامِ السَّاعَةِ وَالْحَشْرِ لَا ت - এই
 (কিয়ামত ও হাশর ঘটনার যে ওয়াদা তোমাদের সাথে করা
 হচ্ছে তা অবশ্যই আসবে।) (দেখো, পৃঃ ৯৭)

معجزين এর উহ্য মفعول به রয়েছে, অর্থاً ۷ مُعْجِزِينَ رَبِّكُمْ - এবার তুমি
 এই বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা : তোমাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা করা হচ্ছে তা অবশ্যই আসবে,
 আর তোমরা (তোমাদের প্রতিপালককে) অক্ষম করতে পারো না।

(۸) قُلْ يٰقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ، فَسَوْفَ
 تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ*

শব্দ বিশ্লেষণ

مكانة স্তর, মর্যাদা, স্থান, অবস্থান। اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ অবিচলভাবে।
 اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ তোমরা তোমাদের অবস্থানে অবিচল
 থেকে আমল করে যাও।

عَاقِبَةُ বহুবচনে عَوَاقِبُ পরিণাম, পরিণতি।

বাক্য বিশ্লেষণ

... من تكون মাওছুল-হিলাহ মিলে এর تَعْلَمُونَ

শাব্দিক অর্থ- অচিরেই তোমরা জানতে পারবে ঐ ব্যক্তিকে

যার জন্য হবে আখেরাতের উত্তম পরিণতি।

إِنَّهُ এই যামীরকে الضمير الشأن বলে, দেখো, পৃঃ ১৪৭

তরজমা : (হে নবী! মুশরিকদেরকে) আপনি বলে দিন, তোমরা তোমাদের (শিরক, কুফুরির) অবস্থানে অবিচল থেকে আমল করে যাও, আমিও আমল করে যাবো, তারপর অচিরেই জানতে পারবে যে, আখেরাতের সুপরিণতি কার জন্য হবে। জালিমরা তো সফলকাম হতে পারে না।

(٩) وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا

هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ

فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، وَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ،

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

ذَرَأَ (সৃষ্টি করেছেন) (ف) সৃষ্টি করা। কোরআনে এসেছে-

هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

(ن) الحَرْث চাষ করা। চাষের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফসলকেও حَرْث বলে।

حَرَثَ الْأَرْضَ জমি চাষ করলো। কর্ষণ করলো।

حِرَاةٌ চাষাবাদ। চাষীর কাজ বা পেশা।

أَنْعَامٌ এটি نَعَم এর বহুবচন, গবাদিপশু (সাধারণত উট)

سَاءَ মন্দ হলো। (ن) سَوَاءٌ মন্দ হওয়া, খারাপ হওয়া।

سَاءَ خَلْقُهُ তার চরিত্র মন্দ হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

مِمَّا এটি ما ও من এর যুক্তরূপ। মাওছুল-হিলাহ মিলে এর

مَجْرُور এর স্থানে এসেছে। আর من অব্যয়টি متعلق হয়েছে

جَعَلُوا এর সঙ্গে। এটি تَبْعِيضِي বা আংশিকতাজ্ঞাপক অব্যয় যা

وَجَعَلُوا لِلَّهِ بَعْضَ مَا ذَرَأَ بعض এর সমার্থক। সুতরাং মূলরূপ হলো
 بيان এর ما الموصولة এটি من الحرث و الأنعام

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ما এর স্থানীয় অর্থটি ব্যাখ্যা করে বলে দেয়া
 হয় না, বরং বাক্যের অগ্র-পশ্চাৎ থেকে বুঝে নিতে হয়। তবে
 কোন কোন ক্ষেত্রে ما এর পরে ব্যাখ্যাবাচক من যোগ করে ما
 এর স্থানীয় অর্থটি বয়ান করে দেয়া হয়।

বাক্যটি بِالْمُضَرَّةِ يحكمون ساء এর فاعل হয়েছে,
 ساء حُكْمُهُمْ অর্থাৎ

তরজমা : আর আল্লাহ যে শস্য ও জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে একটি
 অংশকে তারা আল্লাহর জন্য হিসসারূপে নির্ধারণ করে, আর নিজেদের
 ধারণা অনুসারে বলে, এটা আল্লাহর জন্য, আর এটা আমাদের শরীক
 উপাস্যদের জন্য। সুতরাং যা তাদের শরীকদের জন্য ছিলো তা তো
 আল্লাহর কাছে পৌছবে না, আর যা আল্লাহর জন্য ছিলো তা তাদের শরীক
 উপাস্যদের কাছে পৌছবে। তাদের বিচার বড় মন্দ।

(১০) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ

عَنِ الْقَوْمِ الْمَجْرِمِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

لا يرد (রোধ করা যায় না) পিছনে দেখো, পৃঃ ৭৪

بأس পরাক্রম। পাকড়াও। আযাব। অসুবিধা। ক্ষতি।

لا بأس به তাতে কোন আপত্তি নেই।

لا بأس عليك তোমার কোন ভয় নেই।

لا بأس فيه তাতে কোন অসুবিধা নেই।

عَدَدُ لا بأس به উল্লেখযোগ্য সংখ্যা

مَبْلَغُ لا بأس به মোটামুটি যথেষ্ট পরিমাণ।

বাক্য বিশ্লেষণ

إن এর جواب الشرط ও شرط করে। (সম্পর্কে কী

জানো বলো।) (প্রয়োজনে দেখো, পৃঃ ১২৬)

لا يرد بأسه عن القوم المجرمين এর তারকীব করে।

তরজমা : যদি তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে আপনি বলুন, তোমাদের প্রতিপালক অশেষ করুণার অধিকারী, (তাই শাস্তি দিচ্ছেন না, তবে) অপরাধী কাওম থেকে তার আযাবকে রোধ করা যাবে না।

(১১) وَ هَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبْرَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَ اتَّقُوا لَعَلَّكُمْ

تَرْحَمُونَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

صفة এবং مبارك এর ক্তব বাক্যটি أَنْزَلْنَا

তরজমা : এ এমন কিতাব যা আমি নাযিল করেছি, যা বরকতপূর্ণ। সুতরাং তোমরা তা অনুসরণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও।

(১২) فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ، فَمَنْ أَظْلَمُ

مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ صَدَفَ عَنْهَا، سَنَجْزِي الَّذِينَ

يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

صَدَفَ (অব্যয়যোগে) عَنْ) صَدُفًا, صُدُوفًا (ض) (মুখ ফিরিয়ে নিলো)

। মুখ ফিরিয়ে নেয়া, যাওয়া, এড়িয়ে

... عَنْ صَدَفَةٍ ফিরিয়ে/সরিয়ে দিলো। বাধা দিলো।

سوء العذاب পিছনে দেখো, পৃঃ ১৭

বাক্য বিশ্লেষণ

متعلق এর সঙ্গে উহা কিংবা متعلق এর সঙ্গে এটি من ربكم

এবং তা بينة এর صفة

هدى এর উপর معطوف আর معطوف এর উপর بينة এটি

معطوف

من (اسم استفهام مبنى على السكون) স্থির শব্দ এটি প্রশ্নবাচক

এটি অظلم আর مبتدا

... من মাওছুল-ছিলাহ মিলে এর مجرور এর স্থানে এসেছে। আর

صَدَف عنها আর متعلق এর اظلم টি حرف الجر

معطوف এর উপর كذب

... مفعول به দ্বিতীয়, سوء العذاب আর প্রথম, اعجزى এর

بِمَا اِذَا اِذَا اِذَا اِذَا اِذَا اِذَا اِذَا اِذَا aটি المصدرية অর্থ ৭

তরজমা : তোমাদের কাছে তো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ (নবী ও কোরআন) এবং হিদায়াত ও রহমত এসে গেছে। সুতরাং ঐ ব্যক্তির চেয়ে জালিম কে হতে পারে যে আল্লাহর কালামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যারা আমার কালাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদেরকে অবশ্যই আমি জঘন্য শাস্তি দেবো, তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণে।

(১৩) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امِّثَالِهَا، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ

فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ * قُلْ إِنِّي هَدِنِي

رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ *

শব্দ বিশ্লেষণ

حَسَنَاتٌ একটি নেক আমল। বহু حَسَنَةٌ

سَيِّئَاتٌ একটি বদআমল। বহু سَيِّئَةٌ

مِثْلٌ বহুবচনে أمثالٌ মত, অনুরূপ। সমপরিমাণ।

لا يظلمون (তাদের উপর জুলুম করা হবে না) দেখো, পৃঃ ৮৩

বাক্য বিশ্লেষণ

من একটি اسم الموصول ও اسم الشرط আর بالحسنه হলো صلة

شرط আর جواب الشرط له বাক্য عشر أمثالها আর شرط

رابطة (দেখো, পৃঃ ১২৬)

أمثالها বাক্যটির তারকীব করো।

لا يجزى نائب الفاعل আর ফেয়েলটির মাঝে সুপ্ত যমীর হচ্ছে তার

شَيْئًا হচ্ছে তার দ্বিতীয় به مفعول যা এখানে উহ্য রয়েছে।

অর্থ- তাকে কোন কিছু প্রতিদান দেয়া হবে না।

১৩ দ্বারা কোন কিছু থেকে একটি জিনিসকে ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করা হয়েছে। (অর্থ-) তবে তার অনুরূপ প্রতিদান দেয়া হবে।

অর্থাৎ তাকে শুধু ঐ মন্দ আমলের অনুরূপ প্রতিদান দেয়া হবে।

তরজমা : যে একটি নেক আমল করবে, তার জন্য রয়েছে তার মত দশটি নেকী। আর যে বদ আমল করবে, তাকে শুধু ঐ বদ আমলের সমান শাস্তি দেয়া হবে। আর তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না।

আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক তো আমাকে সরল পথের দিকে পথপ্রদর্শন করেছেন।

(১৪) قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ

المسلمين *

শব্দ বিশ্লেষণ

نُسُكُ ইবাদত (এখানে কোরবানী অর্থে ব্যবহৃত)

مَحْيَايَ আমার জীবন। مَمَاتِي আমার মৃত্যু।

مُسْلِمًا (আত্মসমর্পণকারী) إِسْلَامًا আত্মসমর্পণ করা, ইসলাম গ্রহণ করা

বাক্য বিশ্লেষণ

আর - اسم এর إن معطوف عليه ও معطوف তিনটি صَلَاتِي و ...

شبه الفعل উহ্য এই ثَابِتُهُ মিলে ও মাজরুর মিলে

এর সাথে متعلق এবং তা إن এর খবর।

رب العالمين এর তারকীব বলো।

بِذَلِكَ أُمِرْتُ এবং أُمِرْتُ بِذَلِكَ এর মাঝে অর্থগত পার্থক্য বলো।

তরজমা : আপনি বলুন, নিঃসন্দেহে আমার নামায, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু সমস্ত জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই, আর ঐ বিষয়েই আমাকে আদেশ করা হয়েছে। সুতরাং আমি হলাম আত্মসমর্পণকারীদের প্রথম।

(১৫) فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

فَلَنَسْأَلَنَّ মুযারে'র শুরুতে التَّوَكُّيدِ লাম এবং শেষে التَّوَكُّيدِ যুক্ত হয়েছে। এ সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ৮৯

তরজমা : সুতরাং অবশ্যই আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবো যাদের কাছে (রাসূল) প্রেরণ করা হয়েছে এবং অবশ্যই আমি জিজ্ঞাসা করবো প্রেরিত রাসূলদেরকে।

(১৬) وَ الْوِزْنُ يُوَمِّدُ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ * وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا

أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

يَوْمَئِذٍ সেদিন। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত পরে জানবে, ইনশাআল্লাহ)

ثَقُلَتْ (ভারী হয়েছে) (ك) ثَقُلَ ভারী হওয়া। اِثْقَالًا ভারী করা।

خَفَتْ (হালকা হয়েছে) (ض) خَفَّ হালকা/ক্ষীপ্র হওয়া।

خَفَّ عَمَلُهُ তার আমল লঘু/হালকা/তুচ্ছ হলো।

خَفَّ سَيْرُهُ তার চলা ক্ষীপ্র/দ্রুত হলো।

مَوَازِينُ এটি مِيزَانُ এর বহু। দাঁড়িপাল্লা।

وَزْنًا, زَنَءٌ (ض) মাপা, ওজন করা।

خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ (তারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে) দেখো, পৃঃ ১৪৭

বাক্য বিশ্লেষণ

خَفَّتْ مَوَازِينُهُ বাক্যটি صلة ও شرط মাওছুল-ছিলাহ মিলে মুবতাদা।

أُولَئِكَ দ্বিতীয় মুবতাদা, আর ... الَّذِينَ خَسِرُوا

মুবতাদার খবর। আর এ বাক্যটি جواب الشرط এবং প্রথম

মুবতাদার খবর।

... الَّذِينَ خَسِرُوا পুরো অংশটির তারকীব করো।

তরজমা : আর সেদিন আমলের ওয়ন হওয়া সত্য বিষয়। সুতরাং যাদের (নেক আমলের) পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই হবে ঐ লোক যারা নিজেদেরকে বরবাদ করেছে, কেননা তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি অবিচার করতো।

(১৭) وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا

لَاۤ اِذَاۤمْ، فَسَجَدُوْا اِلَّاۤ اِبْلِیْسَ، لَمْ یَكُنْ مِنَ السَّٰجِدِیْنَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

صورنا (আমরা আকৃতি দান করেছি) ছবি তোলা, চিত্র আঁকা, আকৃতি দান করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

خبر এর فعل ناقص এবং তা متعلق এর সাথে معذودًا এর من

তরজমা : আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তারপর তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছি, তারপর ফিরেশাদাদেরকে বলেছি, তোমরা আদমকে সিজদা করো, তখন ইবলীস ছাড়া সকলে সিজদা করলো। সে সিজদাকারীদের মাঝে शामिल হলো না।

(১৮) قَالَ مَا مَنَعَكَ اِلَّاۤ تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ، قَالَ اَنَاۡ خَيْرٌ مِّنْهُ،

خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ *

শব্দ বিশ্লেষণ

طين মাটি, কাদা।

বাক্য বিশ্লেষণ

من অব্যয়টি উহ্য রয়েছে। এখনে لا অব্যয়টি অতিরিক্ত, আর

مِنْ أَنْ تَسْجُدَ (কোন জিনিস

তোমাকে সিজদা করা থেকে বাধা দিয়েছে?)

إِذْ ظرف الزمان এর تسجد

إِذْ বাক্যটি এর مضاف إليه হয়ে جر এর স্থানে আছে।

حِينَ أَمَرِي بِإِيَّاكَ

শাব্দিক অর্থ— তোমাকে আমার আদেশ করার সময়।

ما

অর্থ ... أَمَرْتُكَ এটি যুবতাদা منعك বাক্যটি খবর।

তরজমা : আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন তোমাকে সিজদা করতে কে বাধা দিলো? সে বললো, আমি তার চেয়ে উত্তম। আমাকে আপনি আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে কাদা থেকে সৃষ্টি করেছেন।

(١٩) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا، فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ

إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

اهبط (তুমি নেমে যাও) (ض) নামা, হ্রাস পাওয়া, কমা, প্রবেশ করা। বিভিন্ন ব্যবহার দেখো—

هَبَطَ ثَمَنُ السِّلْعَةِ পণ্যটির দাম কমলো (মূল্য হ্রাস পেলো)।
اهبطوا তোমরা কোন নগরে প্রবেশ করো।

صاغر (অপদস্থ) (س) صَغَارًا অপদস্থ হওয়া। হীনতা ও নীচতা গ্রহণ করা। (ك) صَغَرَ جَسْمُهُ ছোট হওয়া। অপদস্থ করলো।
صغره তাকে ছোট করলো। অপদস্থ করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

ما يكون উক্ত أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا। এর সমার্থক। এটি فَعْلٌ تَامٌ এবং متعلق আর لك হচ্ছে তার সাথে فاعل ফেয়েলের
শাব্দিক অর্থ— জান্নাতে অহংকার প্রকাশ করা তোমার জন্য জায়েয নয়।

তরজমা : তিনি বললেন, তাহলে তুমি জান্নাত থেকে নেমে যাও। কেননা এখানে থেকে তোমার অহংকার করা চলবে না। সুতরাং তুমি বের হয়ে যাও। সন্দেহে তুমি হীন ও তুচ্ছদের অন্তর্ভুক্ত।

(٢٠) قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ *

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

أَنْظُرْ (অবকাশ দিন) مَنْظَرٌ যাকে অবকাশ দেয়া হয়েছে।
أَغْوَى - يُغْوِي (ভ্রষ্ট করেছো) اِغْوَاءٌ ভ্রষ্ট করা।
(غَوَى - يَغْوِي) (ভ্রষ্ট হওয়া) غَوَاةٌ, غَوَاةٌ (স্র)

বাক্য বিশ্লেষণ

مُضَافٌ إِلَيْهِ يَوْمٌ (এটি তার সাথে যুক্ত) (তাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে) يُبْعَثُونَ
إِلَى يَوْمٍ بَعَثَهُمْ - সুতরাং বাক্যটির মূলরূপ হলো-
بِأَغْوَانِكَ - ما الْمَصْدَرُ (এটি) بِمَا أَغْوَيْتَنِي সুতরাং বাক্যটির মূলরূপ হলো-
إِيَّاي (আমাকে আপনার গোমরাহ করার কারণে)

তরজমা : সে বললো, তাহলে তাদেরকে পুনর্জীবিত করার দিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। তিনি বললেন, তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলে। সে বললো, যেহেতু আপনি আমাকে ভ্রষ্ট করেছেন সেহেতু আমি তাদের জন্য আপনার সরল পথে (ওত পেতে) বসে থাকবো।

(١٩) وَ يَأْدُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا
وَ لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

اسْكُنْ (বাস করো) سَكَنًا وَ سُكْنَى (ন) (বাস করা)।
سَكَنَ الْمَكَانَ / بِالْمَكَانِ স্থানটিতে বাস করলো।
سَكَنَ الْغَضَبَ - سَكَنَتِ الرِّيحُ - سَكَنَتِ الْحَرَكَةُ
قُرْبًا, قُرْبَانًا (স) (তোমরা কাছে যেয়ো না) لَا تَقْرَبَا
قُرْبَ شَيْئًا কোন কিছুর নিকটবর্তী হলো।
قُرْبًا, قُرْبَانًا (ক) নিকটবর্তী হওয়া।
قُرْبَ مِنْهُ / إِلَيْهِ তার নীকটবর্তী হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

و زَوْجِكَ এটি معطوف হয়েছে اسْكُنْ এর মাঝে সুগু যামীরের উপর,
আর সুগু যামীরের উপর عطف করার জন্য প্রকাশিত যমীর
দ্বারা তাকে تأكيد করতে হয়।

حيثُ এটি عطفٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الصَّمِّ এর পরে এসে جر এর স্থানে
রয়েছে। এখানে একটি مضاف إليه ও مضاف উহ্য রয়েছে।

فَكُلًّا مِنْ ثَمَارِهَا حَيْثُ شِئْتُمَا

شِئْتُمَا এ বাক্যটি حيث এর স্থানে এসেছে।

ف এটি হেতুবাচক অব্যয় نهى - أمر استفهام ইত্যাদির পরে যে
এটি হেতুবাচক অব্যয় فاء السبب আসে তার পরে أن অব্যয়টি উহ্য থেকে পরবর্তী
مضارع কে نصب দান করে।

তরজমা : আর হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো,
অতঃপর জান্নাতের ফল থেকে যা ইচ্ছা ভক্ষণ করো, তবে এই বৃক্ষের
কাছেও যেয়ো না, তাহলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

(২০) قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا

لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

ترحمنا (مفعول به সরাসরি) (س) رَحِمَةً রহম/দয়া/করুণা করা।

الخاسرين এটি اسم الفاعل থেকে باب سمع পৃঃ ১৪৭

বাক্য বিশ্লেষণ

ترحمنا কার উপর معطوف হয়েছে?

لَنَكُونَنَّ ফেয়েলটি সম্পর্কে কী জানো? এ বাক্যটির তারকীব করো।

এ বাক্যটি তারকীব কী হয়েছে বলো।

তরজমা : তারা দু'জন বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা
নিজেদের উপর যুলুম করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে মাফ না করেন এবং
রহম না করেন তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ে যাবো।

(২১) وَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ
 أَمَرَنَا بِهَا، قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى
 اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

তقولون এই ক্রিয়াটি على অব্যয়যোগে ‘অপবাদ দেয়া’ অর্থে ব্যবহৃত
 হয়। قَالَ আল্লাহর নামে অপবাদ দিলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

ما لا تعلمون মাওছুল ও ছিলাহ ইলি الموصول উহ্য রয়েছে।

إِذَا এর পরবর্তী বাক্যটি شرط ও مضاف إليه আর হাচ্ছে ফালো
 الشرط

আর إِذَا শব্দটি ফালো এর ظرف রূপে নছবের স্থানে রয়েছে।

বাক্যটির মূলরূপ- جِئْنَ فَعَلِيْهِنَّ فَاحِشَةً- তারা তাদের
 কোন অশ্লীল কাজ করার সময় বলে।

তরজমা : তারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করে তখন বলে, আমরা আমাদের
 পূর্বপুরুষকে এরই উপর পেয়েছি, এবং আল্লাহই আমাদেরকে এর আদেশ
 করেছেন। আপনি বলুন, আল্লাহ তো অশ্লীল কাজের আদেশ করেন না।
 তোমরা কি আল্লাহর নামে এমন অপবাদ আরোপ করবে যা তোমরা
 জানো না?

(২২) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ
 كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ،

শব্দ বিশ্লেষণ

اِسْتَكْبَرُوا অহংকার দেখালো। অহংকারবশত সত্য গ্রহণে বিরত থাকলো।

اِسْتَكْبَرُوا عَنْهُ অহংকারবশত তা থেকে বিরত থাকলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

أولئك هله مبتداً صلة و موصول এটি الذين كذبوا
কী? এবং أولئك أصحاب النار তারকীবে কী হবে?

مَنْ افترى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا অংশটির তারকীবে বলো, তারপর এই অংশটি
তারকীবে কী হয়েছে বলো।

مَنْ أَظْلَمُ এখানে مِنْ হচ্ছে প্রশ্ন-শব্দ, যার অর্থ أي رجل এটি মুবতাদা,
আর ... أَظْلَمُ হচ্ছে খবর।

তরজমা : আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং
ঐগুলোর প্রতি অহংকার প্রদর্শন করে, তারাই জাহান্নামী, তারা সেখানে
চিরকাল থাকবে। সুতরাং যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে
কিংবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাদের চেয়ে বড় জালিম
কে হতে পারে?

(২৩) إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْتُحُ لَهُمْ
أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي
سَمِّ الْخِيَاطِ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

يلج (ض) প্রবেশ করা। পিছনে দেখো, পৃঃ ৬৫

سم সুইয়ের ছিদ্র। خِيَاطُ সুই।

لَا تُفْتُحُ খোলা হবে না।

বাক্য বিশ্লেষণ

أَبْوَابُ السَّمَاءِ এ অংশটি তারকীবে কী হয়েছে?

حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ - এটা অসম্ভবতা বোঝানোর
জন্য বলা হয়। حَتَّى কাস্ব সাথে বলো।

তরজমা : যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং সেগুলোর
প্রতি অহংকার প্রদর্শন করে তাদের জন্য আসমানের দুয়ার খোলা হবে না
এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না সুইয়ের ছিদ্রে উট প্রবেশ

করে। আর জালিমদেরকে আমি এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।

(٢٤) وَ نَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، قَالُوا نَعَمْ، فَاذْنِ مُؤَدَّنْ بَيْنَهُمْ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

نَادَى - يُنَادِي - نَادٍ - (ডাকবে. مضارع কে অর্থে) نادى
 ডাক দেয়া। আহ্বান করা।

أَذَانًا وَتَأْذِينًا । আযান দিলো । ঘোষণা করলো । أَذِنَ

বাক্য বিশ্লেষণ

মفعول به দ্বিতীয় এর وجدنا এটি حقا

ظرف এর اذن এটি بينهم

তরজমা : জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে ডেকে বলবে যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমরা তো তা সত্য পেয়েছি। আচ্ছা, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা কি তোমরা সত্য পেয়েছো? তারা বলবে, হাঁ। তখন এক ঘোষণাকারী তাদের মাঝে ঘোষণা দেবে যে, জালিমদের উপর আল্লাহর অভিশাপ হোক।

(٢٥) وَ نَادَىٰ أَصْحَابَ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِنِ افْبِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ * الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَ لَعِبًا وَ غَرَّتْهُمْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا، فَالْيَوْمَ نَنسُهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَ مَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

ঢালা, প্রবাহিত করা (তোমরা ঢালো) أَفِيضُوا

أَفَاضَ الْإِنَاءَ পাত্রকে উপচেপড়া রূপে পূর্ণ করলো।

أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ তার শরীরে পানি ঢাললো।

كَهْوٌ وَ لَعِبٌ অস্বীকার করা। (ফ) খেলাধূলা।

غُرُورًا وَ غُرًّا (ন) (ধোকা দিয়েছে) غرت

বাক্য বিশ্লেষণ

الذين اتخذوا الكفرين এর صفة হয়ে جر এর

স্থানে এসেছে। اتخذوا دينهم এর প্রথম به مفعول আর

مفعول به لَهُوً وَ لَعِبًا হচ্ছে

উভয় مِنْ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا تبغيضي বা আংশিকতাজ্ঞাপক অর্থাৎ-

أَفِيطُوا عَلَيْنَا بَعْضُ الْمَاءِ أَوْ بَعْضُ مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ

এর স্থানে এর مجرور এর مصدر হয়ে জুমলাটি এ نسوا ...

টি এর حرف الجر كُنْشِيَانِهِمْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا অর্থাৎ এসেছে।

متعلق এর সাথে نَنْسَى

এ অংশটি মাছদার হয়ে এর উপর معطوف অর্থাৎ ... ما كانوا

كُنْشِيَانِهِمْ وَ جُحُودِهِمْ

তরজমা : জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে যে, আমাদের দিকে সামান্য পানি ঢেলে দাও, কিংবা আল্লাহ তোমাদেরকে যা দান করেছেন তা থেকে কিছু। তখন জান্নাতীরা বলবে, আল্লাহ তো ঐ দু'টি কাফিরদের উপর হারাম করে দিয়েছেন, যারা তাদের ধর্মকে তামাশা ও খেলা বানিয়েছিলো, আর পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোকায়ে ফেলেছিলো। সুতরাং আমি আজ তাদেরকে ভুলে যাবো যেমন তারা তাদের এই দিনটির সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলো এবং যেমন তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতো।

(২৬) اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَ

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَ اذْعُوهُ خَوْفًا وَ

طَمَعًا، اِنْ رَحِمَتِ اللَّهُ قَرْيَبًا مِّنَ الْمُحْسِنِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

تضرعا কাকুতি মিনতি করা। অনুগত হওয়া। (ই) অব্যয়যোগে)

تَضَرَّعَ إِلَى اللَّهِ আল্লাহর দরবারে কাকুতি মিনতি করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

تَضَرَّعًا এটি اَدْعُوا অর্থে مُتَضَرَّعِينَ এর ফاعল থেকে

خَفِيَّةٌ এই মাছদারটি مُخْتَفِينَ অর্থে تَضَرَّعًا এর উপর معطوف হয়ে

হাল হয়েছে।

طَامِعِينَ وَ خَائِفِينَ এখানে مصدر দু'টি ع وَ طَامِعًا

এর ফاعল থেকে।

قَرِيبٌ এখানে رحمة শব্দটির অর্থ ثَوَاب তাই قَرِيب শব্দটি مَذْكُر

তরজমা : তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো সকাতে এবং সংগোপনে। নিঃসন্দেহে সীমালঙ্ঘনকারীদের তিনি ভালোবাসেন না। আর পৃথিবীকে সংশোধন করার পর তাতে তোমরা ফাসাদ সৃষ্টি করো না। আর তোমরা তাকে ভয়ে ভয়ে ও আশায় আশায় ডাকো। নিঃসন্দেহে আল্লাহর রহমত ও ছাওয়াব নেকলোকদের নিকটবর্তী।

(২৭) لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا

لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِهِ، اِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ *

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنُرِيكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ * قَالَ يٰقَوْمِ

لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ * اٰبَلٰغُكُمْ

رِسٰلَتِيْ رَئِيْ وَاَنْصَحْ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

مَلَأُ দল। সম্প্রদায়ের অভিজাত লোকেরা। সভাসদবর্গ

اَبْلَغُ (আমি পৌছে দেই) تَبْلِيغًا ও بَلَاغًا পৌছানো।

بَلَّغَ বার্তা পৌছে দিলো।

اَنْصَحُ (হিতাকাঙ্ক্ষা করি) نَصَحًا উপদেশ দেয়া। হিতাকাঙ্ক্ষা

করা।

نَصَحْتُهُ (সরাসরি به مفعول কিংবা ل অব্যয়যোগে)

তাকে উপদেশ দিলাম। তার প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষা করলাম।

বাক্য বিশ্লেষণ

حذف يا المتكلم مضاف إليه يا قومي আসলে يا قوم

করা হলেও يا এর কারণে আগত কাসরাহটি রয়ে গেছে।

আরবীতে এর নমুনা প্রচুর। যেমন— يا رب

এখানে ليس এর সমার্থক আর من অব্যয়টি ما

অতিরিক্ত। সুতরাং الله শব্দটি শব্দগতভাবে

অর্থগতভাবে তা اسم এর মা এম গ্রহণ করেছে।

এর وصف এবং তা الله এর অর্থগত

এর সাথে متعلق এবং তা

خبر এর

حال থেকে الملائكة এর সাথে متعلق আর তা

শাব্দিক অর্থ— সভাসদরা বললো, এমন অবস্থায় যে, তারা তার

সম্প্রদায় থেকে গণ্য।

ما لا تعلمون এর তারকীব বলো।

তরজমা : অবশ্যই আমি নূহকে তার কাওমের কাছে রাসূলরূপে পাঠিয়েছি। তখন তিনি বললেন, হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। আমি তোমাদের সম্পর্কে এক কঠিন দিনের আযাবের আশঙ্কা করি।

তার কাওমের বিশিষ্ট লোকেরা বললো, আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তির মাঝে দেখতে পাচ্ছি।

তিনি বললেন, হে আমার কাওম! আমার মাঝে কোন গোমরাহী নেই, বরং আমি তো রাসূলুলালমীনের পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল। আমি আমার প্রতিপালকের বার্তাসমূহ তোমাদের কাছে পৌঁছে দেই এবং তোমাদেরকে সদুপদেশ দেই, আর আমি আল্লাহর পক্ষ হতে এমন কিছু জানি যা তোমরা জানো না।

(২৮) فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

শব্দ বিশ্লেষণ

فُلُكُ কিশতি, জাহাজ। (উভয় লিংগে এবং একবচনে ও বহুবচনে)

বাক্য বিশ্লেষণ

معه এটি موجودون এই উহ্য شبه الفعل আর الفلك আর ظرف
হচ্ছে তার সাথে متعلق - মাওছুল-ছিলাহ মিলে أُنْجِنَا এর
معطوف এর উপর معقول به

তরজমা : অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো। তখন আমি তাকে
এবং যারা তার সঙ্গে কিশতিতে ছিলো তাদেরকে নাজাত দিলাম। আর
যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো তাদেরকে ডুবিয়ে
দিলাম।

(২৯) وَ إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ
إِلَهِ غَيْرُهُ، أَفَلَا تَتَّقُونَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

إلى عاد এটি بَعَثْنَا এর সাথে متعلق
إلى عاد এর তারকীব বলো।

তরজমা : আর 'আদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছিলাম।
তিনি বললেন, হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো,
তোমাদের জন্য তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা কি
(আল্লাহকে) ভয় করবে না!

(৩০) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُكَ فِي سَفَاهَةٍ و
إِنَّا لَنَنْظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ و
لَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

سَفَاهَةٌ (নির্বুদ্ধিতা) (س) বোকা / নির্বোধ হওয়া
نظن (ধারণা করি) (ن) ধারণা করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

صفة الملا এর মাল্লা এটি মাওছুল ও ছিলাহ মিলে الملا এর الذين كفروا حال থেকে الملا হয়ে متعلق এর সাথে معدودين এটি من قومه এর ليس بي سفاهة এর তারকীব বলো।

তরজমা : তাঁর গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকেরা যারা কুফুরি করেছিলো, তারা বললো, অবশ্যই আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি, আর অবশ্যই আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত বলে ধারণা করছি। তিনি বললেন, হে আমার কাওম! আমার মাঝে কোন নির্বুদ্ধিতা নেই, বরং আমি রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল।

(৩১) وَ إِلَىٰ تُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يُقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ

مِنْ إِلَهِ غَيْرِهِ، قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ *

তরজমা : আর হামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই ছালিহকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বললেন, হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তোমাদের জন্য তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। অবশ্যই তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে।

(১) وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ
 مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا
 يَكْسِبُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

لو এ সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ১০৫
 أَنْ হচ্চে حَرْفُ الْمَصْدَرِ যা পরবর্তী
 জুমলাকে মাছদারে পরিণত করে। যেমন رَاشِدًا
 سَمِعْتُ أَنْ رَاشِدًا অত্রপ سَمِعْتُ (عَنْ) مَرَضٍ رَاشِدٍ অর্থাৎ مَرِضٌ
 كُتِبَتْ أَنْ رَاشِدًا صَادِقٌ অত্রপ أَعْرَفَ (عَنْ) عَلِمَكَ অর্থাৎ عَالِمٌ
 كُتِبَتْ صِدْقٌ رَاشِدٍ অর্থাৎ

বাক্য বিশ্লেষণ

এই - خبر তার হচ্চে আমনوا و اتقوا اسم আর أَنْ হলো أَهْلُ الْقُرَى
 জুমলাটি أَنْ দ্বারা مصدر হয়ে উহা ফেয়েল كُتِبَتْ এর فاعল রূপে
 رفع এর স্থানে এসেছে। মূল ইবারত এরূপ -
 لو تَبَيَّنَ إِيمَانُ أَهْلِ الْقُرَى وَ تَقَوَاهُمْ - যদি
 জনপদের অধিবাসীদের ঈমান এবং তাদের তাকওয়া সাব্যস্ত
 হতো তাহলে ...

بِمَا এটি ضمير হচ্চে পরবর্তী বাক্যটি صلة আর উহা ضمير হচ্চে
 حرف الجر بِمَا আর كَانُوا يَكْسِبُونَهُ - عَائِدٌ إِلَى الْمَوْصُولِ
 টি متعلق হয়েছে أَخَذْنَا এর সঙ্গে।

ما এর স্থানীয় অর্থ - হলো 'পাপ' -এর পূর্বাপর থেকে এ
 অর্থটি বোঝা যায়।

يَكْسِبُهُمُ الْإِثْمَ অর্থাৎ وَ حَرْفُ الْمَصْدَرِ কে মা
 صفة তা সঙ্গে, আর এর শব্দ الفعل উহা متعلق হয়েছে এটি مِنَ السَّمَاءِ

হয়েছে বَرَكَاتٍ ظَاهِرَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ ۖ অর্থাৎ এর

তরজমা : জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো তাহলে আমি আসমান-যমীনের অসংখ্য বরকত তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা (আমার রাসূলকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাই তাদের কৃত অপরাধের কারণে আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি।

(২) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ، فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، وَقَالَ مُوسَىٰ يَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

مَلَائِ ৷ দল, গোষ্ঠী, অভিজাত শ্রেণী। বহুবচনে
ظَلَمُوا بِهَا ৷ ঐ নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিচার করলো, অর্থাৎ সেগুলো অস্বীকার করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

من بعدهم ৷ এখানে من অব্যয়টি অতিরিক্ত।
كَانَ ৷ এটি প্রশ্ন-শব্দ এবং ফাতহার উপর مَبْنِي (বা স্থির) এটি
عَاقِبَةُ ৷ এর অগ্রবর্তী খবর এবং তা نَصَب এর স্থানে রয়েছে, আর
كَانَ ৷ এর ইসম। (দেখো, পৃঃ ৮৪)
ইসমটি مؤن্থ হওয়ার পরও فعل ناقص টি কেন مذكر হলো?
مَتَعَلَق ৷ এটি رسول এর সাথে من رب العالمين

তরজমা : অতঃপর অন্যান্য রাসূলের পরে আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলীসহ ফিরআউন ও তার সহচরদের কাছে প্রেরণ করলাম। কিন্তু তারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করলো। সুতরাং দেখো ফাসাদকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিলো।

(৩) فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ * وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنُّظُرِينَ * قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا

لَسِحْرٌ عَلِيمٌ * يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا
تَأْمُرُونَ * قَالُوا أَرْجِهْ وَ أَخَاهُ وَ أَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ
حَاشِرِينَ، يَا تَوَكُّ بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ *

শব্দ বিশ্লেষণ

عَصَا (মুন্ট শব্দটি) ল্যাঠি। বহু عَصَوَان দ্বিবাচন।
أَلْفَى سے ল্যাঠি নিক্ষেপ করলো। (বিশেষ অর্থ) সফর ও
ভ্রমণ বন্ধ করে স্থির হয়ে বসবাস শুরু করলো।
ثُعْبَانُ বড় সাপ, অজগর। বহু ثُعَابِينُ
مَبِينُ ইফ'আল থেকে اسم الفاعل সুস্পষ্ট। এখানে উদ্দেশ্য- বড়সড়।
نَزَعَ দেখো, পৃঃ ৬৫
سَحَر (ফ) জাদু করা। ধোকায় ফেলা। (অন্যান্য ব্যবহার)
سَحَرَهُ بِجَمَالِ الرَّبِيعِ বসন্তের সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করলো।
... سَحَرَهُ تَاكَةَ كِيحُ دَوَارَا مُغْث-মোহিত করলো। যেমন-
سَحَرَهُ بِكَلَامِهِ، سَحَرَهُ بِجَمَالِهِ
سَحَرَهُ জাদুগর, বহু سَحَرَاءُ
أَرْجِهْ (তাকে সময় দাও) ইফ'আল, স্থগিত করা, বিলম্বিত
করা, সুযোগ দেয়া। أَرْجِي - يَرْجِي - أَرْجُ (যমীরকে সাকিন
করে أَرْجِهْ পড়া হয়েছে। সাধারণ নিয়মে أَرْجِهْ)
حَاشِر (একত্রকারী) (ن) حَشَرًا একত্র করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

إِذَا এটি আকস্মিকতাজ্ঞাপক। এর নাম الفجائية - এটি এ
কথা বোঝায় যে, কোন কিছু হঠাৎ দেখা গেছে বা পাওয়া গেছে
বা ঘটেছে। এটি مبتدأ ও خبر এর শুরুতে আসে। উদাহরণ-
فَتَحَتُ الْبَابَ فَإِذَا رَآشِدُ عَلَى الْبَابِ
দরজা খুললাম, হঠাৎ দেখি যে, রাশেদ দরজায় (দাঁড়িয়ে আছে)

ظَنَنْتُ الرَّجُلَ شَاهِدًا فَإِذَا هُوَ خَالِدٌ

লোকটিকে শাহেদ ভাবলাম, হঠাৎ দেখি যে, সে খালেদ।

هَبَّتِ الْعَاصِفَةُ فَإِذَا الزُّورِيُّ غَارِقٌ

ঝড় উঠলো, আর হঠাৎ নৌকাটি ডুবে যেতে লাগলো।

رَأَيْتُ ثَعْبَانًا هَبَّتِ الْعَاصِفَةُ فَإِذَا هِيَ تُغْبِئَانِ

এই ঝড়ের পূর্বে একটি ফ অপরিহার্য।

حَالُ الْمَلَأِ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنٍ

শাব্দিক অর্থ— সভাসদরা বললো, এমন অবস্থায় যে, তারা

ফিরআউনের কাওম থেকে গণ্য।

فَمَاذَا

এটি ফেরআউনের বক্তব্য। আর قَالَ এর যমীর ফিরেছে الْمَلَأِ

এর দিকে। এটি শব্দগতভাবে وَاحِدٌ তবে অর্থগতভাবে جَمْعٌ

أَرْجِهَ

معطوفٌ على أَرْجِهَ هُ

يَأْتُوكَ

এটি امر এর পরে আসার কারণে مجزوم হয়েছে। এখানে إن ترسل حاشرين يأتوك ... অর্থাৎ

ও حرف الشرط উহা রয়েছে।

তরজমা : তখন মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করলেন, আর হঠাৎ দেখা গেলো যে, তা বড়সড় এক সাপ। আর তিনি তার (বগল থেকে) হাত বের করে আনলেন, তখন হঠাৎ দেখা গেলো যে, দর্শকদের জন্য তা শুভ্র-উজ্জ্বল।

ফেরআউনের কাওমের সভাসদরা বললো, নিঃসন্দেহে এ লোক বিজ্ঞ যাদুগর। সে তো তোমাদেরকে আপন ভূমি থেকে উৎখাত করতে চায়।

(ফেরআউন বললো,) তাহলে তোমরা কী পরামর্শ দাও? তারা বললো, তাকে এবং তার ভাইকে সময় দিন এবং বিভিন্ন শহরে জমায়েতকারী লোকদেরকে পাঠিয়ে দিন; তারা সকল বিজ্ঞ যাদুগরকে আপনার দরবারে হাজির করবে।

(٤) وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ

الْغَالِبِينَ * قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ * قَالُوا

يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمَلِيقِينَ * قَالَ

الْقُوا فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَ
جَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ *

শব্দ বিশ্লেষণ

جمع مذكر اسم المفعول থেকে তفعیل (নৈকট্যপ্রাপ্ত) مَقْرَبِينَ
نِکটবর্তী করলো। নৈকট্য দান করলো।

استرهبوهم তারা তাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করলো।

رَهَبَ فُلَانٌ (رَهَبًا، س) অমুক ভীত হলো।

تَاكَةً رَهَبَ - ه

বাক্য বিশ্লেষণ

إِنْ এর اسم হচ্ছে أَجْرًا এবং তার শুরুতে যুক্ত لام হচ্ছে তাকীদের
জন্য। আর لَنَا এই لام হচ্ছে حرف الجر যা ثابت এর সাথে
خبر এর İN এর متعلق এবং তা

الفلبين - আর اسم হচ্ছে তার যামীর لَنَا আর خبر এর فعل ناقص হচ্ছে
نَحْنُ এসেছে যুক্ত যামীরের তাকীদের জন্য।

এ বাক্যটি İN এর شرط এখানে جواب الشرط উহ্য রয়েছে।

আর তা হলো إِنْ لَنَا لَأَجْرًا فَلَنَا أَجْرٌ বাক্যটি উহ্য جواب
الشرط এর قرينة বা আলামত।

তরজমা : আর যাদুগরেরা ফিরআউনের দরবারে হাজির হলো (এবং)
বললো, যদি আমরা বিজয়ী হই তাহলে তো অবশ্যই আমাদের জন্য রয়েছে
বিরাট প্রতিদান! সে বললো, হাঁ। আর তোমরা তো হবে নৈকট্যপ্রাপ্তদের
অন্তর্ভুক্ত।

তারা বললো, হে মুসা! হয় তুমি (যাদুসামগ্রী) নিষ্ক্ষেপ করো, নয়ত আমরা
নিষ্ক্ষেপ করি। তিনি বললেন, তোমরা নিষ্ক্ষেপ করো। যখন তারা নিষ্ক্ষেপ
করলো তখন তারা মানুষের দৃষ্টিকে যাদুগ্রস্ত করে ফেললো এবং তাদেরকে
ভীতসন্ত্রস্ত করে ফেললো। আর তারা এক ভয়ংকর যাদু প্রদর্শন করলো।

(٥) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، رَبِّ مُوسَى وَ هَارُونَ * قَالَ

فَرَعَوْنَ أَمْنَتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَدْنَ لَكُمْ، إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرَتُمُوهُ
فِي الْمَدِينَةِ لِيُتَخَرَّجُوا مِنْهَا أَهْلُهَا، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

মকরমো (বিভিন্ন ব্যবহার) চক্রান্ত করা। প্রতারণা করা। (ন) মকরমো
মকরমো তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলো। তাকে ধোকা
দিলো।

আল্লাহ (অবাধ্যকে তার) (العاصي/بِالْعَاصِي)
চক্রান্তের ফল দান করলেন। (অবাধ্যকে) ঢিল দিলেন।

বাক্য বিশ্লেষণ

এটি رب العلمين হয়েছিল بدل رب موسى থেকে।

এর آمْنَتُمْ মিলে পুরোটা আর - مضاف إليه এর قبل এটি أن أَدْنَ لَكُمْ
(অর্থ, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বে) ظَرْفُ الزَّمَانِ
হচ্ছে আর خبر মকর হচ্ছে তার اسم এবং اسم এর إن হচ্ছে
তাকীদের হরফ।

এই বাক্যটি হচ্ছে পববর্তী نكرة এর صفة আর ضمير منصوب
عائد إلى الموصوف হচ্ছে

এর তারকীব করো।

এর تَعْلَمُونَ عَاقِبَةُ مَكْرِكُمْ অর্থঃ রয়েছে উহ্য মفعول به

তরজমা : যাদুগরেরা বললো, আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং মুসা ও
হারুনের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।

ফেরআউন বললো, আমার অনুমতি ছাড়াই তোমরা তার প্রতি ঈমান
এনেছো! নিঃসন্দেহে এটা এক চক্রান্ত যা তোমরা শহরে শুরু করেছো।
তোমাদের উদ্দেশ্য, শহরবাসীদেরকে শহর ছাড়া করা, সুতরাং অচিরেই
তোমরা (তোমাদের চক্রান্তের পরিণাম) জানতে পারবে।

(٦) وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَ قَوْمَهُ
لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ يَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، قَالَ سَنُنْقِطِلُ

أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

تذر (তুমি ছেড়ে দেবে) পিছনে দেখো, পৃঃ ৫৮

نُقْتَلُ তাফ'যীল এর ফেয়েল। তাতে অতিশয়তার বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

সুতরাং قتل অর্থ হত্য করলো, আর قتل অর্থ ভয়ংকরভাবে

হত্যা করলো। কচুকাটা করলো। গণহত্যা করলো।

نستحي (আমরা জীবিত রাখবো) পিছনে দেখো, পৃঃ ১৭

قاهرُونَ (বিজয়ী) اسم الفاعل এর جمع مذكر

(ف) পর্যদন্ত করা, আধিপত্য বিস্তার করা।

قَهَرَهُ তাকে পর্যদন্ত করলো। তার উপর আধিপত্য বিস্তার করলো

বাক্য বিশ্লেষণ

من قوم فرعون এর তারকীব দেখো ও নং আয়াতে।

متعلق এটি تذر এর সাথে

يذرك .. এটি معطوف হয়েছে এর উপর।

الهلك এটি معطوف হয়েছে يذر এর উপর।

قاهرُونَ এটি إن এর খবর, اسم আর فوقهم হচ্ছে

ظرف مكان এর

তরজমা : ফেরআউনের গোষ্ঠীর এক সভাসদ বললো, (হে ফেরআউন!)

আপনি কি মূসা ও তার কাওমকে সুযোগ দিয়ে রাখবেন, যাতে তারা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে, আর আপনাকে এবং আপনার উপাস্যকে বর্জন করে?

ফেরআউন বললো, অবশ্যই আমি তাদের পুত্রদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করবো এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রেখে দাসী বানাবো। আর অবশ্যই আমি তাদের উপর বিজয়ী হবো।

(٧) قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ

يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

مُورِث (উত্তরাধিকারী করেন) إِرْثًا উত্তরাধিকার বানানো
(অন্যান্য ব্যবহার)

أَوْرَثَ مَرَضًا রোগ সৃষ্টি করেছে।

أَوْرَثَهُ الْمَرَضُ ضَعْفًا রোগ তাকে দুর্বল করে রেখে গেছে।

إِرْثًا, وَرَاثَةً (হ) উত্তরাধিকারী হওয়া। উত্তরাধিকারী রূপে পাওয়া।

وَرِثَ فُلَانًا الْمَالَ - وَرِثَ مِنْ / عَنْ فُلَانٍ الْمَالَ

অমুক থেকে সম্পদের উত্তরাধিকারী হলো।

وَرِثَ هَذَا الْمَرَضُ عَنْ أَبِيهِ এই রোগ সে তার পিতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে।

إِرْثٌ, وَرِثٌ, وَرَاثَةٌ, تُرَاثٌ উত্তরাধিকার সম্পদ।

বাক্য বিশ্লেষণ

من يشاء (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) من يشاء

من عباده এটি معبودا এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق আর তা حال এর উহ্য به مفعول থেকে يشاء

إن باق্যটির তারকীব করো।

يُورِثُهَا যমীরের مَرَجِع উল্লেখ করো।

তরজমা : আর মুসা তার কাওমকে বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো এবং ধৈর্য ধারণ করো। নিঃসন্দেহে যমীন আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে ঐ যমীনের উত্তরাধিকারী করেন। আর উত্তম পরিণতি মুত্তাকীদের জন্য।

(٨) قَالُوا أَوَؤْذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، قَالَ

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عُدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ

فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

أُذِيْنَا (আমাদেরকে) جمع متكلم এর ماضي مجهول থেকে ইফ'আল থকে
 أُذِيْنَا - يُؤْذِي - أَذ - لَا تُؤْذِي (নির্যাতন করা হয়েছে।)
 يَسْتَخْلِف (স্থলবর্তী করবেন) استخلفاً দেখো, পৃঃ ১৫৯

বাক্য বিশ্লেষণ

من উভয় من তাদের সহ মজরুর হয়েছে।
 مِنْ قَبْلِ إِيَابَانِكَ অর্থঃ مضاف إليه এর قبل হচ্ছে
 مَا এটি حرف المصدر অর্থঃ তোমার আসার পর থেকে।

عَسَى এটিকে বলে الفعل المقارئة এটি قُرْب এর অর্থ প্রদান করে।
 سُوْتَرًا ۞ عَسَى أَنْ يُهْلِكَ رُكْمٌ عَدُوُّكُمْ এর অর্থ হলো-
 قُرْبُ তোমাদের শত্রুদেরকে তোমাদের রবের ধ্বংস করা নিকটবর্তী হয়েছে।
 عَسَى أَنْ يُهْلِكَ رُكْمٌ - তবে এখানে رُكْم কে
 আগে এনে مبتدأ বানানো হয়েছে। সে হিসাবে رُكْم হচ্ছে
 خبر এর اسم আর يهلك তার عسى
 ف ينظر আর معطوف এর يهلك অব্যয়যোগে
 يستخلف معطوف এর উপর

তরজমা : মূসার কাওম বলে উঠলো, (হে মূসা!) তোমার আসার আগে থেকে এবং তোমার আসার পর থেকে আমরা নির্যাতিত হয়ে চলেছি। তিনি বললেন, অতিসত্ত্বর তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে যমীনে (তাদের) স্থলবর্তী করবেন, তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন আমল করো।

(٩) قَاتَلْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ يَأْتُهُمْ كَذِبُوا بِآيَاتِنَا وَ

كَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

إِنْتَقَمًا (আমরা প্রতিশোধ নিলাম) انتقمنا

نَدِي، سَمُودُ ।
 غَافِلٌ (উদাসীন, গাফেল) (ن) / গাফেল হওয়া
 غَفَلَ عَنْ شَيْءٍ কোন বিষয়ে উদাসীন/গাফেল হলো ।

বাক্য বিশ্লেষণ

عَلَيْهَا এটি غُفْلِينَ এর সঙ্গে متعلق আর তা كانوا এর খবর । هَا এর
 آيَاتٍ হলো مرجع
 بِأَنَّهُمْ كَذِبُوا (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)
 এ অংশটুকু ب এর مجرور আর ب অব্যয়টি হেতুবাচক । এবং
 متعلق এর সাথে أَغْرَقْنَا

তরজমা : সুতরাং আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম, অর্থাৎ
 আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার কারণে তাদেরকে নদীতে
 ডুবিয়ে দিলাম । আর তারা আমার নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে গাফেল ছিলো ।

(١٠) وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ،
 يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ
 مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ *

বাক্য বিশ্লেষণ

إِذْ সম্পর্কে আলোচনা করো । (প্রয়োজনে দেখো, পৃঃ ১৪ ও ৩৫)
 يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ফেয়েলটির অর্থ বলো এবং বাক্যটির তারকীব
 আলোচনা করো । (প্রয়োজনে দেখো, পৃঃ ১৭)

তরজমা : ঐ সময়কে স্মরণ করো যখন আমি তোমাদেরকে ফির'আউনের
 গোষ্ঠী থেকে নাজাত দিয়েছি, যারা তোমাদের উপর ভীষণ নির্যাতন চাপিয়ে
 দিয়েছিলো; যারা তোমাদের পুত্রদেরকে ব্যাপক হারে হত্যা করতো এবং
 তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রেখে দাসী বানাতো । আর তাতে রয়েছে
 তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিরাট পরীক্ষা ।

(١١) قَالَ يُمُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي و

بِكَلَامِي، فَخُذْ مَا أُتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

اصطفيت পিছনে দেখো, পৃঃ ৬৯

বাক্য বিশ্লেষণ

ما أُتَيْتُكَ এর তারকীব করো। ما এর নিজস্ব অর্থ ও স্থানীয় অর্থ হিসাবে
তরজমা করো।

من الشكرين এটি কার সাথে متعلق বলো।

তরজমা : আল্লাহ বললেন, হে মুসা! নিঃসন্দেহে তোমাকে আমি সমস্ত
মানুষের মোকাবেলায় নির্বাচিত করেছি আমার রিসালাতের ব্যাপারে এবং
আমার সাথে কালাম করার ব্যাপারে। সুতরাং আমি তোমাকে যে কিতাব
দান করেছি তা গ্রহণ করো এবং শোকরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

(١٢) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

শব্দ বিশ্লেষণ

حَبِطَتْ (নষ্ট হলো) (س) نَبِطَ নষ্ট হওয়া। اجْبَاطًا নষ্ট করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

لِقَاءِ الْآخِرَةِ এটি أُتِينَا এর উপর معطوف

এখানে مبتدأ ও خبر চিহ্নিত করো।

তরজমা : আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে এবং আখেরাতের সাক্ষাৎকে
মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের আমলসমূহ বরবাদ হয়ে গেছে।

(١٣) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَادْخُلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ

أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

رَبِّ সম্পর্কে আলোচনা করো।

لِإِخِي কার উপর معطوف হয়েছে ?

أَرْحَمُ শব্দটির পরিচয় দাও এবং অর্থ বলো।

তরজমা : মূসা বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার ভাইকে মাফ করুন এবং আমাদেরকে আপনার রহমতে দাখেল করুন। আপনি তো দয়ালুদের বড় দয়ালু।

(১৪) إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ * وَالَّذِينَ عَمِلُوا السِّيَأَتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا، إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

يَنَالُهُم (স) লাভ করা। পাওয়া।

نَالَهُ الْعَذَابُ আযাব তাকে পাকড়াও করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

العجل হচ্ছে اتخذوا এর প্রথম মفعول আর দ্বিতীয় به উহা রয়েছে। অর্থাৎ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مَفْعُولًا

السيئات হচ্ছে عملوا এর উপর মفعول আর تابوا হচ্ছে এর সাথে متعلق এবং امنوا আর معطوف আর تابوا এর উপর মাওছুল-ছিলাহ মিলে মুবতাদা।

..... এই পুরো বাক্যটি পূর্ববর্তী خبر এর مبتدأ

این خبر এর প্রথম খবর। این اسم আর غفور

হচ্ছে এই সাথে خبر من بعدها। দ্বিতীয় খবর হচ্ছে سيئات এর দিকে, আর দ্বিতীয়টি ফিরেছে প্রথম এর মাঝে বিদ্যমান মাছদার توبه এর দিকে। এ সম্পর্কে জরুরী আলোচনা দেখো, পৃঃ ৭৯

জরুরী কথা

কোন জুমলা যদি পূর্ববর্তী خبر হয় তাহলে তাতে একটি عائد থাকা জরুরী যা খবরকে মুবতাদার সাথে সংযুক্ত

রাখে। এখানে সেই رابط বা টি উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ

لَغْفُورٌ لَهُمْ رَحِيمٌ بِهِمْ

তরজমা : যারা গরুর বাছুরকে উপাস্য বানিয়েছে তাদেরকে অবশ্যই পাকড়াও করবে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আযাব এবং পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা। এমনভাবে আমি মিথ্যা আরোপকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকি। যারা মন্দকাজ করে, তারপর তাওবা করে এবং ঈমান আনে, এই তাওবার পর আপনার প্রতিপালক অবশ্যই মহাশ্রমশীল, চিরদয়ালু।

(১৫) وَ اخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا، فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ، أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ، تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَ تَهْدِي مَن تَشَاءُ، أَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

اختار (নির্বাচন করলেন) মাছদারُ اخْتَارَا নির্বাচন করা, মাদ্দাহ خَيْر (নির্বাচন করলেন) মাছদারُ اخْتَارَا নির্বাচন করা, মাদ্দাহ خَيْر
اخْتَارَ - يَخْتَارُ - اخْتَرَهُ

مِيقَاتٍ নির্ধারিত সময়, প্রতিশ্রুত (ওয়াদাকৃত) সময়। নির্ধারিত স্থান।
مِيقَاتُ الْحَجِّ (হজ্জের ইহরাম বাঁধার নির্ধারিত স্থান) বহুবচনে
مَوَاقِيتُ

আমার নির্ধারিত সময়ের জন্য। অর্থাৎ ঐ সময়ের
জন্য যা আমি তাদের আসার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম

رجفة (কম্প) رَجْفًا (ন) কম্পিত হওয়া। আন্দোলিত হওয়া।

رَجَفَ فُلَانٌ ভয়ে থরথর করে কাঁপল।

رَجَفَ الْقَلْبُ ভয়ে হৃৎকম্প হলো। কলজে কেঁপে উঠলো।

ارْتَجَفَ কেঁপে উঠলো। কম্পিত হলো। কাঁপলো।

رَاجِفَةٌ কেয়ামতের শিঙার প্রথম ফুঁক।

كَمْ كَمْ بِمِ كَمْ كَمْ

لو شئت (যদি ইচ্ছা করতেন) شئت ইচ্ছা করা। চাওয়া। (পৃঃ ৬৬)

فتنتك (আপনার পরীক্ষা) فتنة শব্দটি কখনো আযাবের অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ذوقوا فتنتكم তোমরা তোমাদের আযাব ভোগ করো। আবার যে সকল অবস্থা দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করা হয় সেগুলোকেও فتنة বলা হয়। অর্থাৎ পরীক্ষা বা পরীক্ষার বিষয়, যেমন-

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ (নিঃসন্দেহে তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তানসন্ততি হলো পরীক্ষার বিষয়।)

গোলযোগ ও ফাসাদকেও ফিতনা বলা হয়। যেমন-

الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

(ফিতনা-ফাসাদ হত্যার চেয়ে জঘন্য।)

(ض) سত্য থেকে বিচ্যুত করার জন্য নির্যাতন চালানো।

فَتَنَهُ الْمُشْرِكُونَ

কঠিন অবস্থার মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলা।

أَوَّلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ (তারা কি দেখে না যে, প্রতি বছর তাদেরকে একবার বা দু'বার কঠিন পরীক্ষায় নিষ্ক্ষেপ করা হয়?)

মোহগ্রস্ত করা। যেমন- فَتَنَهُ الْمَالُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قومه মূলতঃ ছিলো مِنْ قَوْمِهِ ব্যাকরণ মতে حرف الجر কে حذف করে نَصَبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ কে দেয়া হয়। এটাকে বলে অর্থাৎ জরদাতাকে সরিয়ে নছব দান করা। (দেখো, পৃঃ ১৫৭)

لمبقاتنا এটি متعلق হয়েছে اختار এর সাথে।

من قبل (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) مِنْ قَبْلِ هَذَا الْوَقْتِ অর্থাৎ

إياي যমীরে মানছুবকে ফেয়েল থেকে বিযুক্ত করার কারণে। যোগ করা হয়েছে। এটি معطوف হয়েছে هم এর উপর।

حَالُ السَّفَهَاءِ এর সাথে متعلق এবং তা এটি معدودين এর সাথে
 শাব্দিক অর্থ- আপনি কি আমাদের ধ্বংস করবেন ঐ আমলের
 কারণে যা নির্বোধেরা করেছে, এমন অবস্থায় যে, তারা
 আমাদের মধ্য হতে গণ্য।

ان এটি ليس এর সমার্থক অব্যয়।

তরজমা : আর মূসা আমার নির্ধারিত সময়ে (তুর পাহাড়ে উপস্থিত হওয়া)র জন্য তার কাওম থেকে সত্তরজন লোককে নির্বাচন করলেন। (কিন্তু তারা সেখানে এসে একটি অন্যায় করে বসলো।) ফলে যখন তাদেরকে পর্বতের) কম্পন পাকড়াও করলো (এবং তারা বেহুঁশ হয়ে গেলো) তখন মূসা (কাতরভাবে) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে তো আগেই তাদেরকে ধ্বংস করতে পারতেন এবং আমাকেও।

আপনি কি আমাদের ধ্বংস করে দেবেন আমাদের নির্বোধ লোকদের কর্মের কারণে! এটা আপনার পরীক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়। এই পরীক্ষা দ্বারা আপনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে গোমরাহ করেন, আর যাকে ইচ্ছা করেন হেদায়েত করেন। আপনি আমাদের সহায়। সুতরাং আপনি আমাদেরকে মাফ করুন এবং আমাদেরকে দয়া করুন। আপনি তো শ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী।

(১৬) وَ اَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُنَا

اليك، قَالَ عَذَابِيْ اُصِيبُ بِهِ مَنْ اَشَاءُ، وَ رَحْمَتِيْ وَسِعَتْ

كُلَّ شَيْءٍ، فَسَاكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ

الَّذِيْنَ هُمْ بِآيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

هٰذَا (প্রত্যাবর্তন করলাম।) (ন) هٰذَا

هُوَآءُ কোমলতা ও নম্রতা। ধীরতা ও স্থিরতা।

اُصِيبُ দেখো, পৃঃ ৩০

وسعت (ধারণ করেছে) (স) سَعَةً প্রশস্ত হওয়া।

وَسِعَ الشَّيْءُ جিনিসটি প্রশস্ত হলো ।

وَسِعَ شَيْءٌ شَيْئًا কোনকিছু কোনকিছুকে প্রশস্ততার কারণে ধারণ করতে পারলো ।

وَسِعَتْ رَحْمَةُ اللَّهِ كُلَّ شَيْءٍ (لِكُلِّ/عَلَى كُلِّ شَيْءٍ) আল্লাহর রহমত সবকিছুকে ধারণ/বেষ্টন করেছে ।

لا يَسْعُنِي أَنْ ... (أَفْعَلُ ذَلِكَ) আমি তা করতে পারি না (তা করতে সক্ষম নই বা তা করা আমার জন্য বৈধ নয়)

يَسْعُ هَذَا الْإِنَاءُ عِشْرِينَ كَيْلًا এই পাত্রে বিশ কেজি ধরে ।
يَسْعُ هَذَا الْإِنَاءُ عِشْرُونَ كَيْلًا

বাক্য বিশ্লেষণ

عَذَابِي মুবতাদা । পরবর্তী বাক্যটি خبر আর عائد বা رابط হচ্ছে ।
যমীরটি । (দেখো ১৪ নং আয়াত)

أَصِيبَ بِعَذَابِي مَنْ أَشَاءُ - মূলতঃ ছিলো -
عائد إلى الموصول হচ্ছে এই উহা যমীরটি

وَالَّذِينَ এটি مبتدأ আর
مبتدأ হচ্ছে দ্বিতীয়

এই বাক্যটি متعلق এর সাথে يؤمنون এর সাথে
এর خبر এবং পুরো বাক্যটি الَّذِينَ এর ছিলো ।

তরজমা : (মূসা আঃ-এর অবশিষ্ট দু'আ) আর আপনি আমাদের জন্য এই পৃথিবীতে এবং আখেরাতে কল্যাণের ফায়ছালা করুন । আমরা আপনার দিকে প্রত্যাভর্তন করেছি ।

আল্লাহ বললেন, আমার আযাব দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা করি তাকে আক্রান্ত করি । আর আমার রহমত সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে । সুতরাং অবশ্যই আমি ঐ লোকদের জন্য কল্যাণের ফায়ছালা করবো যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত আদায় করে এবং যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে ।

(١٧) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ

مُلْكُ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَ يُمِيتُ،
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ
كَلِمَتِهِ وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

أُمِّيُّ (নিরক্ষর) বহুবচনে

বাক্য বিশ্লেষণ

جميعا এটি مُجْتَمِعِينَ অর্থে حال হয়েছে إلى এর পরবর্তী যমীর كم متعلق সাথে এর رسول হচ্ছে إِيكُمْ আর থেকে।

... ملك له এ বাক্যটি الذي এর صلة - আর ছিলাহ-মাওছুল মিলে উহ্য যমীর هو এর خیر অর্থাৎ তিনি ঐ সত্তা যার জন্য রয়েছে আসমান ও যমীনের রাজত্ব।

এটি متعلق হয়েছে উহ্য খবর ثابت এর সঙ্গে।

إِلَهٌ هُوَ هُوَ موجود আর اسم এর لا النَّافِيَةُ لِلْجَنْسِ হচ্ছে তার خبر তার هُوَ H

يُحْيِي الْمَوْتَى وَ يُمِيتُ الْأَحْيَاءَ -

النبِيُّ হচ্ছে এর النبي هُوَ H

... الذي হচ্ছে এর النبي هُوَ هُوَ هُوَ هُوَ هُوَ هُوَ H

اتبعوه এই বাক্যটি آمِنُوا এর উপর معطوف

তরজমা : আপনি বলুন, হে লোকসকল! নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিতপুরুষ, যার জন্য রয়েছে আসমান ও যমীনের রাজত্ব। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের উপর যিনি উম্মী নবী, যিনি ঈমান রাখেন আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর সমস্ত কালামের প্রতি। আর তোমরা তাঁকে অনুসরণ করো, যাতে হেদায়াতপ্রাপ্ত হতে পারো।

(১৪) وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

ذَرَأَ (ফ) (আমি সৃষ্টি করেছি) ذَرَأْنَا

الإنس (মানব) جن এর বিপরীত। এটি জাতিবাচক শব্দ। একজনের ক্ষেত্রে جَنِّيُّ যেমন انْسِي এর একবচনের ক্ষেত্রে جَانُّ এর বহুবচনে اُنَاسِي এবং الْجِنُّ এর বহুবচনে الْإِنْسَانُ শব্দটিও জাতিবাচক, তবে একবচনেও তা ব্যবহৃত হয়। বহুবচনে اُنَاسُ

لا يفقهون (বোঝে না) فَقَهَا (স) উপলব্ধি করা।

فَقِهَ عَنْهُ الْكَلَامَ - فَقِهَ الْأَمْرَ

فَكَيِّهَ فَقَاهَهُ (ক) বিচক্ষণ হওয়া।

فَقَّهَهُ তাকে বিচক্ষণ বানালো, সমঝ ও জ্ঞান দান করলো।

فَقَّهَهُ الْأَمْرَ তাকে বিষয়টি বোঝালো।

لا يبصرون (অবলোকন করে না) أَبْصَرَ দেখলো, অবলোকন করলো।

أَنْعَامُ এটি نَعَم এর বহুবচন। গবাদি পশু (সাধারণত উট)।

বাক্য বিশ্লেষণ

صفة এর كثيرا তা এবং متعلق এর معدودا এটি من ...

এর لا يفقهون ইচ্ছে بها আর - صفة এর قلوب বাک্যটি لا يفقهون بها

সাথে متعلق - পরবর্তী বাক্যগুলোও পূর্ববর্তী نكرة গুলোর

صفة হয়েছে।

أَضَلُّ (اسْمُ التَّفْضِيلِ থেকে ضَالٌّ) এর متعلق উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ

أَضَلُّ مِنَ الْأَنْعَامِ

শেষ বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা : আর আমি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি, যাদের অন্তর রয়েছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা বোধ গ্রহণ করে না, এবং যাদের চক্ষু রয়েছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা অবলোকন করে না এবং যাদের কান রয়েছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা শ্রবণ করে না। তারা হলো পশুর মত, বরং তারা পশুর চেয়েও দ্রষ্ট। আর তারাই হলো গাফেল।

(১৭) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالِكُمْ فَادْعُوهُمْ

فَلَيْسَتْ جَنِيْبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ
بِهَا، أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يَبْصُرُونَ
بِهَا، أَمْ لَهُمْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ
كَيْدُونِ فَلَا تَنْظُرُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

أَمْثَالُ এটি مِثْلُ ও مِثْلُ এর বহুবচন। সদৃশ বস্তু। মত। অনুরূপ।

لَيْسَتْ جَنِيْبُوا (তারা যেন সাড়া দেয়) استِجَابَةٌ কারো ডাকে বা

আবেদনে সাড়া দেয়া। মাদ্দাহ جوب

أَرْجُلُ (পা) বহু رِجْلُ

أَيْدٍ (হাত) এর বহুবচন। (الْأَيْدِي) যোগে ידי মাদ্দাহ হাত।

يَبْطِشُونَ بِهَا কোন কিছুর হাতল। يَدُ السِّيفِ/السَّكِّينِ/الْفَأْسِ

مؤنث শব্দগুলো رِجْلُ - يَدُ - عَيْنُ - أذن

يَبْطِشُونَ (তারা ধরে) يَبْطِشًا (ض) শক্ত করে ধরা। পাকড়াও করা।

(ব্যবহার দেখো-)

يَبْطِشُ بِشَيْءٍ কোন কিছু শক্তভাবে ধরলো।

يَبْطِشُ بِيَدِهِ হাত দ্বারা শক্তভাবে ধরলো।

كَيْدُونِ (তোমরা আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করো) পৃঃ ১০৪ ও ২৯

لَا تَنْظُرُونَ (তোমরা আমাকে অবকাশ দিও না) (দেখো, পৃঃ ৩২ ও ২৯)

বাক্য বিশ্লেষণ

خبر তার হচ্ছে عباد أَمْثَالِكُمْ আর اسم إن الذين تدعون ...

উহ্য تدعونهم এবং সেটা
 আর من دون الله عائد إلى الموصول
 حال থেকে উহ্য تدعون এবং متعلق
 শাব্দিক অর্থ- যাদেরকে তোমরা ডাকো, এমন অবস্থায় যে,
 তারা গায়রুল্লাহ থেকে গণ্য।

صفة এর عباد হচ্ছে أمثالكم

উহ্য جواب الشرط এখানে شرط এর إن বাক্যটি كنتم صدقين
 আর তা হলো فادعوه - পূর্ববর্তী বাক্যটি সেদিকে ইঙ্গিত
 করছে। স্বয়ং ঐ বাক্যটি جواب الشرط নয় কেন?

তরজমা : আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকছো তারা তোমাদেরই মত
 বান্দা। নচেত তোমরা তাদেরকে ডাকো, আর তারা তোমাদের ডাকে সাড়া
 দিক, যদি তোমরা (তাদের 'الْوَهْمَةُ' বা ইলাহ হওয়ার দাবী সম্পর্কে)
 সত্যবাদী হয়ে থাকো।

তাদের কি পা আছে, যা দিয়ে তারা চলতে পারে? কিংবা তাদের কি হাত
 আছে, যা দ্বারা তারা শক্তভাবে ধরতে পারে? কিংবা তাদের কি চোখ
 আছে, যা দ্বারা তারা দেখতে পারে? কিংবা তাদের কি কান আছে, যা দ্বারা
 তারা শুনতে পারে? (তাদের কি চলার পা, কিংবা ধরার হাত, কিংবা দেখার
 চোখ, কিংবা শোনার কান আছে?)

আপনি বলে দিন, তোমরা ডাকো তোমাদের অংশীদারদের, তারপর আমার
 বিরুদ্ধে চক্রান্ত করো এবং আমাকে একটুও অবকাশ দিও না (তারপর
 দেখো তাদের কোন ক্ষমতা আছে কি না।)

(২০) وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نُصْرَكُمْ وَلَا
 أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ * وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا
 يَسْمَعُوا، وَ تَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَ هُمْ لَا يُبْصِرُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

يَنْظُرُونَ (তারা তাকায়) (ن) تَنْظُرُ তাকানো। (বিভিন্ন ব্যবহার)

كَيْفَ كُنْ تَنْظُرُ إِلَى شَيْءٍ কোন কিছুর দিকে তাকালো।

نَظَرَ فِي أَمْرٍ কোন বিষয়ে চিন্তা করলো ।
 نَظَرَ شَيْئًا কোন কিছু দেখলো । কোন কিছুর অপেক্ষা করলো ।
 أَنْظَرَ فَضْلَ اللَّهِ আমি আল্লাহর অনুগ্রহ আশা করছি ।

বাক্য বিশ্লেষণ

حَالٌ مِنْكَ يَنْظُرُونَ বাক্যটি تَرَى এর থেকে مفعول به
 حَالٌ مِنْكَ يَنْظُرُونَ এর فاعل থেকে وَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ
 تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ এর তারকীব পূর্ববর্তী আয়াতে দেখো ।

তরজমা : আর আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকো তারা তোমাদের সাহায্য করতে পারে না, এমন কি তারা নিজেদেরও সাহায্য করতে পারে না । আর যদি তোমরা তাদেরকে সত্য পথের দিকে ডাকো তাহলে তারা (তোমাদের ডাক) শুনতে পায় না । আর আপনি দেখবেন যে, তারা আপনার দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ তারা (কিছুই) দেখতে পাচ্ছে না ।

(২১) وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

শব্দ বিশ্লেষণ

استمعوا (তোমরা মনোযোগসহকারে শ্রবণ করো)

استمع إلى ... মনোযোগের সাথে শুনলো

سَمِعَ এর তুলনায় اسْتَمَعَ এর হরফ সংখ্যা বেশী । এ কারণে তার অর্থে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে । কেননা প্রসিদ্ধ নিয়ম হলো- كَثْرَةُ الْمَبْنِيِّ (الْحُرُوفِ) تَدُلُّ عَلَى كَثْرَةِ الْمَعْنَى- হরফের আধিক্য অর্থের আধিক্য প্রমাণ করে ।

সুতরাং سَمِعَ অর্থ- শুনলো. আর اسْتَمَعَ অর্থ- মনোযোগের সাথে শুনলো । (এ আলোকে قَتَلَ ও قُتِلَ এর ব্যাখ্যা করো ।)

أَنْصِتُوا (নীরবে শ্রবণ করো) اسْتَمِعُوا এর সমার্থক (তাকীদ উদ্দেশ্য)

তরজমা : আর যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে তা শোনো এবং নীরবতা অবলম্বন করো, যাতে তোমাদের প্রতি করুণা করা হয় ।

(২২) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

وَجِلَ - يُوَجِّلُ - وَجَلًا (স) (ভীত সন্ত্রস্ত হলো) وَجِلَ

বাক্য বিশ্লেষণ

زادت إيمانهم (তাদের ঈমান বৃদ্ধি করলো) এখানে মূল তারকীব হলো زادتهم إيمانًا (এখানে মفعول به এর মضاف إليه কে মفعول به বানানো হয়েছে। আর মضاف কে মفعول به বানানো হয়েছে। (তাদেরকে বৃদ্ধি করলো ঈমানের দিক থেকে।)

আর দুটো جواب হচ্ছে وجلت قلوبهم আর شرط এর إذا হচ্ছে ذكر الله خبر المؤمنون এর صلة ছিল-মাওছুল মিলে خبر এর ভাবে ছিল।
এর তারকীব করে।
এর তারকীব করে।

তরজমা : ঐ লোকেরাই হলো মুমিন যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করার সময় ভীত সন্ত্রস্ত হয়। আর যখন তাদেরকে আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করে শোনানো হয় তখন তা তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে। আর তারা আমার দেয়া রিযিক থেকে (আমার পথে) ব্যয় করে। তারাই হলো প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে বহু মরতবা এবং মাগফিরাত এবং উত্তম রিযিক।

(২৩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

عنه (তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।) (দেখো, পৃঃ ১৩১)

বাক্য বিশ্লেষণ

... থেকে। এর فاعل لا تولوا হয়েছে حال এটি وأنتم ...

... থেকে। এর فاعل قالوا হয়েছে حال এটি وهم ...

তরজমা : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। আল্লাহ থেকে এবং তাঁর রাসূল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না, অথচ তোমরা (কোরআনের বাণী ও উপদেশ) শুনতে পাচ্ছে। আর তোমরা ঐ লোকদের মত হয়ো না যারা বলে যে, আমরা শুনেছি, অথচ তারা শুনতে পাচ্ছে না। (অর্থাৎ তারা কানে তো শোনে, কিন্তু হৃদয়ে শোনে না এবং শোনা বিষয় তাদের হৃদয় গ্রহণ করে না।)

(২৬) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ * وَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

حسرة আফসোস। অনুতাপ। (س) آفَسَ آفَسَ করা।

حَسِرَ عَلَىٰ شَيْءٍ কোন কিছু হারিয়ে আফসোস করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

عليهم فعل ناقص হলো حسرة এটি সাথে متعلق হয়েছে। حسرة এটি خبر আর সুপ্ত যমীর هي হলো তার اسم - যমীরের مَرَجع হলো أَمْوَالَهُمْ

... الذين يخشرون

তরজমা : যারা কুফুরি করেছে তারা মানুষকে আল্লাহর রাস্তা থেকে রোধ করার জন্য তাদের সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং (ফল এই হবে যে,) তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করবে, তারপর তা তাদের জন্য অনুতাপের কারণ হবে, তারপর তারা পর্যুদস্ত হবে। আর যারা কুফুরি করেছে তাদেরকে জাহান্নামে জড়ো করা হবে।

(২৫) وَ قَتَلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ
انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ *

বাক্য বিশ্লেষণ

لا تكون এটি ফعل ناقص নয়, বরং ফعل تام এবং তা تبقى এর
সমার্থক। আর فتنه হচ্ছে তার فاعل

يكون এটি ফعل ناقص এবং তা معطوف হয়েছে এর উপর।
আর الله অংশটি متعلق হয়েছে এর সঙ্গে।

(فعل تام ও فعل ناقص) (দেখো, পৃঃ ৭৭)

كله এটি الدين এর مؤগ্দ হয়েছে এবং তার إعراب গ্রহণ করেছে।

فان انتهوا এ সম্পর্কে আলোচনা করো। (দেখো, পৃঃ ৩৫)

তরজমা : আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যতক্ষণ না কোন
ফিতনা বিদ্যমান থাকে এবং যতক্ষণ না সমগ্র দীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।
অতঃপর যদি তারা (তাদের কুফুরি থেকে) বিরত হয় (তাহলে তাদের
বিরুদ্ধে লড়াই করো না) কেননা আল্লাহ তাদের আমল লক্ষ্য করেন।

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَا
تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَ أَصْبِرُوا، إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الصَّابِرِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

إِذَا لَقِيتُمْ (যখন তোমরা সম্মুখীন হবে) (স) سَامَكَاةٌ করা।

-ব্যবহার- (لَقِيَ) - يَلْقَى - لِقَاءُ

আমি রাশেদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি।

(لَقِيَ فُلَانٌ رَّبَّهُ) (অমুক তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ
করেছে, অর্থাৎ) মৃত্যুবরণ করেছে।

সাক্ষাৎ করা, সম্মুখীন হওয়া, মুফা'আলা থেকে مُلَاقَاةٌ ও সাক্ষাৎ করা, সম্মুখীন হওয়া, ভোগ করা।

-ব্যবহার- لَاقَى - يُلَاقِي - لَاقٍ (اسم الفاعل) - مُلَاقٍ - مُلَاقُونَ
তার সাথে সাক্ষাৎ করলো।

আমি বিরাট ফিতনার সম্মুখীন হয়েছি।

سَتَلَقِي رَبَّكَ (অচিরেই তুমি তোমার প্রতিপালকের সম্মুখীন
হবে।

(এই মাছদারের فاعل হবে

একাধিক) পরস্পর মুখোমুখি হওয়া বা সাক্ষাৎ করা।

الْقِي الصَّدِيقَانِ / الْفَرِيقَانِ / الْجَيْشَانِ / الشَّيْئَانِ

এটাও التِّقَاءُ এর অনুরূপ।

اثبتوا (তোমরা অবচল থাকো) (ن) ثَبُوتًا ও ثَبَاتًا স্থির হওয়া। স্থিত
হওয়া। প্রমাণিত হওয়া। অবচল হওয়া।

ثَبَّتَ الْأَمْرُ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে।

ثَبَّتَ أَنَّكَ صَادِقٌ প্রমাণিত হয়েছে যে, তুমি সত্যবাদী।

প্রমাণিত করা। - يُثَبِّتُ - إِنْثَابًا থেকে باب الإفعال স্থির করা। স্থিত করা।

অবিচল করা, দৃঢ়পদ করা। باب التفعّل থেকে

اللهم تَبَيَّنَّا عَلَى الْإِيمَانِ হে আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানের উপর অবিচল রাখুন।

(আসলে ছিলো لَا تَتَنَازَعُوا একটি ت ফেলে দেয়া হয়েছে।) لَا تَنَازَعُوا

باب التفاعل থেকে تَنَازَعًا পরস্পর ঝগড়া/বিবাদ করা।

تَفْشَلُوا নাবে سَمْع থেকে فَشَلًا ব্যর্থ হওয়া। অসফল হওয়া। দুর্বল ও হীনবল হয়ে পড়া।

(مُؤْنِثٌ শব্দটি رِيح) ذَهَبَتْ رِيحُهُ তার প্রতাপ শেষ হয়ে গেলো।

বাক্য বিশ্লেষণ:

إِذَا এর شرط ও شرط جواب নির্ধারণ করো।

إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَانْهَبُوا এই বাক্যটির মূলরূপ বের করো।

فَتَفْشَلُوا এটি উহ্য أَنْ দ্বারা منصوب হয়েছে। আর تَذْهَبُ ফেয়েলটি তার উপর معطوف হয়েছে। (দেখো, পৃঃ ১২৫)

তরজমা : হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোন (শত্রু) দলের সম্মুখীন হও তখন অবিচল থেকে এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।

আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। আর তোমরা নিজেদের মাঝে বিবাদ করো না, তাহলে ভীরা ও দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রতাপ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধারণ করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।

(٢) وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ

الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ، فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَيْنِ

نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا

تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ * إِذْ يَقُولُ

الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَوْلَاءُ دِينَهُمْ، وَ
مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

জিরাণ (সাহায্যকারী) আশ্রয়দানকারী, প্রতিবেশী। বহুবচনে
ত্রأت বাবে তাফাউল থেকে। অর্থ উভয় দল পরস্পরকে দেখলো বা
পরস্পরের মুখোমুখি হলো।

عَقَبَ (গোড়ালী) দ্বিবচনে عَقَبَانِ বহুবচনে عَقَابٌ
যে পথে গেছে সে পথেই দ্রুত ফিরে এলো
অতিজ্ঞা থেকে সরে গেলো। পালিয়ে
গেলো। (শব্দটি দ্বিবচন, مضاف হওয়ার কারণে দ্বিবচনের নূন
পড়ে গেছে।)

غَرَّ (ধোকা দিয়েছে) غُرُورًا ও غُرًّا (ধোকা দেয়া। প্রতারণা
করা। মিথ্যা আশা দেয়া। غَرَّهُ الشَّيْطَانُ - তার ব্যাপারে কে তোমাকে ধোকায়
প্রতারণাকারী مَغْرُورٌ প্রতারিত
বলা হয়- مَا غَرَّكَ بِهِ - ফেলেছে বা দুঃসাহসী করে তুলেছে। আল্লাহ জিজ্ঞাসা
করছেন- يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

বাক্য বিশ্লেষণ

از শব্দটির পরিচয় বলো। পরবর্তী বাক্যটির সঙ্গে তার কী সম্পর্ক
এবং তা কোন্ ফেয়েলের به مفعول হয়েছে?

غالب শব্দটি اسم আর لا النافية لِلْجِنْسِ এই
উহ্য طرف তার আছে اليوم আর متعلق এর সাথে شبه الفعل
টি لا এর খবর হয়েছে। শাব্দিক অর্থ- কোন
জয়লাভকারী উপস্থিত নেই আজ তোমাদের জন্য।

لكم এটি جار এর সাথে متعلق হয়েছে।

يتوكل এটি جواب الشرط আর شرط রয়েছে। অর্থাৎ يغلب আর
পরবর্তী বাক্যটি হচ্ছে جواب الشرط এর হেতু।

ব্যাখ্যা : বদর যুদ্ধের দিন শয়তান মানুষ বেশে মুশরিকদের সামনে হাজির হয়ে তাদেরকে যুদ্ধের জন্য উস্কানি দিয়েছিলো। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আসমান থেকে ফিরেশাদের নামতে দেখেই সে এই বলে পালিয়ে গেলো যে, আমি যা দেখতে পাচ্ছি তোমরা তা দেখতে পাচ্ছ না। আর মুনাফিকরা মুসলমানদের সম্পর্কে বলাবলি করছিল, আসলে ধর্ম এদেরকে পাগল করে দিয়েছে, তাই এত বড় বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেছে; এবার মজা বোঝবে। তাদের জওয়াবে আল্লাহ বলেছেন, যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে

তরজমা : আর আপনি ঐ সময়কে স্মরণ করুন যখন শয়তান তাদের সামনে তাদের কার্যকলাপকে সুন্দর করে তুলে ধরলো আর তাদেরকে বললো, আজ কোন মানুষ তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না, আর আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো।

কিন্তু যখন উভয় দল মুখোমুখি হলো তখন সে তার কথা থেকে সরে গেলো (এবং পলায়ন করলো) আর বললো, আমি তোমাদের থেকে মুক্ত (আলাদা ও সম্পর্কহীন) আমি তো যা দেখছি তোমরা তা দেখতে পাচ্ছে না। আমি আল্লাহকে ভয় পাচ্ছি। আল্লাহ ত্রৈকটিন শান্তি দানকারী।

আর ঐ সময়কে স্মরণ করুন যখন মুনাফিকরা এবং যাদের হৃদয়ে ব্যাধি রয়েছে তারা বলছিলো, এদেরকে এদের ধর্ম ধোকায়ে ফেলেছে। (আল্লাহ জওয়াব দিচ্ছেন) আসলে যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে (তারা জয়ী হয়।) (কেননা) নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়।

(৩) وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ * وَ أَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ، إِنَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيم * يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

(ف) (অব্যয়যোগে) (إلى ও ل) جُنُوحًا ও جُنْعًا (তারা ঝুঁকলো) جنحوا

ঝোঁকা, আগ্রহী হওয়া (অন্য ব্যবহার-)

রাত হলো। অন্ধকার হলো। جَنَحَ اللَّيْلُ - جَنَحَ الظَّلامُ

এ মুন্ঠ এ سلم দু' রকম ব্যবহার রয়েছে। এটি মুন্ঠ এ سلم

জন্য মুন্ঠ এর যামীর (لها) ব্যবহার করা হয়েছে।

خَذَعًا (ف) ধোকা দেয়া।

ألف পিছনে দেখো, পৃঃ ৭৬

حَسْبُ এটি (যথেষ্ট) এর সমার্থক اسم

أيد - مُيُؤَدِّ - أَيْدٍ - تَأْيِيدًا (শক্তিশালী করেছেন) শক্তিশালী করা, সমর্থন করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

هو মুবতাদা, আর الذي الذي খবর

بالمؤمنين এটি معطوف এর উপর

جميعا এটি أنفقت به এর

عائد إلى تومي مفعول به এর أنفقت هिलाহ-মাওছুল মিলে عائد إلى تومي مفعول به এর أنفقت হিলাহ-মাওছুল মিলে চিহ্নিত করে।

من المؤمنين এটি معطوف এর সাথে متعلق হয়ে ك থেকে

শাব্দিক অর্থ- আপনার জন্য যথেষ্ট ঐ ব্যক্তি যে আপনাকে

অনুসরণ করে এমন অবস্থায় যে, সে মুমিনদের মধ্য হতে গণ্য।

তরজমা : আর যদি তারা শান্তি ও সন্ধির দিকে অগ্রসর হয় তাহলে আপনিও সেদিকে অগ্রসর হোন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। আর যদি তারা আপনাকে ধোকা দিতে চায় তাহলে আল্লাহই আপনার জন্য যথেষ্ট হবে।

তিনিই তো আপনাকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর সাহায্য দ্বারা এবং

মুমিনদের দ্বারা। আর তিনি তাদের অন্তরে অন্তরে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছেন। আপনি যদি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ব্যয় করে ফেলতেন তবু তাদের হৃদয়ের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে পারতেন না, বরং আল্লাহ তাদের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়।

(৬) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْوُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ،

শব্দ বিশ্লেষণ

আওয়া (তারা আশ্রয় দিলো) - يُؤَيِّ - إِيْرَاءُ (তারা আশ্রয় দেয়া)।
 (অ) (অব্যয়যোগে) আশ্রয় গ্রহণ করা - يُؤَيِّ - إِيْرَاءُ (অ) (অব্যয়যোগে) আশ্রয় গ্রহণ করা
 (অ) (অব্যয়যোগে) আশ্রয় গ্রহণ করা - يُؤَيِّ - إِيْرَاءُ (অ) (অব্যয়যোগে) আশ্রয় গ্রহণ করা

বাক্য বিশ্লেষণ

إِنَّ الَّذِينَ - এখানে إِنَّ এর اسم ও خبر চিহ্নিত করো। °
 وَالَّذِينَ - এ অংশটি কার উপর معطوف হয়েছে।
 أُولَئِكَ - মুবতাদা بَعْضُهُمْ দ্বিতীয় মুবতাদা, আর بَعْضُهُمْ হচ্ছে خبر
 - এ বাক্যটি পূর্ববর্তী মুবতাদা أُولَئِكَ এর خبر এই
 مبتدأ ও خبر মিলে জুমলা হয়ে إِنَّ এর خبر হয়েছে।

তরজমা : যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে এবং নিজেদের মাল দ্বারা ও জান দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং নোহরত করেছে তারাই হলো একে অপরের বন্ধু।

(৫) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْوُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

শব্দ বিশ্লেষণ

حقاً প্রকৃতপক্ষে। সত্যিকার অর্থে।
 كريم মর্যাদাপূর্ণ। সম্মানিত। মহান। মূল্যবান।

বাক্য বিশ্লেষণ

... اولئك এই বাক্যটি পূর্ববর্তী মুবতাদা (ছিল-মাওছল)-এর খবর।

(এই বাক্যটির তারকীব দেখো, পৃঃ ৫)

لهم مغفرة ورزق كريم এই বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা : যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে এবং নিজেদের মাল দ্বারা ও জান দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং নোছরত করেছে তারাই হলো প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।

(৬) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأِخْوَانُكُمْ فِي

الدين، وَنَفَضْلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

فإن এখানে إن এর شرط ও চিহ্নিত করো।

في অব্যয়টি সম্পর্কে কী জানো, বলো।

نفس (বিশদভাবে বর্ণনা করি)

إخوانكم হচ্ছে আর مبتدأ হচ্ছে উহ্য যমীর هم

في الدين হচ্ছে إخوان এর সঙ্গে متعلق হতো حرف الجر তাহলে

হয় إخوان তো তা নয়, তাহলে

ইخوان এর সঙ্গে কীভাবে متعلق হবে? উত্তর এই যে, ভাই ভাই

তো একে অন্যের সুখে-দুঃখে শরীক হয়। সুতরাং إخوان এর

মাঝে مشاركون في السراء والضراء এর অর্থ বিদ্যমান

রয়েছে। সে হিসাবে তা إخوان এর সঙ্গে متعلق হয়েছে।

তরজমা : আর তারা যদি তাওবা করে এবং নামায কয়েম করে এবং যাকাত আদায় করে তাহলে তারা দ্বীনের ক্ষেত্রে তোমাদের ভাই। আর আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি।

(৭) الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ

وَأَنْفُسِهِمْ، اعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ، وَ أُولَئِكَ هُم

الفائزون * يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتِ
لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ * خُلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ
أَجْرٌ عَظِيمٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

دَرَجَةٌ মর্যাদা। বহুবচনে

الفائزون (অর্জনকারী, সফলকাম) (ন) فَوزًا লাভ করা।

ب অব্যয়যোগে- জান্নাত লাভ করেছে।

ذلك সেটাই হলো বিরাট অর্জন/কামিয়াবি।

বাক্য বিশ্লেষণ

أَعْظَم এটি পূর্ববর্তী এম্বেদ এর মুবতাদাটি চিহ্নিত করে।

درجة শব্দটি রূপে

عند الله এটি

منه এটি

رضوان শব্দটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

جَنَّتِ এম্বেদ - বাক্যটির তারকীব করে।

তরজমা : যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে এবং নিজেদের মাল দ্বারা ও জান দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে তারা মর্যাদার দিক থেকে আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ। আর ওরাই হলো সফলকাম।

তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সুসংবাদ দান করেন আপন রহমতের এবং সন্তুষ্টির এবং এমন জান্নাতের যাতে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী নিয়ামত।

(٨) لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ
أَعْجَبْتَكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ
عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ * ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ
سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ

تَرَوْهَا وَ عَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

مَوْطِنُ অবস্থানক্ষেত্র। বাসভূমি। যুদ্ধক্ষেত্র। (এটাই এখানে উদ্দেশ্য)

مَوَاطِنُ বহুবচনে

لَمْ تَغْنِ لم মূলত تَغْنِي ছিলো لم অব্যয়টির কারণে তা مجزوم হয়েছে এবং নাকিছ বলে জزم -এর আলামত রূপে লাম কালিমা পড়ে গেছে। (দেখো, পৃঃ ৬৪)

ضَاكَتْ (সংকীর্ণ হলো) ضَيْقًا وَ ضَيْقًا সংকীর্ণ হওয়া।

رَحِبَتْ (প্রশস্ত হলো) رَحَابَةً وَ رَحْبًا প্রশস্ত হওয়া। ব্যবহার :

رَحْبَ صَدْرُهُ - رَحْبَ الْمَكَانِ

مَكَانٌ رَحْبٌ, دَارٌ رَحْبَةٌ প্রশস্ত। প্রশস্ত

رَحْبَ الصَّدْرِ প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী। উদারচিত্ত।

رَحَابَةُ الصَّدْرِ হৃদয়ের প্রশস্ততা/ উদারতা।

رَحَابَةُ الْمَكَانِ স্থানের প্রশস্ততা।

وَلَّى مُدْبِرًا এর وَلَّى হচ্চে مُدْبِرًا। পলায়ন করলো। পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলো।

ضَمِير থেকে (বাক্যটি সম্পর্কে পরে আরো জানার আছে)

سَكِينَةً প্রশান্তি।

جُنُودٌ সৈন্যবাহিনী। (একজন সৈনিক جُنْدِي) বহুবচনে جُنُودٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

يَوْمَ حُنَيْنٍ এটি أَذْكَرُ এই উহ্য فعل এর مفعول به হয়েছে।

يَوْمَ حُنَيْنٍ এটি حِينَ إِعْجَابِكُمْ كَثُرْتُكُمْ إِذْ أُعْجِبْتُكُمْ থেকে بدل

শাব্দিক অর্থ- হোনায়নের দিনটিকে অর্থাৎ তোমাদের আধিক্য

তোমাদেরকে মুগ্ধ করার সময়টিকে স্মরণ করো।

بِمَا حَرْفُ الْمَصْدَرِ এখানে بِ هচ্চে مع এর সমার্থক, আর مَا হচ্চে المصدر

অর্থাৎ مَعَ رَحَابَةِ الْأَرْضِ যমীনের প্রশস্ততা সত্ত্বেও।

لَمْ تَرَوْهَا বাক্যটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

তরজমা : অবশ্যই আল্লাহ বহু যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন,

আর তোমরা স্বরণ করো হোনায়ন-দিবসকে অর্থাৎ ঐ সময়কে যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে আত্মতুষ্ট করেছিলো। কিন্তু তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন কাজে এলো না। আর প্রশস্ত ভূমি তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেলো। তারপর তোমরা পলায়ন করলে। তারপর আল্লাহ তাঁর রাসুলের উপর এবং মুমিনদের উপর আপন 'সাকীনাহ' নাযিল করলেন এবং এমন বাহিনী নাযিল করলেন যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর আল্লাহ কাফিরদেরকে আযাব দিলেন। আর সেটাই হলো কাফিরদের প্রতিদান।

(৯) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ، هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

حَبْرٌ বহুবচনে أَخْبَارٌ ধর্মজ্ঞানী, ইহুদীদের ধর্মনেতা।

رَاهِبٌ বহুবচনে رُهْبَانٌ খৃষ্টানদের সাধু, সংসার ত্যাগী।

সাহাবা কেরাম সম্পর্কে বলা হয়-

كَانُوا رُهْبَانَ اللَّيْلِ وَ فُرْسَانَ النَّهَارِ তারা ছিলেন দিনের

ঘোড়সওয়ার এবং রাতের ইবাদতগুজার।

يَكْنِزُونَ (তারা সঞ্চয় করে) كُنْزًا (মূল্যবান) মাটির নীচে সম্পদ পুতে রাখা, সঞ্চয় করা।

يُخْمَىٰ عَلَيْهَا (তা তপ্ত করা হবে) হা হচ্ছে ফেয়েলটির ফاعল যা

إِذَا قِيلَ لَهُمْ عَلَى অব্যয়যোগে ব্যবহৃত হয়েছে

فَعْلٌ مَّجهول এর যমীরকে থেকে পৃথক করে

حَرْفُ الْجَرِّ যোগে ব্যবহার করার বিষয়টি পরে বিশদভাবে

আলোচিত হবে, ইনশাআল্লাহ)

তগু করা। - أَخْمَى - يُخِمِّي - إِخْمَاءُ থেকে باب الإفعال

গরম হওয়া। তগু হওয়া। ব্যবহার : حَمَيْتِ الشَّمْسُ / النَّارُ / الْحَدِيدَةُ

(দাগ দেয়া হবে, ছেক দেয়া হবে।) (ض) كَيْتَا দাগানো।

نَكْوَى

কৌ - يَكْوِي - إِكْوٍ

কৌ - يَكْوِي - إِكْوٍ

তাকে গরম লোহা দিয়ে দাগালো।

جَبَاهُ

এটি جَبَّهَةٌ এর বহু। কপাল। ললাট।

جَنْبُ

শরীরের পার্শ্ব। যে কোন জিনিসের পার্শ্ব। বহু جُنُوبٌ

ظُهُورُ

এটি ظَهْرٌ এর বহু। পিঠ। পৃষ্ঠ।

বাক্য বিশ্লেষণ

صفة এর كثيرا এবং তা متعلق এর معبودا এটি مِنَ الْأَخْبَارِ

خبر হচ্ছে بَشَّرَهُمْ আর مبتدأ এ و الذين يَكِينُونَ

যেহেতু এখানে الذين এর ছিলায় শর্তের ভাব রয়েছে এবং

পরবর্তী আদেশবাক্যে جواب الشرط এর ভাব রয়েছে, সেহেতু

মাঝখানে رابطة रूपে في অব্যয়টি এসেছে।

... يوم يحى এটি উহ্য يُعَذَّبُونَ এর ظرف পূর্ববর্তী عذاب শব্দটি উহ্য

ফেয়েলের قرينة বা আলামত।

مضاف إليه বাক্যটি আর مضاف হচ্ছে يوم

শাব্দিক অর্থ- তাদেরকে আযাব দেয়া হবে ঐ সোনা চাঁদিকে

জাহান্নামের আগুনে তগু করার দিন।

এই ফেয়েলটি উহ্য রয়েছে। هذا ما كنزتم

ما

উভয় ما হচ্ছে মাওছুল الموصول কোনটি?

هذا

মুবতাদা ما كنزتم তার সাথে متعلق

ما كنتم تكتزون এ অংশটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

তরজমা : হে ঈমানদারগণ! ইহুদী ধর্মনেতা ও নাছারা-সাধুদের অনেকে অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করে। এবং (মানুষকে) আল্লাহর রাস্তা

হতে ফিরিয়ে রাখে। আর যারা সোনা-চাঁদি জমা করে রাখে, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। তাদেরকে আযাব দেয়া হবে ঐ দিন যখন জাহান্নামের আগুনে ঐ সোনা-চাঁদি তপ্ত করা হবে, তারপর তা দ্বারা তাদের কপাল ও পার্শ্ব ও পিঠ দাগানো হবে। (আর বলা হবে,) এ তো ঐ সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে। সুতরাং যে সম্পদ তোমরা জমা করতে তার স্বাদ গ্রহণ করো।

(১০) الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، نَسُوا اللَّهَ
فَنَسِيَهُمْ، إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ *
وَعَدَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ
خَالِدِينَ فِيهَا، هِيَ حَسْبُهُمْ، وَلَعَنَّ اللَّهُ، وَ لَهُمْ عَذَابٌ
مُقِيمٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

منكر অন্যায় কাজ। معروف নেক কাজ, সদাচার, অনুগ্রহ।

يقبضون বাবে قَبَضًا থেকে ضرب থেকে ব্যবহার :

قَبَضَ شَيْئًا / عَلَى شَيْءٍ কোন কিছু হাতের মুঠি দ্বারা ধরলো।

قَبَضَ اللَّصَّ / عَلَى اللَّصِّ চোরকে পাকড়াও করলো।

قَبَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ আল্লাহ তার রিয়িক সংকুচিত করে দিলেন।

... قَبَضَ يَدَهُ عَنْ ... কোন কিছু থেকে হাত গুটিয়ে নিলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

... الْمُنْفِقُونَ এ অংশটুকু معطوف ও معطوف عليه মিলে মুবতাদা

معظم দ্বিতীয় মুবতাদা, আর من بعض হচ্ছে এর সঙ্গে

متعلق আর তা بعضهم এর - আর بعض এই

জুমলাটি প্রথম মুবতাদার খবর।

শাদ্দিক অর্থ— মুনাফিক পুরুষগণ এবং মুনাফিক নারিগণ,
তাদের একাংশ অন্য অংশের মধ্য হতে গণ্য। (অর্থাৎ তারা
একই শ্রেণীভুক্ত।)

এখানে যদি আমরা দুই مَبْتَدَأ কে এক মুবতাদায় রূপান্তরিত
করতে চাই তাহলে বাক্যটি এরূপ হবে।

بَعْضُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ مِنْ بَعْضٍ

তরজমা : মুনাফিক নরনারিগণ একই শ্রেণীভুক্ত। (অর্থাৎ তাদের স্বভাব
অভিন্ন।) তারা অন্যায়ের আদেশ করে এবং ন্যায় কাজ হতে নিষেধ করে।
আর (আল্লাহর পথে খরচ করা হতে) হাত গুটিয়ে রাখে। তারা আল্লাহকে
ভুলে গিয়েছে, তাই আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গিয়েছেন। নিঃসন্দেহে
মুনাফিকরাই হলো পাপাচারী।

মুনাফিক নর-নারী এবং কাফিরদেরকে আল্লাহ জাহান্নামের আগুনের ওয়াদা
করেছেন, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। আর জাহান্নামের আগুন তাদের
জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন। আর তাদের জন্য
রয়েছে স্থায়ী আযাব।

(১১) وَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ، يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ
يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * وَ عَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، وَ
مَسْكِنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ، وَ رِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ،
ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *

শব্দ বিশ্লেষণ

مَسْكِنٌ বাসস্থান। বহুবচনে

(মস্কিন) বাস করা। (ব্যবহার) অব্যয়যোগে)

عَدَنَ بِالْمَكَانِ সে স্থানটিতে অবস্থান করলো।

جَنَّتُ عَدْنٍ চিরস্থায়ী বসবাসের জ্ঞানাত।

বাক্য বিশ্লেষণ

مُسْكِنٌ এ বাক্যে وَعَدَ এর দ্বিতীয় مفعول به কোনটি? এবং وَعَدَ الله কার উপর معطوف হয়েছে বলো।

এবং متعلق এর সাথে شبه الفعل এই উহ্য موجودةٌ এটি في جنت عدن এর حال এর مساكن কিংবা তা مساكن এর حال মা'রিফাহ হওয়া জরুরি এটা ঠিক, তবে ছিফাত দ্বারা মাওছূফ হওয়ার কারণে তার নাকিরাত্ব কমে যায়।

من الله অর্থ- رضوانٌ حاصلٌ مِنَ اللَّهِ অর্থ- আল্লাহ থেকে প্রাপ্ত সন্তুষ্টি (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)।

أَكْبَرُ এর উহ্য রয়েছে। অর্থ- كُلُّ نِعْمَةٍ এটি খবর।
ذلك هو এই هو সম্পর্কে কী জানো বলো?

তরজমা : আর মুমিন নর-নারিগণ একে অপরের বন্ধু। তারা ন্যায় কাজের আদেশ করে এবং অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করে। আর তারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে। আর তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তাদেরকেই আল্লাহ অবশ্যই দয়া করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়।

আল্লাহ মুমিন নর-নারীকে এমন বাগবাগিচার ওয়াদা করেছেন যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ, যাতে তারা চিরকাল থাকবে। আর তিনি ওয়াদা করেছেন চিরস্থায়ী জন্মতে বিদ্যমান উত্তম কিছু বাসভবনের। তবে আল্লাহর সন্তুষ্টি (সব নেয়ামত থেকে) বড়। আর সেটাই হলো মহান সফলতা।

(١٢) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، وَ أَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ

الْغُيُوبِ

শব্দ বিশ্লেষণ

نَجْوَى (গোপন আলোচনা) باب المفاعلة থেকে। মা'র নার مُنَاجَاةٌ

(নয়) معه)। সে-তার সঙ্গে চুপিসারে কথা বললে।

سَيُنَاجِي رَبَّهُ সে তার প্রতিপালকের কাছে মুনাজাত করছে।

غَيْبٌ বহুবচন غَيْبٌ অদৃশ্য বিষয়।

عَالَمُ الْغَيْبِ অদৃশ্য জগত।

مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ গায়বের সকল রহস্য (সকল চাবিকাঠি)।

لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়ব জানে না।

বাক্য বিশ্লেষণ

... أن الله يعلم। এর তারকীব করো।

তরজমা : তারা কি জানে নি, যে আল্লাহ তাদের সকল গোপন বিষয় এবং চুপিচুপি কথাবার্তা জানেন, এবং (তারা কি জানে নি যে,) আল্লাহ সমস্ত গায়ব সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ?

(١٣) اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ، إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ

سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ

رَسُولِهِ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

ان و ان দুটোই الحَرْفُ الْمَشَبَّهُ بِالْفِعْلِ তবে পার্থক্য এই যে, ان তার

اسم কে নিয়ে আলাদা জুমলা থাকে, অন্য কোন জুমলার

অংশ হয় না। পক্ষান্তরে ان তার اسم ও خبر কে নিয়ে আলাদা

জুমলা থাকে না; বরং ان তার পরবর্তী জুমলাকে মাছদারে

পরিণত করে এবং তা পূর্ববর্তী জুমলার অংশ হয়ে যায়।

১২ নং আয়াতে দেখো اللَّهُ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ এ অংশটি

هم كفروا بالله তদ্রূপ বর্তমান আয়াতে هم كفروا بالله

এর শুরুতে ان এসেছে। তারপর তা হরফুল জর ب এর

হয়েছে।

أَعْلَمُ أَنْكَ صَادِقٌ সেহেতু حَرْفُ الْمَصْدَرِ এমূল রূপ

أَعْلَمُ صَدَقَ হবে

এর ذلك بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ অদ্রপ আলোচ্য আয়াতে
 মূলরূপ হবে ذلك بِكَفَرِهِم بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

তরজমা : আপনি তাদের জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করুন বা না করুন
 (তাতে কিছু আসে যায় না) যদি আপনি তাদের জন্য সন্তরবারও
 মাগফেরাত প্রার্থনা করেন, আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই মাফ করবেন না,
 আর তা (অর্থাৎ এই মাফ না করা) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি তাদের
 কুফুরির কারণে (অর্থাৎ আল্লাহকে ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করার
 কারণে) আর আল্লাহ ফাসিক কাওমকে হেদায়াত দান করেন না।

(১) يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ
 نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ، وَ سَيَرَى اللَّهُ
 عَمَلَكُمْ وَ رَسُولَهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ
 فَيَنْبِتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

يَعْتَذِرُونَ (তারা ওযর পেশ করবে) বাবুল ইফতি'আল
 (إلى অব্যয়যোগে) কারো কাছে ওযর পেশ করা ।
 اعْتَذَرَ التَّالِمُ إِلَى الْمَعْلَمِ
 (عن অব্যয়যোগে) নিজের কোন কাজের ওযর পেশ করা ।
 اعْتَذَرَ عَنْ فَعْلِهِ - اعْتَذَرَ عَنْ ذَنْبِهِ
 (مايُور মনে করা) (ض)
 عَذَرْتُ فُلَانًا فِيمَا صَنَعَ অমুক যা করেছে, সে বিষয়ে তাকে
 মায়ূর মনে করলাম ।

نَبَأُ (খবর দিয়েছে) তাফ'যীল থেকে কোরআনে এসেছে-
 ... كَبُئِيَ عِبَادِي ... আমার বান্দাদেরকে সংবাদ দাও ।

تُرَدُّونَ (তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে) (দেখো, পৃঃ ৭৪)
 الشَّهَادَةِ (দৃশ্য বিষয়, অগোপন বিষয়) এটি غَيْب এর বিপরীত ।

বাক্য বিশ্লেষণ

إِذَا رَجَعْتُمْ إِذَا শব্দটি ظرف الزمان কিন্তু তাতে শর্তের অর্থ
 নেই । এটি يَعْتَذِرُونَ এর ظرف রূপে এর স্থানে রয়েছে ।
 পরবর্তী বাক্যটি তার مضاف إليه রূপে এর স্থানে রয়েছে ।
 মূলরূপ এই- يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ عِنْدَ رُجُوعِكُمْ إِلَيْهِمْ
 مِنْ অংশটি متعلق হয়েছে نَبَأُ এর সঙ্গে, আর مِنْ অব্যয়টি

আংশিকতাজ্জাপক, যা بعض এর সমার্থক, অর্থাৎ اللَّهُ

بعض أخباركم

ব্যাখ্যা : তাবুক যুদ্ধে মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জিহাদে যায় নি। যখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যাবর্তনের সময় হলো তখন মুনাফিকরা বিভিন্ন মিথ্যা ওয়র পেশ করার চিন্তা করলো যে, আমাদের তো যাওয়ার ইচ্ছা ছিলো, কিন্তু এই এই ওয়রের কারণে যেতে পারি নি, আমাদেরকে মারফ করুন, আল্লাহ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অহীর মাধ্যমে আগেই মুনাফিকদের কথা জানিয়ে দেন।

তরজমা : তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে যাবে তখন তারা তোমাদের কাছে অজুহাত পেশ করবে। (হে নবী!) আপনি বলে দিন, তোমরা অজুহাত পেশ করো না, আল্লাহ তো তোমাদের কিছু কিছু বিষয় আমাদেরকে অবহিত করেছেন। আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের আমল দেখবেন এবং তাঁর রাসূল (দেখবেন)।

তারপর (মৃত্যুর মাধ্যমে) তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে অদৃশ্য ও দৃশ্য সকল বিষয়ে অবগত সত্তার দিকে। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

(২) يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ

لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

خَلَفًا (ض) (তারা কসম করবে) يَخْلِفُونَ

حَلَفَ بِاللَّهِ আল্লাহর নামে কসম করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ এর পূর্ণ তারকীব করো।

لَا يَنْفَعُهُمْ رِضَاكُمْ শর্তের জবাব উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ إِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ

فَإِنَّ اللَّهَ এটি হচ্ছে جواب الشرط এর হেতু।

তরজমা : তারা তোমাদের সামনে (মিথ্যা কথার উপর) কসম করবে,

যেন তোমরা তাদের প্রতি খুশী হয়ে যাও। কিন্তু তোমরা যদি তাদের প্রতি খুশী হও (তাহলে তা তাদের কোন কাজে আসবে না।) কেননা আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়ের প্রতি খুশী হবেন না।

(৩) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

صلاة (তাদের জন্য কল্যাণের দু'আ করুন) মাছদার صَلَّ عَلَيْهِم

صَلَّى - يُصَلِّي - صَلَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কল্যাণ ও বরকত দান করলেন।

صَلَّى عَلَيْهِ সে তার জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করলো। (এখানে এটাই উদ্দেশ্য।)

صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ সে নবীর উপর দুরূদ পাঠ করলো।

صلاة দু'আ, প্রার্থনা, দয়া ও করুণা।

سَكَنٌ প্রশান্তি। যা দ্বারা প্রশান্তি লাভ হয়। রহমত, বরকত।

يقبل (কবুল করেন) (س) قَبُولًا গ্রহণ করা। কবুল করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

تطهرهم এ বাক্যটি صفة এর صدقة বাক্যটি تزكيتهم بها আর معطوف উপর বাক্যটির

لهم এটি حاصل এই উহ্য شبه الفعل এর সঙ্গে এবং তা
 صفة এর سَكَنُ (শাদিক অর্থ- নিঃসন্দেহে আপনার দু'আ
 এমন প্রশান্তি যা তাদের জন্য হাছিল হয়।)

এখানে هو যমীরটি الله এর তাকীদ রূপে نصب এর স্থানে আছে
 এবং বিশিষ্টতার অর্থ প্রদান করছে। অর্থাৎ তিনিই তাওবা কবুল
 করেন, অন্য কেউ নয়। خبر أن এর يَقْبَلُ التَّوْبَةَ
 বাক্যটির মূলরূপ এই-

أَلَمْ يَعْلَمُوا (عَنْ) قَبُولِ اللَّهِ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ

এ অংশটি কার উপর معطوف এবং সম্পর্কে কী জানো?

তরজমা : আপনি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন, যা দ্বারা
 আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশুদ্ধ করবেন। আর আপনি
 তাদের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করুন। নিঃসন্দেহে আপনার প্রার্থনা তাদের জন্য
 প্রশান্তির বিষয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

তারা কি জানতে পারে নি যে, আল্লাহ-ই তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল
 করেন এবং যাকাত ও দান গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ-ই তাওবা কবুলকারী,
 চিরদয়াময়।

আর আপনি বলে দিন, তোমরা আমল করে যাও। পরে অবশ্যই আল্লাহ
 তোমাদের আমল দেখবেন এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ (দেখবেন), আর
 শীঘ্রই তোমাদেরকে ঐ সত্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে, যিনি অদৃশ্য
 ও দৃশ্য সমস্ত বিষয়ে অবগত। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম
 সম্পর্কে অবহিত করবেন।

(٤) إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمْ

الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

بأن এখানে ব অব্যয়টি বিনিময় বুঝিয়েছে। আর পরবর্তী জুমলাটি
 أن দ্বারা মাছদার হয়ে جر এর স্থানে রয়েছে।

لهم الجنة ثابتة لهم এটি أن দ্বারা মাছদার হলে

মূলরূপ হবে এই—

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ أَنفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِثُبُوتِ الْحَنَّةِ لَهُمْ
(তাদের জন্য জান্নাত সাব্যস্ত হওয়ার বিনিময়ে।)

ب متعلق اشتري এর সাথে

তরজমা : নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন এই বিনিময়ে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।

(৫) مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ

الجحيم *

শব্দ বিশ্লেষণ

قُرْبَىٰ (আত্মীয়তা) এর সমার্থক। ذُو قُرْبَىٰ আত্মীয়তার অধিকারী (আত্মীয়) বহুবচনে أُولُو قُرْبَىٰ এর তিনটি ইعرab এর উদাহরণ—
أَحْسِنُوا إِلَىٰ أُولِي قُرْبَىٰ - كانوا أُولِي قُرْبَىٰ - هُمْ أُولُو قُرْبَىٰ
তبيين প্রকাশ পেলো, স্পষ্ট হলো।

تَبَيَّنَ আমার জন্য স্পষ্ট হলো যে, সে সত্যবাদী।
(আমি স্পষ্টভাবে বুঝলাম যে, সে সত্যবাদী।) বাক্যটির মূলরূপ
এই— تَبَيَّنَ لِي صِدْقُهُ

বাক্য বিশ্লেষণ

متعلق এর সাথে يستغفروا এ অংশটি من بعد ...

مصدر এখানে অব্যয়টি المصدر এটি পরবর্তী ফেয়েলকে
এ রূপান্তরিত করেছে। শাব্দিক অর্থ— তাদের জন্য স্পষ্টরূপে
প্রকাশ পাওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামী।

فاعل এর তبيين এ অংশটি ...

এই উহ্য مُنَاسِبًا হচ্ছে للنبي আর اسم এর كان অংশটুকু أن يستغفروا
শাব্দিক অর্থ— মুশরিকদের জন্য
ইস্‌তিগফার করা নবীর জন্য মুনাসিব (উপযুক্ত) নয়।

أن فعل تام এর সমার্থক ما كَانَ হচ্ছে

متعلق অংশটি তার فاعل আর للنبي হচ্ছে তার সাথে

معطوف এই অংশটুকু النبي এর উপর

তরজমা : মুশরিকরা জাহান্নামী, এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর নবীর জন্য এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য উচিত নয় মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করা, যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়।

(৬) إِنْ إِنْ اللّٰهُ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ، يُخَيِّئُ وَيُمِيتُ وَ مَا

لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لَا نَصِيرٍ *

শব্দ বিশ্লেষণ

إِنْ বাদ দিয়ে বাক্যটি পড়ো এবং তারকীব করো। দু'টি বাক্যকে

এক বাক্যে রূপান্তরিত করো এবং ঐ বাক্যটির শুরুতে

যোগ করে পড়ো।

شبه الفعل এই উহ্য ثَابِتٌ له হচ্ছে

ملك السَّمٰوٰتِ এর সঙ্গে মূলরূপ এই -

ملك السَّمٰوٰتِ ثَابِتٌ له -

ما এটি ليس এর সমার্থক অব্যয়।

من এর অব্যয়টি অতিরিক্ত, আর وَلِيٍّ হচ্ছে শব্দগতভাবে

مرفوع তবে অর্থগতভাবে

ولا نصير ৷ অব্যয়টি অতিরিক্ত, যা نفی কে তাকীদ করতে এসেছে।

لكم এটি ثابِتَانِ এই উহ্য

شبه الفعل এর সঙ্গে মূলরূপ এই -

تاكيد (কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী

তোমাদের জন্য বিদ্যমান নেই।)

থবর অগ্রবর্তী হলে

ما আমল করে না।

من دون الله এটি متعلق হয়েছে

مَعْدُوْدَيْنِ এই উহ্য থেকে

و لا نصير থেকে।

শাব্দিক অর্থ- তোমাদের জন্য কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী বিদ্যমান নেই, এমন অবস্থায় যে, তারা আল্লাহর গায়ের থেকে গণ্য।

তরজমা : নিঃসন্দেহে আল্লাহরই জন্য সমস্ত আসমান ও যমীনের রাজত্ব, তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তোমাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই।

(৭) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

কُونُوا এটি فعل ناقص তার শেষে যুক্ত واو হচ্ছে বহুবচনের যমীর, যা ثابتين এর সাথে مع الصادقين اسم আর فعل ناقص এর সাথে متعلق এবং তা كُونُوا এর খবর।

দ্রষ্টব্যঃ আরবীতে نداء এর পর الموصول এর ছিলাহ সব সময় গায়েবের ছীগাহ হয়। আর বাংলায় তরজমা হাযিরের হয়।

তরজমা : হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে অবিচল থাকো।

(৮) وَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا

كَانُوا يَكْفُرُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

حَمِيمٌ গরম পানি।

বাক্য বিশ্লেষণ

صفة এর شَرَابٌ এবং তা متعلق এর সাথে مَصْنُوعٌ এটা من حميم (শাব্দিক অর্থ- গরম পানি থেকে তৈরী পানীয়) আর عَذَابٌ معطوف এর شراب এবং উপর أَلِيمٌ

الَّذِينَ كَفَرُوا এ অংশটি صلة ও موصول মিলে মুবতাদা।

এ অংশটি পঞ্চাদ্বর্তী মুবতাদা আর لَهُمْ হচ্ছে ثَابِتَانِ এর সাথে متعلق আর তা অগ্রবর্তী খবর। বাক্যটির মূলরূপ এই-

شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ ثَابِتَانِ لَهُمْ

এ বাক্যটি পূর্ববর্তী মুবতাদা (الَّذِينَ كَفَرُوا) এর খবর হয়েছে।

এটি মূলতঃ একটি বাক্য ছিলো, যার মূলরূপ এই-

لِلَّذِينَ كَفَرُوا شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ (গরম পানির

পানীয় এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব কফিরদের জন্য সাব্যস্ত রয়েছে।)

তারকীব : شراب من حميم و عذاب أليم : আর - خبر إن متعلق এবং তা -
এভাবে মুবতাদা ও খবর মিলে একটি জুমলা।

এখন ل এর مجرور টি আগে এসে মুবতাদা হয়েছে, আর তার স্থানে যমীর এসেছে। এভাবে একটি বাক্য দু'টি বাক্যে পরিণত হয়েছে।

بما متعلق এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে

তরজমা : আর যারা কুফরি করেছে তাদের জন্য তাদের কুফরির কারণে রয়েছে গরম পানির 'শরবত' এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(৯) إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غُفْلُونَ * أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ
النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

শব্দ বিশ্লেষণ

مَأْوَى (আশ্রয়স্থান) عَلَى وَزْنِ مَفْعَلٍ (আশ্রয়স্থান) - মাছদার থেকে
اسم الظرف এর স্থান বোঝায় তাকে اسم الظرف
বলে, যেমন مَذْخَلُ অর্থ مكان الدُّخُول এবং مَسْجِدُ অর্থ مكان
الْأُوقِفِ দেখো, পৃঃ ২০৮

বাক্য বিশ্লেষণ

هم এটি عَنْ آيَاتِنَا এর সাথে متعلق আর তা পূর্ববর্তী মুবতাদা
مَوْسُول و صلة আর صلة الذين এর বাক্যটি
মিলে পূর্ববর্তী الذين এর উপর معطوف
أُولَٰئِكَ আর اسم এর إن পর্যন্ত غُفْلُونَ থেকে الذين لَا يَرْجُونَ
خبر إن এর বাক্যটি مَا لَهُمُ النَّارُ

মুবতাদা, أَوْلَئِكَ দ্বিতীয় মুবতাদা, النار হচ্ছে দ্বিতীয় মুবতাদার খবর। তারপর জুমলাটি প্রথম مبتدأ এর خبر মুবতাদার খবর। তারপর জুমলাটি প্রথম مبتدأ এর خبر মুবতাদার খবর। তারপর জুমলাটি প্রথম مبتدأ এর خبر মুবতাদার খবর।

তরজমা : যারা আমার সাক্ষাৎকে বিশ্বাস করে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই তুষ্ট রয়েছে এবং তা নিয়েই নিশ্চিত রয়েছে এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে উদাসীন, তাদেরই ঠিকানা হলো জাহান্নাম, (তাদেরকে আযাব দেয়া হবে) ঐ বদ আমলের কারণে যা তারা 'কামাই' করেছে।

(১০) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمَجْرِمُونَ، وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، قُلْ أَتَنْبِؤُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

افترى (অপবাদ আরোপ করেছে) দেখো, পৃঃ ১৪৯
مُجْرِمٌ (অপরাধকারী) اسم الفاعل মাছদার অপরাধ করা।
يضر (ক্ষতি করে) (ن) ضَرًّا ক্ষতি করা। দেখো, পৃঃ ৮৯
سبحنه তিনি চিরপবিত্র।
تعالى বাবে তفاعل এর ماضি - মাছদার تَعَالَى উচ্চ হওয়া। উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া। تَعَالَى اللَّهُ

বাক্য বিশ্লেষণ

من এটি পশ্ন-শব্দ, رفع হয়ে এর স্থানে রয়েছে।
من افترى ছিলাহ-মাওচুল মিলে مجرور এর স্থানে এসেছে। من হচ্ছে
أَظْلَمُ এর সাথে متعلق আর তা مَنْ এর খবর।
إنه এ সম্পর্কে কী জানো বলো, প্রয়োজনে দেখো, পৃঃ ১৪৭

এর তারকীব করো এবং الموصول চিহ্নিত করো।

এই অংশটি তারকীবে কী হয়েছে বলা।

তরজমা : ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালিম কে হতে পারে যে, আল্লাহর নামে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে কিংবা তাঁর আয়াতগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। নিঃসন্দেহে অপরাধীরা সফল হতে পারে না।

আর তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন সকল বস্তুর পূজা করে যা তাদের না ক্ষতি করতে পারে, না উপকার করতে পারে। আর তারা বলে, এরা হলো আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুফারিশকারী। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত করতে চাও, যা তিনি জানেন না, অথচ তা আসমান-যমীনের মাঝে আছে। তিনি তো চিরপবিত্র। আর তিনি ঐ সকল উপাস্য থেকে মহান রয়েছেন যাকে তারা (তাঁর সঙ্গে) শরীক করে।

(১১) وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ *

বাক্য বিশ্লেষণ

এখানে দু'টি বাক্য রয়েছে, বাক্য দু'টির তারকীব করো।

তরজমা : আর আল্লাহ শান্তির 'আলয়'-এর প্রতি আহ্বান জানান এবং যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সরল পথ প্রদর্শন করেন।

(১২) قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ

السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ

الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فَقُلْ

أَفَلَا تَتَّقُونَ * فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ

إِلَّا الضَّلَلُ، فَاتَى تُصْرَفُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

مَلِكًا، مَلِكًا، مَلِكًا (কে মালিক হবে?) (ض) مَنْ يَمْلِكُ

অধিকারী হওয়া।

مَلِكُ الْمَالِ سے সম্পদের মালিক হলো।

مَلِكُ حَقٍّ سے কোন হকের অধিকারী হলো।

لَا أَمْلِكُ مَنَعَكَ আমি তোমাকে বাধা দেয়ার অধিকারী নই।

مَلِكُ وَ أَمْتَلِكُ মালিক হলো।

تَدْبِيرًا (পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা করেন) مَدِيرًا

بِشْرَ الْأَمْرِ বিষয়টি পরিচালনা করলো। বিষয়টির ব্যবস্থাপনা

করলো। تَدْبِيرَ الْأَمْرِ/فِي الْأَمْرِ দেখো, পৃঃ ১০৪

تَصْرُفُونَ মোযারে মাজহুল (ض) صَرْفًا ফিরিয়ে দেয়া।

... ر دিকে ফেরালো। ... صَرْفَهُ تَاك

تَاك صَرْفَهُ فَانْصَرَفَ তাকে ফেরালো আর সে ফিরে গেলো।

صَرْفَ الْمَالِ সম্পদ/অর্থ ব্যয় করলো।

صَرْفَ النُّقُودِ মুদ্রা ভাঙ্গালো।

বাক্য বিশ্লেষণ

فَذَلِكُمْ মূল الإشارة এটি মذكر واحد এর জন্য।

নীকটবর্তীর ক্ষেত্রে শুরুতে هَا যোগ করা হয়। আর দূরবর্তীর

ক্ষেত্রে শেষে هَا যোগ করা হয়।

مُخَاطَب বা সম্বোধনপাত্রের লিঙ্গ ও বচন যাই হোক। সর্বাবস্থায়

واحد مذكر حاضر এর যমীর هَا যোগ করা হয়। আবার সম্বোধন

পাত্রের বচন ও লিঙ্গ অনুযায়ী সম্বোধনের যমীর ব্যবহার করারও

নিয়ম রয়েছে। যেমন- শিক্ষক একজন ছাত্রীকে সম্বোধন করে

دُورِ একটি বই দেখিয়ে বললেন- ذَٰلِكَ كِتَابُ

দু'জন ছাত্র বা ছাত্রীকে সম্বোধন করে- ذَٰلِكُمَا كِتَابُ

কয়েকজন ছাত্রকে সম্বোধন করে- ذَٰلِكُمْ كِتَابُ

কয়েকজন ছাত্রীকে সম্বোধন করে- ذَٰلِكُنَّ كِتَابُ

এ সকল ক্ষেত্রে তিনি ذَٰلِكَ كِتَابُ বলতে পারেন।

رَبِّكُمْ আর خبر এই মহান শব্দটি ابتداء হচ্ছে ذَٰلِكُمْ

صفة এর بدل হচ্ছে الْحَقُّ আর بدل থেকে خبر হচ্ছে

পিছনে **عَظِيمٌ** مِنْ رِبْكُمْ فِي دَعْوَاهُ, পৃঃ ১৮

মাদা এটি এতে **رَفَعَ** এর স্থানে রয়েছে।

منصوب रूपে ظرف الزمان এর شبه الفعل এই উহা موجود এটি بعد الحق আর شبه الفعل টি খবর।

তরজমা : আপনি জিজ্ঞাসা করুন, কে তোমাদেরকে আসমান থেকে এবং যমীন থেকে রিযিক দান করেন? কিংবা কে (তোমাদের) কান ও চোখের মালিক? আর কে জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। আর কে (বিশ্বজগতের যাবতীয়) বিষয় পরিচালনা করেন, তখন তারা অবশ্যই বলে ওঠবে, আল্লাহ। তখন আপনি বলুন, তাহলে কি তোমরা (আল্লাহকে) ভয় করবে না। সুতরাং ঐ আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা। আর সত্যকে অস্বীকার করার পর গোমরাহী ছাড়া কী আছে? সুতরাং তোমাদেরকে কোথায় ঘোরানো ফেরানো হচ্ছে। (অর্থাৎ শয়তান তোমাদেরকে কোন ভ্রান্ত পথে ঘুরিয়ে ফেরাচ্ছে?)

(۱۳) وَ مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، وَ رَبُّكَ
أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ * وَ إِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَ لَكُمْ
عَمَلُكُمْ، أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَ أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا
تَعْمَلُونَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

উহা معدود হচ্ছে منهم আর مبتدأ হচ্ছে موصول ও صلة এই مِنْ يُؤْمِنُ بِهِ

আর তা খবর। বাক্যটির মূলরূপ

এই مِنْ يُؤْمِنُ بِهِ مَعْدُودٌ مِنْهُمْ (যারা তার প্রতি ঈমান রাখে

তারা তাদের মধ্য হতে গণ্য।)

إِنْ এর جواب الشرط ও شرط করে।

مَا এটি এর যুক্তরূপ। হরফুল জরটি পূর্ববর্তী شبه الفعل
এর সাথে متعلق

আয়াতে দু'টি مَا রয়েছে। তা عائد إلى الموصول হলে الموصول

কোথায় ? এবং তরজমা কী ? আর المصدرية হলে বাক্যের মূলরূপটি কী ?

তরজমা : যদি তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে আপনি বলে দিন, আমার আমল আমার জন্য, আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমার আমল (এর দায়) থেকে তোমরা মুক্ত, আর তোমাদের আমল (এর দায়) থেকে আমি মুক্ত।

(১৪) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ

يَظْلِمُونَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

এটি অথবর্তী مفعول به আর বাক্যটি لَكِنَّ এর খবর।

তরজমা : আল্লাহ তো মানুষের উপর অবিচার করেন না; বরং মানুষই নিজেদের উপর জুলুম করে (এবং নাফরমানি করে আযাব ডেকে আনে।)

(১৫) وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ

بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لَا يَظْلِمُونَ * وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا

يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

أُمَّةٌ জাতি, সম্প্রদায়, বহু

قُضِيَ (বিভিন্ন অর্থ দেখো) قَضَاءٌ (ফায়ছালা করা হয়েছে)

قُضِيَ بَيْنَهُمَا উভয়ের মাঝে ফায়সালা করলো।

قُضِيَ لَهُ/عَلَيْهِ তার পক্ষে/বিপক্ষে ফায়ছালা করলো।

قُضِيَ الْعُطْلَةُ ছুটি কাটালো।

قُضِيَ عَلَيْهِ তাকে শেষ/খতম করলো।

قسط ইনসাফ, ন্যায়। بالقسط ইনসাফের সাথে।

أجل নির্ধারিত মেয়াদ। মৃত্যুর নির্ধারিত সময়। বহু

বাক্য বিশ্লেষণ

رسول তারকীবে কী হয়েছে? এ বাক্যের খবরটি বিশ্লেষণ করো।

جواب الشرط হচ্ছে قضى بينهم شرط আর إذا হচ্ছে এটি جاء رسولهم

جواب শব্দটি إذا আর مضاف إليه এর إذا বাক্যটি এর شرط

الشرط এর ظرف সুতরাং পুরো বাক্যের মূলরূপ এই-

قُضِيَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْقِسْطِ حِينَ مَجِيئِ رَسُولِهِمْ

قضی হচ্ছে بالقسط আর ظرف المكان এর قضی হচ্ছে بينهم

এর সাথে متعلق

هذا الوعد মুবতাদা, খবরটি উহ্য, আর তা হলো يأتي আর متى হচ্ছে

ظرف এটি প্রশ্ন-শব্দ বলে বাক্যের অগ্রবর্তী অবস্থানে এসেছে।

ها হচ্ছে حرف التنبيه (সতর্ক করার বা দৃষ্টি আকর্ষণ করার

অব্যয়) اسم الإشارة হচ্ছে اسم الإشارة আর اسم الوعد হচ্ছে اسم الإشارة

থেকে بدل (দেখো, পৃঃ ৩৩৩)

إن এর شرط আর جواب الشرط উহ্য রয়েছে। যথা

فأتوا بهذا الوعدِ পূর্ববর্তী বাক্যটি তার قرينة বা আলামত

তরজমা : প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছে একজন রাসূল। (কেয়মতের দিন)

যখন তাদের রাসূল (তাদের সামনে) উপস্থিত হবেন তখন তাদের মাঝে ইনসাফের সাথে ফায়ছালা করা হবে। আর তাদের উপর অবিচার করা হবে না।

আর তারা বলে, এই ওয়াদা (অর্থাৎ ওয়াদাকৃত আযাব) কখন আসবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো (তাহলে আযাব আনো দেখি)।

আপনি বলুন, আমি তো আমার নিজের কোন ক্ষতির বা উপকারের মালিক নই, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছে (আযাবের) নির্ধারিত সময়। সুতরাং যখন তাদের (আযাবের) নির্ধারিত সময় আসবে তখন তারা (ঐ আযাব থেকে) এক মুহূর্ত পিছিয়েও যেতে পারবে না, আবার এগিয়েও আসতে পারবে না।

(১৬) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا

بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

عَذَابُ الْخُلْدِ চিরস্থায়ী আযাব

অমর / চিরস্থায়ী হওয়া ও خُلْدًا (ন)

دَارُ الْخُلْدِ চিরস্থায়ী জান্নাত (অমরত্বের আলয়)।

বাক্য বিশ্লেষণ

ظَلَمُوا অর্থাৎ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ উদ্দেশ্য, সংক্ষেপন।

جَزَاءٌ (ض) (তোমাদেরকে প্রতিদান দেয়া হচ্ছে) تجزون

—যেমন- بِعَجْزِي এর দু'টি মفعول به থাকে।

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا আর তাদের হুবরের কারণে তিনি তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক প্রতিদান দিয়েছেন।

أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا তাদের হুবরের কারণে তাদেরকে জান্নাতের কক্ষ প্রতিদান দেয়া হবে।

(এখানে প্রথম টি تجزون এর نائب الفاعل আর দ্বিতীয় (تَجْزَوْنَ النَّارَ) উহা মفعول به। অর্থাৎ تجزون النار)

هَلْ এটি প্রশ্নের অব্যয়। نَفْي এর অর্থে এসেছে। অর্থাৎ لا تجزون
শাব্দিক অর্থ— তোমাদেরকে প্রতিদান দেয়া হচ্ছে না, কিন্তু ঐ
বদ আমলের বিনিময়ে যা তোমরা করতে।

بِمَا এটি اسم الموصول এর সাথে متعلق আর ما হচ্ছে عائد إلى الموصول
উহা যমীর হচ্ছে

তরজমা : অতঃপর যারা (কুফুরির মাধ্যমে নিজেদের উপর) যুলুম করেছে তাদেরকে বলা হবে, চিরস্থায়ী জাহান্নামের আযাব ভোগ করো। তোমাদেরকে তোমাদের শুধু ঐ বদ আমলেরই প্রতিদান দেয়া হচ্ছে যা তোমরা করতে।

(১৭) أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ، أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ،

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، هُوَ يُخَيِّ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ * يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ
شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

উপদেশ (উপদেশ) (উপদেশ) (উপদেশ) (উপদেশ) (উপদেশ)
مَوْعِظَةٌ (উপদেশ) (উপদেশ) (উপদেশ) (উপদেশ) (উপদেশ)
দেয়া। ওয়ায করা।

আরোগ্য (আরোগ্য) (আরোগ্য) (আরোগ্য) (আরোগ্য) (আরোগ্য)
شَفَاءُ (আরোগ্য) (আরোগ্য) (আরোগ্য) (আরোগ্য) (আরোগ্য)
দান করা, রোগ সারানো। شَفَاهُ اللَّهُ مِنْ مَرَضِهِ
কোরআনে মধু সম্পর্কে আছে- فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ
কোরআনে আছে-

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي (ই) আর যখন আমি অসুস্থ হই
তখন তিনিই (আমাকে) আরোগ্য দান করেন।

বাক্য বিশ্লেষণ

এখানে এটি বিশ্লেষণ করে
এর মা ফি السموات والأرض
তারপর الأرض إن لله ...

এর তারকীব বলা।

এখানে মা الموصولة এর স্থানীয় অর্থ হলো (অন্তরের) ব্যাধি।

(শাব্দিক অর্থ- ঐ ব্যাধির আরোগ্য যা বুকের ভিতরে [হৃদয়ে]
রয়েছে।)

তরজমা : শোনো, আসমানে ও যমীনে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই জন্য।
শোনো, নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা চিরসত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা
জানে না। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তাঁর
কাছেই তোমাদেরকে প্রত্যাভর্তন করানো হবে।

হে লোকসকল! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে
এসেছে উপদেশবাণী এবং হৃদয়ের ব্যাধির আরোগ্য এবং হেদায়াত এবং
মুমিনদের জন্য রহমত।

(১৮) وَ مَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ، إِنْ
اللَّهُ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

যিনি এমন কথার সন্ধান দেয় যে ঐশ্বরী সত্যের বিরুদ্ধে, তার পরবর্তী
অংশটি খবর।

ফاعল এর مصدر হচ্ছে موصول ও صلة এবং مصدر হচ্ছে ظن
মাছদার তার ফاعল এর দিকে মضاف হয়েছে।

منصوب ظرف الزمان এর ظن এটি يوم القيامة

متعلق সাথে এর فضل এ অংশটি على الناس

তরজমা : যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, কেয়ামত
সম্পর্কে তাদের কী ধারণা? নিঃসন্দেহে আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়াশীল,
কিন্তু অধিকাংশ লোক শোকর করে না।

(১৯) أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

خبر বাক্যটি তার اسم আর এর İn হচ্ছে أَوْلِيَاءَ اللَّهِ

বাক্যটি মূল রূপ এই— لَا خَوْفٌ (ثَابِتًا) عَلَى أَوْلِيَاءِ اللَّهِ

এখানে مجرور কে আগে এনে বানানো হয়েছে এবং

مجرور এর স্থানে যমীর রাখা হয়েছে এবং শুরুতে İn এসেছে।

তরজমা : শোনো, আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই, আর তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত
হবে না।

(২০) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا،
إِنْ فِي ذَلِكَ لَايَةٌ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

(ن) سَكُونًا (যেন তোমরা আরাম লাভ করো) لتسكنوا

তার কাছে প্রশান্তি লাভ করলো। سَكَنَ إِلَيْهِ

মিসরা (আলোকিত) أَبْصَرَ النهار দিনটি আলোকিত হলো।
 نَهَارٌ مُبْصَرٌ আলোকিত দিন।

বাক্য বিশ্লেষণ

الليل এটি جعل এর প্রথম به মفعول আর দ্বিতীয় به উহ্য
 রয়েছে। অর্থাৎ جَعَلَ اللَّيْلَ مُظْلِمًا

এটি معطوف হয়েছে الليل এর উপর।

..... ছিলাহ-মাওছুল মিলে খবর আর هو যুবতাদা।

তরজমা : তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য রাতকে সৃষ্টি করেছেন,
 যেন তোমরা তাতে আরাম ও স্বস্তি লাভ করতে পারো, আর দিনকে
 আলোকিত করেছেন, (যেন তোমরা সব কিছু দেখতে পাও এবং প্রয়োজনীয়
 কাজ করতে পারো।) নিঃসন্দেহে তাতে এমন কাণ্ডের জন্য নিদর্শনসমূহ
 রয়েছে যারা (গ্রহণ করার জন্য) শ্রবণ করে।

(২০) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ * فَلَمَّا جَاءَ
 السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى اَلْقُوا مَا اَنْتُمْ مُلْقُونَ * فَلَمَّا
 اَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِه السُّخْرِىْ، اِنَّ اللّٰهَ سَيَبْطِلُهُ،
 اِنَّ اللّٰهَ لَا يَصْلَحُ عَمَلَ الْمَفْسِدِيْنَ * وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ
 بِكَلِمَتِهٖ وَاَوْكَرَهُ الْمُجْرِمُوْنَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

اِئْتُونِي তোমরা আসো, اِئْتُونِي তোমরা আমার কাছে আসো।
 اِئْتُوا তোমরা আমার কাছে তাকে আনো।

اِئْتَانًا (অর্থ আসা, অব্যয়যোগে) (ب) আনা।

يَبْطِلُ (বাতিল/অকার্যকর করবেন) দেখো, পৃঃ ৫৫

اَحَقُّ الْحَقِّ হককে প্রতিষ্ঠিত করলো।

سَاحِرٌ বহু سَحَرٌ জাদুগর। (ف) জাদু করা। দেখো, পৃঃ ১৮১

كَرَاهِيَةً, كَرَاهَةً, كُرْهًا (স) (অপছন্দ/ঘৃণা করলো)।

كَرِهَ شَيْئًا কোন কিছু অপছন্দ করলো।

كَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুর প্রতি অনীহা

বাক্য বিশ্লেষণ

U U সম্পর্কে আলোচনা করো এবং এখানে পুরো বাক্যটির মূলরূপ

কী হবে বলো। দেখো, পৃঃ ১৫৩

أَنْتُمْ مَلْقُونُ এ বাক্যটি صلة আর الموصول উহ্য রয়েছে, সেটা

মূলত ملقون এর اسم الفاعل কিন্তু مفعول به এর দিকে

نون جمع مذكر এর দিকে مضاف করা হয়, তখন مفعول به

পড়ে যায়। যেমন أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُوهُ وَمَا أَنْتُمْ مُلْقُوهُ এখানে صلة ও

موصول मिलে أَلْقُوا এর مفعول به রয়েছে।

جَنَّتُمْ তোমরা এসেছো, جَنَّتُمْ بِشَيْءٍ তোমরা কোন কিছু এনেছো

جَنَّتُمُونِي بِشَيْءٍ তোমরা আমার কাছে কোন কিছু এনেছো।

مَا جَنَّتُمْ بِهِ ছিলো-মাওছুল মিলে মুবতাদা, السحر হলো খবর।

তরজমা : আর ফিরআউন বললো, তোমরা সকল বিজ্ঞ জাদুগরকে আমার কাছে উপস্থিত করো, যখন জাদুগরেরা হাজির হলো তখন মুসা বললেন, তোমরা যা নিষ্ক্ষেপ করবে করো। যখন তারা নিষ্ক্ষেপ করলো তখন মুসা বললেন, তোমরা যা হাজির করেছে তা জাদু। অবশ্যই আল্লাহ তা বাতিল করে দেবেন। আল্লাহ তো ফাসাদকারীদের কর্ম পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ তাঁর কালিমাহ (প্রমাণ ও নির্দশন) দ্বারা হককে প্রতিষ্ঠিত করবেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে।

(১) هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وَلَئِنْ قُلْتُ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

ليبلوكم বাবে نصر থেকে بَلَّوْا ও পরীক্ষা করা ।

كَيْفَ কঠিন পরীক্ষা ।

أَيُّكُمْ প্রশ্নবাচক ইসম । কোন্ ব্যক্তি বা বস্তু? তোমাদের মধ্যে কে? عَمَلًا তোমাদের কে অধিক উত্তম? أَحْسَنُ শব্দটি তামীজ হয়েছে । অর্থাৎ আমলেরকে দিক থেকে তোমাদের কে অধিক উত্তম?

مَبْعُوثٌ যাকে প্রেরণ করা হয়েছে, প্রেরিত, যাকে পুনর্জীবিত করা হয়েছে । بِعَثًا (ف) পিছনে দেখো, পৃঃ ৪৪

ليقولن এটি التوكيدِ শুরুতে مضارع واحد مذکر غائب এবং শেষে التوكيدِ যুক্ত হয়েছে । দেখো, পৃঃ ৮৯

বাক্য বিশ্লেষণ

هو মুবতাদা, আর মাওছুল ও ছিলাহ মিলে খবর ।

حرف الجر টি কার সাথে متعلق বলো ।

اسم এর کان অংশটি কার সাথে متعلق বলো ।

ليبلوكم এ অংশটি خلق এর সাথে দ্বিতীয় متعلق

أَيُّكُمْ এটি شبه الفعل হচ্ছে أحسن এবং مبتدأ এটি পূর্ববর্তী

তীয এর شبه الفعل হচ্ছে عَمَلًا আর - خبر
أَحْسَنُ (বা অধিক উত্তম) বিভিন্ন দিক থেকে হতে পারে,
মালের দিক থেকে, চেহারার দিক থেকে, লেবাসের দিক
থেকে, ইত্যাদি; এখন عَمَلًا শব্দটি উত্তম হওয়ার একটি দিক
নির্ধারণ করে দিয়েছে। এটিকেই তীয বলে।

تَمِيز مَالًا وَ قَلْبًا এ বাক্যে قَلْبًا ও قَلْبًا শব্দ দুটি
হয়েছে, এটিকে উপরের আলোচনার আলোকে ব্যাখ্যা করো।

مبعوثون এর উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ لِلْحِسَابِ
من অব্যয়টি অতিরিক্ত। সুতরাং তারকীবের দিক থেকে بعد হচ্ছে
ظرف এর مجرور আর অর্থগত দিক থেকে তা مبعوثون এর
إن এটি ليس এর সমার্থক নফীবাচক অব্যয়।

তরজমা : আর তিনি ঐ সত্তা যিনি সমস্ত আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে
সৃষ্টি করেছেন, আর তার আরশ (তখন) পানির উপর অবস্থিত ছিলো, যেন
তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, তোমাদের কে আমলের দিক
থেকে অধিক উত্তম।

আর যদি আপনি তাদেরকে বলেন, নিঃসন্দেহে মৃত্যুর পর তোমরা
পুনর্জীবিত হবে, তাহলে যারা কুফুরি করেছে তারা অবশ্যই বলবে যে, এটা
তো সুস্পষ্ট যাদু।

(২) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ

عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ

رَبِّهِمْ، أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ

سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

يعرضون (তাদেরকে পেশ করা হবে) عَرَضًا (পেশ করা

কোন কিছু তার সামনে তুলে ধরলো, তাকে

দেখালো) (على অব্যয়যোগে)

বিক্রেতা ক্রেতার সামনে
পণ্যটি তুলে ধরলো।

شَاهِدٌ বহুবচনে شُهِدَ ও شُهِدَ সাক্ষী, সাক্ষ্য দানকারী (এখানে
সাক্ষ্যদানকারী ফিরেশতাগণ উদ্দেশ্য।)

বাক্য বিশ্লেষণ

كُذِّبَ (দেখো, পৃঃ ১৪৭) من أظلم من افترى ... كذبا

خبر الذين كذبوا على ربهم এটি হুলা

عَوَجًا এটি মাছদার; তবে এখানে أَعْوَجُ এর মুআন্বাছ অর্থে
হয়েছে (আল্লাহর রাস্তাকে তারা
বক্র অবস্থায় পেতে চায়।) অর্থাৎ তারা চায়, আল্লাহর দীন
তাদের খাহেশ মুতাবেক যেন বক্র হয়। (مذكر শব্দটি
ও مؤنث)

তরজমা : আর তাদের চেয়ে বড় যালিম কে হতে পারে, যারা আল্লাহর
নামে মিথ্যা আরোপ করে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে পেশ
করা হবে। আর সাক্ষীরা (সাক্ষ্য দিয়ে) বলবে, এরাই ঐ সকল ব্যক্তি যারা
আল্লাহর নামে মিথ্যা বলেছে। শোনো! যালিমদের উপর আল্লাহর অভিশাপ
হোক, যারা মানুষকে আল্লাহর রাস্তা থেকে রোধ করে, আর তাকে
(আল্লাহর রাস্তাকে) বক্ররূপে পেতে চায়। আর তারাই আখেরাতকে
অস্বীকার করে।

(٣) إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاخْتَبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ

كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ، هَلْ يَسْتَوِينَ

مَثَلًا، أَفَلَا تَذَكَّرُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

أَخْبَتَ (অব্যয়যোগে) বিনয় ও ভক্তি প্রকাশ করলো।

عَمَى الرجل (স) লোকটি অন্ধ হলো। মাছদার عَمَى তার হৃদয় বা অন্তর্চক্ষু অন্ধ হলো।
وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ - কোরআনে আছে-
أَعْمَى - يُعْنِي - أَعْمَى - বাবুল ইফ'আল

কোরআনে আছে-

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ
ওরাই ঐ লোক যাদেরকে আল্লাহ অভিসম্পাত দিয়েছেন, ফলে
তাদেরকে বধির করেছেন এবং তাদের চক্ষুগুলোকে অন্ধ করে
দিয়েছেন। أَصَمُّ বধির, বহু أَعْمَى

মূলত ছিলো تذكرون একটি ত হযফ করা হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

إن এর اسم ও خبر নির্ধারণ করো।

مثل الفريقين হলো মুবতাদা।

خبر তা এবং متعلق এর সঙ্গে شبه الفعل উহ্য ثابت كالأعمى

مثلا এটি منصوب रूपে تمیز করা হয়েছে। শাব্দিক অর্থ- উদাহরণের

দিক থেকে উভয় পক্ষ কি সমান?

তরজমা : নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে এবং
আপন প্রতিপালকের প্রতি বিনয় ও ভক্তি প্রকাশ করেছে, তারাই হলো
জান্নাতের অধিবাসী। তাতে তারা চিরকাল থাকবে।

উভয় পক্ষের উদাহরণ হলো অন্ধ ও বধির এবং চক্ষুস্থান ও শ্রবণক্ষম ব্যক্তির
মত। উভয়ের অবস্থা কি সমান হতে পারে? তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ
করবে না।

(٤) وَ يَقُومُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا
أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، إِنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَأَيْتُمْ
قَوْمًا تَجْهَلُونَ، وَ يَقُومُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ،
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

تجهلون বাবে جَهْلًا ও جَهَالَةً অজ্ঞ হওয়া। মূর্খ হওয়া।

جَهْلٌ شَيْئًا/بَشْيٍ কোন কিছু সম্পর্কে অজ্ঞ হলো।

جَهْلُ الرَّجُلِ লোকটি মূর্খ হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

طَارِدُ (বিতাড়নকারী) (ن) طَرَدًا নীচের বাক্যটি দেখো-

أَنَا طَارِدُ الَّذِينَ كَفَرُوا (তানবীনসহ)

(আমি ঐ লোকদেরকে তাড়িয়ে দেবো যারা কুফুরি করেছে।)

مفعول به الذين كفروا طارد খবর أنا

এখানে اسم الفاعل কে তার مفعول به এর দিকে مضاف করে

(তানবীন ছাড়া) বলা যায় طَارِدُ الَّذِينَ كَفَرُوا (তরজমা

অবশ্য একই রকম) لَسْتُ بِطَارِدٍ مَا أَنَا بِطَارِدٍ (অর্থঃ

পিছনে দেখো, পৃঃ ৪৬

تجهلون এটি صفة আর তা أرى এর দ্বিতীয় مفعول به

من الله متعلق এর সাথে ينصر (আল্লাহর মোকাবেলায়) এটি

من ... এটি مبتدأ এবং الله من ينصرني খবর।

طردتهم এটি আর الشرط আর الشرط উহ্য রয়েছে, যা পূর্ববর্তী বাক্য

থেকে বোঝা যায়, অর্থঃ-

إِنْ طَرَدْتَهُمْ فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ

তরজমা : হে আমার কাওম! আমি তোমাদের কাছে এর উপর (আমার আমলের উপর) কোন মাল চাই না, আমার প্রতিদান তো শুধু আল্লাহর যিম্মায়। আর আমি ঐ লোকদেরকে বিতাড়িত করবো না, যারা ঈমান এনেছে। নিঃসন্দেহে তারা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখীন হবে। কিন্তু আমি তোমাদেরকে মূর্খ কাওম দেখতে পাচ্ছি।

আর হে আমার কাওম! যদি আমি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই তাহলে আল্লাহর মোকাবেলায় কে আমাকে সাহায্য করবে? সুতরাং তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না।

দ্রষ্টব্য- হযরত নূহ (আঃ)-এর কাওমের বিশিষ্ট লোকেরা বলতো, তোমার কাছে তো সমাজের ইতর শ্রেণীর লোকেরা জড়ো হয়, ওদের সাথে আমরা কীভাবে বসতে পারি? ওদেরকে সরিয়ে দাও, তাহলে আমরা বসে তোমার বক্তব্য শোনবো।

(৫) قَالُوا يَنْتُحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَكُثِّرَتْ جِدَالُنَا، فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ * وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ، هُوَ رَبُّكُمْ وَالِيهِ تَرْجِعُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

كُثِّرَ - يَكْثُرُ - كَثْرَةٌ (ك) (অনেক করেছে) أَكْثَرْتُ বেশী হওয়া।

أَكْثَرَشَيْئًا কোন কিছুকে বেশী পরিমাণে করলো।

أَكْثَرَ اللَّهُ فِينَا مِثْلَكَ আল্লাহ আমাদের মাঝে তোমার

উদাহরণ প্রচুর সৃষ্টি করুন।

تَكَاثَرَ الْقَوْمُ আধিক্যের বড়াই করলো। আধিক্যের

প্রতিযোগিতা করলো।

اسْتَكْثَرَ شَيْئًا কোন কিছুকে প্রচুর বলে গণ্য করলো।

مُعْجَزٌ (অক্ষমকারী) اِعْجَازًا অক্ষম করা। অপারগ করা।

عَجَزًا (ض) অক্ষম হওয়া, অপারগ হওয়া (عن অব্যয়যোগে)

عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ কোন কিছুর ব্যাপারে অক্ষম হলো। কোরআনে

أَعْجَزْتُ (عَنْ) أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ -

আমি কি এই কাকটির মত হওয়া থেকেও অক্ষম হয়ে গেলাম

يَغْوِي (ঐষ্ট করবেন) اِغْوَاءُ দেখো, পৃঃ ১৬৯ কোরআনে আছে-

رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا - أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا

হে আমাদের রব! এরাই ঐ লোক যাদের আমরা ভ্রষ্ট করেছি।

আমরা তাদেরকে ভ্রষ্ট করেছি, যেমন নিজেরা ভ্রষ্ট হয়েছি।

তরজমা : তারা বললো, হে নূহ, তুমি আমাদের সাথে বিতর্ক করেছেো এবং অনেক বিতর্ক করেছেো। সুতরাং তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে তোমার ওয়াদাকৃত আযাব আমাদের উপর নাযিল করো। তিনি বললেন, সে তো আল্লাহ তোমাদের উপর নাযিল করবেন যদি তিনি তা চান। আর তোমরা তাকে অক্ষম করতে পারবে না। আর আমি যদি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে চাই, আর আল্লাহ তোমাদেরকে গোমরাহ করতে চান, তাহলে আমার উপদেশ তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না। তিনিই তোমাদের রব এবং তাঁর কাছেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে।

(৭) وَاضْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُفْرَقُونَ، وَيُضْنَعِ الْفُلْكَ، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأْ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

أَعْيُنٌ - চক্ষু। عَيْنٌ - চক্ষু।

بِأَعْيُنِنَا আমার চোখের সামনে। (আমার তত্ত্বাবধানে)

وَحِي অহী, প্রত্যাদেশ, আদেশ, ইঙ্গিত, নির্দেশনা।

وَوَحِينَا এবং আমার নির্দেশনার মাধ্যমে।

لَا تُخَاطِبْنِي (আমাকে বলো না) وَمُخَاطَبَةٌ সন্মোদন করা, সন্মোদন করে বলা।

مُفْرَقٌ ইফ'আলের মفعول যাকে ডোবানো হয়েছে।

مَرَّ شَهْرٌ/أُسْبُوعٌ অতিক্রম করা, বিগত হওয়া। (ন) مر سے তার পাশ দিয়ে গেলো বা তার কাছ হয়ে গেলো।

يُخْزِي (অপদস্থ করে) أَخْزَى - أَخْزَى - أَخْزَى - أَخْزَى (অপদস্থ করা)।

লাঞ্ছিত করা। কোরআনে আছে—

سُتَرَاং آلاহকে ভয়
করো, আমার মেহমানের ব্যাপারে আমাকে লাঞ্ছিত করো না।

লাঞ্ছিত/অপদস্থ হওয়া - يَخْزِي (خَزَى، خَزْنَةً، س)

যে (নেমে আসবে) পিছনে দেখো, পৃঃ ১১৮

বাক্য বিশ্লেষণ

كُلَّمَا দেখো, পৃঃ ৬৮

এখানে এটি سَخَرُوا مِنْهُ এর रूपে منصوب হয়েছে।

من قومه এটি معبود এর সাথে متعلق হয়ে মূল্য এর

إِنْ এর সাথে جواب الشرط ও شرط করে।

كما এটি سُتَرَاং বাক্যটির মূলরূপ হবে এই—

نَسَخَرُ مِنْكُمْ فَإِنَّا نَسَخَرُ مِنْكُمْ كَسَخَرْتِكُمْ

এর সাথে متعلق

من এটি الذي এর সমার্থক اسم الموصول পরবর্তী বাক্যটি তার صلة

আর যমীরটি হচ্ছে إلى الموصول

يَخْزِيه এটি عذاب এর

মিলা-মাওছুল মিলে تعلمون এর مفعول به

শাব্দিক অর্থ— অতিসত্ত্বর তোমরা জানতে পারবে ঐ ব্যক্তিকে

যার উপর এমন আযাব আসবে যা তাকে অপদস্থ করবে।

... يَحِلُّ عَلَيْهِ এর উপর।

তরজমা : আর (হে নূহ!) তুমি আমার তত্ত্বাবধানে এবং আমার নির্দেশনায় জাহাজ তৈরী করো। আর তুমি যালিমদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো না; তাদেরকে অবশ্যই ডুবিয়ে দেয়া হবে। আর সে জাহাজ তৈরী করতে লাগলো। যখনই তার কাওমের কোন নেতৃস্থানীয় লোক তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করতো তখনই তারা তাকে উপহাস করতো। তিনি বলতেন, যদি তোমরা আমাদেরকে উপহাস করো তাহলে (অদূর ভবিষ্যতে) আমরা তোমাদেরকে উপহাস করবো, যেমন তোমরা উপহাস করছো। আর অচিরেই তোমরা জানতে পারবে ঐ ব্যক্তিকে যার উপর লাঞ্ছনাজনক আযাব

আসবে এবং যার উপর স্থায়ী আযাব নাযিল হবে।

(৪) وَ نَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَ كَانَ فِي مَعْرِزٍ يُنَبِّئُ أَرْكَبُ مَعْنَا وَ لَا

تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ * قَالَ سَأُونِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ

الْمَاءِ، قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مِنْ رَحْمَةٍ وَ حَالٌ

بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمَغْرِقِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

معزل (আলাদা/পৃথক স্থান)

أَوْيَ (আশ্রয় নেবো) (ض) أَوْيَا দেখো, পৃঃ ২০৮

يعصمني (আমাকে রক্ষা করবে) (ض) عَصَمْتُ রক্ষা করা। পৃঃ ৭৬

حَال (আড়াল হলো) (ن) حَيْلُوهُ

একটি বস্তু দু'টি বস্তুর মাঝে আড়াল

হলো। কোরআনে আছে, وَقَلْبِهِ তিনি মানুষ ও

তার হৃদয়ের মাঝে আড়াল হন।

বাক্য বিশ্লেষণ

في معزل এটি متعلق এবং তা كان এর খবর عن بعيد

صفة এর উহ্য অংশটি معزل এই

শাব্দিক অর্থ- আর সে এমন পৃথক স্থানে উপস্থিত ছিলো যা

তার পিতা থেকে দূরবর্তী।

يعصمني তারকীবে বাক্যটির ইরাবগত অবস্থান কী ?

مع ... এটি ظرف এর موجودًا এর খবর كان এটি ظرف المكان

আর لا تكن যদি فعل تام হয় তখন তা تبقى এর সমার্থক

হবে, আর তার মাঝে সুপ্ত যমীর أنت তার فاعل হবে এবং مع

الكافرين তার ظرف হবে।

لا এটি نَائِفَةٌ لِلْجِنْسِ অর্থাৎ এই হরফটি তার اسم এর জাতিসত্তা

থেকে خبر কে نفی করে।

এখানে (রাস্তায় কোন গাছ নেই) لا شَجَرَ (মوجود) في الطريق
 কে وَجُودٌ في الطريق থেকে জাতিসত্তা এর শব্দ থেকে
 নাকচ করেছে। তদ্রূপ لا صديق لي এ বাক্যে لا অব্যয়টি এ
 কথা বোঝায় যে, صديق এই জিন্স তোমার জন্য সার্বস্বত্ব নেই।
 এটি متعلق তার সঙ্গে এর عاصم আর ظرف এর عاصم
 এখানে موجود اسم এর لا النافية للجنس হলো عاصم
 তার خبر
 এখানে لا অব্যয়টি عاصم এর 'জিন্স' বা জাতিসত্তা থেকে
 কে নফী করেছে। অর্থাৎ এ কথা বুঝিয়েছে যে, عاصم
 এই 'জিন্স'-এর وجود নেই।

متعلق এর সাথে معدودا এটি من المرفقين

তরজমা : আর নূহ তার পুত্রকে ডেকে বললেন, আর সে (তার পিতা
 থেকে) দূরে ছিলো- হে প্রিয় পুত্র! আমাদের সাথে (কিশতিতে) সওয়ার
 হও, কাফিরদের সঙ্গে থেকে না। সে বললো, আমি কোন পাহাড়ে আশ্রয়
 নেবো, যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে। তিনি বললেন, আজ আল্লাহর
 আযাব থেকে কোন রক্ষাকারী নেই, তবে আল্লাহ যাকে দয়া করেন। আর
 একটি ঢেউ তাদের উভয়ের মাঝে আড়াল হলো। ফলে সে ডুবে গেলো।
 (যাদেরকে ডোবানো হলো তাদের মধ্য গণ্য হয়ে গেলো।)

(৯) وَ نَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، وَإِنَّ وَعْدَكَ
 الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ * قَالَ يَنْوُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ
 أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ
 عِلْمٌ، إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ * قَالَ رَبِّ إِنِّي
 أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَ
 تَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

أهل আত্মীয়স্বজন। পরিবারপরিজন (একবচনে ও বহুবচনে)

أهل البيت ঘরের অধিবাসীগণ।

أعظ (আমি উপদেশ দিচ্ছি) (ض) উপদেশ দেয়া।

ب এখানে ياء المتكلم অর্থাৎ مضاف إليه আর منادى مضاف উহ্য রয়েছে এবং পূর্ববর্তী كسرة টি المتكلم এর উহ্যতা প্রমাণ করছে। مضاف মানচুব হয়। এখানে তা منصوب হয়েছে অপ্রকাশিত ফাতহা দ্বারা। কেননা منادى এর শেষ হরফটি المتكلم ياء এর কারণে কাসরায়ুক্ত হয়ে পড়েছে।

أعوذ (আমি আশ্রয় গ্রহণ করেছি) (ن) (ব্যবহার ব أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) অব্যয়যোগে) أعوذ بك من أن أسألك -এখানে অব্যয়টি উহ্য আছে অর্থাৎ

বাক্য বিশ্লেষণ

خبر এর إن আর متعلق এর সাথে معدود এর একটি من أهلي

এর তারকীব আলোচনা করো।

এই বাক্যটির তারকীব করো। إنه ليس من أهلك

এখানে عمل এর اسم الفاعل কে مصدر

উদ্দেশ্য হলো অতিশয়তা প্রকাশ করা। অর্থাৎ বদ আমল

করতে করতে সে নিজেই যেন বদ আমল হয়ে গেছে।

আরবীতে এর প্রচুর উদাহরণ আছে। যেমন-

هو جودٌ - هو بخلٌ - زندقٌ ظلمٌ

এটি موصول এবং পরবর্তী বাক্যটি তার صلة

আর متعلق তার সাথে اسم এর পশ্চাদ্বর্তী এর ليس

এর অগ্রবর্তী এবং তা متعلق এর সাথে موجودٌ হলে لك

ليس علمٌ به موجودٌ لك - বাক্যটির মূলরূপ হলো

عائد إلى الموصول হচ্ছে ضمير به

لأن لا تكون এখানে মূলরূপ হলো أن تكون

من এটি তকুন এর খবর। এটি متعلق এর সঙ্গে معدودا এর
 أن أسألك এটি উহা হরফুল জর من এর সাথে متعلق
 إلا حرف الشرط হা ইন এর যুক্তরূপ। হা ইন হাফে ফেয়েলটির মূলরূপ হলো أكون
 মজযুম অবস্থায় أكون দুই সাকিন একত্র হওয়ার কারণে
 العلة পড়ে গিয়ে أكن হয়েছে। কখনো কখনো নিয়মের বাইরে
 لم أكن থেকে لم أكن তদ্রূপ কেও ফেলে দেয়া হয়। যেমন أكن
 ان يَكُنْ থেকে ان يَكُنْ কোরআনে আছে-
 ان يَكُنْ كاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার
 মিথ্যার দায়িত্ব তারই উপর বর্তাবে।

দ্রষ্টব্য : আল্লাহ হযরত নূহ (আঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যে,
 তার পরিবারপরিজনকে তিনি রক্ষা করবেন। তাই পুত্রের
 ধ্বংসের পর তিনি আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করেছেন।

তরজমা : নূহ তার প্রতিপালককে নিদা করে বললেন, হে আমার
 প্রতিপালক! আমার পুত্র তো আমার পরিবারভুক্ত, আর আপনার ওয়াদা
 চিরসত্য। (তাহলে আমার পুত্র হালাক হওয়ার রহস্য কী?) আর আপনি
 তো বিচারকদের শ্রেষ্ঠ বিচারক।

তিনি বললেন, হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে তো অতিশয়
 দুষ্কর্মকারী। সুতরাং তুমি আমার কাছে এমন বিষয় প্রার্থনা করো না, যে
 বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে মূর্খদের দলভুক্ত না হওয়ার
 জন্য উপদেশ দিচ্ছি।

নূহ বললেন, হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, এমন
 বিষয় আপনার কাছে প্রার্থনা করা হতে আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি।
 আর যদি আপনি আমাকে মাফ না করেন এবং রহমত না করেন তাহলে
 তো আমি ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ে যাবো।

(১০) وَاللّٰهُ غَيْرُهُ، اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُونَ * يَقُومِ لا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
 قَالَ يَقُومِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ

أَجْرًا، إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي، أَفَلَا تَعْقِلُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

فَطَرًا (ন) (আমাকে সৃষ্টি করেছেন) فَطَرَنِي
আল্লাহ বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন।

فَاطَرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

অপবাদ إِفْتِرَاءُ মাছদার اسم الفاعل থেকে باب الافتعال এটি
মফতরুন আরোপ করা। এখানে عَلَى اللَّهِ كَذِبًا উহ্য রয়েছে। হুছে
কড্বা হুছে তার সাথে متعلق এর مفعول به মফতরুন

বাক্য বিশ্লেষণ

ما لكم من اله غيره (দেখো, পৃঃ ১৭৬)

এর حصر তা সূতরাং এসেছে, إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا এর حرف النفي এর পরে
অর্থ প্রদান করবে। অর্থাৎ এ কথা বোঝাবে যে, حرف النفي এর
পরবর্তী শব্দটি لَا এর পরবর্তী শব্দের মাঝে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ
তোমরা অপবাদ আরোপকারী ছাড়া অন্য কিছু নও। (তোমরা
শুধু আল্লাহর নামে মিথ্যা আরোপকারী।)

তদ্রূপ দ্বিতীয় বাক্যটির অর্থ হবে, আমার প্রতিদান শুধু আমার
স্রষ্টার যিম্মায়।

তরজমা : আর আমি আদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই (তাদের
সমগোত্রীয়) হৃদকে (রাসূলরূপে) পাঠিয়েছি। তিনি বললেন, হে আমার
কাওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন
ইলাহ নেই। তোমরা তো শুধু (আল্লাহর নামে) মিথ্যা আরোপ করো।

হে আমার কাওম! এ কাজের উপর আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান
চাই না, আমার প্রতিদান তো শুধু ঐ সত্তার যিম্মায় যিনি আমাকে সৃষ্টি
করেছেন। সুতরাং তোমরা কি বোঝো না।

(۱۱) وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ

مِنَّا، وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ .

বাক্য বিশ্লেষণ

U এ সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ১৫৩। পুরো বাক্যটির মূলরূপ এই—

نَجَّيْنَا هُودًا حِينَ مَجِيئِ أَمْرِنَا

متعلق ہر فوٹل جڑ দু'টি کڑ سائے برحمۃ منا

তরজমা : আর যখন আমার (আযাবের) আদেশ এসে পৌছলো তখন হুদকে এবং তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমি আপন রহমতে নাজাত দিলাম। তাদেরকে আমি কঠিন আযাব থেকে নাজাত দিলাম।

(১২) وَ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ، هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَغْمَرَ كُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ، إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

শব্দ বিশ্লেষণ

استعمر (আবাদ করিয়েছেন) আবাদ করানো।

استغمره في مكان তাকে কোন স্থানে বসত করালো।

عمرًا (ন) বিভিন্ন অর্থ ও ব্যবহার দেখো—

عمر الرجل লোকটি দীর্ঘায়ু লাভ করলো।

عمر المكان/المسجد স্থানটি বা মসজিদটি আবাদ করলো।

إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله— কোরআনে আছে—

বাক্য বিশ্লেষণ

إلى ثمود أخاهم صالحاً এর তারকীব করো।

مالكم من اله غيره এর তারকীব করো।

তরজমা : আমি ছামুদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই ‘হালিহ’কে পাঠিয়েছি। তিনি বললেন, হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই।

তিনি তোমাদেরকে ভূমি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং ভূমিতে তোমাদের আবাদ করিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং

তাঁর প্রতি একাগ্র হও। (তার কাছে তাওবা করো।) আমার প্রতিপালক তো নিকটবর্তী এবং সাদা দানকারী।

(১৩) وَلَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ *
 قَالُوا يُشْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُكَ فِينَا
 ضَعِيفًا، وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَ مَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

শব্দ বিশ্লেষণ

ودود আল্লাহর গুণবাচক নাম। অর্থ— নেকবান্দাদের প্রতি মমতাপূর্ণ।

(মানুষের ক্ষেত্রে) দয়ালু। (স্ত্রী ও পুরুষ)

ما نفقه (আমরা বুঝি না) দেখো, পৃঃ ১৯৬

رهط দশ বা দশের কম সংখ্যার দল।

رَهْطُ الرَّجُلِ কারো খান্দান বা গোষ্ঠী।

رجمنا (ن) পাথর মারা।

عزیز তাকে পাথর মারলো। তাকে পরিত্যাগ করলো।

শব্দটি দেখো, পৃঃ ৬১)

বাক্য বিশ্লেষণ

كثيرا এটি مفعول به এর نفقه

ما অর্থ ۱/ কিংবা مِنْ قَوْلِكَ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

صفة এর كثيرًا আর তা متعلق معمودًا এর হচ্ছে

শাব্দিক অর্থ— তুমি যা কিছু বলো তার মধ্য হতে গণ্য অনেক

কিছু আমরা বুঝি না।

فينا এটি نرى এর সাথে متعلق আর ضعیفا হচ্ছে نرى এর مفعول به
 حال থেকে

علينا এটি عزیز এর সাথে متعلق

তরজমা : আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। অতঃপর তার প্রতি একাগ্র হও। নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালক দয়ালু, মমতাময়।

তারা বললো, হে শোআইব! তোমার অনেক কথাই আমরা বুঝতে পারি না। আর আমাদের মাঝে তোমাকে আমরা দুর্বল দেখতে পাচ্ছি। আর তোমার গোষ্ঠী যদি (আমাদের কাছে প্রতাপশালী বলে মনে) না হতো তাহলে অবশ্যই তোমাকে আমরা পাথর মেরেই হত্যা করতাম। তুমি তো আমাদের মাঝে প্রতাপশালী কোন ব্যক্তি নও।

(১৬) وَ يَقُومِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ
مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَ ارْتَقِبُوا إِنِّي
مَعَكُمْ رَقِيبٌ * وَ لَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَ الَّذِينَ آمَنُوا
مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ اخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا
فِي دِيَارِهِمْ جُثَمِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

مكانة উচ্চমর্যাদা। مكانة على ধীরস্থিরভাবে। অবিচলভাবে।
يخزي (অপদস্থ করবে) পিছনে ৭নং আয়াতে দেখো।
ارتقب অপেক্ষা করো। ارتقباً অপেক্ষা করা।
راقبه مراقبه و رقاباً সে তাকে সতর্ক পর্যবেক্ষণে রাখলো।
راقب الله في عملك আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করো।
راقب বহুবচনে رقيباً সতর্ক পর্যবেক্ষণকারী। তত্ত্বাবধানকারী।
صيحة ডাক। চিৎকার। صيحا و صيحا (ض) চিৎকার করা।
صاح তাকে ডাকলো।
صاح عليه/فيه তাকে চিৎকার করে ধমকালো।
جثمين মাছদার (ن ও ض) جثوما হাঁটু গেড়ে বসা।
جثم الإنسان/الحَيَوَان মানুষ বা প্রাণী হাঁটু গেড়ে বসলো বা
মাটির সাথে লেগে থাকলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

من يأتيه معطوف হয়েছে যাইটো এটা মাওচুল-ছিলাহ মিলে و من هو كاذب

উপর। আর من يأتيه عذاب এর তারকীব দেখো, পৃঃ ২৫০
এটি جاثمين এর সাথে متعلق আর তা أصبحوا এর خبر রূপে
منصوب

... ۱. جاء. পুরো বাক্যটির মূলরূপটি বলো।

তরজমা : হে আমার কাওম! তোমরা তোমাদের সাধ্যমত (আমার বিরুদ্ধে যত পারো) কাজ করো, আমিও আমার কাজ করে যাবো।
অচিরেই তোমরা জানতে পারবে ঐ ব্যক্তিকে যার উপর অপমানজনক
আযাব আসে, এবং যে মিথ্যাবাদী। আর তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও
তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষা করছি।

আর যখন আমাদের (আযাবের) আদেশ উপস্থিত হলো তখন আমরা
শোআইবকে এবং তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আপন রহমতে
নাজাত দিলাম। আর যারা জুলুম করেছে তাদেরকে এক বিকট গর্জন
পাকড়াও করলো। আর তারা তাদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা অবস্থায়
ভোর করলো।

(১৫) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مَّبِيْنٍ * اِلٰى فِرْعَوْنَ

وَمَلٰٓئِهٖ فَاتَّبِعُوْا اَمْرَ فِرْعَوْنَ، وَ مَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ

শব্দ বিশ্লেষণ

رشيد শুভ, ন্যায়সঙ্গত। সুবোধ, সুশীল। আল্লাহর গুণবাচক নাম।

কল্যাণের আধার। (ن) رَشْدًا হিদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

سلطن এর إعراب কী এবং কারণ কী ?

ملائه এর إعراب কী এবং কারণ কী ?

ما এর পরিচয় এবং বাক্যটির তারকীব বলো।

তরজমা : আর অবশ্যই মূসাকে আমি ফেরআউন ও তার অনুচরদের কাছে
আমার নিদর্শনসমূহ এবং সুস্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ করেছি। কিন্তু তারা
ফেরআউনের কর্মকাণ্ড অনুসরণ করলো, অথচ ফেরআউনের কর্মকাণ্ড
ন্যায়সঙ্গত ছিলো না।

(১৬) فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ * وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، ذَلِكَ ذِكْرُ لِلذَّكْرَيْنِ، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْحَسَنِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

لا تطغوا (সীমা লঙ্ঘন করো না) (সীমা স্বেচ্ছাচার করা, সীমা

লঙ্ঘন করা। হযরত মুসা (আঃ)-কে আল্লাহ বলেছেন-

اذهب إلى فرعون إنه طغى

আরেকটি অর্থ হলো, পানি স্ফীত হওয়া, ফুলে ওঠা। কোরআনে

আছে, طغى الماء حملناكم في الجارية, যখন পানি ফুলে

উঠলো তখন তোমাদেরকে আমি কিশতিতে বহন করেছি।

অয়াতের মূলরূপ এই-

حملناكم في الجارية حين طغيان الماء

لا تركنوا (তোমরা ঝুঁকে পড়ো না) (ন) (অব্যয়যোগে) কারো

প্রতি অনুরক্ত হওয়া। ঝোঁকা।

تمس (স্পর্শ করবে) দেখো, পৃঃ ১৫০

طرف (প্রান্ত) দ্বিবচনে طرفان এটি مضاف হলে নون পড়ে যাবে।

যেমন طرفا الثوب جميلان - কাপড়ের প্রান্তদ্বয় সুন্দর।

এখানে শব্দটি مبتدأ হয়েছে এবং ألف দ্বারা মারফু হয়েছে।

আর أقيم الصلوة طرفي النهار বাক্যটিতে শব্দটি مفعول فيه

হয়েছে এবং ইয়া-পূর্ব-ফাতহা দ্বারা منصوب হয়েছে।

زلف (বহুবচনে) زلف রাতে প্রথম দিকের অংশ।

ذكرى স্মারক। উপদেশ।

বাক্য বিশ্লেষণ

معك و من تاب معك এটি معطوف হয়েছে استقم এর মাঝে বিদ্যমান সুপ্ত যমীর
أنت এর উপর।

متعلق এখানে ما এর পরিচয় কী এবং ب অব্যয়টি কার সাথে
এটি কার উপর معطوف হয়েছে বলো?

من الليل এটি معدودة এর সঙ্গে متعلق এবং তা زلفا এর
শাব্দিক
অর্থ- রাতের মধ্য গণ্য কিছু অংশে

تمسك এটি উহ্য أن দ্বারা منصوب (দেখো, পৃঃ ১২৫)

তরজমা : সুতরাং আপনি এবং আপনার সঙ্গে যারা আল্লাহর দিকে রুজু
করেছে তারা (সরল পথে) অবিচল থাকুন, যেমন আপনাকে আদেশ করা
হয়েছে। আর তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের
আমল দেখেন। আর যারা জুলুম করেছে তাদের প্রতি তোমরা অনুরক্ত হবে
না, তাহলে আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে। আর তোমাদের জন্য আল্লাহ
ছাড়া কোন অভিভাবক নেই। সুতরাং (কারো পক্ষ হতে) তোমাদেরকে
সাহায্য করা হবে না।

আর তোমরা দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম
করো। নিঃসন্দেহে নেক আমলসমূহ বদআমলগুলোকে দূর করে দেয়। আর
এটি স্বরণকারীদের জন্য উত্তম স্মারক। আর ছবর করো, কেননা আল্লাহ
নেক আমলকারীদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

(১৭) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ

শব্দ বিশ্লেষণ

ما كان এটি فعل ناقص আর ربك হলো তার اسم আর ليهلك القرى এই
বাক্যটি উহ্য ان দ্বারা مصدر হয়ে ل এর مجرور এবং তা كان এর
উহ্য খবর مريدا এর সাথে متعلق (পিছনে দেখো, পৃঃ ১১৪)

শাব্দিক অর্থ- আর আপনার প্রতিপালক জনপদগুলোকে ধ্বংস
করার ইচ্ছাকারী ছিলেন না।

তরজমা : আপনার প্রতিপালক এমন নন যে, জনপদগুলোকে অন্যায়ভাবে

ধংস করে দেবেন, এমন অবস্থায় যে, তার অধিবাসীরা সততার পথ অনুসরণকারী।

(১৮) وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عَمِلُونَ
وَاَنْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ * وَاللَّهُ غِيبُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، وَمَا رَبُّكَ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

মুওক্কদ আর নায়েবুল ফায়েল-এর মুওক্কদ হাচ্ছে ফاعল আর نائب الفاعل হাচ্ছে
আর সাথে আর يرجع হাচ্ছে إليه
এটি আসলে ما ও عن এর যুক্তরূপ।
এমা এমা হাচ্ছে المصدر حرف المصدر
সাথে

তরজমা : যারা ঈমান আনে না তাদেরকে আপনি বলুন, তোমরা তোমাদের সাধ্যমত (আমার বিপক্ষে) কাজ করে যাও। আমরাও কাজ করে যাই। আর তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও অপেক্ষা করি। আর আসমান ও যমীনের সমস্ত অদৃশ্য বিষয় আল্লাহরই জন্য। আর সমস্ত বিষয়কে তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে। সুতরাং আপনি তাঁর ইবাদত করুন। আর আপনার প্রতিপালক তোমাদের আমল সম্পর্কে বেখবর নন।

(১৯) تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ * اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ * نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَ اِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

কুরআন এটি এর দ্বিতীয় মাছদার, অন্য মাছদারটি হলো قراءة
এখানে মাছদারটি اسم المفعول অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ

مَقْرُوءٌ (যা পঠিত হয়) কোরআনকে এজন্য قُرْآن বলা হয় যে,
তা বহুলভাবে পঠিত হয়।

نقص (ঘটনা বর্ণনা করবো) (ن) قَصَصًا দেখো, পৃঃ ১৭৫

أَحْسَنُ এটি حَسَن এর التفضيل اسم অধিকতর উত্তম।

القَصَصُ এটি মাছদার, قِصَّة এর বহুবচন নয়, قِصَّة এর বহুবচন হচ্ছে قِصَصٌ

أَحْسَنُ الْقِصَصِ সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা

أَوْحَيْنَا (আমরা অহী প্রেরণ করেছি) إِنْجَاء (মূলত اَوْحَايَا ছরফের
নিয়মে পরিবর্তন ঘটেছে) অহী প্রেরণ করা।

غافل (গাফিল, অনবগত) দ্বিতীয় অর্থটি এখানে উদ্দেশ্য।

(عن) غُفُورًا ও غَفْلَةً (ن) (কোন কিছু সম্পর্কে
উদাসীন/গাফেল/বেখবর হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

تلك এখানে ইশারা করা হয়েছে সূরার আয়াতগুলোর দিকে। এটি
خبر পরবর্তী অংশটি مبتدأ

أُنزِلَنا যামীরে মানছুবটি ফিরেছে الكتب এর দিকে।

قرانا এই মাছদারটি مَقْرُوءٌ অর্থে حال হয়েছে أَنْزَلْنَا এর مفعول به এর
থেকে।

مفعول به এর نقص تلك أحسن القصص

بما (আপনার) بِإِنْجَائِنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنُ অর্থাৎ ما المصدرة এটি
কাছে এই কোরআনকে অহী রূপে প্রেরণের মাধ্যমে)

হরফুল জরটি متعلق এর সাথে نقص

إن এটি ضمير الشأن যা এর ইসম হচ্ছে إن এর 'লঘুরূপ'।
এখানে উহ্য রয়েছে إنه كنت ...

পরবর্তী বাক্যটি إن এর খবর।

من قبله এটি خبر এর সাথে متعلق এর فعل ناقص

خبر এর ناقص তা এবং متعلق এর معدودا এটি من الغافلين

তরজমা : ঐগুলো হচ্ছে সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। নিঃসন্দেহে আমি কিতাবকে আরবী কোরআন রূপে নাযিল করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো। আমি আপনার কাছে সর্বোত্তম ঘটনা বর্ণনা করি এই কোরআনকে আপনার কাছে অহীরূপে প্রেরণ করার মাধ্যমে। আর নিঃসন্দেহে আপনি এই অহী প্রেরণের পূর্বে অনবগতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(২০) إِذْ قَالَ يَوْسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَجْدِينَ * قَالَ يُبْنِي لِيَ
تَقْصُصُ رُءُيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا * إِنَّ
الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

يَا أَبَتِ মূলতঃ ছিলো يَا أَبَتِ এখানে المتكلم কে হযফ করে ত
যোগ করা হয়েছে, উদ্দেশ্য হলো অত্যন্ত আপনত্ব প্রকাশ করা।
يَا ابني বলা ঠিক নয়। কারণ ت হচ্ছে يَا এর বিকল্প। সুতরাং
দু'টো একত্র হতে পারে না।

كَوْكَبٌ গ্রহ, (এখানে তারকা অর্থে ব্যবহৃত) বহু
كَيْدًا (ض) এর মাছদার। চক্রান্ত করা, ব্যবহার
لِلْفُلَانِ অমুকের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলো।

عَدُوٌّ (শত্রু) একবচনে ও বহুবচনে এবং উভয় লিঙ্গে ব্যবহৃত।
জীলিঙ্গের জন্য عَدُوٌّও ব্যবহৃত হয়। দ্বিবচনে عَدَاؤَانِ বহুবচনে
عَدَاؤِي ও عَدَاؤِ

বাক্য বিশ্লেষণ

إِذْ এটি اسْمُ ظَرْفٍ مُبْنِيٍّ عَلَى السُّكُونِ এবং পরবর্তী বাক্যটি
মাছদার হয়ে এর مضاف إليه হয়েছে। আর তা নিজে উহা
ফেয়েলের مفعول به হয়েছে। মূলরূপ এই وَ أَذْكَرُ وَفَتْ قَوْلٍ
يَوْسُفَ لِأَبِيهِ

رَأَيْتُهُمْ এখানে هم যামীরটি কুব্বা এবং الشمس و القمر এর দিকে

ফিরেছে। সিজদা করা তো عاقل এর কাজ। এজন্য এগুলোকে
رَأَيْتُهَا لِي ৷ رَأَيْتُهُنَّ لِي سَاجِدَاتٌ কিংবা سَاجِدَةٌ

লি কার সাথে متعلق এবং ساجدين তারকীবের কী হয়েছে?
ফিকিদুরা ফেয়েলটির ইরাব সম্পর্কে আলোচনা করো। দেখো, পৃঃ ১২৫
কিদুরা এর তারকীব বলো।

তরজমা : ঐ সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন ইউসুফ তার আকবাকে
বললেন, প্রিয় আকবা! আমি (স্বপ্নে) এগারটি তারকা এবং সূর্য ও চাঁদ
দেখেছি। তাদেরকে আমি আমাকে সিজদা করতে দেখেছি। তিনি বললেন,
প্রিয় পুত্র! তুমি তোমার ভাইদের কাছে তোমার স্বপ্নের ঘটনা বর্ণনা করো
না, তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। শয়তান তো মানুষের
খোলা দুশমন।

(ইয়াকুব আঃ এভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন।)

(২১) وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ * وَ

يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ

أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَاسْحَقَ، إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

শব্দ বিশ্লেষণ

يَجْتَبِي (নির্বাচিত করবেন) اجْتَبَا নির্বাচিত করা।

أَحَادِيثٌ কথা, (নবী ছালাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের হাদীছ) বহুবচন

آل পরিবার। (বিশিষ্ট লোকদের পরিবার)

বাক্য বিশ্লেষণ

কَمَا এটি حرف الجر ও الْمَصْدَرُ অর্থاً ৷ أَبَوَيْكَ
এটি متعلق হয়েছে يتم ফেয়েলের সঙ্গে।

أَبَوَيْكَ মা-বাবা অর্থে أَبَوَانِ এর ব্যবহার আছে। তবে এখানে
نون الثننى কারণে দুই পূর্বপুরুষ উদ্দেশ্য। ইয়াফতের কারণে
পড়ে গেছে এবং ইয়া-পূর্ব ফাতহা দ্বারা জর দেয়া হয়েছে।

من قبل (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) قَبْلَ هَذَا الْوَقْتِ অর্থাৎ
إبرهيمَ واسحقَ এর তারকীব বলো।

তরজমা : এভাবেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে (নবুয়তের জন্য) মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দান করবেন এবং তিনি তোমার উপর এবং ইয়াকুব পরিবারের উপর তার নিয়ামত পূর্ণ করবেন, যেমন ইতিপূর্বে তিনি তা পূর্ণ করেছেন তোমার দুই পূর্বপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের উপর। নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।

(২২) لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلِّسَّائِلِينَ * إِذْ قَالُوا لِيُوسُفَ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى آبَيْنَا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ، إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، وَ تَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ * قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهَ فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ

শব্দ বিশ্লেষণ

أحب এটি اسم التفضيل এর ছীগাহ, অধিকতর প্রিয়।

عصبة (جَمَاعَةٌ ذَوُو عَدَدٍ تَقْدِرُ عَلَى النَّفْعِ وَالضَّرْرِ) শক্তিশালী দল,
عُصْبٌ বহুবচনে

ضلل এখানে ضَلُّ অর্থ দ্বীনের ক্ষেত্রে গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা নয়।

কেননা আল্লাহর নবী (হযরত ইয়াকুব আঃ) সম্পর্কে এরূপ ধারণা করলে তো তারা কাফির হয়ে যাবে। এখানে ضَلُّ অর্থ خَطَا বা ভুল। (অর্থাৎ আমাদেরকে ভালো না বেসে ইউসুফকে ভালোবাসা ভুল কাজ, আর তিনি সেই ভুলের মাঝে আছেন।

اطرحوا (নিষ্পেক করো) (ف) طَرَحًا নিষ্পেক করা (ব্যবহার)

طَرَحَ شَيْئًا/بِشْيٍ কোন কিছু নিষ্পেক করলো।

طَرَحَ عَلَيْهِ شَيْئًا কোন কিছু তার সামনে পেশ/উপস্থাপন করলো
طَرَحَ عَنْهُ شَيْئًا কোন কিছু তার থেকে সরিয়ে দিলো।

يَخْلُو - يَخْلُو (ব্যবহার ল অব্যয় যোগে) একান্ত ও
يَخْلُو (ন) বিশিষ্ট হয়ে যাওয়া।

أَمِيتُكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ আমি শুধু তোমার হয়ে গেছি।

أَمِيتُكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ অর্থঃ কূপ প্রশস্তি কূপ গুণাবলী কুয়ার তলদেশ।

يَلْتَقِطُ (কুড়িয়ে নেবে) يَلْتَقِطُ (কুড়িয়ে নেয়া)

سَيَّارَةٌ এটি (চলাচলকারী) এর অতিশয়ী শব্দ। এখানে উদ্দেশ্য
হলো কাফেলা (কারণ কাফেলা দীর্ঘ সময় ধরে দীর্ঘ পথ চলে)

বাক্য বিশ্লেষণ

أَمِيتُكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) للسائلين অর্থঃ

এখানে السائلين এর উহ্য রয়েছে, যা عَنْ قُدْرَةِ اللَّهِ وَحِكْمَتِهِ সাথে
সংশ্লিষ্ট হয়েছে।

أَمِيتُكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ এটি كان এর উহ্য খবর এর সঙ্গে
সংশ্লিষ্ট

أَمِيتُكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ এটি أحب এর সাথে সংশ্লিষ্ট

أَمِيتُكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ এটি من ও إلى

أَمِيتُكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ এটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

أَمِيتُكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ এটি পূর্ববর্তী ফেয়েলের ظرف রূপে আর শব্দটিকে
ব্যবহার করে পূর্ববর্তী অজ্ঞাত স্থান বোঝানো হয়েছে।

أَمِيتُكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ এটি مجزوم হয়েছে লাম কালিমা ফেলে দেয়ার মাধ্যমে।
মাজযুম হওয়ার কারণ তুমি বলো।

أَمِيتُكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ যামীরটি ফিরেছে اقتلوا এবং اطرحوا এর মাঝে বিদ্যমান
أَمِيتُكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ এটি قتل و طرح মাছদার-এর দিকে। এ সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ৭৯

أَمِيتُكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ হরফুলজর ও মাজরুর মিলে اطرحوا এর সাথে সংশ্লিষ্ট

أَمِيتُكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ এটি ফেয়েলটি মাজযুম হওয়ার কারণ কী ?

ان

এর جواب কোনটি এবং তার قرينة বা আলামত কোনটি?

তরজমা : (আল্লাহর কুদরত ও হিকমত সম্পর্কে) জিজ্ঞাসুদের জন্য ইউসুফ ও তার ভাইদের (ঘটনার) মাঝে অবশ্যই (উপকারী) নিদর্শনসমূহ রয়েছে। ঐ সময়কে স্মরণ করুন যখন তারা বললো, ইউসুফ ও তার ভাই তো আমাদের আবার কাছে আমাদের চেয়ে প্রিয়। আমাদের আকা অবশ্যই স্পষ্ট ভুলের মাঝে রয়েছে।

তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো, কিংবা কোন দূরবর্তী ভূমিতে ফেলে আসো, তখন তোমাদের আবার ভালোবাসা তোমাদের জন্য নির্ভেজাল হয়ে যাবে। এরপর তোমরা (তাওবা করে) ভালো মানুষ হয়ে যাবে।

তাদের একজন বললো, ইউসুফকে তোমরা হত্যা করো না, বরং (পানি শূন্য) কূপের তলদেশে ফেলে দাও, কোন কাফেলার কেউ তাকে কুড়িয়ে নিয়ে যাবে। যদি তোমরা করতে চাও (তাহলে এটা করো।)

দ্রষ্টব্য : পরে তাওবা করে ভালো হয়ে যাবো এ কথা ভেবে গোনাহ করা বড় ভয়ঙ্কর। এমন লোকের সাধারণত তাওবা নছীব হয় না, এমন ব্যক্তির উপর আল্লাহর গম্ব নাযিল হওয়ার আশংকা রয়েছে।

(২৩) قَالُوا يَا بَنَا مَالِكٍ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يَوْسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ، أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَزْتَعِ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ * قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ * قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَلَوْحْنُ عَصَبَةٍ إِنَّا إِذَا لَخَسِرُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا تَأْمَنَّا (আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না) (মূলত ছিলো لَا تَأْمَنَّا এখানে نون কে نون এর মাঝে ادغام করা হয়েছে।)
(س) أَمْنَا، أَمْنَا، أَمْنَا নিরাপদ হওয়া। আশ্বস্ত হওয়া। নিশ্চিত হওয়া।

অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হলো।

কোন বিষয়ে অমুককে বিশ্বাস করলো।

অমুকের উপর আস্থা স্থাপন করলো।

উপদেশ দাতা। তিহাকাজ্জী (ফ) দেখো, পৃঃ ১৭৫

রَتَعًا وَرُتُوعًا (ফ)

গবাদিপশু মনের আনন্দে চরে বেড়ালো।

এক সাথে উভয় ফেয়েলের অর্থ হবে খেলাধূলা করবে। মনের আনন্দে খেলে বেড়াবে।

যحزن (দুঃখিত/চিন্তিত করে) (ন) চিন্তিত/দুঃখিত করা।

حَزَنَ الْأَمْرُ فَلَانًا

যারা لا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ কোরআনে আছে, কুফুরিতে লিপ্ত হয় তারা যেন আপনাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে।

(অর্থাৎ তাদের চিন্তা ছেড়ে দিন।)

حَزَنًا، حُزْنًا (স) চিন্তিত/দুঃখিত হওয়া।

خاسر (ক্ষতিগ্রস্ত) দেখো, পৃঃ ১৪৭

বাক্য বিশ্লেষণ

ما لنا لا نؤمن এর তারকীব নাؤمن এর অনুরূপ। দেখো, পৃঃ ১৩৬

حال থেকে مفعول به এর নামن এ বাক্যটি و إنا له لنصحون

এর ইরাব ব্যাখ্যা করো।

বাক্যটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

বাক্যটি أن द्वारा মাছদার হয়ে তারকীবে কী হয়েছে বলো।

এ বাক্যটি يَأْكُل এর فاعل বা مفعول থেকে

তরজমা : তারা বললো, হে আমাদের আব্বা! কেন আপনি ইউসুফের

বিষয়ে আমাদের উপর ভরসা করেন না, অথচ আমরা তার তিহাকাজ্জী।

আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, যাতে সে খেলাধূলা

করতে পারে। আমরা অবশ্যই তাকে হেফাজত করবো।

তিনি বললেন, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে, এটা আমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে।

তারা বললো, আমরা শক্তিশালী দল থাকা অবস্থায় নেকড়ে যদি তাকে খেয়ে ফেলে তাহলে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্ত (ও অপদার্থ) (অর্থাৎ এটা হতেই পারে না।)

(٢٤) وَ جَاؤُوا آبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، قَالُوا يَا بَنَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِيقُ وَ تَرَكْنَا يَوْسُفَ عِنْدَ مَتْعِنَا فَآكَلَهُ الذِّئْبُ وَ مَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَ لَوْ كُنَّا صَادِقِينَ *

إلى) اِسْتِثْبَاطًا (আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করবো) نستَبِقُ
অব্যয়যোগে) কোন কিছুর দিকে একে অন্যের আগে যাওয়ার
চেষ্টা করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

১. যিকোনো বাক্যটির তারকীব করো।
 ২. বাক্যটি তারকীবের কী হয়েছে বলো।
 ৩. (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।)
 ৪. এটি

দ্রষ্টব্য : তারা ইউসুফের রক্তমাখা জামা দেখালো, কিন্তু
হযরত ইয়াকব সব বঝেও ধৈর্য ধারণ করলেন।

এদিকে একদল লোক ইউসুফ (আঃ)-কে কুয়ায় পেয়ে মিশরের বাজারে নিয়ে বিক্রি করলো। মিশরের প্রশাসক তাকে ক্রয় করলেন এবং আদর যত্নে নিজের কাছে রাখলেন।

পরে এক চক্রান্তের কারণে তাকে জেলে যেতে হলো।

(٢٥) وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجَنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي

أَغْصِرْ خَمْرًا وَقَالَ الْآخِرُ إِنِّي أُرْسِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي

خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ * نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ، إِنَّا نَرُكَ مِنْ

المحسنين *

শব্দ বিশ্লেষণ

فَتِيَّةٌ (তরুণ, যুবক) বহুবচনে فِتْيَانٌ এবং فِتْيَةٌ

নিঙড়ানো, চিপা عَصْر (আমি নিঙড়াবো) عصر

أَعِصْرُ خَمْرًا অর্থাৎ আমি আসুর নিঙড়াছি, যা মদে পরিণত
হচ্ছে।

أَحْمِلْ (আমি বহন করছি) حَمَلًا (বহন করা, উঠানো)।

পাখী, বহু ^{طَيْرٌ} ও ^{طَيْرٌ} طائر

جنس শব্দটি বা জাতিবাচক অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

বাক্য বিশ্লেষণ

أرى এই বাক্যটি أعصر خمرًا আর। এর খবর। إن এ বাক্যটি أرائني

حال থেকে مفعول به এর

صفة এর খিরা বাক্যটি تأكل ...

তরজমা : দু'জন তরুন তার সঙ্গে জেলখানায় প্রবেশ করলো। তাদের একজন বললো, আমি স্থপ্নে দেখি যে, আমি মদ নিঙড়াছি (আঙ্গুর নিঙড়ে মদ তৈরী করছি)। অপরজন বললো, আমি দেখি যে, আমি মাথায় করে রুটি বহন করছি আর পাখী তা থেকে কিছু খেয়ে ফেলছে। আপনি আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত করুন। আমরা আপনাকে নেকলোকদের অন্তর্ভুক্ত দেখছি।

(۲۶) قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ

শব্দ বিশ্লেষণ

ترزقان (তোমাদের দু'জনকে আহার দান করা হবে) مضارع مجهول
এর تثنية مذكر حاضر (ن) رزقاً রিযিক দান করা,
আহার দান করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

ترزقانه এটি عائد إلى الموصوف আর যামীর মানচুবিটি
জুমলা যখন ছিফাত বা খবর হয় তখন ঐ জুমলায় একটি
যামীর থাকা আবশ্যিক যা ছিফাত ও মাওচুফের মাঝে কিংবা
মুবতাদা ও খবরের সংযোগ রক্ষা করে।

قبل أن এ অংশটির তারকীব করো। তাকীবে তা কি হয়েছে?
শাব্দিক অর্থ— তিনি বললেন, তোমাদের কাছে তোমাদের
খাবার আসবে না, যা তোমাদেরকে আহাররূপে দান করা হয়,
কিন্তু আমি তোমাদেরকে তার (স্বপ্নের) ব্যাখ্যা অবহিত
করবো, (তোমাদের খাবার) তোমাদের কাছে আসার পূর্বে।

তরজমা : তোমাদেরকে যে খাবার দেয়া হয় সে খাবার তোমাদের কাছে
আসার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা অবহিত করবো।

দ্রষ্টব্য : এই সুযোগে তিনি তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত
দেয়ার উদ্দেশ্যে বললেন—

(২৭) ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي

বাক্য বিশ্লেষণ

ذَلِكُمَا সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ২৩৫। এটি মুবতাদা।

... مما এখানে ما الموصولة বাক্যটি علمني ربِّي
ما এর স্থানীয় অর্থ হলো علم বা জ্ঞান, যা علمني থেকে বোঝা
যায়। এই উহা شبه الفعل এই معدود من
খবর এবং তা متعلق

তরজমা : আর ঐ স্বপ্ন-ব্যাখ্যা ঐ জ্ঞান হতে গণ্য যা আমার প্রতিপালক
আমাক শিক্ষা দান করেছেন।

(কিসের কারণে তিনি আমাকে এই জ্ঞান দান করলেন! কারণ)

(২৮) إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كُفْرُونَ * وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَ عَلَى النَّاسِ، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

الله لا يؤمنون بالله

اسمية প্রথমটি فعلیه আর দ্বিতীয়টি তার উপর

هم مؤكد প্রথমটি মুবতাদা, আর দ্বিতীয়টি তার

بالآخرة خبر তা সাথে কُفْرُونَ এর সাথে

ما كان لنا এটি فعل تام এবং ما جاز لنا এর সমার্থক। (প্রয়োজনে

দেখো, পৃঃ ৭৮)

فاعل এর فعل تام অংশটি أن نشرك بالله

مفعول به এর نشرك হচ্ছে شيء এখানে من অব্যয়টি অতিরিক্ত

সুতরাং তারকীবের দিক থেকে তা مجرور কিন্তু অর্থগত দিক

থেকে منصوب

তরজমা : আমি ঐ সম্প্রদায়ের মিল্লাত ও তরীকা বর্জন করেছি যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, বরং তারা আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী। আর আমি আমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব-এর মিল্লাত ও তরীকা অনুসরণ করেছি। আমাদের জন্য বৈধ নয়, কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করা। এই তাওহীদ ও ঈমান হচ্ছে আমাদের প্রতি এবং মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শেকর করে না।

(২৯) يٰطُحَيِّ السَّجْنِ أَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

শব্দ বিশ্লেষণ

جمع مذكر এর اسم الفاعل থেকে تفعل এটি متفرون
 تَفَرَّقُوا বিক্ষিপ্ত হওয়া। ছত্রভঙ্গ হওয়া। পৃথক পৃথক হওয়া।
 ارباب متفرون আলাদা আলাদা প্রতিপালক। বিভিন্ন
 প্রতিপালক।
 قَاهِر এর অতিশয়ী শব্দ (ف) পর্যুদন্ত করা।
 فِهَا এর অতিশয়ী শব্দ (ه) পর্যুদন্ত করা।
 আল্লাহর গুণবাচক নাম। মহাপরাক্রমশালী।

বাক্য বিশ্লেষণ

السجن এর দিকে صاحبي السجن (জেলখানার সাথীদ্বয়) দ্বিবাচনের শব্দটি
 مضاف হয়েছে। এ জন্য نُونُ الْمُثْنَى পড়ে গেছে। শব্দটি منادى
 ياء रूपে منصوب হয়েছে। আর مثنى হওয়ার কারণে
 पूर्व फातहा দ্বারা نصب গ্রহণ করেছে।

তরজমা : হে জেলখানার সাথীদ্বয়! বিভিন্ন প্রতিপালক উত্তম না কি
 মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ (উত্তম)।

অবশেষে তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বললেন।

(৩০) يَصْحَبِي السَّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَ أَمَّا
 الْآخَرُ فَيُضْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي
 فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ

শব্দ বিশ্লেষণ

صَلَبًا (ন) (তাকে শূলে চড়ানো হবে) يَصْلُبُ
 قَضَى (ফায়ছালা করা হয়েছে) (ض) (ফায়ছালা করা।
 تستفتيان (তোমরা দু'জন ফতোয়া বা সিদ্ধান্ত চাচ্ছে)
 اسْتَفْتَا فতোয়া চাওয়া
 اِفْتَاء فতোয়া দেয়া
 اَفْتَى فِي الْمَسْأَلَةِ মাসআলাটি সম্পর্কে ফতোয়া দিলো।
 اسْتَفْتَاهُ তার কাছে ফতোয়া চাইলো।

فَتَاوَى الْفَتَوَى (ফতোয়া) বহুবচনে (ফতোয়া)
 فَتَاوَى الْمُسْتَفْتَى (ফতোয়া) ফতোয়াপ্রার্থী
 فَتَاوَى الْمُفْتَى (ফতোয়া) ফতোয়া প্রদানকারী, মুফতী।

বাক্য বিশ্লেষণ

فيه متعلق এটি পরবর্তী ফেমেলের সাথে অথবর্তী
 الذي ছিলাহ-মাওছল মিলে الأمر এর ছিফাত এবং তা قضي এর
 نائبالفاعل

তরজমা : হে জেলখানার সাথীদয়! আর তোমাদের একজন, সে তার মনীষকে শরাব পান করাবে, আর অপরজন, তাকে শূলে চড়ানো হবে। তাই পাখী তার মাথায় বহনকৃত রুটি হতে খেয়ে ফেলছে। যে বিষয়ে তোমরা সিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসা করছো সে বিষয়টি (আসমানে) ফায়সালা করা হয়ে গেছে।

(৩১) وَ قَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ
 فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

শব্দ বিশ্লেষণ

لبث (অবস্থান করলো) (س) অবস্থান করা।
 بضع (সংখ্যার ক্ষেত্রে) তিন থেকে দশ পর্যন্ত যে কোন সংখ্যা।
 بضع رجال - তিন থেকে দশ পর্যন্ত যে কোন
 সংখ্যার পুরুষ বা নারী।

শব্দটি দশকের সাথেও ব্যবহৃত হয়। যেমন-
 بضعه عشر رجلاً - বضعه عشره امرأة
 এগার থেকে উনিশ পর্যন্ত যে কোন সংখ্যার পুরুষ বা নারী
 بضعه و عشرون رجلاً - بضعه و عشرون امرأة
 একুশ থেকে উনত্রিশ পর্যন্ত যে কোন সংখ্যার পুরুষ বা নারী।

বাক্য বিশ্লেষণ

منهما এটি معودا এর সাথে متعلق এবং তা ناج এই الفعل
 এর যামীর থেকে حال

শাব্দিক অর্থ, সে মুক্তি পাবে এমন অবস্থায় যে, সে তাদের দু'জনের মধ্য হতে গণ্য।

তরজমা : তাদের দু'জনের মধ্য হতে যে ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি ধারণা করলেন যে, সে মুক্তি পাবে তাকে তিনি বললেন, তুমি তোমার মনিবের কাছে আমার কথা উল্লেখ করো। কিন্তু শয়তান তাকে তার মনিবের কাছে আলোচনার কথা ভুলিয়ে দিলো। ফলে ইউসুফ জেলখানায় কয়েক বছর কাটালেন।

দ্রষ্টব্য : পরে মিশরের বাদশাহ অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলেন, আর ইউসুফ আঃ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বললেন। এভাবে তিনি বাদশাহ প্রিয়পাত্র হলেন, আর বাদশাহ তাকে মিশরের খাদ্যভাণ্ডারের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করলেন।

(১) نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْحَسَنِينَ *
وَلَا أَجْرَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

نصيب (দান করি) إفعال বাবুল إصابَة (দেখো, পৃঃ ৩০)
أصابَ অমুককে কোন জিনিস দ্বারা বিশিষ্ট
করলো। (অর্থাৎ তাকে কোন কিছু বিশেষভাবে দান করলো।)
أصابه الله بعذابه - أصابه الله برحمته - যেমন

বাক্য বিশ্লেষণ

متعلق শব্দটি তারকীব কী ?
এ অংশটি কার সাথে
এর উপর।
এটি معطوف হয়েছে
আমি আমার রহমত দ্বারা ঐ
ব্যক্তিকে বিশিষ্ট করি যাকে আমি ইচ্ছা করি।

তরজমা : আমি আমার রহমত যাকে ইচ্ছা করি তাকে দান করি। আর
আমি নেককারদের প্রতিদান নষ্ট করি না। আর যারা ঈমান এনেছে এবং
তাকওয়া অবলম্বন করতো তাদের জন্য আখেরাতের প্রতিদান অবশ্যই
উত্তম।

(২) وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ
مُنْكَرُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

دخولا (অব্যয়যোগে) على তার সামনে হাজির হলো।
نكرو (তার কক্ষে বা দরবারে) উপস্থিত হওয়া।
إسْمُ فَالِ هِ اُنْكَرَ তাকে চিনলো।
هَ اُنْكَرَ هَ সে তার 'হক' (প্রাপ্য) অস্বীকার করলো।
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها - কোরআনে আছে-

তারা আল্লাহর নেয়ামত জানে, তারপর তা অস্বীকার করে ।
 أَنْكَرَ عَلَيْهِ فَعَلَهُ সে তার কাজ অপছন্দ করলো ।

বাক্য বিশ্লেষণ

... هُمْ এ বাক্যটি عرف এর থেকে مَفْعُولُ بِهِ
 له এটি منكَرُون এর সাথে مَتَلَق

তরজমা : আর ইউসুফের ভাইগণ আগমন করলো এবং তার দরবারে হাজির হলো । তখন তিনি তাদেরকে চিনলেন, কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারলো না ।

(৩) وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ
 يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

فَتًى তরুণ, সেবক, খাদেম, বহু

بِضَاعَةٌ পণ্যসামগ্রী । বহুবচনে بُضَائِعُ

رِحَالٍ এটি رَحْلُ এর বহুবচন । উটের পিঠের হাউদা । বাসগৃহ ।

انقلبوا (যখন তারা ফিরে যাবে) ۱২৪ পৃঃ ۱

... إِلَى ফিরে গেলো । এক انقلبَ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ
 অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হলো ।

বাক্য বিশ্লেষণ

عِنْدَ انْقِلَابِهِمْ إِلَى أَهْلِهِمْ إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ (বিষয়টি ব্যাখ্যা
 করো)

তরজমা : আর ইউসুফ তার সেবকদেরকে বললেন, (মূল্যরূপে প্রদত্ত)
 তাদের দ্রব্যগুলো তাদের সওয়ারিতে রেখে দাও, যেন তারা তাদের
 পরিজনের কাছে ফিরে গিয়ে তা বুঝতে পারে । ফলে হয়ত তারা আবার
 ফিরে আসবে ।

দ্রষ্টব্য : ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁর পুত্ররা ‘কানান’-এ বাস
 করতেন । সেখানে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো তখন ইউসুফ
 (আঃ) এর ভাইয়েরা ন্যায্যমূল্যে খাদ্য ক্রয়ের জন্য মিসরে

এসেছিলো। তখন ইউসুফ (আঃ) তাদের বলেছিলেন, আগামী বার তোমাদের সৎ ভাই বিনয়ামীনকে নিয়ে আসবে, নইলে খাদ্য পাবে না। তিনি তাদের অজান্তে খাদ্যের মূল্যও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

(৬) وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، قَالُوا يَا بَنَانَا مَا نَبْغِي، هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا

শব্দ বিশ্লেষণ

رُدَّتْ (মায়ী মাজহুল-এর ছীগাহ) দেখো, পৃঃ ৭৪

بَغِي - يَبْغِي (আমরা চাই) (ض) بَغِيَّةٌ চাওয়া।
بَغِي - يَبْغِي (আমরা চাই) (ض) بَغِيَّةٌ চাওয়া। অন্বেষণ করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

لَمَّا সম্পর্কে পিছনে দেখো, পৃঃ ১৫৩। পুরো বাক্যটির মূলরূপ-
(تَارَا تَادِيرَ سَامَانًا وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ حِينَ فَتَحِهِمْ مَتَاعَهُمْ) (তারা তাদের সামান খোলার সময় নিজেদের দ্রব্যসামগ্রী পেলো।)

رَدَّتْ إِلَيْهِمْ এটি হযেছে وَجَدُوا এর مفعول به থেকে। (শাব্দিক অর্থ-
এমন অবস্থায় যে, তা তাদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া-হযেছে)
مَا এটি أَيُّ شَيْءٍ এর সমার্থক প্রশ্ন-শব্দ, এবং তা مَبْتَدَأُ আর
خَبَرٍ হযেছে (প্রশ্নের আকারে বিষয় ও আনন্দ প্রকাশ করা
হযেছে।)

তরজমা : আর যখন তারা তাদের সামান খুললো তখন দেখতে পেলো যে, তাদের দ্রব্যসামগ্রী তাদেরকে ফেরত দেয়া হযেছে। তারা বললো, হে আব্বা! আমরা আর কী চাই! এই যে আমাদের দ্রব্যসামগ্রী আমাদেরকে ফেরত দেয়া হযেছে।

দৃষ্টব্য : এরপর ভাইয়েরা বিনয়ামীনকে নিয়ে মিসরে গেলো এবং ইয়াকুব (আঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে গেলো যে, বিনয়ামীনকে তারা অবশ্যই হেফাজত করবে।

(৭) وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا

أخوك فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

أوى إليه (নিজের কাছে রাখলেন) (পিছনে দেখো, পৃঃ ২০৮)
لَا تَبْتَئِسْ (বিষণ্ন ও দুঃখিত হয়ো না) (বিষণ্ন হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

॥ सम्पर्के की जानो, बलो। तारकीब हिसाबे पुरो बक्यটির
मूलरूप की हबे बलो।

أخوك أخوك হলো اسم এবং إني أنا أخوك এখানে المتكلم হলে
مؤكد এর ياء المتكلم أنا হচ্ছে আর خبر
بما এর তারকীব করো।

তরজমা : যখন তারা ইউসুফ-এর খেদমতে হাজির হলো তখন তিনি তাঁর
ভাইকে নিজের কাছে রাখলেন (আশ্রয় দিলেন) (এবং) বললেন, আমিই
তোমার (হারিয়ে যাওয়া) ভাই। সুতরাং তাদের কার্যকলাপের কারণে তুমি
বিষণ্ন হয়ো না।

দ্রষ্টব্য : যখন খাদ্যদ্রব্য নিয়ে তাদের ফিরে যাওয়ার সময় হলো
তখন ইউসুফ (আঃ) তার ভাইকে নিজের কাছে রাখার জন্য
একটি কৌশল করলেন।

(٦) فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ، ثُمَّ
أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَتَتْهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لُسُرُقُونَ * قَالُوا وَ أَقْبَلُوا
عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ * قَالُوا نَفَقِدُ صُوعَ الْمَلِكِ، وَلِمَنْ
جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

أجهزُهُ جَهَّازُهُ প্রয়োজনীয় সামানপত্র, আসবাব ও উপকরণ।
جَهَّزَهُ তাকে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম দিলো। তার জন্য সামানপত্র
جَهَّزَهُ بِجَهَّازِهِ - جَهَّزَهُ بِشَيْءٍ - ব্যবহার - প্রস্তুত করলো।

- سَقَايَةٌ পান করার পাত্র। سَقَايَةُ الْحَاجِّ হাজীদেরকে যমযম পান করানোর কাজ বা দায়িত্ব।
- عِير উট, গাধা বা খচ্চরের কাফেলা, যাতে খাদ্যদ্রব্য বহন করা হয়। مؤنث এর সমার্থক হিসাবে শব্দটি (قافلة)।
- أَقْبَلُوا হে কাফেলা! (তারা ফিরলো) اِقْبَالًا অভিমুখী হওয়া। আগমন করা।
- أَقْبَلَ الْعَامُ - أَقْبَلَ الْعَبْدُ কাজে মনোনিবেশ করলো।
- أَقْبَلَ عَلَى الْعَمَلِ অমুকের দিকে অগ্রসর হলো।
- تَفْقَدُونَ (এখানে মাযীর অর্থে মোযারে ব্যবহার করা হয়েছে) (أَقْبَلَ عَلَى فَلَانٍ) (এখানে হারানো। হাতছাড়া করা।
- فَقَدَ الْمَالُ - فَقَدَ الْكِتَابُ মুসলিমগণ স্পেন হারিয়েছে।
- فَقَدْنَا عَالِمًا كَبِيرًا আমরা এক বড় আলিমকে হারিয়েছি।
- تَفَقَّدَ شَيْئًا কোন কিছুর খোঁজ করলো।
- صَوَاعٌ বহুবচনে صِيعَانٌ পান করার পাত্র।
- حِمْلٌ বহুবচনে أَحْمَالٌ বোঝা। بَعِيرٌ আরোহী বা বোঝা বহনের উপযুক্ত উট বা উটনী।
- زَعِيمٌ বহুবচনে زُعَمَاءُ যিহাদ্দার, যামিন, নেতা।

বাক্য বিশ্লেষণ

قالوا এর ফاعল থেকে। قالوا এর ফاعল থেকে।

শাব্দিক অর্থ- তারা বললো, এমন অবস্থায় যে, তারা তাদের দিকে ফিরলো।

حِمْلٌ بَعِيرٍ এটি পশ্চাদ্বর্তী মুবতাদা। আর لمن جاء به অংশটি ثابت এর সাথে صلة আর صلة مجرور এর স্থানে এসেছে। বাক্যটির মূলরূপ এই- حِمْلٌ بَعِيرٌ ثَابِتٌ لِمَنْ جَاءَ بِالصَّوَاعِ

به এটি متعلق হয়েছে زعيم এর সঙ্গে ।

তরজমা : আর যখন তিনি তাদেরকে তাদের রসদ প্রস্তুত করে দিলেন তখন আপন ভাইয়ের সওয়ারিতে পান করার পাত্রটি রেখে দিলেন । তারপর এক ঘোষক ঘোষণা দিলো, হে কাফেলার লোকসকল! তোমরা তো চুরি করেছে! তারা তাদের দিকে ফিরে বললো, তোমরা কী হারিয়েছো? তারা বললো, আমরা বাদশাহর 'পান-পাত্র' হারিয়েছি। আর যে তা এনে দেবে তার জন্য (পুরস্কার হিসাবে) রয়েছে এক উটের বোঝা (পরিমাণ খাদ্যশস্য) এবং আমি এর যামিন ।

(٧) قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا

كُنَّا سَارِقِينَ * قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَذِبِينَ * قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

تالله এগুলো - بالله - والله - যথা - কসমের অব্যয় তিনটি ।
কসমকৃত শব্দকে جر প্রদান করে ।
و ও অব্যয় দু'টি الله এই মহান শব্দের সঙ্গে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় । কিন্তু ت অব্যয়টি শুধু الله এই মহান শব্দের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ।

কসমের পরবর্তী বাক্যাটিকে অর্থাৎ যে বিষয়ে কসম করা হয় তাকে جَوَابُ الْقَسَمِ বলে এর শুরুতে الْقَسَمِ যুক্ত হয় ।

এখানে جواب القسم হচ্ছে لقد علمتم

এর সাথে أَقْسِمُ এর উহ্য ফেয়েল টি حرف এর قسم

ما এটি أي شيء এর সমার্থক, যুবতাদা হিসাবে رفع এর স্থানে রয়েছে । خبر তার জাও

উহ্য রয়েছে । বাক্যের আর الشرط এর إن كُنْتُمْ كَذِبِينَ হচ্ছে তার জাও
রূপ এই - إِنْ كُنْتُمْ كَذِبِينَ فَمَا جَزَاءُ السَّارِقِ ؟

এর পূর্ববর্তী বাক্যটি جواب الشرط এর প্রতি ইঙ্গিত করছে।
 جزاؤه এটি প্রথম مبتدأ আর رحله من وجد في رحله و صلة اংশটি ও
 موصول মিলে দ্বিতীয় مبتدأ আর جزاؤه হচ্ছে তার খবর।
 তারপর এই বাক্যটি হবে প্রথম মুবতাদার খবর।
 من وجد في এটি اسم الموصول তবে তাতে শর্তের অর্থ রয়েছে।
 شرط ও صلة তার رحله
 هو এর صواع যা هو যমীর সুপ্ত যমীর و وجد
 عائد إلى الموصول এর যমীর হচ্ছে আর رحله এর
 ف সম্পর্কে কী জানো বলো।

তরজমা : তারা বললো, আল্লাহর কসম! তোমরা জানো, আমরা
 ‘এলাকায়’ ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য আসি নি, আর আমরা চোর নই। তারা
 বললো, আচ্ছা! যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তাহলে তার (চোরের) কী
 শাস্তি হবে? তারা বললো, তার শাস্তি এই যে, যার সওয়াবিত্তে তা পাওয়া
 যাবে সেই হবে এর বিনিময়, এভাবেই আমরা অনাচারকারীদের শাস্তি দিয়ে
 থাকি।

দ্রষ্টব্য : যখন বিনয়ামীনের সওয়াবিত্তে পাত্রটি পাওয়া গেলো
 তখন ভাইয়েরা সুর পাল্টে বলা শুরু করলো—

(٨) قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا

يُوسُفَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَدِّهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا، وَ

اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ * قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا

شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ، إِنَّا نُرِيكَ مِنَ الْمَحْسِنِينَ

শব্দ বিশ্লেষণ

أَسْرَ (গোপন রাখলেন) إِسْرَارًا গোপন রাখা

لَمْ يَبْدِ (প্রকাশ করলেন না) إِبْدَاءً প্রকাশ করা। এখানে يَبْدِ

ফেয়েলটি লম্বা দ্বারা مجزوم হয়েছে। আর ফেয়েলটি নাকিছ

হওয়ার কারণে جزم দেয়া হয়েছে লাম কালিমা حذف করে।

تصفون (বর্ণনা করছে) صَفَةً (বর্ণনা করা, আখ্যায়িত করা) ।
 وَصَفَ شَيْئًا কোন কিছুর গুণ বর্ণনা করলো, বিবরণ দিলো ।
 وَصَفَهُ بِصِفَةٍ তাকে কোন গুণে আখ্যায়িত করলো ।

বাক্য বিশ্লেষণ

إِنْ هَذَا السَّرِيفُ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) **فَقَدْ** (অর্থঃ যদি সে চুরি করে থাকে তাহলে)
 أَنْ يَسْرِقَ فَلَا عَجَبَ (অর্থঃ যদি সে চুরি করে থাকে তাহলে)
 أَفَسْرَاهَا (অর্থঃ যদি সে চুরি করে থাকে তাহলে)
 مِنْ قَبْلِ (অর্থঃ পূর্ববর্তী কালাম থেকে) **فَأَسْرَاهَا** (অর্থঃ পূর্ববর্তী কালাম থেকে) **فَأَسْرَاهَا** (অর্থঃ পূর্ববর্তী কালাম থেকে)
 مَكَانَ (স্থান, মর্যাদা) **فَأَسْرَاهَا** (অর্থঃ পূর্ববর্তী কালাম থেকে) **فَأَسْرَاهَا** (অর্থঃ পূর্ববর্তী কালাম থেকে)

مَا هَذَا السَّرِيفُ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) **فَقَدْ** (অর্থঃ যদি সে চুরি করে থাকে তাহলে)
 أَنْ يَسْرِقَ فَلَا عَجَبَ (অর্থঃ যদি সে চুরি করে থাকে তাহলে)
 أَفَسْرَاهَا (অর্থঃ যদি সে চুরি করে থাকে তাহলে)
 مِنْ قَبْلِ (অর্থঃ পূর্ববর্তী কালাম থেকে) **فَأَسْرَاهَا** (অর্থঃ পূর্ববর্তী কালাম থেকে) **فَأَسْرَاهَا** (অর্থঃ পূর্ববর্তী কালাম থেকে)

مَا هَذَا السَّرِيفُ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) **فَقَدْ** (অর্থঃ যদি সে চুরি করে থাকে তাহলে)
 أَنْ يَسْرِقَ فَلَا عَجَبَ (অর্থঃ যদি সে চুরি করে থাকে তাহলে)
 أَفَسْرَاهَا (অর্থঃ যদি সে চুরি করে থাকে তাহলে)
 مِنْ قَبْلِ (অর্থঃ পূর্ববর্তী কালাম থেকে) **فَأَسْرَاهَا** (অর্থঃ পূর্ববর্তী কালাম থেকে) **فَأَسْرَاهَا** (অর্থঃ পূর্ববর্তী কালাম থেকে)

তরজমা : তারা বললো, সে যদি চুরি করে থাকে (তাহলে আশ্চর্যের কিছু নেই)। কারণ তার এক ভাই ইতিপূর্বে চুরি করেছে। ইউসুফ এই অপবাদটি গোপন রাখলেন; তাদের সামনে তা প্রকাশ করলেন না। তিনি (মনে মনে) বললেন, মর্যাদায় তোমরা অতি নিকৃষ্ট! আর তোমাদের বাক্য সম্পর্কে আল্লাহই অধিক অবগত।

তারা বললো, হে মাননীয়! তার একজন অতিবৃদ্ধ পিতা রয়েছে, সুতরাং আপনি তার স্থানে আমাদের একজনকে গ্রহণ করুন। আমরা আপনাকে সদাচারকারী রূপে দেখতে পাচ্ছি।

দ্রষ্টব্য : কিন্তু ইউসুফ (আঃ) তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান

করলেন এবং বিনয়ামীনকে নিজের কাছে রেখে দিলেন। তখন
ভাইদের বড়জন তাদেরকে বললো, আমি আর ফিরে যাবো না,
তোমরা ফিরে যাও।

(৯) ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرقَ و ما
شَهِدنا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا، وَ مَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ * وَ
اسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَ الْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، وَ
إِنَّا لَصَادِقُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

ما شهدنا (এ শব্দের আলোচনা পিছনে দেখো, পৃঃ ১৫৭)

إلا حرف النفي এর পরে لا অব্যয়টি حصر অর্থাৎ বিশিষ্টতা ও
সীমাবদ্ধতার অর্থ দান করে। সুতরাং আলোচ্য বাক্যটির
শাব্দিক অর্থ হলো, আমরা (তার চুরির বিষয়ে) সাক্ষ্য দেই নি
কোন কিছুর ভিত্তিতে, তবে আমাদের জানার ভিত্তিতে। অর্থাৎ
আমরা শুধু আমাদের জানার ভিত্তিতেই সাক্ষ্য দিয়েছি।

بما علمنا অর্থাৎ يَعْلَمُنَا (বিষয়টির ব্যাখ্যা করো)

ما شهدنا এর পর কিছু অংশ উহ্য রয়েছে তা এই—

مَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِالسَّرْقَةِ بِشَيْءٍ (إِلَّا بِعِلْمِنَا)

عالمين শব্দটি আর حافِظِينَ এর সাথে متعلق এটি حافِظِينَ এর সমার্থক।)

القريّة এখানে مضاف উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ الْقَرْيَةِ اَهْلُ

فِيهَا প্রথমটি كان এর খবর موجودين এর সাথে متعلق আর দ্বিতীয়টি
متعلق এর সাথে أَقْبَلْنَا

العير এটি الْقَرْيَةِ এর উপর معطوف হয়েছে

তরজমা : তোমরা তোমাদের আকব্বার কাছে ফিরে যাও এবং বলো, হে
আমাদের আকব্বা! আপনার পুত্র তো চুরি করেছে। আর আমরা যা জেনেছি
তার ভিত্তিতেই শুধু সাক্ষ্য দিয়েছি। আমরা গায়বের বিষয় অবগত ছিলাম

না। (তাহলে হেফাজতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে নিয়ে যেতাম না।) আপনি ঐ গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করুন যেখানে আমরা ছিলাম, কিংবা ঐ কাফেলাকে জিজ্ঞাসা করুন যাতে করে আমরা এসেছি। আমরা অবশ্যই সত্য কথা বলছি।

দ্রষ্টব্য : কিন্তু ইয়াকুব (আঃ) তাদের বক্তব্য গ্রহণ করেন না, বরং বললেন, আমি ধৈর্যধারণ করবো।

(১০) قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَا

لا تعلمون *

শব্দ বিশ্লেষণ

أَشْكُوا (আমি অনুযোগ করি) شَكُوْا ও شَكُوْا (ন) অনুযোগ করা।

অভিযোগ করা। (ব্যবহারের নিয়ম)

যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তা সরাসরি به مفعول এবং যার কাছে অভিযোগ তা إلى অব্যয়যোগে, যেমন—

شَكِيْ خَالِدٌ رَّاشِدًا إِلَى مَا جِدْ

খালেদ রাশেদের বিরুদ্ধে মাজেদের কাছে অভিযোগ করলো।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর কাছে অনুযোগ করা হচ্ছে এবং দুঃখ ও বেদনার বিষয়ে অভিযোগ করা হচ্ছে।

بَثَّ চরম দুঃখ যা সহ্য করা কঠিন, ফলে মানুষ তা অন্যের কাছে

প্রকাশ করে ফেলে। অস্থিরতা। حُزْنٌ দুঃখ, দুশ্চিন্তা।

বাক্য বিশ্লেষণ

إِنَّمَا সম্পর্কে যা জানো বলো।

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَا لَا تَعْلَمُونَ এর তারকীব করো।

তরজমা : তিনি বললেন, আমি আল্লাহরই কাছে আমার অস্থিরতা ও দুঃখ বেদনার অনুযোগ করছি, আর আমি আল্লাহর পক্ষ হতে এমন বিষয় জানি তা তোমরা জানো না।

দ্রষ্টব্য : ইয়াকুব (আঃ) পুনরায় তাঁর পুত্রদেরকে ইউসুফ (আঃ) ও বিনয়ামীনকে তালাশ করার জন্য মিসরে পাঠালেন।

(১১) فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا
الضَّرُّ

শব্দ বিশ্লেষণ

مَسَّنَا (আমাদের স্পর্শ করেছে) (স) দেখো, পৃঃ ১৫০

ضَرُّ দুরবস্থা।

বাক্য বিশ্লেষণ

اهلنا এটি ضمير منصوب এর উপর معطوف

الضر এটি مس এর فاعل

তরজমা : যখন তারা ইউসুফ-এর কাছে হাজির হলো তখন তারা বললো, হে মাননীয়! আমরা এবং আমাদের পরিবারপরিজন দুরবস্থার শিকার হয়েছি।

(তারা আরো বললো)

(১২) وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

তরজমা : আর আপনি আমাদেরকে দান করুন। নিশ্চয় আল্লাহ দানকারীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

(১৩) قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ

جَاهِلُونَ*

বাক্য বিশ্লেষণ

ما মাওছুল ও ছিলাহ মিলে علمتم এর মفعول به আর এখানে একটি مضاف উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ هَلْ عَلِمْتُمْ قُبْحَ مَا فَعَلْتُمْ এখানে عائد إلى الموصول উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ قُبْحَ مَا فَعَلْتُمُوهُ (শাব্দিক অর্থ- ইউসুফের সাথে যে আচরণ তোমরা করেছো তার জঘন্যতা কি তোমরা জানতে পেরেছো?)

এটি المصدرية হতে পারে। অর্থাৎ قُبْحَ فِعْلِكُمْ তোমাদের আচরণের জঘন্যতা।

واخيه এর তারকীব বলো।

অঃ পরবর্তী বাক্যটি এর مضاف إليه - পুরো অংশটি এর فعلم এর
 ظرف হয়েছে। তারকীবের দিক থেকে বাক্যটির মূলরূপ এই
 (তোমাদের মূর্খ থাকার সময়) حِينَ جَهْلِكُمْ

তরজমা : তিনি বললেন, যখন তোমরা মূর্খ ছিলে তখন ইউসুফ ও তার
 ভাইয়ের প্রতি যে আচরণ তোমরা করেছে তা জঘন্যতা কি তোমরা
 জানতে পেরেছো?

(১৬) قالوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يَوْسُفُ، قَالَ أَنَا يَوْسُفُ وَ هَذَا اخِي،
 قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا
 يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

إِنَّكَ لَأَنْتَ يَوْسُفُ এর তারকীব করো।

إِنَّهُ এটি ضمير الشأن (এ সম্পর্কে পিছনে দেখো, পৃঃ ১৪৭)

শাব্দিক অর্থ- বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি

من এটি اسم موصول এবং اسم شرط جازم

এটি صلة এবং شرط আর তা من দ্বারা مجزوم হয়েছে।

এখানে حذف اللام এর আলামত হচ্ছে প্রথমটিতে

দ্বিতীয়টিতে سكون ছিল।-মাওচুল মিলে মুবতাদা।

خير এবং جواب الشرط হলো فَإِنَّ اللَّهَ ...

ف অব্যয়টি সম্পর্কে কী জানো বলো।

তরজমা : তারা বললো, আপনিই কি ইউসুফ ? তিনি বললেন, আমি
 ইউসুফ, আর এ আমার ভাই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ
 করেছেন।

যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ছবর করে আল্লাহ এমন নেক
 আমলকারীদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

(১৫) قالوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَثَرَكُ اللَّهُ عَلَيْنَا، وَإِنْ كُنَّا لَخُاطِئِينَ * قَالَ

لَا تَشْرِبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ

الرحمين *

শব্দ বিশ্লেষণ

اثر (অগ্রাধিকার দিয়েছেন) إِيْثَارًا (একাধিকার দিয়েছেন) কারো উপর কাউকে অগ্রাধিকার দেয়া। কোরআনে আছে—
يُؤْثِرُونَ (মানুষকে) তারা নিজেদের
عَلَى أَنْفُسِهِمْ
উপর অগ্রাধিকার প্রদান করে।

جمع مذكر اسم الفاعل থেকে باب سمع (ভুলকারী) خَطْنِ
ভুল করা। (س) خَطَأً মাছদার - يَخْطِئُ - اِخْطَأُ
(ভুলকারী) خَاطِئَةً স্ত্রী خَاطِئُ
বাবুল ইফ'আল থেকে اِخْطَأَ ভুল করেছে। (ভুলকারী) مُخْطِئُ

تشرب (তিরস্কার) বাবে تفعيل এর মাছদার (ব্যবহার)
ثَرَرَهُ أَوْ عَلَيْهِ (অন্যায়ের কারণে) তাকে তিরস্কার করলো

বাক্য বিশ্লেষণ

এটি جواب القسم আর جواب القسم এর শুরুতে যে
لَمْ আসে সেটাকে القسم লাম বলে।

إِنَّ এটি لَمْ এর লঘুরূপ। লঘুতার কারণে তা فعل এর শুরুতে
আসতে পেরেছে এবং তার আমল রহিত হয়েছে। মূলত ছিলো
إِنَّا كُنَّا لَخَاطِئِينَ

حرف التوكيد হচ্ছে এবং خبر এর فعل ناقص হচ্ছে خَطْنِ

এটি التاثير للجنس আর لا التشرب হলো তার اسم আর
خبر তার ثَبَتِ এই উহ্য شبه الفعل ثابت

এটি متعلق হয়েছে উহ্য ثابت এর সাথে।

ظرف এর ثابت উহ্য এটি

তরজমা : তারা বললো, আল্লাহর কসম! অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে
আমাদের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। আর অবশ্যই আমরা ভুল
করেছিলাম। তিনি বললেন, আজ তোমাদের প্রতি কোন তিরস্কার নেই।

আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করুন। তিনি তো দয়ালুদের শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

দ্রষ্টব্য : পুত্রের শোকে কেঁদে কেঁদে ইয়াকুব (আঃ) অন্ধ হয়ে গিয়েছেন, এ কথা জানতে পেরে ইসুফ (আঃ) ভাইদেরকে বললেন-

(১৬) اذهبوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقَوِهْ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بِصَبْرًا،
وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

يَأْتِ এই فعل টি مجزوم কেন ? এবং جزم এর আলামত কী ?
আলোচ্য আয়াতে اْتِيَانًا মাছদার থেকে দু'টি فعل এসেছে,
উভয়ের মাঝে গুণগত কী পার্থক্য রয়েছে, বলো।

بصيرا এটি فاعل হয়েছে يَأْتِ এর حال হয়েছে। (চক্ষুস্থান অবস্থায় আসবেন)

اجمعين এটি أَهْلِكُمْ এর مُؤَكِّد রূপে তার ইরাদ (জর) গ্রহণ করেছে।

তরজমা : তোমরা আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং তা আমার আঁকরার মুখমণ্ডলের উপর রেখে দিও, তাহলে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমরা তোমাদের সমস্ত পরিবার পরিজনকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

দ্রষ্টব্য : যখন কাফেলা ঐ জামা নিয়ে রওয়ানা দিলো এবং কানানের নিকটবর্তী হলো তখন ইয়াকুব (আঃ) বললেন-

(১৭) قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ

তরজমা : তাদের আঁকরা বললেন, আমি তো ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।

দ্রষ্টব্য : পুত্র ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি পিতা ইয়াকুব (আঃ)-এর স্নেহ-ভালোবাসা কত গভীর ছিলো এটা হলো তার নমুনা।

(১৮) فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَازْتَدَّ بِصَبْرًا،

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

أَنْ এই অব্যয়টি এখানে অতিরিক্ত (বা زائدة)

বাক্য বিশ্লেষণ

بصيرا এটি حال হয়েছে ارتد এর فاعل থেকে।

(শাদিক অর্থ- তিনি চক্ষুস্থান অবস্থায় ফিরলেন)

ارتد কে صار এর সমার্থক ধরা হলে بصيرا হবে তার খবর।

তখন অর্থ হবে- তিনি চক্ষুস্থান হয়ে গেলেন।

পূর্ববর্তী আয়াতের يأت بصيرا সম্পর্কেও একই কথা।

তরজমা : যখন সুসংবাদদাতা এলো তখন সে জামাটি ইয়াকূবের মুখমণ্ডলের উপর রাখলো, ফলে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। তিনি (পুত্রদের লক্ষ্য করে বললেন,) আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি তো আল্লাহর কাছ থেকে এমন বিষয় জানি যা তোমরা জানো না।

(১৯) قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ، قَالَ

سَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ *

তরজমা : তারা বললো, হে আমাদের আব্বা! আপনি আমাদের জন্য আমাদের পাপসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করুন। অবশ্যই আমরা ভুল করেছিলাম। তিনি বললেন, অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য আমার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করবো। নিঃসন্দেহে তিনিই ক্ষমাশীল, দয়াময়।

(২০) فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُسُفَ أَوَى إِلَيْهِ أَبَوَاهُ وَقَالَ ادْخُلُوا

مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

امن (নিরাপদ) এটি اسم الفاعل থেকে باب سمع এটি (নিরাপদ) ও

أَمَانًا নিরাপদ হওয়া, নিশ্চিত হওয়া।

أَمِنَ فُلَانًا عَلَى أَمْرِ অমুককে কোন বিষয়ে বিশ্বাস করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

امين শব্দটি ادخلوا এর فاعل থেকে حال হয়েছে।

أَبُوهُ এটি এৰি অৱি মফ়ল ৰূপে মনসুব এৰং হিসাবে নছবের
আলামত হলো ي পূৰ্ব ফাতহা। মূলতঃ ছিলো أَبُو تَبِ তবে
مضاف হওয়ার কারণে দ্বিৰচনের نون পড়ে গেছে।

তরজমা : যখন তারা ইউসুফের সামনে হাজির হলো তখন তিনি আপন
পিতা-মাতাকে নিজের কাছে স্থান দিলেন। আর বললেন, আল্লাহর ইচ্ছায়
আপনারা নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন।

(২১) وَإِنْ تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَيْنَا لَفِي
خَلْقٍ جَدِيدٍ، أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ
فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

تعجب (স) আশ্চর্য হওয়া। অবাক হওয়া। (অব্যয়যোগে)

عَجِبَ مِنْ ذِكْرِهِ তার মেধায় অবাক হলো।

أَغْلَالُ এর বহু। বেড়ী (বন্দীর গলায় বা পায়ে পরানো হয়)

أَعْنَاقُ গলা, গর্দান (مؤن্থ কদাচিত্তি মذكر)

বাক্য বিশ্লেষণ

تعجب جواب الشرط এটি إن এর شرط আর عجب قولهم হলো

عجب এটি মাছদার। বিস্ময়। আশ্চর্য (এখানে عجيب অর্থে ব্যবহৃত)

أَمْرٌ عَجَبٌ - قِصَّةٌ عَجَبٌ

قولهم এটি عجب এর شبه الفاعل আর شبه الفعل

মিলে الجمله হয়ে جواب الشرط

أولئك প্রথম মুবতাদা الأغلال দ্বিতীয় মুবতাদা أعناقهم

في অংশটি এৰ সাথে متعلق এবং তা দ্বিতীয় মুবতাদার খবর। এই

জুমলাটি প্রথম মুবতাদার খবর।

তরজমা : যদি আপনি অবাক হতে চান তাহলে অবাক হওয়ার বিষয়
তাদের এই বক্তব্য যে, আমরা যখন মাটি হয়ে যাবো তখন কি আমরা
নতুন সৃষ্টি লাভ করবো? ওরাই হলো ঐ সমস্ত লোক যারা তাদের

প্রতিপালকের সঙ্গে কুফুরি করেছে এবং তাদের গর্দানে বেড়ী পরানো হবে এবং ওরাই জাহান্নামী। তাতে তারা চিরকাল থাকবে।

(২২) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ، قُلِ اللّٰهُ، قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ
 مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا، قُلِ
 هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ
 وَ النُّوْرُ

বাক্য বিশ্লেষণ

من মুবতাদা رب السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ খবর।
 الله মুবতাদা, খবর উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ رب السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ
 من دونه এ অংশটি এই উহ্য শব্দটির সাথে এতদ্বারা
 তা তাকে অগ্রবর্তী করে নিয়েছে।
 (তোমরা) اتَّخَذْتُمْ اَوْلِيَاءَ مَعْدُوْدِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ
 কতিপয় অভিভাবক গ্রহণ করেছো এমন অবস্থায় যে, তারা
 আল্লাহর 'গায়র' থেকে গণ্য।)

... এই বাক্যটি اَوْلِيَاءَ এর صفة রূপে নছবের স্থানে এসেছে।
 لا يَمْلِكُوْنَ এর দু'টি مفعول به এর لا অতিরিক্ত, যা
 ফেয়েলের নাবাচকতাকে তাকীদ করার জন্য এসেছে।

তরজমা : আপনি বলুন, (জিজ্ঞাসা করুন) কে আসমান-যমীনের
 প্রতিপালক? আপনি বলে দিন, আল্লাহ (আসমান-যমীনের প্রতিপালক)
 আপনি বলুন, তবে কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া এমন কতিপয় অভিভাবক
 গ্রহণ করেছো, যারা নিজেদেরই উপকার বা ক্ষতির মালিক নয়?
 আপনি বলুন, অন্ধ ও চক্ষুস্থান, কিংবা অন্ধকার ও আলো কি সমান হয়!

(২৩) وَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰیَةٌ مِنْ رَّبِّهِ قُلْ اِنْ اللّٰهُ
 يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ اِلَيْهِ مَنْ اَنْابَ * الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ
 تَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ، اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ

الْقُلُوبُ* الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَ
حُسْنُ مَآبٍ*

শব্দ বিশ্লেষণ

أَنَابَ (প্রত্যাবর্তন করলো) إِنَابَةً (মাদ্দাহ নুব) প্রত্যাবর্তন করা,
তাওবা করা, বারবার ফিরে আসা। (إلى অব্যয়যোগে)

طوبى (কল্যাণ)

مَآبٍ - يُوَوِّبُ (أَوْثًا، إِيَابًا، مَآبًا) এর মাছদার باب نصر এটি
প্রত্যাবর্তন করা। ফিরে আসা। (إلى অব্যয়যোগে)

آبَ إِلَى اللَّهِ আল্লাহর কাছে তাওবা করলো। (গোনাহ ছেড়ে)
আল্লাহর পথে ফিরে এলো।

حُسْنُ مَآبٍ (শাব্দিক অর্থ- প্রত্যাবর্তনের উত্তমতা) উত্তম
প্রত্যাবর্তন।

বাক্য বিশ্লেষণ

الَّذِينَ آمَنُوا مفعول به আর يهدي এর موصول ও صلة এটি من أَنَابَ
এই অংশটি من أَنَابَ থেকে بدل আর ... وَ تَطْمِئِنُّ বাক্যটি
من أَنَابَ এর উপর معطوف (অর্থাৎ من أَنَابَ বলে যাদেরকে
বোঝানো হয়েছে الَّذِينَ آمَنُوا বলে তাদেরকেই বোঝানো
হয়েছে, আর দু'টি শব্দের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই ব্যক্তি বা বস্তু
হলে দ্বিতীয়টিকে بدل এবং প্রথমটিকে منه বলে।
এখানে من এর অর্থগত দিক থেকে أَنَابُوا বলার অবকাশ ছিলো,
কিন্তু من এর শব্দগত দিক লক্ষ্য করে أَنَابَ বলা হয়েছে। তবে
অর্থের দিক লক্ষ্য করে بدل কে বহুবচন আনা হয়েছে

এই طوبى لَهُم আর مبتدأ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
বাক্যটি خبر আর حسن مَآبٍ এর উপর معطوف

তরজমা : যারা কুফুরি করেছে তারা বলে, কেন তার প্রতিপালকের পক্ষ
হতে তার উপর (নবুয়তের সত্যতার) কোন নিদর্শন অবতারণ করা হয় না?
আপনি বলুন, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে গোমরাহ করেন। আর যারা

(আল্লাহর দিকে) রুজু করেছে অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের হৃদয় আল্লাহর যিকির দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে, তাদেরকে তিনি তাঁর দিকে পথপ্রদর্শন করেন। আর শোনো, আল্লাহর যিকির দ্বারাই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।

যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং উত্তম প্রত্যাবর্তন।

(২৬) بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ

শব্দ বিশ্লেষণ

صدوا (তাদেরকে রোধ করা হয়েছে) (ن) رَوَّاهُ (তাদেরকে রোধ করা)।

جمع مذكر غائب এর মاضি مجهول

أشَقَّ এটি اسم التفضيل এর ছীগাহ। অর্থ কঠিন, কষ্টকর।

أَشَقُّ অর্থ- অধিকতর কষ্টকর।

(شَقًّا، ن) বিষয়টি কঠিন হলো।

شَقَّ তাকে কষ্টে ফেললো।

شَقَّ কোন কিছুকে খণ্ড করলো।

شَقَّ পথ তৈরী করলো।

وَاقٍ (রক্ষাকারী) اسم الفاعل এর বহুবচনে

وَاقٍ (রক্ষা করা)। দেখো, পৃঃ ৩৮

বাক্য বিশ্লেষণ

مكرهم এটি نائب الفاعل এর

صدوا এটি عن السبيل এর উপর আর معطوف হয়েছে

مضاف হচ্ছে ال এর السبيل। সাথে এর صدوا

عَنِ السَّبِيلِ الْحَقِّ অর্থ। এর পরিবর্তে।

من এর পরবর্তী বাক্যটি شرط ও صلة

أَكُلُّهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا، تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى
الْكُفْرِينَ النَّارُ *

শব্দ বিশ্লেষণ

أَكَلَ (ফল) عُقْبَى পরিণতি। প্রতিদান।

বাক্য বিশ্লেষণ

عائد صفة এর الجنة موصول ও صلة আর موصول মুবতাদা, مثل الجنة
উহ্য রয়েছে অর্থাৎ وعد بها এখানে খবর উহ্য
رয়েছে, অর্থাৎ - المتقون جنة (ব্যা) التي وعد (ব্যা) الجنة التي وعد
صفة এর خبر উহ্য পরবর্তী বাক্যগুলো

وَظِلُّهَا دَائِمٌ এটি মুবতাদা, এর খবর উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ
পূর্ববর্তী খবরটি হলো এর قرينة বা আলামত।

اتقوا تلك عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা : মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, তার উদাহরণ
হলো এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হয়, যার ফল ও ছায়া
হলো চিরস্থায়ী। তা ঐ লোকদের পরিণতি যারা তাকওয়া অবলম্বন করে,
আর কাফিরদের পরিণতি হলো জাহান্নাম।

(২৬) وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، يَعْلَمُ مَا
تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَ
يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسَتْ مُرْسَلًا، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ

শব্দ বিশ্লেষণ

تَكْسِبُ (অর্জন করে) كَسَبًا উপার্জন করা। অর্জন করা।

كَسَبَ لِأَهْلِهِ পরিবার পরিজনের জন্য উপার্জন করলো।

كَسَبَ مَالًا সম্পদ অর্জন করলো।

كَسَبَ إِثْمًا পাপ করলো।

عقبى الدار আখেরাতের সুপরিণাম ।

مكر (চক্রান্ত করলো) (ن) مَكْرًا চক্রান্ত করা ।

مَكْرُ اللّٰهِ আল্লাহ চক্রান্তের জবাব দিলেন ।

বাক্য বিশ্লেষণ

من قبلهم এটি উহ্য ফুয়েল خَلَوْا বা مَضَوْا এর সাথে متعلق এবং তা

صلة (যারা তাদের পূর্বে বিগত হয়েছে) ।

هم দ্বারা উদ্দেশ্য মক্কার মুশরিকগণ ।

مكر এর فاعل নির্ধারণ করো ।

كل نفس তারকীবে কী হয়েছে? الموصول إلى الموصول কোন্টি ?

المكر হচ্ছে পশ্চাদ্বর্তী মুবতাদা আর لله হচ্ছে ثابت এর সাথে متعلق

এবং তা অগ্রবর্তী খবর । বাক্যটির তারকীবগত রূপ এই—

المَكْرُ ثَابِتٌ لِلّٰهِ جَمِيعًا

جميعا এটি ضمير থেকে এর ثابت হয়েছে حال

سيعلم এর উহ্য مفعول فيه রয়েছে । অর্থাৎ الْقِيَامَةِ يوم الكفار

نصب হিসাবে مفعول به এর يعلم এবং جملة اسمية এটি لمن عقبى الدار

এর স্থানে রয়েছে । বাক্যটির তারকীবগত রূপ এই—

عُقْبَى الدارِ ثَابِتَةٌ لِمَنْ

كفروا দ্বারা মক্কার মুশরিকরা উদ্দেশ্য ।

بالله এখানে ب অব্যয়টি অতিরিক্ত । সুতরাং الله এ মহান শব্দটি

শব্দগতভাবে مجرور আর অর্থগতভাবে كفى এর فاعল

فاعল এর كفى হচ্ছে شهيداً আর ظرف এর شهيدا এটি بنى وبينكم

থেকে حال

مبتدأ আর علم الكتاب এখানে من عنده علم الكتاب

عنده হচ্ছে موجود এর ظرف যা অগ্রবর্তী خير হয়েছে । বাক্যটি

من এর صلة আর موصول ও صلة মিলে الله এ মহান শব্দের

অর্থগত অবস্থানের উপর معطوف হয়েছে । অর্থাৎ— আল্লাহ

যথেষ্ট হবেন এবং যাদের কাছে কিতাবের ইলম রয়েছে তারা

যথেষ্ট হবে। **كِتَابَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে সকল কিতাবী আলিম মুমিন হয়েছেন।

তরজমা : তাদের (মক্কার মুশরিকদের) পূর্বে যারা বিগত হয়েছে তারা (তাদের নবীদের বিরুদ্ধে) চক্রান্ত করেছে। তবে সমস্ত চক্রান্তের ফলাফল তো আল্লাহরই হাতে। প্রতিটি মানুষ (ভালো ও মন্দ) যা কিছু আমল করে তা তিনি জানেন। আর কাফিররা অতিসত্ত্বর জানতে পারবে যে, আখেরাতের উত্তম পরিণতি কাদের জন্য। আর যারা কুফুরি করেছে তারা বলে, তুমি তো রাসূল নও। আপনি বলুন, আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ যথেষ্ট এবং (যথেষ্ট) ঐ ব্যক্তির যা দের কাছে রয়েছে কিতাবের ইলম।

(২৭) **كِتَابَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَبَغُّونَهَا عُوجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ***

শব্দ বিশ্লেষণ

العزیز মহাপরাক্রমশালী। الحمید চিরপ্রশংসিত।
يستحبون (পছন্দ করে) اسْتَحَبَّ ভালোবাসা। পছন্দ করা।
اسْتَحَبَّ - يَسْتَحِبُّ - اسْتَحَبَّ - لا تَسْتَحِبُّ
بَغَى - يَبْغِي চাওয়া بَغْيٌ (তাঁরা চায়) يبغون

বাক্য বিশ্লেষণ

كتاب এটি উহা مبتدأ এর خبر অর্থাৎ كتاب আর اليك আর
বাক্যটি كتاب এর صفة হয়ে رفع এর স্থানে রয়েছে।
متعلق এটি এবং পরবর্তী हरफूल जरগুলো साथে متعلق

الظلمات এর আল হুছে ইলিহে এর পরিবর্তে, অর্থাৎ
مَنْ ظُلِمَاتِ الْكُفْرِ إِلَى نُورِ الْإِيمَانِ

এটি আল নূর থেকে আল নূর আল গরীয আল হামিদ

اللَّهُ এই মহান শব্দটি আল গরীয আল হামিদ থেকে বদল হয়েছে।

শাব্দিক অর্থ- মহাপরাক্রমশালী চিরপ্রশংসিত-এর পথের দিকে,
অর্থাৎ ঐ মহান আল্লাহর পথের দিকে যার জন্য

الذي এর আল হুছে ইলিহে وَمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ صَلاةُ
বাক্যেও রয়েছে مَوْصُولُ صَلاةُ যা পশ্চাদ্বর্তী مبتدأ হয়েছে।
আর আল হুছে ثَابِتَانِ এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق যা
অগ্রবর্তী খবর হয়েছে।

في অব্যয় দু'টি কার সাথে متعلق হয়েছে বলো।

ويل হুছে আর للكَافِرِينَ হুছে ثابت এর সাথে متعلق যা
اِخْبَر এর ويل

متعلق এর সাথে ويل যা হেতুবাচক, من এখানে من عَذَابٍ شَدِيدٍ
بَدَل থেকে الْكَافِرِينَ এটি الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ

দেখো, পৃঃ ২৪০

তরজমা : এ এমন কিতাব যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে
আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন, তাদের
প্রতিপালকের ইচ্ছায়, মহাপরাক্রমশালী, চিরপ্রশংসিত সত্তার পথের দিকে-
অর্থাৎ আল্লাহর পথের দিকে যার জন্য রয়েছে আসমান ও যমীনের সমস্ত
কিছু।

আর কাফিরদের জন্য রয়েছে ধ্বংস, কঠিন আযাবের কারণে, যারা
আখেরাতের মোকাবেলায় পার্থিব জীবনকে ভালোবাসে এবং (মানুষকে)
আল্লাহর রাস্তা থেকে বাধা দান করে এবং ঐ পথকে বক্র অবস্থায় (অর্থাৎ
নিজেদের স্বার্থের অনুগামী অবস্থায়) পেতে চায়। ওরাই চূড়ান্ত ভ্রান্তিতে
আছে।

(২৮) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ

إِلَى النُّورِ وَ ذَكَّرَهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ
صَبَّارٍ شَكُورٍ *

শব্দ বিশ্লেষণ

إِلَى اللَّهِ এর অর্থ বিগত বিভিন্ন জাতির উপর আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ আযাবের দিনসমূহ, কিংবা আল্লাহর বিভিন্ন নেয়ামত ও মদদ নাযিলের ঘটনাসমূহ।

صَبَّار অতি ছবরকারী। شَكُور অতি শোকরকারী। (এ দু'টি হচ্ছে صابر ও شاکر এর অতিশয়ী শব্দ)

বাক্য বিশ্লেষণ

أَنَ এটিকে تَفْسِيرُكَ (ব্যাখ্যাবাচক) অব্যয় বলে। এটি এমন এক জুমলার পরে আসে যাতে قول এর অর্থ রয়েছে। যেমন—
وَنَادَيْنَاهُ أَنِ يَا إِبْرَاهِيمُ آمِنِي تَاكِلَامِ، ائْثَا (বললাম) হে ইবরাহীম
أَمَرْتُهُ أَنِ اتَّبِعْ سُنَّةَ رَسُولِكَ، (বললাম,) তুমি রাসূলের সুন্নাহ অনুসরণ করো।
وَنَادَى أَصْحَبَ النَّارِ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ أَنِ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ
جَاهَانْمَا المীরা জান্নাতীদের ডাকলো, অর্থাৎ (বললো) তোমরা
আমাদেরকে কিছু পানি দান করো।

তরজমা : অবশ্যই আমি মূসাকে আমার নিদর্শনসমূহসহ প্রেরণ করেছি (এই বার্তা দিয়ে) যে, তুমি তোমার কাওমকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনো, আর তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ বিভিন্ন জাযা ও সাজার ঘটনা দ্বারা উপদেশ দান করো। নিঃসন্দেহে তাতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও শোকারণুজার বান্দার জন্য বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

(٢٩) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَدَّبِّحُونَ

أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ

عَظِيمٌ *

বাক্য বিশ্লেষণ

৯। শব্দটির পরিচয় কী? শব্দটি তারকীবে কী হয়েছে? পরবর্তী
 বাক্যটির সাথে ۱۰ এর সম্পর্ক কী? ۱۰ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ এর
 তারকীবগতরূপ কী হবে? (প্রয়োজনে দেখো, পৃঃ ১৪ ও ৩৫)
 এটি نَزْلَةٌ এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق এবং তা
 عليك
 থেকে نعمة الله حال হয়েছে।

পারবর্তী - اسم ظرف এর সমার্থক وقت বা حين হচ্ছে إذ এখানে إذ أَنْجَاكُمْ
বাক্যটি তার مضاف إِلَيْهِ মূলরূপ হলো حِينَ أَنْجَاكُمْ
এটি ظرف এর نازلة (শাব্দিক অর্থ- তোমরা আল্লাহর
নেয়ামতকে স্মরণ করো এমন অবস্থায় যে, তা তোমাদের উপর
অবতীর্ণ হয়েছে, তোমাদেরকে ফিরআউনের খান্দান থেকে
নাজাত দেয়ার সময়।)

پیشہ دہو، ۱۹ یسومونکم

ذلكم पिछने देखो, पृ: २२९

তরজমা : ঐ সময়কে স্মরণ করো যখন মুসা তার কাওমকে বললেন, তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর অবতীর্ণ নেয়ামতকে স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদেরকে ফিরআউনের গোষ্ঠী থেকে নাজাত দিয়েছেন এমন অবস্থায়, তারা তোমাদেরকে জঘন্য নির্যাতন করতো এবং তোমাদের পুত্রদেরকে জবাই করতো, আর তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রেখে দাসী বানাতো। আর তাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের জন্য বিরাট পরীক্ষা ছিলো।

(۳۰) وَإِذْ تَأْذَنُ رُبُّكُمْ لَيْنِ شُكْرْتُمْ لِأَزِيدَنَّكُمْ وَلَيْنِ كَفَرْتُمْ إِنَّ

عَذَابِي لَشَدِيدٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

تَأْذُنُ (ঘোষণা করলো) تَأْذُنُ ঘোষণা দেয়া, জানান দেয়া।

(-ব্যবহার দেখো-) اَذَّنْ - مَوْذِنٌ - اِذْنٌ - اِذَائًا
 اَذَّنَهُ شَيْئًا / بِشَيْءٍ তাকে কোন বিষয়ে অবহিত করলো।
 জানান দিলো।

তরজমা : ঐ সময়ের কথা স্মরণ করো যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা দিলেন যে, যদি তোমরা শোকর আদায় করো তাহলে তোমাদেরকে আমি বাড়িয়ে দেবো আর যদি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তাহলে আমার আযাব অবশ্যই কঠিন।

(৩১) وَ قَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا،
 فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

غني অমুখাপেক্ষী। (দেখো, পৃঃ ১৫৮)

বাক্য বিশ্লেষণ

جميعًا এটি مجتمعين অর্থে তাকফরُوا এর ফاعল থেকে হায়েছে।
 إن এর جواب الشرط উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ الْكَفْرُ عَائِدٌ عَلَيْكُمْ
 (তাহলে কুফুরির ক্ষতি তোমাদেরই উপর ফিরে আসবে।)

فإن الله এই ف অব্যয়টি হেতুবাচক।

معطوف এর উপর এর فاعল এর তাকফরُوا মাওছুল-ছিলাহ মিলে
 আর ফায়েলের যামীরে মুস্তাছিলের উপর عطف করার জন্য
 তাকে যামীরে মুনফাছিল দ্বারা মুআক্কাদ করতে হয়।

غني এখানে একটি متعلق উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ غنيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

তরজমা : আর মুসা (তার কাওমকে) বললেন, যদি তোমরা এবং যারা পৃথিবীতে আছে তারা সকলে কুফুরি করো (তাহলে কুফুরির ক্ষতি তোমাদেরই উপর ফিরে আসবে) কারণ আল্লাহ নিরুখাপেক্ষী; চিরপ্রশংসিত।

(৩২) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَ ثَمُودَ،
 وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ، لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ، جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ

بِالْبَيِّنَاتِ، فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ، وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا
بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ

শব্দ বিশ্লেষণ

نَبَأٌ সংবাদ। খবর। বহুবচনে

رَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ (তারা তাদের হাত তাদের মুখে রাখলো) এটি
প্রত্যাখ্যান বা অসন্তোষের ভাবপ্রকাশক।

مُرِيبٍ (সন্দিহানকারী) এটি اسم الفاعل থেকে باب الإفعال

إِرَابَةٌ সন্দেহজনক হওয়া। সন্দিহান করা।

أَرَابَ الرَّجُلُ লোকটি সন্দেহজনক হলো। সন্দিহান হলো।

أَرَابَ الْأَمْرُ বিষয়টি সন্দেহজনক হলো।

أَرَابَ الْأَمْرُ أَرَابَهُ الرَّجُلُ বিষয়টি বা লোকটি তাকে সন্দিহান
করলো।

أَرَابَهُ الْأَمْرُ/الرَّجُلُ (ض) বিষয়টি বা লোকটি তাকে সন্দিহান
করলো। মাছদার رَبَّةٌ وَ رَبُّا

বাক্য বিশ্লেষণ

الذين তা এই উহ্য ফেয়েলের সাথে متعلق এবং من قبلکم
এর صلة হয়েছে। موصول ও صلة

بলে الذين من قبلکم কারণ بدل থেকে الذين এটি قوم نوح ...
যাদের কথা বলা হয়েছে তারাই হলো কাওমে নূহ

خبر لا يعلمهم আর مبتدأ ছিল মিলে মাওছুল ও الذين من بعدهم
متعلق সাথে এর উহ্য ফেয়েলের এটি من بعدهم

بما أرسلتم به এটি কার সাথে متعلق হলো।

এখানে الموصولة এর স্থানীয় অর্থ হলো কিতাবুল্লাহ।

(আমরা ঐ কিতাবকে অস্বীকার করলাম যা দিয়ে তোমাদেরকে
প্রেরণ করা হয়েছে।)

متعلق সাথে এর شك এটি مما تدعوننا إليه

আমরা অবশ্যই সন্দেহে আছি ঐ বিষয়ে যে বিষয়ের প্রতি তুমি আমাদেরকে ডাকছো।

আর **مرب** হচ্ছে **شك** এর **صفة** - উদ্দেশ্য হলো তাকীদ করা।

তরজমা : তোমাদের কাছে কি ঐ লোকদের খবর আসে নি যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। অর্থাৎ নূহের কাওম এবং আদ ও হামূদ কাওম। আর যারা তাদের পরে এসেছে তাদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

তাদের রাসূলগণ তাদের কাছে প্রমাণ ও নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তারা তাদের হাত তাদের মুখে রেখে দিয়েছিলো (অর্থাৎ তারা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো।)

আর তারা বলেছিলো, যে কিতাব দিয়ে তোমাদের পাঠানো হয়েছে তা আমরা অস্বীকার করেছি। আর তোমরা যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে ডাকছো সে বিষয়ে আমরা বিরাট সন্দেহে আছি, যা আমাদেরকে সন্দ্বিহান করছে।

(৩৩) قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ،
يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخَوِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى،

শব্দ বিশ্লেষণ

فاطر এটি **باب نصر** থেকে **اسم الفاعل** - মাছদার **فَطَّرَ** সৃষ্টি করা।

يُخَوِّرَكُمْ তোমাদেরকে সুযোগ দেয়ার জন্য।

اجل مسمى নির্ধারিত মেয়াদ।

বাক্য বিশ্লেষণ

شك এটি পশ্চাদ্বর্তী **مبتدأ** আর **الله** **في** হচ্ছে এই উহ্য **شبه** **الفعل** এর সঙ্গে **متعلق** আর তা খবর।

في الله অর্থাৎ **الله** **في** **وَجُودِ** (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।)

فاطر এটি **الله** এই মহান শব্দটি থেকে **بدل** ...

তরজমা : তাদের রাসূলগণ (তাদের কথার জবাবে) বললেন,

আসমান-যমীনের স্রষ্টা আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়ে সন্দেহ হচ্ছে! তিনি তো তোমাদেরকে তাঁর প্রতি ঈমানের দিকে ডাকছেন, যেন তিনি তোমাদেরকে মাফ করেন এবং একটি নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেন।

(৩৪) قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا
كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَنٍ مُبِينٍ *

বাক্য বিশ্লেষণ

مثلنا এটি بشر এর صفة

ما عائد إلى صلة আর পরবর্তী বাক্যটি তার موصول উহা রয়েছে। অর্থাৎ آبَاؤُنَا الموصول এখানে ما দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে উপাস্য দেবদেবী।

তরজমা : তারা বললো, তোমরা তো আমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছু নও। তোমরা আমাদেরকে ঐ উপাস্যদের থেকে ফিরিয়ে রাখতে চাও, আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাদের উপাসনা করতেন। সুতরাং তোমরা (তোমাদের দাবীর স্বপক্ষে) সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ পেশ করো।

(৩৫) قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ
يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ
بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ * وَ
مَا لَنَا أَنْ لَا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، وَ
لَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أُرْسِلْنَا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُتَوَكِّلُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

يمن (অনুগ্রহ করেন) পিছনে দেখো, পৃঃ ৫৫

أُذِيتُمْ (তোমরা কষ্ট দিয়েছো) كَيْدًا কষ্ট দেয়া

বাক্য বিশ্লেষণ

إلى الموصول غائد নির্ধারণ করো এবং এর তারকীব করো على من يشاء
يشاء من عباده এটি متعلق আর তা حال হয়েছে
এর উহ্য به مفعول থেকে।

(শাব্দিক অর্থ- কিন্তু আল্লাহ অনুগ্রহ করেন ঐ ব্যক্তিদের প্রতি
যাদেরকে তিনি ইচ্ছা করেন, এমন অবস্থায় যে তারা তাঁর
বান্দাদের মধ্য হতে গণ্য।)

ما كان এটি فعل تام এবং তা ما جاز এর সমার্থক (দেখো, পৃঃ ৭৭)
ان نأتيكم এটি فاعল হয়েছে।

ما لنا আর হলো মুবতাদা, আর لنا (ثابت) হচ্ছে খবর। বাক্যটির
মূলরূপ হলো-

أي عذر ثابت لنا আমাদের জন্য কী ওয়র সাব্যস্ত রয়েছে?

مصدر أن द्वारा উহ্য রয়েছে এবং পরবর্তী বাক্যটি أن এখানে في
هয়ে এর مجرور এর স্থানে এসেছে। আর في অব্যয়টি
পূর্ববর্তী উহ্য ثابت এর সাথে متعلق হয়েছে।

শাব্দিক অর্থ : আমাদের জন্য কী ওয়র সাব্যস্ত রয়েছে আল্লাহর
উপর তাওয়াক্কুল না করার ক্ষেত্রে ?

এ বাক্যটি نتوكل এর فاعل থেকে حال হয়েছে।

এই যামীরটি প্রথম به مفعول আর سبلنا দ্বিতীয় به مفعول

على إِيذَائِكُمْ إِيَّانَا অর্থাৎ على ما اذيتمونا (আমরা অবশ্যই ছবর করবো

আমাদেরকে তোমাদের কষ্ট দেয়ার উপর) على হচ্ছে

এর সাথে متعلق

তরজমা : আমাদের কী হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল
করবো না? অথচ তিনি আমাদেরকে আমাদের (নাজাতের) পথ
দেখিয়েছেন। তোমরা আমাদেরকে যে কষ্ট দিয়েছো তার উপর অবশ্যই
আমরা ছবর করবো। আর তাওয়াক্কুলকারীরা যেন আল্লাহরই উপর
তাওয়াক্কুল করে।

(৩৬) وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ

শব্দ বিশ্লেষণ

نحية সম্ভাষণ। (দেখা সাক্ষাতের সময় কল্যাণ কামনামূলক বাক্য বলা, যেমন অমুসলমানরা বলে সুপ্রভাত! শুভ সন্ধ্যা! শুভরাত্রি! আর আমরা বলি, السلام عليكم আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, ইসলামের সম্ভাষণ পৃথিবীর সকল জাতি ও ধর্মের সম্ভাষণ থেকে শ্রেষ্ঠ।

ادخل (দাখেল করা হবে) এটি বাবুল ইফ'আলের মাযী মাজহুল এর ফেয়েল। তবে এখানে তা মোযারে অর্থে ব্যবহৃত।

বাক্য বিশ্লেষণ

.... الذين এ অংশটি الفاعل (যা মূলত প্রথম মفعول ছিলো)।

আর ... جنت এ অংশটি দ্বিতীয় মفعول

خالدين এ অংশটি তারকীবে কী হয়েছে বলা।

بإذن ربهم এ অংশটি কার সাথে متعلق হয়েছে?

متعلق তার সাথে فيها অংশটি মুবতাদা تَحِيَّتُهُمْ এখানে تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام আর হচ্ছে খবর।

তরজমা : যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের ইচ্ছায় এমন জান্নাতে দাখেল করা হবে যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হয়। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। তাতে তাদের সম্ভাষণ হবে 'সালাম'।

(৩৭) قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ

শব্দ বিশ্লেষণ

سرا و علانية শব্দ দু'টির আলোচনা দেখো, পৃঃ ৫৬

خلال এটি خلة এর বহুবচন। নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব। (নিঃস্বার্থ বন্ধু অর্থেও উভয় লিঙ্গে এবং একবচনে ও বহুবচনে ব্যবহৃত)

বাক্য বিশ্লেষণ

امنوا الذين امنوا এখানে صلة ও موصول মিলে তারকীবে কী হয়েছে বলো?

الصلوة এখানে الامر لام উহ্য রয়েছে। اর্থاً ليقيموا (যেন তারা

নামায কায়েম করে) পরবর্তী ফেয়েলটি সম্পর্কেও একই কথা।

ما يزقنهم এ অংশটুকুর তাকীব করো।

من قبل أن হরফুল জরটি ينفقوا ফেয়েলের সাথে দ্বিতীয় হয়েছে।

أن এর পরবর্তী বাক্যটি أن দ্বারা مصدر হয়ে قبل এর مضاف

إليه অর্থاً من قبل إتيان يوم (এমন দিন আসার পূর্বে)

صفة এর يوم বাক্যটি لا بيع فيه ولا خلل

قل لعبادي الذين امنوا (শাদ্বিক অর্থ- আপনি আমার ঐ বান্দাদেরকে

বলুন যারা ঈমান এনেছে)

তরজমা : আপনি আমার মুমিন বান্দাদের বলুন, তারা যেন নামায কায়েম করে এবং আমার দেয়া রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে (আমার রাস্তায়) খরচ করে, এমন দিন আসার পূর্বে যেদিন না কোন বেচা-কেনা থাকবে, না কোন বন্ধুত্ব।

(৩৮) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلُكُ

لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ * وَسَخَّرَ

لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ *

وَأَتَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا

تُحْصَوْنَهَا، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ *

তরজমা : আল্লাহ ঐ সত্তা যিনি আসমান-যমীনকে সৃষ্টি করেছেন এবং মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা তোমাদের জন্য ফলফলাদির রিযিক উৎপন্ন করেছেন।

আর জলযানকে তোমাদের অনুগত করেছেন, যেন তা তাঁর আদেশে জলপথে ভেসে চলে। আর তিনি নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন।

আর তিনি সূর্য-চন্দ্রকে সার্বক্ষণিকভাবে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন, আর রাত্র-দিনকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন।

এবং তোমরা যা কিছু চেয়েছো তার প্রতিটি থেকে তোমাদেরকে দান করেছেন। আর যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা করতে চাও তবে তা গুণে শেষ করতে পারবে না। আসলে মানুষ বড় যালিম, বড় অকৃতজ্ঞ।

(৩৯) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ، وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَاسْحَقَ، إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ *

শব্দ বিশ্লেষণ

وهب (দান করেছেন) দেখো, পৃঃ ৬৩

كِبَرٍ বার্ধক্য

বাক্য বিশ্লেষণ

ما نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ এর তারকীব করো।

من شيء এখানে من অব্যয়টি অতিরিক্ত। সুতরাং شيء হচ্ছে শব্দগতভাবে

فاعل এর ما يخفي আর অর্থগতভাবে مجرور এর من

صفة এর شيء আর তা متعلق সাথে موجود এর في الأرض

ولا في السماء এর তারকীব বলো।

المحمد (খবর) (ثابت) لله, মুবতাদা, الحمد

صفة শব্দের এ মহান الله মিলে ছিলাহ ও মাওছুল الذي ...

এটি وَهَبَ এর সাথে দ্বিতীয় متعلق (বার্ধক্য সত্ত্বেও বা বার্ধক্যের অবস্থায়)

(আলোচ্য আয়াতটি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'আর অংশ, যা তিনি আল্লাহর ঘর তৈরী করার পর করেছিলেন।

তরজমা : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যা গোপন করি এবং যা প্রকাশ করি, আপনি অবশ্যই তা জানেন। আর আল্লাহর কাছে তো আসমান-যমীনের কোন কিছুই গোপন থাকে না।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে বার্ধক্যের অবস্থায় ইসমাঈল ও ইসহাক দান করেছেন। নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালক দু'আ শ্রবণকারী।

(৬০) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ *

বাক্য বিশ্লেষণ

نون এর মثنী থেকে মুযাফ এখানে لوالدين + ي আসলে ছিলো لوالدي
পড়ে গেছে এবং ياء কে ياء এর মাঝে ادغام করা হয়েছে।
مضاف إليه তার বাক্যটি আর ظرف এর اغفر এটি يوم
অর্থاً قِيَامِ الْحِسَابِ

তরজমা : হে আমার প্রতিপালক! যে দিন আমলের হিসাব অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আপনি আমাকে এবং আমার মা-বাবাকে এবং মুমিনদেরকে ক্ষমা করুন।

(৬২) وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ *

শব্দ বিশ্লেষণ

(ব্যবহার) شَخُوصًا (ফ) (চক্ষুসমূহ বিক্ষারিত হবে) تشخص

অমুক তার চক্ষুকে বিক্ষারিত করলো। অর্থঃ ভয়ে বা বিস্ময়ে এমনভাবে চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো যে পলক পড়ে না।

شَخْصَ بَصْرَهُ তার চক্ষু বিস্ফারিত হলো ।

ল এ অব্যয়টি إلى এর সমার্থক ।

বাক্য বিশ্লেষণ

عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ এর তারকীব করো ।

تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ এর তারকীব করো ।

তরজমা : আল্লাহকে যালিমদের কর্মকাণ্ড থেকে গাফেল মনে করো না ।

তিনি তাদের গুণ্ডু অবকাশ দিচ্ছেন ঐ দিন পর্যন্ত যেদিন চক্ষুসমূহ ভয়ে বিস্ফারিত হবে ।

(১) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

الذكر আলোচনা, উপদেশ, স্মরণ। এখানে উদ্দেশ্য হলো উপদেশগ্রন্থ, অর্থাৎ কোরআন।

إِنَّا আসলে ছিলো إِنَّ একটি নون বিলুপ্ত করে ইনা পড়া হয়। ইনা এবং إِنَّا তদ্রূপ إِنِّي এবং إِنِّي দু'রকম ব্যবহারই রয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

إِن হলো إِنْ এর اسم আর نحن এসেছে اسم এর তাকীদের জন্য।
نزلنا الذِّكْر বাক্যটির তারকীব করো এবং আয়াতের তারকীব বাক্যটির অবস্থান কী বলো।

إِنْ তুমি خبر এর إِنْ হচ্ছে حافظون। অব্যয়টি তাকীদের জন্য لام حافظون এর اسم টি চিহ্নিত করো। কার সাথে متعلق বলা।
এখানে التَّحْرِيفُ এই অংশটি উহ্য রয়েছে। (পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন থেকে হিফাজতকারী)

তরজমা : নিঃসন্দেহে আমি কোরআনকে (পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন থেকে) রক্ষা করবো।

ফায়দা : কোরআন আল্লাহর চিরসত্য কালাম, এর অকাটা প্রমাণ এই যে, পৃথিবীর কোন শক্তি আজ পর্যন্ত কোরআনের একটি শব্দ, এমনকি একটি হরফও পরিবর্তন করতে পারে নি।

(২) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، وَ
الْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ *

শব্দ বিশ্লেষণ

صلصل শুকনো মাটি যা থেকে 'ঠনঠন' আওয়াজ হয়।

حَمَإٍ কালো মাটি। مسنون পচা, দুর্গন্ধযুক্ত।

السموم তপ্ত গরম বাতাস, লুহাওয়া। ভয়ঙ্কর আগুন।
 جن এটি জাতিবাচক শব্দ (اسم جنس)। জ্বিনজাতি। ইনস্ হচ্ছে এর
 বিপরীত শব্দটি, যার অর্থ- মানব জাতি। উক্ত জাতির একটি
 সদস্য বোঝানোর জন্য ياء النسبة যোগ করে إِنْسِي এবং جِنِّي
 বলা হয়। বহুবচনে أَنَاسِي ও جَانٌ
 আর إِنْسَانٌ শব্দটিও জাতিবাচক, তবে একবচনের জন্যেও
 ব্যবহৃত হয়। এর বহুবচন أَنَاس
 এখানে جان দ্বারা জ্বিনদের আদি পিতা إبليس কে বোঝানো
 হয়েছে। ইবলিস থেকেই জ্বিনজাতির বংশবিস্তার হয়েছে।
 যেমন আদম (আঃ) থেকে মানবজাতির বংশবিস্তার হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

صلصل এটি متعلق হয়েছে এর সাথে।

مسنون এটি حمًا এর صفة আর مسنونون এটি حمًا এর صفة এবং তা صلل এর সাথে
 (শাব্দিক অর্থ- ঠনঠনে শুক মাটি থেকে, যা কালো পচা মাটির
 মধ্য হতে গণ্য)

من قبل অর্থاً الإنسان من এখানে من অব্যয়টি অতিরিক্ত।

من نار السموم এটি متعلق হয়েছে এর সাথে।

তরজমা : নিঃসন্দেহে মানুষকে আমি সৃষ্টি করেছি পচা কাদা থেকে তৈরী
 শুকনো ঠনঠনে মাটি দ্বারা। আর (মানুষের) পূর্বে আমি সৃষ্টি করেছি
 জ্বিনদের (আদি পিতা ইবলিস)কে ভয়ঙ্কর অগ্নি থেকে।

(৩) وَ اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشراً من صلصال من

حمًا مسنونٍ * فاذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ،

فَقَعُّوْا لَهٗ سَجْدِيْنَ * فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَمَعُوْنَ *

الا ابليس ابى ان يكونَ مَعَ السَّاجِدِيْنَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

بَشَرٌ (একবচনে ও বহুবচনে এবং উভয় লিঙ্গে) মানুষ। (দ্বিবচনে
(بَشَرَانِ)

সমান سَوَى - مُسَوًى - تَسْوِيَةٌ (যখন সমান করবো) إِذَا سَوَيْتَ
করা। নিখুঁত করা।

نَفَخْتُ (ফুঁকে দেবো) (ن) فَوْكًا (ফোঁকা)।

نَفَخَ فِيهِ الرُّوحُ তাতে রুহ ফুঁকে দিলো। প্রবিষ্ট করলো।

فَعَوْا (তোমরা পড়ে যাও) (ف) وَقَوْعًا (ফ) - يَقَعُ - قَعٌ - وَقَعُ পড়া,
ঘটা, অবস্থিত হওয়া।

وَقَعَتْ هَذِهِ الْوَاقِعَةُ الْيَوْمَ - وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ - تَقَعُ هَذِهِ
الْقَرْيَةُ بِجَانِبِ جَبَلٍ - وَقَعُ سَاجِدًا - وَقَعُ عَلَى قَدَمَيْهِ

বাক্য বিশ্লেষণ

إِذَا সম্পর্কে যা জানো বলো। (প্রয়োজনে দেখো, পৃঃ ১৪ ও ৩৫)

خَالِقٌ এটি إِنْ এর খবর। هَـ هُـ اسم الفاعل হচ্ছে بَشَرًا

متعلق এর সাথে خَالِقٌ হচ্ছে من صلصل

صفة এর صلصال এবং তা متعلق এর সাথে معدود এটি من حِمَاٍ مسنون

إِذَا সম্পর্কে যা জানো বলো এবং সে আলোকে আলোচ্য আয়াতে

إِذَا এর ব্যাখ্যা করো (প্রয়োজনে দেখো, পৃঃ ৮ ও ৩৫)

فَعَوْا ফ হুছে وَ الشَّرْطُ ও شَرْطٌ মাঝে সংযোগকারী অব্যয়।

رَابِطَةٌ বলে এটাকে আরবীতে

এর فَعَوْا حال শব্দটি سَاجِدِينَ আর فَعَلَ الْأَمْرُ এটি

متعلق এর সাথে سَاجِدِينَ হুছে لَهُ আর, থেকে, فاعل

كُل শব্দটি যমীরের দিকে مضاف অবস্থায় পূর্ববর্তী শব্দের مُؤَكَّد রূপে

قَرَأْتُ الْكِتَابَ كُلَّهُ - قَرَأَ الْكِتَابَ كُلَّهُ - يَمَن - আসে।

دَعَتْ الْمَعْلَمَةَ تَلْمِيزَاتِهَا كُلَّهُنَّ - جَاءَ التَّلَامِيذُ كُلَّهُمْ

অতিরিক্ত তাকীদের জন্য أَجْمَعُونَ শব্দটিকে যোগ করা হয়।

كُلَّهُمْ أَجْمَعُونَ - كُلَّهُمْ أَجْمَعِينَ - كُلَّهُمْ أَجْمَعِينَ

أبى (অস্বীকার করলো) (ف) (إبَاءُ দেখো, পৃঃ ১৫)
 أن يكون এটি فعل تام এবং أن يسجد এর সমার্থক। শাব্দিক অর্থ-
 সিজদাকারীদের সঙ্গে সিজদা করা প্রত্যাখ্যান করলো।

তরজমা : ঐ সময়ের কথা স্মরণ করো যখন তোমার প্রতিপালক ফিরেশাদেবকে বললেন, নিঃসন্দেহে আমি একজন মানব সৃষ্টি করবো। অতঃপর যখন আমি তাকে নিখুঁতভাবে তৈরী করবো এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেবো তখন তোমরা তার উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যেয়ো। তখন ফিরেশাতাগণ সকলে- সকলেই তাকে সিজদা করলো, ইবলিস ছাড়া। সে সিজদাকারীদের সঙ্গে সিজদা করতে অস্বীকার করলো।

(٤) قَالَ يَا بَلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ * قَالَ لَمْ أَكُنْ
 لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ *

বাক্য বিশ্লেষণ

مالك এটি মুবতাদা ও খবর। মূল এবারত এরূপ لك أي عذر ثابت لك
 (তোমার জন্য কোন্ ওয়র সাব্যস্ত রয়েছে।)

ألا أن ও لا এর যুক্তরূপ। পরবর্তী বাক্যটি أن দ্বারা মাছদার হয়ে
 উহ্য হরফুল জর في এর مجرور এর স্থানে এসেছে।

لم اکن لاسجد এটি فعل ناقص তার মাঝে বিদ্যমান أن যমীর হচ্ছে তার
 ইসম। আর مریدا (ইচ্ছাকারী) এই উহ্য الفعل টি তার
 খবর।

ل مصدر হয়ে أن যোগে اسجد এই পুরো বাক্যটি উহ্য
 হরফুল জরের মাজরুর-এর স্থানে এসেছে। তারপর তা مریدا

এর সাথে متعلق হয়েছে। বাক্যটির মূলরূপ এই-

... আমি এমন মানুষকে সিজদা করার জন্য ইচ্ছাকারী হই নি, যাকে ...

মতলব- আমি এমন মানবকে সিজদা করতে পারি না যাকে

আপনি দেখো, পৃঃ ১১৪

তরজমা : তিনি বললেন, হে ইবলিস! তোমার কী হয়েছে যে, তুমি

সিঁজদাকারীদের সঙ্গে সিঁজদা করছে না? সে বললো, আমি তো এমন মানবকে সিঁজদা করতে পারি না, যাকে আপনি পচা শুকনো কাদার ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

(٥) قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ
الدينِ * قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ * قَالَ فَإِنَّكَ
مِنَ الْمُنْظَرِينَ * إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ *

শব্দ বিশ্লেষণ

رَجْمًا (ن) (বিতাড়িত) رَجِيم

رَجَمَهُ তাকে পাথর মারলো। তাকে তাড়িয়ে দিলো।

اسم انتظاراً (আমাকে অবকাশ দিন) বাবুল ইফ'আল থেকে
 أَنْظِرْنِي (যাকে অবকাশ দেয়া হয়েছে) منظر হলো المفعول

الوقت العلوم জানা সময় । নির্ধারিত সময় । কেয়ামত ।

বাক্য বিশ্লেষণ

رابطه ف آرد جواب ابر شرط ؤه اءى فاخرج منها

মূলরূপ এই- **إِن لاَّ تَسْجُدَ لِآدَمَ فَآخَرَجَ مِنْهَا**-

এই যমীরের مرجع তুমি নির্ধারণ করো। منها

فانك رجيم এখানে ফ অব্যয়টি হেতুবাচক।

ان عليك اللعنة বাক্যটি তারকীব করো।

متعلق باک্যটির معنی এ অংশটি إلى يوم الدين

मूलरूप- (शार्दिक अर्थ- **إِنَّ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ثَابِتَةٌ عَلَيْكَ**)

বিচারের দিবস পর্যন্ত অভিষাপ তোমার উপর সাব্যস্ত হবে।)

কিংবা তা **ثابت** এর সাথে **متعلق** (তখন মূলরূপ হবে—

শাদ্বিক অর্থ- অভিশাপ ان اللعنة ثابتة عليك الى يوم الدين

তোমার উপর বিচারের দিবস পর্যন্ত সাব্যস্ত হবে)

اینک من المنظرین এর তারকীব করো ।

إلى يوم يبعثون এর তারকীব করো।

তরজমা : তিনি বললেন, তাহলে তুমি জান্নাত থেকে বের হয়ে যাও। কেননা তুমি বিতাড়িত। আর বিচারের দিবস পর্যন্ত তোমাকে অভিশাপ। সে বললো, হে আমার প্রতিপালক! তাহলে আমাকে অবকাশ দিন তাদেরকে পুনর্জীবিত করার দিন পর্যন্ত। তিনি বললেন, তাহলে তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে গণ্য (অর্থাৎ তোমাকে অবকাশ দেয়া হলো)।

(٦) قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

مخلص এটি ইফ'আলের মفعول اسم এর মذكر واحد যাকে আপনি করা হয়েছে, এবং নিজের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

أَخْلَصَ কোন কিছুকে খালেছ করলো। নির্ভেজাল করলো। খাঁটি করলো।

أَخْلَصَ لَهُ الْحُبُّ/النَّصِيحَةُ তার জন্য ভালোবাসাকে/উপদেশকে নির্ভেজাল করলো। (তাকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসলো/উপদেশ দিলো।

أَخْلَصَ لِلَّهِ دِينَهُ আল্লাহর জন্য সে তার স্বীকৃতি খালেছ করলো। অর্থাৎ রিয়া থেকে মুক্ত করলো।

أَخْلَصَ فَلَانًا অমুককে নিজের জন্য নির্বাচন করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

بِمَا أَغْوَيْتَ এর মূলরূপ হলো يَأْغْوِيَنَّكَ (তোমার ভ্রষ্ট করার কারণে)

بِمَا أَغْوَيْتَنِي এর মূলরূপ হলো يَأْغْوِيَنَّكَ أَيُّ (আমাকে তোমার ভ্রষ্ট করার কারণে)

ماছদারকে তার فاعل এর দিকে مضاف করা হয়েছে

بِمَا أَغْوَيْتَنِي এটি لَأُزَيِّنَنَّ এর সাথে متعلق হয়েছে।

لَأُزَيِّنَنَّ দু'টির অবস্থা ব্যাখ্যা করো।

أَجْمَعِينَ হচ্চে مفعول به এর মুকদ - তাই ত. এর مفعول به এর ইعراب গ্রহণ করেছে।

তরজমা : এই উহ্য فعل এর সাথে, এটি متعلق হয়েছে মাكثين এই উহ্য فعل এর সাথে,

আর তাম لام এর مجرور থেকে কারণ তাতে مفعولية

(হওয়ার গুণ) রয়েছে। কারণ لأزینهم বলা যায়।

আর অরین ফেয়েলের به مفعول উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ لهم

المعاصي (শাস্তির অর্থ, তাদের জন্য নাফরমানিকে মনোহররূপে

তুলে ধরবো তাদের পৃথিবীতে অবস্থান করা অবস্থায়।)

এর তারকীব এখন আলোচনা করা হলো না।

المخلصين এটি عباد এর صفة

তরজমা : হে আমার রাব! যেহেতু আপনি আমাকে ভ্রষ্ট করেছেন সেহেতু আমি পৃথিবীতে তাদের সামনে গোনাকে মনোহর রূপে তুলে ধরবো এবং তাদের সবাইকে ভ্রষ্ট করে ছাড়বো। তবে তাদের মধ্য হতে আপনার নির্বাচিত বান্দাদেরকে ছাড়া।

(٧) نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ *

শব্দ বিশ্লেষণ

نَبِيُّ (খবর দাও) পিছনে দেখো, পৃঃ ২১৯

أَلِيم (যন্ত্রণাদায়ক) (س) ব্যথাগ্রস্ত হওয়া। ব্যথিত হওয়া।

إِيلَامًا ব্যথিত করা। ব্যথা দেয়া। এই বাবের الفاعل হলো

مُؤْلِم (ব্যথা দানকারী) আর أَلِيم হচ্ছে তার সমার্থক।

تَأْلَم (ব্যথিত হলো)।

أَلَم ব্যথা। বহুবচনে

বাক্য বিশ্লেষণ

عِبَادِي হচ্ছে نَبِيُّ এর প্রথম مفعول আর পরের পুরো অংশটি তার

مفعول به

هو ও أنا এই যামীর দু'টি إن এর ইসমকে তাকীদ করার জন্য এসেছে।

তরজমা : আমার বান্দাদেরকে খবর দাও যে, আমিই ক্ষমাকারী, চিরদয়ালু, আর আমার আযাবই যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

(৪) وَنَبَّيْنَاهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرَاهِيمَ * اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ، قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ * قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نَبِّئُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ * قَالَ ابَشِّرْهُمُنِي عَلَىٰ اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ * قَالُوا بِشْرُكَ بِالْحَقِّ فَا تَكُن مِنَ الْقَانِطِينَ * قَالَ وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ اِلَّا الضَّالُّونَ * قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ * قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

ضَيْفٌ মেহমান। এটি একবচনে ও বহুবচনে এবং উভয় লিঙ্গে ব্যবহৃত। তবে বহুবচনের আলাদা শব্দ হচ্ছে ضُيُوفٌ - ضَيَّافٌ - اَضْيَافٌ - اِنْ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي (কোরআনে আছে)

وَجِلُونَ এটি وَجِلٌ এর বহু, অর্থ ভীত, শংকিত।

عليম এটি عالم এর অতিশয়ী শব্দ। প্রচুর ইলমের অধিকারী।

مَسَّنِيَ (স্পর্শ করেছে) (স) স্পর্শ করা। দেখো, পৃঃ ১৫৪

مَسَّنِيَ الْكِبَرُ বার্ধক্য আমাকে স্পর্শ করেছে। অর্থাৎ আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।

الْقَانِطِينَ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (স) নিরাশ হওয়া।

خَطْبُ অবস্থা। বিষয়। গুরুতর বিষয় বা বিপদ। বহুবচনে خُطُوبٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

إِذْ এটি ظرف আর পরবর্তী বাক্যটি তার مضاف إليه

وَنَبَّيْنَاهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرَاهِيمَ حِينَ دُخُولِهِمْ عَلَيْهِ وَ قَوْلِهِمْ سَلَامًا

منكم এটি متعلق এর সাথে

الكبر বাকাটি أن অব্যয়যোগে مصدر হয়ে তারপর কী হয়েছে বলো?

অব্যয়টি কার সাথে متعلق হয়েছে?

শাব্দিক অর্থ- বার্বক্য আমাকে স্পর্শ করা সত্ত্বেও কি তোমরা আমাকে সুসংবাদ দিয়েছো!

এখানে ما হচ্ছে أَيُّ شَيْءٍ এর সমার্থক اسم استفهام এর পূর্বে যখন جرف الجر আসে, আর পরে ذا যুক্ত না হয় তখন الف পড়ে যায়। ذا যুক্ত হলে الف টি বহাল থাকে। যেমন-

عَمَّاذَا، عَمَّ - لِمَاذَا، لِمَ - بِمَاذَا، بِمِ

এ অংশটি কার সাথে متعلق হয়েছে বলো।

এটি এখানে نَفِي এর অর্থ وَ مَنِي عَلَى السَّكُونِ এবং اسم استفهام এর অর্থ لا يَقْنَطُ أَحَدٌ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ। অর্থাৎ

خبر আর পরবর্তী বাকাটি তার من হচ্ছে مبتدأ আর
পিছনে একটি আয়াতে আছে وَاللَّهُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ

উপরের আলোকে এই আয়াতটি বিশ্লেষণ করা।

تَسَلَّمَ سَلَامًا অর্থাৎ مفعول مطلق এর فعل উহ্য এটি سَلَامًا

তরজমা : আর তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমানদের সম্পর্কে খবর দিন, যখন তারা ইবরাহীমের সামনে উপস্থিত হলো এবং সালাম পেশ করলো তখন তিনি বললেন, আমরা তোমাদের কারণে শংকিত। তারা বললো, শংকিত হবেন না। আমরা আপনাকে এক মহাজ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি, তিনি বললেন, আমার বার্বক্য সত্ত্বেও কি তোমরা আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছে? তাহলে কিসের ভিত্তিতে তোমরা আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছে? তারা বললো, আমরা আপনাকে সত্য সুসংবাদ দিয়েছি। সুতরাং আপনি (আল্লাহর রহমত হতে) নিরাশ হবেন না। তিনি বললেন, ভ্রষ্টরা ছাড়া কে আপন প্রতিপালকের রহমত হতে নিরাশ হয়? তিনি বললেন, যাক, তোমাদের উদ্দেশ্য কী হে প্রেরিতগণ? তারা বললো, নিশ্চয় আমাদেরকে এক অপরাধী কাওমের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে (তাদেরকে আযাব দেয়ার জন্য)।

(٩) وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْجَبْرِ الْمُرْسَلِينَ * وَآتَيْنَهُم آيَاتِنَا

فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ * وَكَانُوا يُنَجِّتُونَ مِنَ الْجِبَالِ
بُيُوتًا آمِنِينَ * فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ * فَمَا أَغْنَىٰ
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

الحجر মদীনা ও শামের মাঝে অবস্থিত একটি উপত্যকা। সেখানে
ছামূদ জাতি বাস করতো। তাদের নবী ছিলেন হযরত ছালেহ
(আঃ)। তারা ছালেহ (আঃ)-কে অস্বীকার করেছিলো। কিন্তু
একজন রাসূলকে অস্বীকার করা মানে সকল রাসূলকেই
অস্বীকার করা। তাই المرسلين বলা হয়েছে।

أَيُّهَا এটি বহুবচন। একবচনে آية - মূলতঃ তাদেরকে একটি
নিদর্শন দেয়া হয়েছিলো। অর্থাৎ কুদরতী উটনী। কিন্তু তাতে
অনেক আশ্চর্য বিষয় ছিলো। যেমন পাহাড় থেকে উটনীর বের
হওয়া, এবং গর্ভবতী অবস্থায় বের হওয়া, এবং এত বেশী দুধ
দেয়া, যা সবার জন্য যথেষ্ট হতো ইত্যাদি। এ কারণে
একবচনের স্থলে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

مُعْرِضِينَ ইফ'আল থেকে اسم الفاعل মাছদারًا উপেক্ষা করা।
এড়িয়ে যাওয়া। (عن অব্যয়যোগে)

يُنَجِّتُونَ বাবে ضرب থেকে نَجَّتًا চাঁচা, খোদাই করা।
نَحَّتِ الخَشَبَ কাঠ চাঁচা-ছোলা করলো।
نَحَّتِ الحجرَ পাথর চাঁচলো বা খোদাই করলো।

آمِنِينَ (س) থেকে اسم الفاعل দেখো, পৃঃ ২৬৩
صَيْحًا চিৎকার করা। صَيْحًا (ض) আওয়াজ। চিৎকার।
صَاحَ তাকে চিৎকার করে ডাকলো।
صَاحَ فِيهِ তার উদ্দেশ্যে গর্জন করলো।

مُصْبِحِينَ ইফ'আল থেকে اسم الفاعল এর মذكر جمع
أَصْبَحَ সকাল যাপন করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

عنها এটি معرضين এর সাথে متعلق

كانوا এটি فعل ناقص তার শেষে যুক্ত বাو সমীচিটি হচ্ছে তার اسم

আর পরবর্তী বাক্যটি তার خبر

من الجبال এটি ينحتون এর সাথে متعلق

امين এটি ينحتون এর فاعل থেকে।

مصبحين এটি কার থেকে حال হয়েছে বলো।

ما أغنى এর فاعل চিহ্নিত করো।

كانوا يكسبون এর তারকীব করো।

তরজমা : 'হিজর'-এর অধিবাসীরা অবশ্যই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিলো। আর আমি তাদেরকে আমার বিভিন্ন নিদর্শন দান করেছিলাম। কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করেছিলো। আর তারা পাহাড় কেটে নিরাপদে বাড়ী তৈরী করতো। অতঃপর এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে ভোর বেলা পাকড়াও করলো। ফলে যে সম্পদ তারা অর্জন করতো তা তাদের কোন কাজে এলো না।

(১০) وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ * وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ *

শব্দ বিশ্লেষণ

يضيق সংকীর্ণ হওয়া। অপ্রসন্ন হওয়া।

ضائق الطريق পথটি সংকীর্ণ হলো।

ضاق صدره তার মন অপ্রসন্ন হলো। ব্যথিত হলো।

يقين এর মূল অর্থ, নিশ্চিত বিষয়। এখানে উদ্দেশ্য হলো মৃত্যু।

কেননা মৃত্যু হলো সবচেয়ে সুনিশ্চিত বিষয়।

বাক্য বিশ্লেষণ

بما يقولون অর্থাৎ بقولهم কিংবা بما يقولونه এই ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য কী ?

من السجدين এ অংশটি কার সাথে متعلق বলো।

حتى يأتيك اليقين এ অংশটির তারকীব করো এবং তা কার সাথে متعلق হয়েছে বলো। (বাক্যটির মূলরূপ বলো।)

তরজমা : আর আমি অবশ্যই জানি যে, তাদের (উপহাসমূলক) কথার কারণে আপনার অন্তর অপ্রসন্ন (ও ব্যথিত) হয়। সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করুন। (তাতে আপনার মন প্রশান্তি লাভ করবে।) আর আপনি মৃত্যু আসা পর্যন্ত আপনার প্রতিপালকের ইবাদতে নিমগ্ন থাকুন।

(۱۱) أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ، أَفَلَا تَذَكَّرُونَ * وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، إِنْ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ * وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

ف অব্যয়টিকে শুধু সৌন্দর্যের জন্য আনা হয়েছে। এখানে এর আলাদা কোন অর্থ নেই।

من মাওছুল-ছিলাহ মিলে মুবদাতা। يخلق এর উহ্য মفعول به উহ্য রয়েছে। আর তা হলো أَشْيَاءَ عَظِيمَةً

ك এটি حرف الجر আর موصول ও صلة মিলে مجرور এর স্থানে রয়েছে। আর حرف الجر টি ثابت এর সঙ্গে متعلق যা পূর্ববর্তী মুবতাদার খবর। لا يخلق এর পরে شَيْئًا উহ্য রয়েছে।

إن تعدوا এখানে إن এর شرط ও جواب الشرط চিহ্নিত করো।

তরজমা : আচ্ছা, যিনি (বিরাট বিরাট জিনিস) সৃষ্টি করেন তিনি কি তার মত যে (কিছুই) সৃষ্টি করতে পারে না? তাহলে তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না। আর যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা করতে চাও তাহলে গণনা করে শেষ করতে পারবে না। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, চিরদয়ালু। আর তোমরা যা কিছু গোপন করো এবং যা কিছু প্রকাশ করো, আল্লাহ তা জানেন।

(১২) وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَ هُمْ
 يَخْلُقُونَ، أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ، وَ مَا يَشْعُرُونَ أَبَآنَ
 يَبْعَثُونَ * إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ، وَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
 قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

أَيَانَ এটি এমনি এর সমার্থক, তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আয়ান ব্যবহৃত
 হয়। যেমন এখানে হয়েছে। اَدْبَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অদ্বান যোমু ক্বিয়ামে
 منكر (অস্বীকারকারী) اِنْكَارًا অস্বীকার করা।
 مستكبر (অহংকারকারী) اِسْتِكْبَارًا অহংকার করা। বড়ত্ব দেখানো।

বাক্য বিশ্লেষণ

يدعون বাও হচ্ছে ফاعল এর যমীর, যা মুশরিকদের দিকে ফিরেছে।
 عائد إلى الموصول এবং مفعول به উহা যমীরটি আর هم এই উহা যমীরটি
 যমীরটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বাতিল উপাস্যের দল।

من دون الله এটি উহা معدودين এর সাথে متعلق আর তা يدعون এর উহা
 حال থেকে মفعول به

শাব্দিক অর্থ— আর মুশরিকরা যাদেরকে উপাসনা করে এমন
 অবস্থায় যে, তারা গায়রুল্লাহ থেকে গণ্য।

خبر হচ্ছে لا يخلقون আর مبتدأ موصول ও صلة

এটি থেকে ফاعল এর لا يخلقون হয়েছে حال এটি ও هم يخلقون

أَمْوَاتٌ হচ্ছে غير أَحْيَاءٍ আর خبر এর هم মুবতাদা এটি উহা
 أَمْوَاتٌ এর صفة যা তাকীদের উদ্দেশ্যে এসেছে।

أَيَانَ এটি يبعثون এর ظرف الزمان এর স্থানে এসেছে।
 এটি مبنی على الفتح (প্রশ্ন-শব্দ সর্বদা অগ্রবর্তী অবস্থান দাবী
 করে, তাই এখানে ظرف কে ফেয়েল থেকে অগ্রবর্তী করা
 হয়েছে)

এ অংশটি মুবতাদা, খবর কোনটি বলো।

এ অংশটি তারকীবে কী হয়েছে বলা।
و هم مستكبرون

তরজমা : আর তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করে তারা কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়। তারা মৃত, জীবিত নয় (অর্থাৎ তারা জড়পদার্থ)। তারা (উপাস্যরা) জানে না যে কখন তাদেরকে (উপাসক মশরিকদেরকে) পুনর্জীবিত করা হবে।

আর তোমাদের ইলাহ হচ্ছেন; এক ইলাহ। আর যারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে না, তাদের হৃদয় হলো (সত্যকে) অস্বীকারকারী এবং তারা অহংকার প্রদর্শনকারী।

(١٣) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ (أَي وَجَبَتْ) عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، إِنَّ تَحَرُّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يَضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

آن এটি حرفُ التفسير বা ব্যাখ্যাবাচক অব্যয়। এটি এমন ফেয়েলের পরে আসে যাতে قول এর অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন أمرتُ راشدًا أَنْ اذْهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ আম রাশেদকে আদেশ করলাম যে, মসজিদে যাও। امر এর মাঝে قول এর অর্থ রয়েছে। আর পরবর্তী أن দ্বারা أمر এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে بعثنا এর মাঝে قول এর অর্থ রয়েছে। কেননা কোন বাণী বা বার্তা ছাড়া রাসূলকে পাঠানো হয় না। পরবর্তী أن দ্বারা সেই বাণী ও বার্তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(এটি হরফুল মাছদার নয়, যা مضارع কে নছব দান করে।)

اجتنبوا (মফোল বে সরাসরি) اجْتَنَابًا (পরিহার করো, বর্জন করো)
 تحرص (অব্যয়যোগে) على (অগ্রহী হওয়া) لَوْحًا (অগ্রহী হওয়া)
 حَرَصَ عَلَى الْعِلْمِ - حَرَصَ عَلَى الْمَالِ

বাক্য বিশ্লেষণ

الطاعات এটি اجتنبوا এর মফোল বে

هدى এর মফোল বে উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ الله من এটি পশ্চাদবর্তী
 - অর্থাৎ متعلق উহ্য রয়েছে উহ্য এর সাথে خبر এর মফোল বে مبتدأ
 مَنْ هَدَاهُ اللَّهُ مَعْدُودٌ مِنْهُمْ (আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান
 করেছেন সে তাদের মধ্য হতে গণ্য।)

فسيروا এর মাঝে جواب الشرط ও شرط যা رابطة হচ্ছে অব্যয়টি ف
 সংযোগ সৃষ্টি করে। এখানে شرط উহ্য রয়েছে। আর তা হলো
 إِنْ أَرَدْتُمْ الْبُرْهَانَ فَاسِيرُوا

كيف (এর তারকীব দেখো, পৃঃ ৮৪)

... تحرص হচ্ছে এখানে الشرط উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ

فَأَنَّكَ لَا تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ

فإن এখানে অব্যয়টি কারণবাচক।

نصرين এটি শব্দগতভাবে অতিরিক্ত من দ্বারা مجرور আর অর্থগতভাবে
 ما এর পশ্চাদবর্তী اسم রূপে مرفوع এর স্থানে রয়েছে।

لهم এটি متعلق হয়েছে ما এর অগ্রবর্তী খবর موجودون এর সাথে।
 বাক্যটির মূলরূপ- ما نَاصِرُونَ مُوجِدِينَ لَهُمْ
 খবর অগ্রবর্তী হলে ما কোন আমল করে না।

তরজমা : নিঃসন্দেহে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মাঝে রাসূল প্রেরণ
 করেছে, এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাওতকে বর্জন
 করো। অতঃপর তাদের মধ্য হতে একদলকে আল্লাহ হেদায়াত দান
 করেছেন, আর তাদের মধ্য হতে একদলের উপর ভ্রষ্টতা অবশ্যসাব্যস্ত হয়ে
 গেছে। আর (যদি তোমরা প্রমাণ দেখতে চাও) তাহলে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ
 করো এবং দেখো, (রাসূলকে) মিথ্যা প্রতিপন্থকারীদের কেমন পরিণতি
 হয়েছিলো।

যদি আপনি তাদের হেদায়াতের প্রতি আগ্রহী হন (তাহলে আপনি তা পারবেন না।) কেননা আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তাকে তিনি হেদায়াত দান করেন না। আর তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

(১৬) تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ * فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

ت এ সম্পর্কে দেখো. পৃঃ ২৭৭

ارسلنا ফেয়েলটির উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ رسلنا

من قبلك এটি موجودین এর সাথে متعلق আর তা امم এর صفة

(আপনার পূর্বে বিদ্যমান বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে)

তরজমা : আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি আপনার পূর্ববর্তী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট বিভিন্ন রাসূল প্রেরণ করেছি। কিন্তু শয়তান তাদের সামনে তাদের কর্মকাণ্ডকে মনোহর রূপে তুলে ধরেছে। (তাই তারা রাসূলগণকে অস্বীকার করেছে।) আজ (দুনিয়াতে) সে-ই তাদের বন্ধু! কিন্তু (আখেরাতে) তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

(১৫) وَاللّٰهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا،

ان في ذلك لآيةٌ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

ماء এখানে مبتدأ কে فاعل এ রূপান্তরিত করো।

أحيا ফেয়েলের এটি ظرف হয়েছিল।

لاية এর তারকীব বুলো এবং إن এর خبر চিহ্নিত করো।

لقوم এটি متعلق এবং তা عاين هذا الفعل উহ্য এই نافعة এটি

أية এর صفة আর يسمعون হচ্ছে قوم এর صفة আর

النيحة এর উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ يسمعون

শাব্দিক অর্থ- নিঃসন্দেহে তাতে এমন নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে

যা ঐ সম্প্রদায়ের জন্য উপকারী যারা উপদেশ শ্রবণ করে।

তরজমা : আর আল্লাহ মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং পৃথিবীর প্রাণহীন হওয়ার পর পৃথিবীকে তা দ্বারা জীবন দান করেন। নিঃসন্দেহে তাতে উপদেশ শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

(১৬) وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَ
جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

বাক্য বিশ্লেষণ

بطون এটি بطن এর বহু, পেট, উদর, গর্ভ।
أفئدة এটি فؤاد এর বহুবচন। হৃদয়। অন্তর।

বাক্য বিশ্লেষণ

থেকে। مفعول به এর أَخْرَجَ হয়েছে حال এ বাক্যটি لا تعلمون شيئاً

তরজমা : আর আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের গর্ভ থেকে বের করেছেন এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না এবং তোমাদেরকে তিনি কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দান করেছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

(১৭) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ * يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ
ثُمَّ يَنْكُرُونَهَا وَكَثَرَهُمُ الْكُفِرُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

إِنْ تَوَلَّوْا (যদি তারা ফিরে যায়) سত্য থেকে ফিরে
গেলো। সত্যকে বর্জন করলো। (দেখো, পৃঃ ১৩১)

বাক্য বিশ্লেষণ

تولوا এটি إن এর شرط এখানে উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ
فلا ضَرَرَّ عَلَيْكَ (তাহলে আপনার কোন ক্ষতি নেই।)

فانما এখানে ف অব্যয়টি হেতুবাচক।

مبتدأ পশ্চাদবর্তী البلاغ المبين

عليك এ অংশটি واجب এর সাথে এবং তা অগ্রবর্তী

الكفرون এ অংশটি তারকীবে কী হয়েছে বলা।

তরজমা : আর যদি তারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (তাহলে আপনার কোন ক্ষতি নেই)। কেননা আপনার কর্তব্য তো শুধু স্পষ্টরূপে বার্তা পৌঁছে দেয়া। তারা আল্লাহর নেয়ামত চেনে, তারপর তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশই কাফের (থেকে যাবে)।

(১৮) وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ

وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

لا يخفف و لا ينظرون দেখা, যথাক্রমে পৃঃ ৩২

বাক্য বিশ্লেষণ

مفعول به العذاب আর فاعل اذ اذ اذ অংশটি আনোচা আলোচ্য আয়াতের আলোকে। কে ব্যাখ্যা করো।

متعلق بهم আর جواب الشرط لا يخفف

তরজমা : যারা (শিরক করার মাধ্যমে নিজেদের উপর) অবিচার করেছে তারা যখন (জাহান্নামের) আযাব দেখতে পাবে তখন তাদের থেকে আযাবকে লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে সুযোগ দেয়া হবে না।

(১৯) وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَائِهِمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ

شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ، فَاَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ

إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

صفة তার মوصوف আর موصوف এটি شرکاؤنا

ندعوهم উহা মفعول به এর ندعو

متعلق بهم এর ندعو এটি من دونك থেকে

حال (যাদেরকে আমরা ডাকতাম এমন অবস্থায় যে, তারা

আপনার 'গায়র' থেকে গণ্য।)

اذا এর ظرف الشرط ও الشرط

বাক্যের মূলরূপ এই—

قَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا عِنْدَ رُؤُوسِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ...

তরজমা : যারা (আল্লাহর সাথে) শরীক সাব্যস্ত করেছে তারা যখন তাদের 'শরীক'দেরকে দেখবে তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, এরাই তো আমাদের 'শরীক' যাদেরকে আমরা আপনার পরিবর্তে ডাকতাম। তখন তারা তাদের দিকে এ কথা ছুঁড়ে দেবে যে, তোমরা তো মিথ্যাবাদী।

(২০) الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنُهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

صدوا এ শব্দটি পিছনে দেখো, পৃঃ ১১৪

زدنهم এ শব্দটি পিছনে দেখো, পৃঃ ৭

বাক্য বিশ্লেষণ

এখানে مبتدأ ও خبر চিহ্নিত করো।

صفة এর عذابا এটি مفعول এবং طرف এর مفعول

ما এটি حرف المصدر অর্থاً بفسادهم আর ب অব্যয়টি এর সাথে متعلق

তরজমা : যারা কুফুরি করে এবং (মানুষকে) আল্লাহর রাস্তা থেকে ফিরিয়ে রাখে তাদেরকে আমি আযাবের উপর আযাব বাড়িয়ে দেবো তাদের ফাসাদ সৃষ্টি করার কারণে।

(২১) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

قُرْبَىٰ শব্দ দু'টোর অর্থ নিকটাত্মীয়তা।

ذُو الْقُرْبَىٰ অর্থ নিকটাত্মীয়

أَعْطَيْتُ ذَا الْقُرْبَى - أَحْسِنَ إِلَى ذِي الْقُرْبَى

বন্সী অনাচার, স্বৈচ্ছাচার, অবাধ্যতা।

تذكرون মূলত ছিলো একটি ত হযফ করা হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

إيتاء মাছদারকে তার মفعول به এর দিকে মضاف করা হয়েছে।

ينهى ফেয়েলটি কার উপর معطوف হয়েছে বলো।

তরজমা : নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেন ন্যায়পরতার এবং সদাচারের এবং নিকটাত্মীয়কে দান করার, আর নিষেধ করেন অশ্লীলতা এবং অন্যায় কাজ এবং অবাধ্যতা থেকে। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যেন তোমরা স্মরণ রাখো।

(২২) إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ *

শব্দ বিশ্লেষণ

ينفذ (ফুরিয়ে যাবে) (س) نَفَادًا

نَفِدَ صَبْرُهُ - نَفِدَ زَادُهُ - نَفِدَ مَالُهُ

إنما এটি الكَافَةُ নয়, বরং الموصولة সূত্রাং হস্তলিপির নিয়মে তা বিযুক্তরূপে লেখার কথা। কিন্তু কোরআন শরীফে যুক্তরূপে লেখা হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

هو মাঝে বিদ্যমান এটি موجود এর ظرف المكان আর তার মাঝে

যমীরটি হলো صلة الفاعل এটি صلة আর صلة

اسم এর إن মিলে

هو এটি خبر আর خبر হলো مبتدأ আর خبر

متعلق আর বাক্যটি إن এর

ما عندكم ينفذ বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা : নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে যা (পুরস্কার) আছে তা তোমাদের

জন্য উত্তম, যদি তোমরা তা বুঝতে পারো। যা তোমাদের কাছে আছে তা শেষ হয়ে যাবে, আর যা আল্লাহর কাছে আছে তা বাকী থাকবে।

(২৩) وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ *

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ

يَتَوَكَّلُونَ * إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ

بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

استعذ (আশ্রয় গ্রহণ করো) استعاذه (আশ্রয় গ্রহণ করা)।

استعاذ به এবং تعوذ به এগুলো সমার্থক।

বাক্য বিশ্লেষণ

إذا এর ظرف ও شرط নির্ধারণ করো। إذا শব্দটি কার ظرف
الزمان হয়েছে বলো। বাক্যটির মূলরূপটি কী বলো।

إنه مرجع ছাড়া এই যামীরটির নাম কি? কী প্রয়োজনে তা এখানে
এসেছে। (দেখো, পৃঃ ১৪৭)

متعلق অব্যয়টি سلطان এর সাথে

متعلق এটি يتوكلون এর সাথে

তরজমা : আর যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন তখন বিভাড়িত
শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন।

নিঃসন্দেহে তার কোন ক্ষমতা নেই ঐ লোকদের উপর যারা ঈমান এনেছে
এবং যারা আপন প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে। তার ক্ষমতা হলো শুধু
ঐ লোকদের উপর যারা তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, আর যারা আল্লাহর
সাথে শরিক সাব্যস্ত করে।

(২৪) إِنْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَايَتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ

الِيم * إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَايَتِ اللَّهِ، وَ

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

يفتري এর فاعل চিহ্নিত করো।

ما الكاف্য কে সরিয়ে বাক্যটি বলো।

তরজমা : যারা আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান পোষণ করে না তাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

তারাই শুধু মিথ্যা অপবাদ আরোপ করতে পারে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান পোষণ করে না। আর তারাই হলো মিথ্যাবাদী।

(২৫) أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ، وَ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ * لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

طَبَعَ (মোহর মেরেছেন) (ف) طِبَاعَةٌ ছাপানো, অঙ্কিত করা।

بَيَّ طَبَعَ الْكِتَابِ বই ছাপানো।

أَمْكَكَ طَبَعَ فُلَانًا عَلَى شَيْءٍ অমুককে কোন কিছুতে অভ্যস্ত করলো।

طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ আল্লাহ তার কলবে মোহর মেরে দিয়েছেন

বাক্য বিশ্লেষণ

مَبْنِيَّ عَلَى এবং اسم তার হচ্ছে جرم এবং لَا النَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ এটি جرم لَا

خبر তার হলো ثابت উহ্য الْفَتْح

أَنْ এটি الحرف المشبه بالفعل আর হচ্ছে তার ইসম।

متعلق সাথে এর الخاسرون এটি فِي الْآخِرَةِ

এটি إن এর ইসমকে তাকীদ করার জন্য এসেছে।

خبر এর أَنْ الخاسرون

فِي এর পূর্বে হরফুল জর فِي উহ্য রয়েছে, যা النَّافِيَةُ এর উহ্য

خبر ثابت এর সাথে متعلق হয়েছে

أَنْ যেহেতু তার পরবর্তী জুমলাকে مصدر এ রূপান্তরিত করে

সেহেতু চূড়ান্তভাবে বাক্যটির মূলরূপ হবে এই-

لا جَرَمَ ثَابِتٌ فِي خُسْرَانِهِمْ فِي الْآخِرَةِ

আখেরাতে তাদের ক্ষতিগ্রস্ততায় কোন সন্দেহ সাব্যস্ত নেই।

তরজমা : ওরাই হলো ঐ সমস্ত লোক যাদের অন্তরে এবং কর্ণে এবং চক্ষুে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন। আর ওরাই হলো গাফেল। কোন সন্দেহ নেই যে, আখেরাতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(২৬) وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَخُكُّمَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ

يَخْتَلِفُونَ * أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ

الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ

بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

يَحْكُم (ফায়ছালা করবেন) পিছনে দেখো, পৃঃ ১৩০

موعظة উপদেশ। বহুবচনে مواظ (যে কথা বা কাজ দ্বারা উপদেশ দান

করা হয়) عِظَةٌ ও وَعِظًا উপদেশ দেয়া।

وَعِظَ تাকে উপদেশ দিলো, আর সে উপদেশ গ্রহণ

করলো। মূলতঃ ছিলো - اَوْتَعَظَ - اَوْتَعَظَ - اَوْتَعَظَ

বাক্য বিশ্লেষণ

... পিছনে দেখো, পৃঃ ২৫

بالطريقة التي ... অর্থাৎ এর মوصوف এটি উহ্য التي هي احسن

এটি التفضيل আর اسم سبيله এটি معلمي

এ অংশটির তারকীব করো।

তরজমা : নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক তাদের মাঝে ফায়সালা করবেন ঐ বিষয়ে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করতো।

আপনি আপন প্রতিপালকের পথে দাওয়াত দিন হিকমত (ও প্রজ্ঞা) দ্বারা এবং উত্তম উপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন সর্বোত্তম পন্থায়।

নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালকই অধিক অবগত ঐ লোক সম্পর্কে যে তাঁর (আপন প্রতিপালকের) পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং তিনিই অধিক অবগত হেদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে।

(২৭) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

ثابت এই উহ্য الفعل টি হচ্ছে إن এর خبر আর مع হচ্ছে ثابت

عطف المكان

مضاف إليه এর مع মিলে موصول ও صلة

محسنون এর তারকীব করো। এবং এ অংশটি তারকীব কী

হয়েছে বলো।

তরজমা : নিঃসন্দেহে আল্লাহ ঐ লোকদের সঙ্গে রয়েছেন যারা তাকওয়া
অবলম্বন করে এবং যারা নেক আমল করে।

(৯) إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلتي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَغْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

أَقْوَمُ এটি التفضيل صيغة সঠিকতম, নির্ভুলতম।
أَعْتَدْنَا মূলত أَعَدَدْنَا মাছদার ঐ প্রস্তুত করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

هذا القرآن এখানে হা হচ্ছে التنبيه সতর্কীকরণ বা দৃষ্টি আকর্ষণের অব্যয়। হা হচ্ছে الإشارة اسم আর القرآن হচ্ছে তা থেকে بدل কেননা হা এর ঐ এং কোরআন অভিন্ন। আর দু'টি শব্দের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অভিন্ন বস্তু হলে প্রথমটিকে মبدل منه এবং দ্বিতীয়টিকে بدل বলে।

হা এখানে إِنَّ এর اسم হয়ে نصب এর স্থানে রয়েছে।
আর القرآن শব্দটি إِنَّ এর থেকে بدل হয়ে نصب গ্রহণ করেছে।

এর পরে ال যুক্ত প্রতিটি اسم الإشارة এর একই তারকীব হবে। সুতরাং এখন তুমি فيه رَبِّ তারকীব করো।

ل এর পরে موصول উহ্য রয়েছে। আর صلة ও মিলে উহ্য لِلطَّرِيقَةِ التي هِيَ أَقْوَمُ-এই মূলরূপ এই موصوف এর صفة হবে।
مفعول به এর يبشر মিলে হিলাহ মাওছুল ও

সুসংবাদের বিষয়টি সাধারণ ইসম হলে তা 'উক্ত' (মذكور)
হরফুলজর দ্বারা মাজরুর হয়। যেমন-

بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْجَنَّةِ / بِأَجْرٍ كَبِيرٍ / بِدُخُولِ الْجَنَّةِ

পক্ষান্তরে সুসংবাদের বিষয়টি أَنْ দ্বারা মাছদার হলে তা 'অনুজ্ঞা'

(محذوف) হরফুলজরের মাজরুর-এর স্থানে আসে। যেমন-

بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ / أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا / أَنَّهُمْ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ

এর তারকীব-
أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

حرف المصدر এবং الحرف المشبه بالفعل হচ্ছে

أَنَّ এর পশ্চাদ্বর্তী ইসম।

متعلق এর شبه الفعل এই উহ্য ثابت অংশটি এ لهم

شبه তার হচ্ছে যামীর هو বিদ্যমান এর মাঝে شبه الفعل আর

أَجْرًا হচ্ছে مرجع যার الفاعل

أَنَّ এর অর্থবর্তী খবর। متعلق ও شبه الفاعل - شبه الفعل

অন যেহেতু حرف المصدر সেহেতু তা পরবর্তী জুমলাটিকে

মাছদারে রূপান্তরিত করবে। মূলরূপ হবে এই-

بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَثْبُوتِ أَجْرٍ كَبِيرٍ لَهُمْ

..... و أَنَّ الَّذِينَ

তরজমা : নিঃসন্দেহে এ কোরআন এমন তরীকার দিকে পথ প্রদর্শন করে
যা সঠিকতম এবং তা নেক আমলকারী মুমিনদেরকে সুসংবাদ দান করে
যে, তাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান এবং (মুমিনদেরকে সুসংবাদ দান
করে) যে, যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না তাদের জন্য আমি
যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি।

(২) وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَ

جَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَ

لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ

تَفْصِيلًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

مَحَوْنَا (মুছে দিয়েছি, অন্ধকার করে দিয়েছি) (ن) مَحْوًا মুছে ফেলা।

مبصرة (আলোকিত) দেখো, পৃঃ ২৩৬

لَتَبْتَغُوا (তোমরা তালাশ করার জন্য) اِسْتِغَاءٌ চাওয়া, সন্ধান করা।

سَنَةً বহুরচনে سَنَوَاتٍ وَ سُنُونَ বহুর।

فصلنا (বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।)

فَصَّلْ أَمْرًا تَفْصِيلاً কোন বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

ابتين এটি جعلنا এর দ্বিতীয় به مفعول

مبصرة এটি পরবর্তী جعلنا এর দ্বিতীয় به مفعول

لَتَبْتَغُوا এখানে حرف الجر অব্যয়টি ل এখানে উহ্য أن দ্বারা
মিলে مجرور ও حرف الجر ا এসেছে। এর স্থানে جر হয়ে مصدر
متعلق এর সাথে جعلنا

من ريكম এটি এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق এবং
صفة এর فضلا

শাব্দিক অর্থ- যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে
অবতীর্ণ বা প্রাপ্ত অনুগ্রহ তালাশ করো।

তরজমা : আর আমি রাত ও দিনকে দু'টি নিদর্শন বানিয়েছি। অতঃপর
রাতের নিদর্শনকে আমি অন্ধকার করেছি আর দিনের নিদর্শনকে আলোকিত
করেছি, যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ তালাশ করতে পারো
এবং যেন তোমরা জানতে পারো বহুরসমূহের গণনা এবং হিসাব। আর
আমি প্রতিটি বিষয়কে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

(৩) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ

ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلُهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا، وَمَنْ أَرَادَ

الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ

سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

العاجلة (إلى) তাড়াহুড়া করা। তাড়াহুড়া করা (س) العاجلة

অব্যয়োগে) দ্রুত গমন করা। কোরআন শরীফে আছে-
وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى (হে আমার প্রতিপালক! আমি
আপনার সমীপে দ্রুত এসেছি, যেন আপনি সন্তুষ্ট হন।)

عَاجِلَةٌ (ম) عَاجِلٌ হচ্ছে اسم الفاعل

العاجلة দুনিয়া।

عَاجِلًا আগেভাগে প্রদান করা। তাড়াতাড়ি দেয়া।

يُصَلِّي (ঝলসিত হবে) দেখো, পৃঃ ৯২

مَذْمُومٌ এটি اسم المفعول বাবে نصر - মাছদার ذَمًّا

তিরস্কার করা, নিন্দা করা।

مَذْمُومٌ যাকে নিন্দা বা তিরস্কার করা হয়। তিরস্কৃত, নিন্দিত,

নিন্দনীয়। عَمَلٌ مَذْمُومٌ নিন্দনীয় কাজ।

مَدْحُورٌ (বিতাড়িত) (ف) دُحُورًا ও دُخْرًا দূর করা, বিতাড়িত করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

من এটি الموصول তবে তাতে شرط এর অর্থ রয়েছে এবং তা

যথাক্ষেত্রে مَنْ يَجْتَهِدُ يَنْجَحْ দান করে, যেমন-

شرط এবং صلة এ বাক্যটি

عجلة ও صلة মিলে যুবতাদা হয়ে رفع এর স্থানে রয়েছে।

عجلنا ... خبر جواب الشرط এ বাক্যটি

فيها যমীরটির مرجع চিহ্নিত করো।

ما نشاء - তুমি إلى مفعول به এর عجلنا ও ছিলাহ মিলে

الموصول নির্ধারণ করো।

لن نريد এ অংশটুকুর পূর্ণ তারকীব করো এবং إلى الموصول

নির্ধারণ করো। لن نريد অংশটি له থেকে হয়েছে।

يصلها এটি এর যমীর থেকে حال হয়েছে কিংবা তা

هذه এর جهم নির্ধারণ করো। উভয় তারকীবের শাব্দিক অর্থ-

(ক) তারপর আমরা তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করবো এমন

অবস্থায় যে, সে তাতে ঝলসে যাবে।

(খ) এমন জাহান্নাম নির্ধারণ করবো যাতে সে ঝলসে যাবে।

ماذموما مدحورا এ দু'টি حال হয়েছে يصى এর فاعل থেকে।

আর - صلة - এবং شرط হচ্ছে فعل দু'টি পরবর্তী মাওহুলের من أراد

মبتدأ মিছে موصول ও صلة

এটি رابطة পূর্বে এর جواب الشرط এখানে - رابطة এটি যুক্ত হওয়া বাধ্যতামূলক কেন বলো।

খبر এবং جواب الشرط এ বাক্যটি اولئك ...

এই বাক্যটি كان سعيهم مشكورا আর مبتدأ হচ্চে اولئك

হচ্চে খبر - তুমি বাক্যটির তারকীব করো।

এ বাক্যটি তারকীব কী হয়েছে বলো। و هو مؤمن

তরজমা : যে ব্যক্তি ইহকাল কামনা করে তাকে আমি ইহকালে দিয়ে দেই, যতটুকু ইচ্ছা করি, যার জন্য ইচ্ছা করি। তারপর তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি, যাতে সে ঝলসাতে থাকবে দ্বিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায়। আর যে পরকাল কামনা করে এবং তার জন্য পূর্ণরূপে চেষ্টা করে তাদের চেষ্টাই স্বীকৃত (ও পুরস্কৃত) হবে।

(٤) وَ قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ،
إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ
لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَ
اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

يبلغن (ন) (পৌছার স্থানটি) সরাসরি به মفعول রূপে

ব্যবহৃত হবে। যেমন, - بَلَغَتِ الْمَدِينَةَ - বালগত মদিনে

কبر বার্ধক্য। বড়ত্ব। (স)। বড় হওয়া। বুড়ো হওয়া।

كَبَّرَ الرَّجُلُ / الْحَيَوَانُ বুড়ো হলো।

كَبِرَ الْوَلَدُ/العَجُلُ ছেলেটি/বাছুরটি বড় হলো।

أَكْبَرَ شَيْئًا কোন কিছুকে বড় মনে করলো।

أَكْبَرَ قَلْبًا অমুককে গুণে বা যোগ্যতায় বিরাট মনে করলো।

কোরআনে আছে—

فَلَمَّا رَأَيْتَهُ أَكْبَرْتَهُ নারীরা যখন ইউসুফ (আঃ)-কে দেখলো,

তখন (রূপে ও গুণে) তাকে বিরাট মনে করলো।

أَفْ বিরক্তি প্রকাশক শব্দ। উফ্।

لَا تَنْهَرُهُمَا (তাদেরকে কটু কথা বলো না) (ف) نَهْرًا ধমকানো। কটু/রুঢ় কথা বলা।

أَخْفَضَ (অবনত করো) خَفَضًا অবনত করা, হ্রাস করা।

خَفَضَ الْكَلِمَةَ শব্দটিকে جر দান করলো।

خَفَضَ الثَّمَنَ মূল্য হ্রাস করলো।

خَفَضَ الصَّوْتَ স্বর নীচু/কোমল করলো।

جَنَاحَ دَنَا دَنَا دُنَا دُنَا ডানা। جَنَاحًا دَنَا ডানা। পাখীর ডানাদ্বয়।

كَسَرَ جَنَاحِي الطَّائِرِ - اِنْكَسَرَ جَنَاحَا الطَّائِرِ -

يَطِيرُ الطَّائِرُ بِجَنَاحَيْهِ

ডানা বিনয়ের ডানা।

خَفَضَ قُلَانُ جَنَاحَهُ لِغُلَانٍ অমুক অমুকের প্রতি কোমল ও

সদয় হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

أَلَا এটি ব্যাখ্যাবাচক أَنْ ও নিষেধবাচক لَا এর যুক্তরূপ। এই أَنْ

হচ্ছে التفسير এ - সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ৩২২

لَا تَعْبُدُوا এটি فعل النهي এখানে به مفعول উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ—

لَا تَعْبُدُوا أَحَدًا

بِالْوَالِدَيْنِ এটি متعلق হয়েছে أَحْسَنُوا এই উহ্য ফেয়েলের সাথে, আর

مفعول مطلق উহ্য ফেয়েলের إِحْسَانًا

মাছদারটি দ্বারাই আমরা এখানে فعل টির উপস্থিতি অনুপস্থান

করতে পেরেছি। সুতরাং মাছদারটি হলো উহ্য ও অনুক্ত
ফেয়েলটির قرينة বা আলামত।

إما এটি الشَّرْطِيَّةُ এবং ما এর যুক্তরূপ। এই ما অতিরিক্ত,
এসেছে তাকীদ এর জন্য। এ কারণেই فعل এর শুরুতে
তাকীদের لا না থাকা সত্ত্বেও তার পরে التوكيد যুক্ত
হয়েছে।

عندك এটি مفعول به এর يبلغن আর الكبر হচ্ছে তার
أحدهما এটি فاعل আর كلاهما হচ্ছে أو অব্যয়যোগে
এর معطوف

كلا শব্দটির অর্থ, উভয়। এটি اسم ظاهر এর দিকে مضاف হলে
লাক দু'টির جاء كلا الرجلين রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন
উভয়ে এসেছে। دعوت كلا الرجلين লোক দু'টির উভয়কে
ডেকেছি। سَلِّمُوا عَلَى كِلَا الرَّجُلَيْنِ লোক দু'টির উভয়কে সালাম
দাও।

পক্ষান্তরে كلا শব্দটি যমীরের দিকে مضاف হলে معرب রূপে
ব্যবহৃত হয় এবং مثنী এর إعراب গ্রহণ করে। যেমন-
سَلِّمُوا عَلَى كِلَيْهِمَا - دَعَوْتُ كِلَيْهِمَا - جاءَ كِلَاهُمَا
আর جواب الشرط হচ্ছে لا تفعل لهم شرط আর يبلغن عندك ...
এখানে رابطة আবশ্যিক কেন বলো)

فولا এর তারকীব বলো।

من এখানে من الرحمة

كما এটি حرف المصدر ও حرف الجر
শাব্দিক অর্থ- তাদেরকে করুণা করুন, আমাকে তাদের
প্রতিপালন করার মত।

صغيرا এর তারকীব বলো।

তরজমা : তোমার প্রতিপালক ফায়ছালা করেছেন যে, তোমরা তাকে ছাড়া
কারো ইবাদত করো না, আর মা-বাবার সঙ্গে অবশ্যই সদাচার করো।
যদি তাদের একজন বা উভয়ে তোমার কাছে বার্ষিক্য উপনীত হয় তাহলে

তাদেরকে উফ্ শব্দটিও বলো না, তাদেরকে কটু কথা বলো না; বরং তাদেরকে কোমল (আদবপূর্ণ) কথা বলো।

আর সদয়তার কারণে তাদের প্রতি নম্রতার (ও বিনয়ের) ডানা নত করে দাও। (অর্থাৎ তাদের প্রতি সদয় ও বিনয়নম্র আচরণ করো) আর বলো, হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করুন যেমন তারা ছোট অবস্থায় আমাকে লালন-পালন করেছেন।

(৫) وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَ الْمَسْكِينِ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ لَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَ كَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا * رَبِّكُمْ أَعْلَمُ فِي أَنْفُسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا

শব্দ বিশ্লেষণ

السابيل শাব্দিক অর্থ- পথের পুত্র। মতলব- পথিক, মুসাফির।

أواب ৭টি এর অতিশয়ী শব্দ। বেশী বেশী তাওবাকারী।

(إلى) অব্যয়যোগে) প্রত্যাবর্তন করা।

أَب إِلَى اللَّهِ আল্লাহর কাছে তাওবা করলো।

تَبْذِيرًا অপচয় করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِكُمْ বাক্যটির তারকীব করো।

مَا এর নিজস্ব অর্থ এবং স্থানীয় অর্থ অনুযায়ী শব্দিক তরজমা

করো। مَا এর স্থানীয় অর্থটি তুমি কী দ্বারা বুঝতে পেরেছো?

إِنَّهُ كَانَ رَابِطَةً أَرَادَ فِى هَؤُلَاءِ أَرْوَاحِهِمْ وَ أَرْوَاحُهُمْ وَ أَرْوَاحُهُمْ وَ أَرْوَاحُهُمْ

এ অংশটি এঁর শর্ত আর এঁর হৃদয়ে বাধ্যতামূলক
কেন বলো।

لِلْأَوَّابِينَ এ অংশটি এঁর খবর এঁর সাথে

ات এই ফেয়েলের দু'টি مفعول به চিহ্নিত করো।

ذَا الْقُرْبَى পিছনে দেখো, পৃঃ ৩২৫

المسكين কার উপর معطوف হয়েছে বলো ।

تبذيرا এর তারকীব বলো । لا تبذر এর لا تبذر হাফেজ মালাক যা এখানে উহ্য রয়েছে ।

لربه এটি কফুরা এর সাথে متعلق আর তা কافر এর অতিশয়ী শব্দ
তরজমা : আর তুমি নিকটাত্মীয়কে তার প্রাপ্য হক প্রদান করো এবং
মিসকীন ও মুসাফিরকে (তাদের প্রাপ্য হক প্রদান করো) আর (তোমার
সম্পদকে) তুমি অপচয় করো না । কেননা অপচয়কারীরা হলো শয়তানের
ভাই । আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি কুফুরি করেছিলো ।

তোমার প্রতিপালক তোমাদের অন্তরের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে অধিক
অবগত । যদি তোমরা সৎ হও তাহলে তিনি তাওবাকারীদের প্রতি অতি
ক্ষমাশীল ।

(৬) إِنَّ رَيْكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ

خَبِيرًا بِصِيرًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

يبسط (প্রসারিত করেন) بَسَطَ (ন) পিছনে দেখো, পৃঃ ১১৯

يقدر (সংকুচিত করেন) قَدَّرَ (ض)

اللَّهُ الرِّزْقَ عَلَيْهِ আল্লাহ তার রিযিক সংকুচিত করলেন ।

قَدَّرَ شَيْئًا কোন কিছুর পরিমাণ নির্ধারণ করলো ।

قَدَّرَ فَلَانًا অমুককে সম্মান করলো, কদর করলো ।

আর তারা وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ কোরআনে আছে—

আল্লাহর কদর করে নি, তাঁর কদরের হক অনুযায়ী ।

বাক্য বিশ্লেষণ

مَجْرُور ও حرف الجر। عَائِدٌ إِلَى الْمَوْصُولِ এখানে لِمَنْ يَشَاءُ
কার সাথে متعلق হয়েছে বলো ।

يقدر এখানে عَلَى مِنْ يَشَاءُ এই متعلق টি উহ্য রয়েছে এবং
পূর্ববর্তী لِمَنْ يَشَاءُ অংশটি হচ্ছে তার قَرِينَةٌ বা আলামত ।

তরজমা : নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা করেন তার জন্য

রিষিক প্রশস্ত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন তার জন্য (রিষিক) সংকোচিত করে দেন। নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে পূর্ণ অবগত এবং (তাদের সব বিষয়) অবলোকনকারী।

(৭) وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ * نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

إِمْلَاقٌ দারিদ্র্য। أَمْلَقَ الرجل দরিদ্র হলো।
 خُطْأٌ পাপ, বহুবচনে أَخْطَأُ আর خَطِيئَةٌ বহুবচনে أَخْطَأُ।
 خُطْأٌ ভুল। অনিচ্ছাকৃত ভুল। বহুবচনে أَخْطَأُ

বাক্য বিশ্লেষণ

إِمْلَاقٌ এটি পূর্ববর্তী ফেয়েলের (দেখো, পৃঃ ৪৩) مَفْعُولُ لَهُ
 (প্রথমটি) এটি ফেয়েলের সঙ্গে যুক্ত যামীরে মানছুব। আর كُمْ
 হচ্ছে ফেয়েল থেকে বিযুক্ত যামীরে মানছুব। তাই তার শুরুতে
 بِإِ يুক্ত হয়েছে। এটি هُمْ এর উপর مَعْطُوف

তরজমা : আর তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা
 করো না। আমরাই তাদেরকে রিষিক দান করি এবং তোমাদেরকেও।
 নিঃসন্দেহে তাদেরকে হত্যা করা বিরাট পাপ।

দ্রষ্টব্য : আরবের লোকেরা এত নিষ্ঠুর ছিলো যে, তারা
 অভাবের ভয়ে তাদের সন্তানদের মেরে ফেলতো। তাই আল্লাহ
 বলছেন যে, তোমাদেরকে এবং তোমাদের সন্তানদেরকে রিষিক
 তো আমি দান করি। রিষিকের মালিক তো কোন মানুষ নয়।
 স্বয়ং আমি, সুতরাং তোমরা এমন জঘন্য পাপ করো না।

(৮) وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ
 بَيْنَهُمْ، إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، رَبُّكُمْ أَعْلَمُ
 بِكُمْ إِنَّ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ
 عَلَيْهِمْ وَكِيلًا

শব্দ বিশ্লেষণ

نَزَغًا (ফ) (কোন্দল ও ফাসাদ সৃষ্টি করে) ينزغ
 وَكَلًا, প্রতিনিধি, অভিভাবক (এখানে এটিই উদ্দেশ্য) বহ
 لعبادي এখানে মুমিন বান্দাগণ উদ্দেশ্য।

বাক্য বিশ্লেষণ

يقولون এটা مجزوم হয়েছে হওয়ার কারণে।
 التي মাওছুল-ছিলাহ মিলে صفة হয়েছে উহ্য الكلمة এর।
 بين শব্দটি ينزغ এর ظرف المكان রূপে হয়েছে।
 وكلا শব্দটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

তরজমা : (হে নবী!) আপনি আমার মুমিন বান্দাদেরকে বলুন যেন, তারা (পরস্পরের আলোচনার সময়) এমন শব্দ ব্যবহার করে যা অধিক উত্তম। শয়তান তাদের মাঝে কোন্দল ও ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায়। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সম্পর্কে অধিক অবগত। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদের প্রতি করুণা করেন, আর যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদেরকে আযাব দান করেন। আর (হে নবী!) আপনাকে আমি তাদের (কাফিরদের) উপর অভিভাবক রূপে প্রেরণ করি নি।

(٩) وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا
 بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

فضلنا (শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি) تفضيلا (অব্যয়যোগে) ش্রেষ্ঠত্ব
 দান করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

الأرض এটি معطوف হয়েছে السموت এর উপর। আর الجر ও
 شبه মিলে উহ্য موجود এর সাথে متعلق হয়েছে। আর
 الجملة টি موصول এর صلة হয়েছে। তারপরের তারকীবটুকু
 তুমি বলো।

তরজমা : আর আপনার প্রতিপালক তাদের সম্পর্কে অধিক অবগত যারা আসমানে ও যমীনে বিদ্যমান রয়েছে। আর অবশ্যই আমি নবীদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আর আমি দাউদকে যাবূর দান করেছি।

(১০) وَاذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّاۤ اِبْلِیْسَۙ

قَالَ اَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طٰٓیْنًا

বাক্য বিশ্লেষণ

إِذْ সম্পর্কে কী জানো? পুরো বাক্যটির মূলরূপটি বের করো।

طٰٓیْنًا অর্থাৎ مِنْ طٰٓیْنٍ এটি الخَافِضُ দেখো, পৃঃ ১৯২

তরজমা : ঐ সময়কে স্মরণ করো যখন আমি ফিরেশতাদেরকে বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা করো, তখন তারা সিজদা করলো ইবলিস ছড়া। সে বললো, আমি কি সিজদা করবো ঐ সৃষ্টিকে যাকে আপনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন?

(১১) وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓۤ اٰدَمَ وَ حَمَلْنٰهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ

رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ وَ فَضَّلْنٰهُمْ عَلٰی كَثِیْرٍ مِّنْ خَلْقِنَا

تَفْضِیْلًا

শব্দ বিশ্লেষণ

كَرَّمْنَا (মর্যাদা দান করেছি) تَكْرِیْمًا মর্যাদা/শ্রেষ্ঠত্ব দান করা।

حَمَلْنَا (বাহন দান করেছি) حَمْلًا (ض) বহন করা।

حَمَلَ شَيْئًا কোন কিছু বহন করলো।

حَمَلَ حِمْلًا عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ পশুর উপর বোঝা চাপালো।

حَمَلَ عَلَيْهِ তার উপর হামলা করলো (على অব্যয়যোগে)

حَمَلَ فُلَانًا অমুককে আরোহণের জন্য বাহন দিলো।

بَنُوْٓۤ اٰدَمَ (আদমের সন্তানদেরকে) اِبْنِ এর বহুবচন দু'টি اَبْنَاءُ

بَنُوْٓۤ اٰدَمَ - যেমন নون পড়ে যায়। যেমন - مَضَاف

اِسْتَشْرَبُوْٓۤ اٰدَمَ فِی الْاَرْضِ - كَرَّمَ اللّٰهُ بَنِيَّ اٰدَمَ

مِیْرِدُ الشَّیْطَانُ اَنْ یَّنْتَقِمَ مِنْ بَنِيَّ اٰدَمَ

বাক্য বিশ্লেষণ

متعلق من الطيبات এর সাথে

متعلق من فضلنا এর সাথে

ও حرف الجر। ماওছুল ও ছিলাহ মিলে মাজরুরের স্থানে এসেছে।

صفة এর كثير এবং তা متعلق এর معبود মিলে

আর عائد إلى الموصول উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ خلقناه (এর

শব্দগত দিক থেকে) কিংবা خلقناهم (এর অর্থগত দিক

থেকে)

শাব্দিক অর্থ- আর তাদেরকে আমি শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি এমন

অনেকের উপর যারা ঐ সকল সৃষ্টিজীবের মধ্য হতে গণ্য

যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি।

تفضيلاً এর তারকীব তুমি বলো।

তরজমা : অবশ্যই বনী আদমকে আমি মর্যাদা দান করেছি এবং স্থলে ও জলে তাদেরকে আমি বাহন দান করেছি এবং উত্তম খাদ্যসমূহ হতে তাদেরকে আমি রিযিক দান করেছি এবং যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্য হতে অনেকের উপর তাদেরকে আমি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

(১২) يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أَنَسٍ بِإِمَامِهِمْ، فَمَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ *

فَأُولَٰئِكَ يَقرُؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا * وَمَنْ كَانَ

فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

أَنَسٍ এটা الناس এর মূলরূপ। أَنَسٌ এর শুরুতে যখন ال যুক্ত হয়

তখন ফা-কালিমাকে অর্থাৎ همزة কে ফেলে দেয়া হয়। أَنَسٍ বা

إِنْسَان এর اسم جمع - মানুষের দল।

إِمَام মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করার কিতাব। কোরআনে আছে

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ এবং প্রতিটি জিনিসকে

আমি একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছি।

فتيلا খেজুরের দিনার লম্বা ফাটল (সামান্য পরিমাণ) সলতে।
পাকানো সুতা।

বাক্য বিশ্লেষণ

يوم এটি اذْكُرْ এই উহ্য فعل এর পরবর্তী বাক্যটি
اَذْكُرْ يَوْمَ دَعَوْتِنَا كُلَّ اُنَاسٍ - মূলরূপ - مضاف إليه এর يوم
শাব্দিক অর্থ- প্রত্যেক মানুষকে আমাদের ডাক দেয়ার
দিনটিকে স্মরণ করো।

بامامهم এটি ندعو এর সাথে متعلق
... এ বাক্যটি شرط ও صلة মাওছুল-ছিলাহ মিলে মুবতাদা
جواب الشرط বাক্যটি فاولئك يقرؤون ও খবর।

شرط কেন جمع হলো? আবার
পরবর্তীতে شرط ও جواب الشرط দু'টোই কেন مفرد হলো?

فتيلا এটি উহ্য مفعول مطلق অর্থাৎ ظلما এর صفة হয়েছে এবং
এজন্য এটাকে المصدر عن المصدر বলা হয়।

سيلا এটি أشل এই شبه الفاعل এর شبه الفعل থেকে
রূপে মানছুব।

তরজমা : ঐ দিনটি স্মরণ করো যেদিন আমি প্রত্যেক মানুষকে তাদের
আমলনামাসহ ডাকবো। অতঃপর যাদেরকে তাদের আমলনামা তাদের ডান
হাতে দেয়া হবে, তারা (আনন্দের সাথে) তাদের আমলনামা পড়ে দেখবে।
আর তাদের উপর বিন্দু পরিমাণ জুলুম করা হবে না।

আর যারা দুনিয়াতে (অন্তর্জগৎ দিক থেকে) অন্ধ ছিলো আখেরাতে তারা
অন্ধই হবে এবং অধিক পথভ্রষ্ট হবে।

(১৩) وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ
مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا *

বাক্য বিশ্লেষণ

من أمر ربي এটি ثابتة এর সাথে متعلق - আর তা পূর্ববর্তী মুবতাদার

খবর (মুন্ঠ শব্দটি روح)

اوتيتم

এটি ফاعল ও তার

একটি জরুরী কথা- মূল ফেয়েলটি হচ্ছে اوتي আর ت হচ্ছে

ফেয়েলের সঙ্গে যুক্ত ফاعল এরা যামীর আর م হচ্ছে

ফاعل জমা হওয়ার আলামত। এভাবে মা'রুফ বা

মাজহুল-এর মূল ফেয়েল কিন্তু একটি, অর্থাৎ فعل বা

তদ্রূপ يفعل বা يفعل পরবর্তীতে এর শেষে فاعل বা

ফاعল এর বিভিন্ন যমীর যুক্ত হয়। সামনে এ বিষয়টি আরো

আলোচনা হবে। ইনশাআল্লাহ।

من العلم এটি সাথে আর قليلا হচ্ছে

তরজমা : তারা আপনাকে রুহ (এর হাকীকত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে আপনি বলুন, রুহ হলো আমার প্রতিপালকের আদেশবিশেষ। আর তোমাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দান করা হয়েছে। (সুতরাং রুহ-এর হাকীকত বোঝা মানবের সাধ্য নয়।)

(١٤) قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

শব্দ বিশ্লেষণ

ظهيراً (এক ও বহু) সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক। দ্বিবাচনে

বাক্য বিশ্লেষণ

هذا هذا এর পরিচয় কী? القرآن এর তারকীব কী?

এটি মূল ফেয়েল ও মضاف ইলিহে মিলে ব হরফুল জরের মাজরুর।

ب অব্যয়টি এখানে تعدية এর জন্য (অর্থাৎ لازم কে متعدی বানানোর জন্য)

أن অংশটি এখানে يأتون এর সঙ্গে متعلق আর এ বাক্যটি أن على দ্বারা مجرور হয়ে على এর স্থানে এসেছে।

অব্যয়টি কার সাথে متعلق বলো।

بعض متعلق এ অংশটি ظاهر এর সাথে

তরজমা : আপনি বলুন, মানবজাতি ও জ্বিনজাতি যদি একত্রিত হয় এই উদ্দেশ্যে যে, তারা এই কোআনের নমুনা পেশ করবে, তারা তার নমুনা পেশ করতে পারবে না, যদিও তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়। (যদিও তাদের কতিপয় কতিপয়ের সাহায্যকারী হয়।)

(১৫) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا
أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا * قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مُلْكُكُمْ
يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا
رَّسُولًا * قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، إِنَّهُ كَانَ
بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

مطمئن (নিশ্চিত অবস্থায়) اسم الفاعل এর جمع মذكر এটি হিসাবে
মনসুব হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

منع এর فاعل সামনে আসছে। الناس হলো منع এর مفعول به
يؤمنوا এটি مجرور এর من উহা مصدر হয়ে উহা হরফুল জর
স্থানে এসেছে। আর তা متعلق হয়েছে منع এর সঙ্গে।
أن قالوا এ অংশটি منع এর فاعল
মূলরূপ এই - وَمَا مَنَعَ النَّاسَ مِنْ إِيْمَانِهِمْ شَيْءٌ إِلَّا قَوْلُهُمْ ...
মানুষকে তাদের ঈমান গ্রহণ করা থেকে কোন কিছু বাধা
দেয়নি, তাদের এই উক্তিটুকু ছাড়া (অর্থাৎ এই উক্তিটুকুই শুধু
বাধা দিয়েছে।)

حِينَ مَجِيئِهِمُ الْهُدَىٰ - বাক্যটির মূলরূপ -

إِذَا هَاجَهُمُ الْهُدَىٰ (ব্যতিক্রম-অব্যয়) এর পূর্ববর্তী

লফযটিকে مُسْتَثْنَى এবং পরবর্তী লফযকে مُسْتَثْنَى বলে।

১। এ কথা বোঝায় যে, পূর্ববর্তীর উপর যে বিষয় আরোপ করা হয়েছে, পরবর্তীকে তা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। যেমন-

حَضَرَ الْأَصْدِقَاءُ إِلَّا رَاشِدًا (বন্ধুরা এসেছে রাশেদ ছাড়া) এখানে বন্ধুদের উপর حُضُور বা উপস্থিতির বিষয়টি আরোপ করা হয়েছে, কিন্তু رَاشِد কে তা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

অর্থাৎ বন্ধুরা উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু রাশেদ উপস্থিত হয়নি।

তদ্রূপ- مَا حَضَرَ الْأَصْدِقَاءُ إِلَّا رَاشِدًا (বন্ধুরা উপস্থিত হয়নি রাশেদ ছাড়া) এখানে বন্ধুদের উপর الْحُضُور বা অনুপস্থিতির বিষয়টি আরোপ করা হয়েছে, আর তা থেকে রাশেদকে বাদ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ বন্ধুরা উপস্থিত হয়নি কিন্তু রাশেদ উপস্থিত হয়েছে।

আগে বলা হয়েছে যে, حَرَفُ النِّفْيِ এর পরে ১। আসলে তা مَا مَنَعَكَ مِنْ- (বা সীমাবদ্ধতা) প্রকাশ করে। যেমন- الْجِهَادُ شَيْءٌ إِلَّا الْجُبْنَ বাধা দেয়নি ভীৰুতা ছাড়া। অর্থাৎ ভীৰুতাই শুধু বাধা দিয়েছে। অর্থাৎ বাধা দেয়ার বিষয়টি ভীৰুতার মাঝেই সীমাবদ্ধ।

এবার আলোচ্য আয়াতে দেখো, এখানে ১। অব্যয়টি النفي-এর পরে এসে এ কথা বুঝিয়েছে যে, লোকদের এ উক্তিটিই তাদেরকে ঈমান আনা থেকে বাধা দিয়েছে, অন্য কিছু নয়।

رسولا এটি بعث এর مفعول به بشرًا হচ্ছে থেকে অগ্রবর্তী حال

الحال হলে নাকেরাহ হলে বাধ্যতামূলকভাবে অগ্রবর্তী হয়।

(শাব্দিক অর্থ-) আল্লাহ কি একজন রাসূলকে প্রেরণ করেছেন মানুষ অবস্থায় (বা এমন অবস্থায় যে তিনি মানুষ)।

তরজমা হবে এরূপ- আল্লাহ কি একজন মানুষকে রাসূল রূপে প্রেরণ করেছেন।

ملئكة হচ্ছে এর পশ্চাদ্বর্তী ইসম। পরবর্তী বাক্যটি তার صفة
 متعلق যা এর সাকিন খবর অগ্রবর্তী كان এর অংশটি في الأرض
 এখানে উহ্য রয়েছে। পুরো বাক্যটির মূলরূপ এই—
 لَوْ كَانَ مَلَكٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، سَاكِنِينَ فِي الْأَرْضِ
 যদি নিশ্চিন্তে বিচরণকারী একদল ফিরেশতা পৃথিবীতে
 বসবাসকারী হতো

করো। (দেখো, পৃঃ ২৯৩) এর তারকীব
 متعلق এর بصيرا ও خبيرا এ অংশটি بعبادہ

তরজমা : মানুষের কাছে যখন হেদায়াত এসেছে তখন তাদের ঈমান গ্রহণ
 করা থেকে শুধু তাদের এ উক্তিটিই বাধা দিয়েছে যে, আল্লাহ কি একজন
 মানুষকে রাসূল করে পাঠালেন, (ফিরেশতাকে রাসূল করে পাঠালেন না
 কেন ?) আপনি বলুন, পৃথিবীতে যদি একদল ফিরেশতা নিশ্চিন্তে বিচরণ
 করতো তাহলে তাদের জন্য অবশ্যই আমি একজন ফিরেশতাকে আসমান
 থেকে নাযিল করতাম।

আপনি বলুন, আমার মাঝে এবং তোমাদের মাঝে সাক্ষীরূপে আল্লাহই
 যথেষ্ট। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর বান্দাদের বিষয়ে অবগত, অবলোকনকারী।

(١٦) وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فهُوَ الْمُهْتَدِ، وَمَنْ يُضِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُم
 أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ
 عُمِّيًّا وَمَبْكُمًا وَصُمًّا، مَاوَاهُمْ جَهَنَّمَ، كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ
 سَعِيرًا .

শব্দ বিশ্লেষণ

عُمِّيٌّ অন্ধ, أَعْمَى এর বহু। مَبْكُمُ বোবা, أَبْكُم এর বহু।
 صُمٌّ বধির, أَصَمُّ এর বহু

مَاوَاهُمْ (তাদের আশ্রয় স্থল বা ঠিকানা) عَلَىٰ وَزْنِ مَفْعَلٍ
 মূলরূপ مأوى - ছরফের নিয়মে তাতে পরিবর্তন এসেছে।

خَبَتْ (নিভুনিভু হলো) خَبَاتُ النَّارِ خُبُوءًا وَخُبُوءًا (ن) خُبُوءًا

سَعِير سগুন। আগুনের লেলিহান শিখা।

বাক্য বিশ্লেষণ

জزم এবং যাহেদ ফেয়েলটি شرط রূপে মাজযুম হয়েছে। এর আলামত রূপে লাম কালিমাকে হযফ করা হয়েছে।

هو المهتدي (যি) বাধ্যতামূলক رابطه

এর যাহেদ ফেয়েলটি - আর লাম কালিমা - مرفوع রূপে খবর (যি) মাঝে সুপ্ত যাহা হচ্ছে رفع এর আলামত। কে নিয়মের বাইরে حذف করা হয়েছে।

جواب বাক্যটি মাজযুম, شرط রূপে ফেয়েলটি من يضل فلن ... الشرط

এটি تَجِدُ এর সাথে متعلق لهم
এর معدودين من دونه আর مفعول به এর تَجِدُ এটি أولياء
সাথে متعلق আর তা أولياء এর صفة
শাব্দিক অর্থ, তাদের জন্য তুমি এমন অভিভাবকদল পাবে না
যারা আল্লাহর গায়র থেকে গণ্য।

যা متعلق এর সাথে شبه الفعل উহা এই ماشين এ অংশটি على وجوههم
এর مفعول به থেকে حال হয়েছ।

শাব্দিক অর্থ- আর তাদেরকে আমি একত্র করবো এমন
অবস্থায় যে, তারা তাদের চেহরার উপর ভর দিয়ে চলবে।

এটি এবং পরবর্তী শব্দ দু'টি نحشر এর مفعول به থেকে حال
এটি عميا ... حال চারটি মোট এখানে অর্থ

বাক্যটির তারকীব করো। مأواهم جهنم

এ সম্পর্কে দেখো, পূঃ كلما

এর মাঝে সুপ্ত যমীর هي ফিরেছে جهنم এর দিকে। خبت

এটি ودنا এর প্রথম مفعول به আর سعيها হচ্ছে দ্বিতীয় به مفعول هم

তরজমা : আর আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন সেই হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়।
আর তিনি যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেন তাদের জন্য তুমি আল্লাহর মোকাবেলায়
কোন অভিভাবক পাবে না।

আর কেয়ামতের দিন তাদেরকে আমি একত্র করবো তাদের মুখের উপর ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ ও মুক ও বধির অবস্থায়। তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। যখনই জাহান্নামের আগুন নিভুনিভু হবে, তখনই তাদেরকে আমি আগুন আরো বাড়িয়ে দেবো।

(১৭) ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أَلَمْ نَبْعُوثْهُمْ لَمُبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا .

শব্দ বিশ্লেষণ

عِظْمًا এটি عَظْمُ এর বহুবচন, হাড়, অস্থি।

رُفَاتٍ যে কোন ভাঙ্গা জিনিসের গুঁড়ো ও টুকরো টুকরো অংশ।

বাক্য বিশ্লেষণ

ذلك এটি مبتدأ রূপে رفع এর স্থানে এসেছে। পিছনের আয়াতে عذاب শব্দটি مفهوم (অনুভূত) হয়। ذلك দ্বারা সেই অনুভূত عذاب এর দিকে ইশারা করা হয়েছে। جَزَاؤُهُمْ খবর।

أن পরবর্তী বাক্যটি أن দ্বারা مصدر হয়ে ب এর স্থানে এসেছে এবং جزاء মাছদারের সাথে متعلق হয়েছে। মূলরূপ ذلك جَزَاؤُهُمْ يَكْفُرُهُمْ بِآيَاتِنَا وَقَوْلُهُمْ ... এই-

إذا এটি একই সাথে اسم ظرف ও اسم شرط সুতরাং পরবর্তী বাক্য مضاف إليه এবং شرط إذا এর كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا হলে جِئْنَا كُونِنَا عِظْمًا وَرُفَاتًا

إذا এর جواب الشرط উহা রয়েছে। অর্থাৎ-

পরবর্তী বাক্য إِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا نُبْعَثُ مِنْ جَدِيدٍ এর جواب الشرط উহা রয়েছে। অর্থাৎ-

আর إذا শব্দটি اسم ظرف এর جواب الشرط রূপে نصب এর স্থানে রয়েছে। মূলরূপ এই-

أَنبَعَثُ مِنْ جَدِيدٍ جِئْنَا كُونِنَا عِظْمًا وَرُفَاتًا

আমরা কি অস্থি ও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার সময় নতুনভাবে সৃষ্টি হবো।

خَلَقَا এটি মفعول মطلق হয়েছে। কারণ
مُخْلَقُونَ হচ্ছে مَبْعُوثُونَ এর সমার্থক।

তরজমা : সেটা হলো তাদের প্রতিদান, এই কারণে যে, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে আর বলেছে যে, যখন আমরা অস্তিত্ব হয়ে যাবো এবং চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবো তখন কি আমরা নতুনভাবে সৃজিত হবো।

(১৮) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا .

বাক্য বিশ্লেষণ

عُوجُج তার লে এবং মفعول به -এর يجعل يَجْعَلُ এটি বক্রতা, অসরলতা।
معطوف উপর এর أَنْزَلَ বাক্যটি পুরো সাথে متعلق
الَّذِي এর নির্ধারণ করে। আর صلة ও موصول মিলে তারকীবে কী হয়েছে বলা।

الحمد এর খবর নির্ধারণ করে। হরফুল জর ও মাজরুর মিলে কার সাথে متعلق হয়েছে বলা।

তরজমা : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর বান্দার উপর কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেন নি।

(১৯) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنَاهُمْ هُدًى .

শব্দ বিশ্লেষণ

نقص বর্ণনা করা। (ن) قَصَصًا
قَصَّ الْقِصَّةَ কাহিনী বর্ণনা করলো।
قَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ তাকে কাহিনী শোনালা।

فَتَيَان (তরজনদল) এটি فَتَى এর বহু, আরেকটি বহুবচন فَتَيَانِ

বাক্য বিশ্লেষণ

بالحق এটি متعلق হয়েছে مُتَمَسِّكِينَ এই উহ্য الفعل এর

সঙ্গে । অর্থ- تَمَسَّكَ - يَتَمَسَّكَ - تَمَسَّكَ ।

(অব্যয়যোগে) تَمَسَّكَ بِالْحَقِّ সত্যকে আকড়ে ধরলো ।

(শাব্দিক অর্থ- আপনাকে আমি তাদের ঘটনা শোনাবো

সত্যকে আকড়ে ধরা অবস্থায় ।)

هم آمنوا بِهِم এ বাক্যটি এর فتيحة হয়েছ, আর পরবর্তী বাক্যটি এর

উপর معطوف হয়েছ ।

هدى এটি এর مفعول به প্রথম هم হচ্ছে প্রথম مفعول به

তরজমা : (আছহাবে কাহফের ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন,) আমি আপনাকে তাদের ঘটনা সত্য সত্য বর্ণনা করে শোনাবো । নিঃসন্দেহে তারা ছিলো এমন এক যুবকদল যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিলো, আর আমি তাদেরকে হেদায়াত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম ।

(২০) وَرَبُّنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضِ لَن نَدْعُو مِنْ دُونِهِ اِلٰهًا لَقَدْ قُلْنَا اِذَا شَطَطًا

শব্দ বিশ্লেষণ

ربطنا (ن) رَبَطًا বাঁধা । সংযুক্ত করা । সুদৃঢ় করা । (ব্যবহার দেখো)

رَبَطَ شَيْئًا بِشَيْءٍ কোন কিছু দ্বারা কোন কিছু বাঁধলো ।

رَبَطَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ দু'টি জিনিসের মাঝে সংযোগ সৃষ্টি করলো ।

تَرَبَّطَ بَيْنَنَا رَابِطَةُ الْاِسْلَامِ ইসলামের বন্ধন আমাদের মাঝে বন্ধন সৃষ্টি করছে ।

رَبَطَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهِ আল্লাহ তার হৃদয়কে সুদৃঢ় করে দিয়েছেন ।

شَطَطًا এটি উহ্য এর مفعول مطلق এই قولًا এটি

আমরা قولًا بَعِيدًا عَنِ الْحَقِّ - অর্থ হলো - এর شَطَطًا

এমন কথা বললাম যা সত্য থেকে দূরবর্তী ।

বাক্য বিশ্লেষণ

اذ এখানে এটি ربطنا এর ظرف রূপে এর স্থানে এসেছে ।

তবে السكون مبنی على السكون হওয়ার কারণে نصب গ্রহণ করেনি ।

বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের উপর معطوف হয়েছে। মূলরূপ
وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ حِينَ قَبَائِمِهِمْ وَقَوْلِهِمْ - এই

এটি لن ندعو الله

منعول به এর সঙ্গে متعلق আর তাপরবর্তী এ অংশটি معدودا এর
থেকে حال পিছনে বলা হয়েছে যে, ذوالحال হলে حال
কে অগ্রবর্তী করা আবশ্যিক।

শাব্দিক অর্থ- আমরা কোন ইলাহকে কিছুতেই ডাকবো না
এমন অবস্থায় যে, সে আল্লাহর গায়র থেকে গণ্য।

এই অংশটি উহ্য রয়েছে। সুতরাং
لام القسم হচ্ছে আর جواب القسم হচ্ছে قد قلنا

তরজমা : আর আমি তাদের হৃদয়কে সুদৃঢ় করে দিয়েছিলাম (ঐ সময়)
যখন তারা দাঁড়ালো এবং বললো, আমাদের প্রতিপালক হলেন, আসমানের
এবং যমীনের প্রতিপালক। আমরা তাকে ছাড়া কোন ইলাহকে কিছুতেই
ডাকবো না। (যদি কোন ইলাহকে ডাকি, তাহলে আল্লাহর কসম) :
তখন অন্যায় কথা বলবো।

(২১) هُوَلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً، لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ
بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ . فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

শব্দ বিশ্লেষণ

এটি اله এর বহুবচন, উপাস্য।

إِنِّي أَنَا إِيَّاهُ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ। মানো আসা, কিন্তু اب অব্যয়
যোগে অর্থ হয় আনা। لِلتَّعْدِيَةِ।

বাক্য বিশ্লেষণ

هوَلَاءِ (শাব্দিক অর্থ- এরা অর্থাৎ
মুবতাদা, قَوْمُنَا তার থেকে بدل
আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা) পরবর্তী বাক্যটি খবর

এটি اتَّخَذُوا এর منعول به

এই উহ্য الفاعل এ অংশটি معدودين
আর তা থেকে অগ্রবর্তী
حال

শাব্দিক অর্থ— এরা অর্থাৎ আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা
কতিপয় ইলাহ গ্রহণ করেছে, এমন অবস্থায় যে তারা আল্লাহর
গায়ের থেকে গণ্য।

عليهم এখানে مضاف উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ على عبادتهم আর على ও
متعلق যাতون এর সাথে
بسلطان এটি يأتون এর সাথে
من افترى على الله كذبا এর তারকীব বলো।

তরজমা : এরা, আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহর পরিবর্তে বিভিন্ন
ইলাহকে গ্রহণ করেছে। কেন তারা তাদের ইবাদতের স্বপক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ
উপস্থিত করে না। সুতরাং যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে
তাদের চেয়ে অধিক জালিম কে হবে?

(২২) إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعَ أَجْرَ مَنْ
أَحْسَنَ عَمَلًا، أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ
الْأَنْهَارُ

শব্দ বিশ্লেষণ

أحسن عملاً (আমলকে উত্তম করেছে)

جنت عدن (পিছনে দেখো, পৃঃ ২১৫)

বাক্য বিশ্লেষণ

... الذين মাওছুল ও ছিলাহ মিলে ইন এর ইসম। তার খবর হচ্ছে
سُنْجَازِهِمْ উহ্য বাক্যটি। (তাদেরকে অবশ্যই আমি উত্তম
প্রতিদান দেবো।) পরবর্তী বাক্যটি উহ্য খবরের হেতু।

مضاف ও مضاف আর مضاف إليه ছিলাহ-মাওছুল মিলে من أحسن عملاً
إليه মিলে কী হয়েছে বলো।

عملاً এটি أحسن এর مفعول به (আমলকে উত্তম করেছে, অর্থাৎ
উত্তম আমল করেছে।)

أولئك যুবতাদা, لهم جنات عدن বাক্যটি তা প্রথম খবর। تجري من

তাহলে বাক্যটি এই বাক্যটি তার দ্বিতীয় খবর। যদি من تحتها বলা হতো
তাহলে বাক্যটি عدن جنات এর ছিফাত হতো।

তরজমা : যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে (তাদেরকে আমি
অবশ্যই উত্তম প্রতিদান দেবো। (কেননা) আমি ঐ লোকদের প্রতিদান নষ্ট
করি না যারা উত্তম আমল করে।

তাদেরই জন্য রয়েছে স্থায়ী বসবাসের জান্নাত। তাদের তলদেশ দিয়ে
প্রবাহিত হবে নহরসমূহ।

(২৩) الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

শব্দ বিশ্লেষণ

بنون এটি ابن এর বহুবচন। আরেকটি বহুবচন হলো أبناء
الصلح এমন সব নেক আমল যা আখেরাতের জন্য বাকি থাকে।
الحياة الدنيا (পিছনে দেখো, পৃঃ ৩৮)
أمل আশা করা। (ن) - آمال বহুবচনে আশা, প্রত্যাশা। أمل
কোন কিছু আশা করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

زينة المعطوف عليه ও معطوف এটি المال و البنون
তার খবর। الحياة الدنيا
شبه الفعل হচ্ছে خير আর صفة তার الصالحات, মুবতাদা, الباقيات
আর ظرف তার عند ربك এ অংশটি খবর।

تمييز দু'টি শব্দ أمل ও ثواب

তরজমা : ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি হলো পার্থিব জীবনের শোভা। আর
স্থায়ী নেক আমলসমূহ আপনার প্রতিপালকের নিকট ছাওয়াবের দিক থেকে
উত্তম এবং প্রত্যাশা হিসাবে উত্তম।

(২৪) وَيَوْمَ تُسْأَرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ
تَغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا .

শব্দ বিশ্লেষণ

نسير (আমি চালিত করবো) চালিত করা ।
 بارزة (প্রকাশিত) প্রকাশ পাওয়া ।
 لم نغادر (ছাড়িনি) ছাড়া, ত্যাগ করা ।
 غادره তাকে ছেড়ে দিলো । غادر البلاد দেশ ত্যাগ করলো ।

বাক্য বিশ্লেষণ

بارزة এটি حال হয়েছে ترى এর مفعول به থেকে ।
 يوم এটি منصوب হওয়ার কারণ বলো । তারকীবের পরবর্তী বাক্যটির অবস্থান বলো । তারকীবগত দিক থেকে বাক্যটির মূলরূপ এই-
 أَذْكَرُ يَوْمَ تَسْبِيْرِنَا الْجِبَالَ وَرُؤْيِكَ الْأَرْضَ بَارِزَةً
 আমি পাহাড়সমূহকে চালিত করার এবং তুমি যমীনকে প্রকাশিত অবস্থায় দেখার দিনটিকে স্মরণ করো ।

তরজমা : আর ঐ দিনটিকে স্মরণ করো যখন আমি পাহাড়গুলোকে চালিত করবো আর তুমি পৃথিবীকে দেখতে পাবে খোলা অবস্থায় । আর আমি তাদেরকে একত্র করবো, তাদের কাউকে ছেড়ে দেবো না ।

(২৫) وَ عَرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ
 أَوَّلَ مَرَّةٍ، بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا .

শব্দ বিশ্লেষণ

عرضوا (তাদেরকে পেশ করা হলো) দেখো, পৃঃ ২৩৯
 صف কাতার, সারি । বহুবচনে صفوف
 (ن) صفا কাতার করে দাঁড়ানো । কাতার করে দাঁড় করানো ।
 صَفِّ الْقَوْمِ লোকেরা কাতার করে দাঁড়ালো ।
 صَفِّ الْقَوْمِ লোকদেরকে কাতার করে দাঁড় করালো ।
 أول مرة প্রথমবার ।
 زعمت (তোমরা ধারণা করেছো) (ن) زَعَمًا দেখো, পৃঃ ১৪৮
 مَوْعِدًا ওয়াদাকৃত সময় বা স্থান, প্রতিশ্রুত সময় বা স্থান ।

বাক্য বিশ্লেষণ

عرضوا এখানে عرض হচ্ছে মূল ফেয়েল। এর শেষে যুক্ত الواو হচ্ছে نائب الفاعل বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যায় যখন نائب الفاعل এর যামীরটি হরফুল জর যোগে ব্যবহৃত হয়। যেমন,
 قِيلَ لَهُم - قِيلَ لَكُمْ - قِيلَ لَهَا - قِيلَ لَهُ
 মাছদারটি এখানে اسم المفعول অর্থে ব্যবহৃত, অর্থাৎ عرضوا তাদেরকে কাতারবদ্ধ করে পেশ করা হবে।

তরজমা : আর তাদেরকে আপনার প্রতিপালকের সামনে সারিবদ্ধভাবে পেশ করা হবে (এবং তাদেরকে বলা হবে) তোমরা আমার কাছে এসে গেছো যেমন তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। অথচ তোমরা তো মনে করতে যে, আমি তোমাদের জন্য কোন প্রতিশ্রুত সময় কিছুতেই নির্ধারণ করবো না।

(২৬) وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا .

শব্দ বিশ্লেষণ

مهلك বাবে ضرب থেকে هَلَاكًا ও مَهْلِكًا ধ্বংস হওয়া।
 موعد প্রতিশ্রুত সময় বা স্থান।

বাক্য বিশ্লেষণ

تلك মূল اسم الإشارة এর সাথে لام যুক্ত হয়েছে দূরবর্তিতা বোঝানোর জন্য। এখন দুই সাকিন একত্র হওয়ার কারণে ياء পড়ে গেছে। ك هচ্ছ خطاب (সম্বোধন)-এর যামীর।
 القری তারকীবে কী হয়েছে বলা। (দেখো, পৃঃ ৩৩৩)
 أَهْلَكْنَاهُمْ মুবতাদা تلك القری
 لَمَّا এটি أَهْلَكْنَا এর ظرف রূপে এর স্থানে রয়েছে। পরবর্তী বাক্যটি এর مضاف إليه - মূলরূপ হলো أَهْلَكْنَاهُمْ حِينَ ظَلَمُوا

جعلنا لمهلكهم موعدا

তরজমা : আর ঐ জনপদগুলোকে আমি ধ্বংস করেছি যখন তারা (কুফুরি করার মাধ্যমে নিজেদের উপর) জুলুম করেছে। আর তাদের ধ্বংসের জন্য আমি একটি প্রতিশ্রুত সময় নির্ধারণ করেছিলাম।

(২৭) فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنَّا غَدَاءٌ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا .

শব্দ বিশ্লেষণ

جَاوَزَا (তারা দু'জন অতিক্রম করলেন) مَجَاوَزَةً, جَوَّازًا
جَاوَزَ الرِّسَالَةَ বা সীমা অতিক্রম করলো বা পিছনে ফেলে এলো।

لَقِينَا (আমরা ভোগ করেছি বা সম্মুখীন হয়েছি) لِقَاءٌ (স)
لَقِيَ فُلَانًا অমুকের সাথে সাক্ষাৎ করলো। (مَعَ فُلَانٍ নয়)
لَقِيتُ شَيْئًا আমি কোন কিছুর সম্মুখীন হলাম।

نَصَبٌ ক্লান্তি ও শ্রান্তি।

বাক্য বিশ্লেষণ

١ তাঃকীবগত দিক থেকে বাক্যটির মূলরূপ এই—

قَالَ لِفَتَاهُ إِنَّا غَدَاءٌ نَا حِينَ مَجَاوَزَتِهِمَا

جَاوَزَا এর জَاوَزَا ذلك المكان অর্থঃ উহা রয়েছে।

سَفَرِنَا এটি من এর مجرور আর هذا হচ্ছে তার থেকে بدل

বিশেষ কথা : মুসা (আঃ) আল্লাহর হুকুমে তাঁর শিষ্য ইউশা (আঃ)-কে সঙ্গে করে আল্লাহর প্রিয় বান্দা খিযির (আঃ)-এর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সফর করেছিলেন। সেই সফরের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন।

তরজমা : যখন তারা ঐ স্থানটি অতিক্রম করে গেলেন, তখন তিনি তার তরুণ (শিষ্য)-কে বললেন, আমাদের দুপুরের খাবার আনো, আমাদের এই সফরে আমরা বেশ ক্লান্তি ও শ্রান্তির সম্মুখীন হয়েছি।

(২৭) فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا أُتِيَ بِهِ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ
مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا *

বাক্য বিশ্লেষণ

صفة এর عبدا তা আর متعلق এর معدودا উহা এটি من عبادنا
শাব্দিক অর্থ- তারা দু'জন আমার বান্দাদের মধ্য হতে গণ্য
এক বান্দাকে পেলো।

صفة এর عبدا এ বাক্যটি اتيناه
رحمة এটি এর দ্বিতীয় به مفعول আর عندنا তার
متعلق সাথে

এ বাক্যটির তারকীব তুমি নিজে করো।

তরজমা : তারা দু'জন আমার বান্দাদের মধ্য হতে এক বান্দাকে পেলো,
যাকে আমি আমার পক্ষ হতে রহমত দান করেছি এবং যাকে আমার পক্ষ
হতে ইলম দান করেছি।

تم الجزء الأول من الطريق إلى القرآن
بفضل الله تعالى وعونه

